শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৫২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৩৯৯
২১ গোবিন্দ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, শনিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ | ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
৩রা পৌষ, ১৩৩৯ ; ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখের পত্র-পাঠে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনার নাম—শ্রীদ্বারকেশ দাস অধিকারী। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী বস্তু নহেন, একটী-মাত্র বস্তু। যে-সময়ে শ্রীনাম শব্দটীকে ওষ্ঠ ও জিহ্বা-দ্বারা উচ্চার্য্যমান-জ্ঞান ও কর্ণদ্বারা তাঁহাকে শব্দমাত্র জ্ঞানে গ্রহণ করিবার চেষ্টার উদয় হয়, সেই সময়ে শ্রীনাম পাঞ্চভৌতিক ভূমিকার অভ্যন্তরে গৃহীত হওয়ায় কর্ণমাত্রের গ্রহণীয় বিষয় হয়। চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং পূর্ব্ব অভিজ্ঞানের সঞ্চয়কারী গৃহরূপ মন কর্ণকে তাহাদের অংশীদার মাত্র জানিয়া মৎসরতা প্রকাশ করে। ইহাতেই অনর্থের উপশম হয় না। শ্রীনাম ও নামী—অভিন্ন ; এরূপ ধারণা লাভ করিতেও আমরা যোগ্য হই না। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমাদের চিৎকর্ণবেধ-সংস্কার সংঘটিত হয়, তৎক্ষণাৎ কর্ণ অপর চারিটি ইন্দ্রিয়ের সহিত আর মাৎসর্য্যভাব প্রকাশ করে না ; ঐ চারিটি ইন্দ্রিয় ও কর্ণের গ্রহণীয় চিৎশব্দের সহিত মৎসরতামূলে আর বিবাদ করে না, তখন প্রেমের প্রস্রবণ সকল চিদিন্দ্রিয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সকল বিরোধ ভাব ও মৎসরতারূপ অনর্থ সরাইয়া দেয়। তখনই শ্রীনাম-প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বহির্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্‌ভাবে স্থাপন করেন। সে-সময় জড়বদ্ধজীবের চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট

তাহাই প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাললীলা-স্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিম-বিচারে অষ্টকাল স্মরণ করিতে নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া
৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯ ; ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

গত বুধবার আপনার প্রেরিত টেলিগ্রাম ও অদ্য আপনার সৌজন্য-মণ্ডিত সকৃপ-সম্ভাষণ-সহ আনুকূল্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। অদ্য আমার শ্রীগুরু-পূজার অবসর। এই ধরাধামে আমি বিগত ঊনষষ্টি সৌরবর্ষকাল কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্যে বাস করিয়া ষষ্টিবর্ষ-প্রবৃত্তিমুখে ভগবৎসদৃশ বৈষ্ণবগণের নিকট দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি। পরম করুণাবতারী ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় ব্যক্তিগত ঔদার্য্যপ্রকাশে ভগবদুপাসনা ও ভগবৎপ্রেমলাভের কথা বলিতে গিয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধের কথা জানাইয়াছেন। আমরা সেই বিবরণ কীর্ত্তনমুখে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে পরতত্ত্বের সন্ধান, সেবা ও প্রীতি লাভ করিতে পারি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sarabjee Building
c/o Messrs Kissen Chand Chelaram
New Queen's Road, Chaupatty, Bombay
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৯ ; ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম,—রায়সাহেব * * আর ইহজগতে নাই, তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন। আমার সহিত এবারই তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও বাক্য আমার যতই মনে পড়িতেছে, ততই দুঃখ হইতেছে।

শুনিতেছি যে, * * নামক এক ব্যক্তি নানা-প্রকার অবিচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডী। সুতরাং আমাদের উপর কোন ধনী ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহ-দেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে কোন জাতিবিশেষ আঘাত দিতে পারে না। সামাজিক উচ্চাবচ জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র। কিন্তু তত্তৎ সামাজিক জাতির মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভক্তি-বিদ্বেষী বা ভক্ত-বিদ্বেষী, তাহাদিগকে সাধারণ হিন্দুজাতিগণ যে চক্ষে দেখেন, তাহা অপেক্ষাও ভাল চক্ষেই আমরা দেখিয়া থাকি। তবে তাহাদের সামাজিক পদ কোন জাগতিক সামাজিক উচ্চজাতি-বিশেষের ন্যায় উচ্চ নহে,—ইহা জাগতিক সমাজই বলিয়া থাকেন।

কোন ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন, আর আমরা বৈষ্ণবদাস হইয়া তাহার সেই স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহজিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিব,—ইহা কখনই হইতে পারে না। কোন নগর-বিশেষের কেন, পৃথিবীর সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহও যদি একযোগে ধর্ম্মধ্বজীর মত সমর্থন

করে, তাহা আমরা কোনও দিনই স্বীকার করিতে বা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ "গৌড়ীয়-সমাজ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা আপনার পত্রিকাস্থ করিয়া দুইখণ্ড আমাদের উপরিলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ভাল হয়।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ ॥১॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

কোঽহং বা কিমিদং বিশ্বমাবয়োঃ কোঽন্বয়োধ্রুবম্।
আত্মানং নিবৃতো জীবঃ পৃচ্ছতি জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥২॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকদিন পরে সুন্দররূপে বিষয়-জ্ঞান লাভ করেন। ইন্দ্রিয়সকল যে সমস্ত বাহ্যবস্তু ও ঐ সমস্ত বস্তুর গুণ উপলব্ধি করে, তাহাদের নাম 'বিষয়'। বালকগণের ইন্দ্রিয়-সমুদয় যে পরিমাণে পক্বতা লাভ করে, বিষয়গুণ-সকলও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইতে থাকে। বিষয়-গুণসকল যত আস্বাদিত হয়, উহারা ততই ইন্দ্রিয়-গণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ ক্রমশঃ এতদূর বিষয়াসক্ত হয় যে, বিষয়চিন্তা ব্যতীত আর তাহাদের কার্য্যান্তর থাকে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা চিত্তের অভেদ বন্ধু হইয়া ক্রমশঃ মানবচিত্তকে স্বীয় দাস্যে বরণ করে। মানবগণ সেই সেই বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সেইসকল বিষয়ের সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক কদাচ কাহারও উদয় হইয়া থাকে। যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটি জিজ্ঞাসা করেন। এই জড়জগতের ভোক্তাস্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? ২ ॥

আত্মা প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্দদাতি চিত্রমুত্তরম্।
স্বস্বরূপস্থিতো হ্যাত্মা দদাতি যুক্তমুত্তরম্ ॥৩॥

নিবৃত্ত পুরুষ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আত্মা সেই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর করিয়া থাকেন। আত্মা এই প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত হয়। অস্মদ্দেশে সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্রও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থবিপরীত মতপ্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানা-মত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি ও ইটালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণ-সুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism) নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানাপ্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটী কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধা-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার

ঈশানুগতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mehomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ আত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহা দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বরূপ উত্তর ও বিচিত্র উত্তর। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা যখন সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব, তখন তিনি সর্ব্বত্র একই প্রকার উত্তর কেন না প্রদান করেন ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে সে উত্তর সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে জগতে আপাততঃ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সে জগৎ তাঁহার সিদ্ধ আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতিপ্রসূত। পরমতত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাসরূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করায় নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণ-মিশ্রিত একটি ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িকধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্গত বৃত্তিসকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন। চিদ্গত জ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গক্রমে চিজ্জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়াবৈচিত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছেদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তাপ্রণালী তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আদৌ আত্মার জড়সঙ্গক্রমে একটী মিশ্রভাবগত চিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়। যিনি সর্ব্বদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, সর্ব্বদেশ-ভাষা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে সক্ষম, তিনিই মাত্র এই বিচিত্র মতসমূহের সম্যক্ বিচার করিতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের দিগ্‌দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। আত্মা যে দুই প্রকার উত্তর দেন, তন্মধ্যে যুক্ত উত্তরই প্রকৃত। চিত্র উত্তর বহুবিধ হইলেও বিজ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগের নাম 'জ্ঞান', দ্বিতীয় ভাগের নাম 'কর্ম্ম'। এস্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। যখন প্রকৃত উত্তরকে 'যুক্ত উত্তর' বলা হইল, তখন যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক সম্মান করা হইল। যুক্তি কি প্রকৃতি-বৈচিত্র্য স্বীকার করে না ? আমাদের উত্তর এই যে, বাক্যসমুদয়ই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যানুগত, অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহারা স্বাধীন নহে। অতএব আমরা যে 'যুক্তি' ও 'যুক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিলাম, তাহা শুদ্ধ চিদ্গত সদসদ্ভেদিকা বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিই জড়সঙ্গক্রমে জড়াশ্রয়ী যুক্তিরূপে চিত্রমত প্রকাশ করে। স্বরূপাবস্থিতিক্রমে তাহা যুক্ত উত্তর প্রদান করে। চিত্র উত্তর মধ্যে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যাহাকে জ্ঞান বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার সদসদ্ভেদক দর্শনবৃত্তি অন্বয়রূপে জড়ধর্ম্ম-পোষক জড়ের অনাদিত্ব ও সর্ব্বমূলত্ব-স্থাপক অথবা ব্যতিরেকরূপে জড়সত্ত্বানাশক নিঃশক্তি ব্রহ্মবাদস্থাপক বিকারবিশেষ। যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার নিরীশ্বর জড়ানুশীলনরূপ কার্য্য-বিশেষ। আত্মার চিদ্গত ভাবানুশীলন ও চেষ্টানুশীলনরূপ যে শুদ্ধ জ্ঞানকর্ম্ম, তাহা যুক্ত-উত্তরগত ভক্তিপ্রসঙ্গে বিচারিত হইবে। বাক্যের স্বাভাবিক জড়তাবশতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহ বাক্য ব্যবহার-পক্ষে সুবিধা হয় না ॥ ৩ ॥

(ক্রমশঃ)

বর্ষারম্ভে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা সর্ব্বপ্রথমে সপরিকর পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ--গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী--গোপীনাথ-নয়ননাথ-নয়নমণিজিউ তথা সপরিকর শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব ও ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভক্তবৎসল—প্রহলাদ-হৃদয়াহলাদ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে তাঁহাদিগের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাই-তেছি যে, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের অযোগ্য সেবকাধম ভৃত্যানুভৃত্য আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার বর্ত্তমান ত্রয়স্ত্রিংশত্তম (৩৩-তম) বর্ষের বর্ষব্যাপী কীর্ত্তন-সেবার সকল বিঘ্ন অপসারণ করতঃ—সকল ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করাইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন এবং কৃপাপূর্ব্বক আমাদের শ্রীপত্রিকার সেবাচেষ্টা অঙ্গীকার করতঃ তাঁহার মনোজ্ঞ সেবায় অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীভগবৎকৃপা তদ্ভক্তকৃপানুগামিনী। শ্রীভগবন্নিজজন—শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ ব্যতীত ভগবদনুগ্রহলাভ কখনই সম্ভব হইতে পারে না, এজন্য অদ্য শ্রীপত্রিকার ৩৩-তম নববর্ষের কীর্ত্তন-সেবার শুভারম্ভে সর্ব্বাগ্রে পরমারাধ্য পতিত-পাবন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং তদীয় প্রিয়তম স্নেহবিগ্রহ নিজজন সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের ও সেই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রস্বরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিরাজ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের প্রসাদেই আমাদের পরমারাধ্য সপরিকর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনপাদপদ্মের সেবাপ্রাপ্তির আশা ফলবতী হইবে বলিয়াই আমাদের একমাত্র ভরসা—"গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন ॥ অনায়াসে হয় নিজবাঞ্ছিত পূরণ ॥"—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই উক্তিদ্বারাই তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং তাঁহার স্নেহাভিষিক্ত—শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপরই বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদন-সেবাভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রিয় পরিকরগণকেও আমার যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিন বস্তুর ক্রমানুসরণে স্মরণেই যাবতীয় ভক্তি-বিঘ্ন বিদূরিত হইয়া বাঞ্ছিতবস্তু—শ্রীভগবানে প্রেম-ভক্তি লাভের সৌভাগ্য উদিত হয়—এই মহাজন-বাক্যই আমাদের শ্রীপত্রিকাসেবার পথপ্রদর্শক হউন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের পারমার্থিক জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাঁহাতে কোনপ্রকারে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্যসাধারণবুদ্ধি আসিয়া গেলে সাধনভজনাদি সমস্তই হস্তীস্নানবৎ নিষ্ফল হইয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায় ২৬শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥"

অর্থাৎ "প্রত্যক্ষভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্ত্যজ্ঞানরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকে, তাহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদি হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।"

ঐ স্থানেই ভাঃ ৭।১৫।২৫ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—

**"রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥"**

অর্থাৎ "সত্ত্বগুণদ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে, উপশম (তৎকার্য্যে ঔদাসীন্য বা আসক্তিরাহিত্য) দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। গুরুভক্তিদ্বারা পুরুষ অনায়াসে এইসকল জয় করিতে সমর্থ হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই (৭।১৫।২৫) শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—"অথ কামাদি-

র্জয়ো জ্ঞানিনাং গুরুভক্তরনুসংহিতং ফলং শুদ্ধভক্তানান্ত আনুসঙ্গিকমিতি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ।" অর্থাৎ কামাদি রিপুজয় জ্ঞানিগণের গুরুভক্তির 'অনুসংহিত' ফল, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের উহা 'আনুসঙ্গিক' ফল-স্বরূপ—ইহাই বৈশিষ্ট্যরূপে জ্ঞাতব্য।

এস্থলে 'অনুসংহিত' শব্দার্থ—যাহার অনুসন্ধান বা অন্বেষণ করা হইয়াছে, এরূপ, অন্বিষ্ট।

আর 'আনুষঙ্গিক' শব্দার্থ—যাহা কোন প্রধান বস্তুর সহিত আপনা হইতেই আসিয়া যায়, এরূপ।

শুদ্ধভক্তের শ্রীগুরুপ্রীতিকামনায়ই গুরুসেবা, গুরুদেব প্রসন্ন হইলেই ভগবৎপ্রসন্নতা। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌ভিন্নপ্রকাশরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। কামাদি জয় ভক্তগণের প্রধান অন্বেষ্টব্য বিষয় নহে, তথাপি গুরুভক্তির আনুসঙ্গিক ফলে উহা আপনা হইতেই সংঘটিত হয়। শ্রীভগবানের নাম শুনিয়াই সিংহগর্জ্জন শ্রবণে হস্তীযূথের পলায়নের ন্যায় কামাদি রিপু আপনা হইতেই পলায়ন করে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা'য় কীর্ত্তন করিয়াছেন—"আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দরব, সিংহরবে যথা করিগণ।" উহার একটু পূর্ব্বেও গাহিয়াছেন—"অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যা'র ধাম, ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ। কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥" শ্রীশ্রীল জগদানন্দ প্রভু তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে 'সাধুসঙ্গে নিস্তার' শীর্ষক প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন। সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন ॥ নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়। কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায় ॥ কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ ॥ কৃপা করি' কৃষ্ণ তা'রে ছাড়ান সংসার। কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার ॥ মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণ-পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥ কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥ **সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥** সকল ভরসা ছাড়ি' গোরাপদে আশ। করিয়া বসিয়া আছে জগাই গোরার দাস ॥" অসাধুসঙ্গে কখনই শুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধশূন্য নাম হয় না। তাই 'প্রেম-বিবর্ত্তে' কীর্ত্তিত হইয়াছে—"অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥ কভু নামাভাস হয় সদা নাম-অপরাধ। এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥" তবে নাম-ভজন-প্রণালী কি প্রকার, কিরূপে নাম গ্রহণ করিলে শুদ্ধ নামোদয় হইবে, তাহাতে বলিতেছেন—"যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥ দশ অপরাধ ত্যজ মান-অপমান। অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণ-নাম ॥ কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥ জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ। মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ ॥ কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল ॥ সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া ॥ গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্। গোরা বই সাধু গুরু কেবা আছে আন ॥"

গৌরসুন্দর গৃহস্থ ও বৈরাগী—দুইজনের প্রতিই যে আদেশ করিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। প্রেমবিবর্ত্তে ঐ আদেশের কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা (অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত-কথা) না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে ॥ স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহ-স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ॥ **যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।** ছোট হরি-দাসের কথা থাকে যেন মনে ॥ ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে ॥ বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে। অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে ॥"

"গৃহস্থবৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়। দেখ ভাই, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায় ॥ বহু অঙ্গ সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন। কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন ॥ বদ্ধজীবে কৃপা করি' কৃষ্ণ হইল নাম। কলিজীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম ॥ একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন। তবে ত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ গৌরজন সঙ্গ কর—গৌরাঙ্গ বলিয়া।

'হরে কৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া ।। অচিরে পাইবে ভাই নামপ্রেমধন। যাহা বিলাইতে প্রভুর ন'দে আগমন ।। প্রভুর কুন্দুলে জগন কেঁদে কেঁদে বলে। নাম ভজ, নাম গাও ভকত সকলে ।।" ['কুন্দুলে জগন' অর্থাৎ প্রেমকোন্দল বা কলহকারী জগদানন্দ।] শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুরের উক্ত প্রেমবিবর্তের কথাগুলি বড়ই হৃদয়স্পর্শী, এজন্য আমরা প্রসঙ্গক্রমে উহার কিছু উদ্ধার করিলাম। এক্ষণে আমরা শ্রীগুরুদেবে মর্ত্য অসদ্বুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার উপরিউক্ত ভাঃ ৭।১৫।২৬ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিতেছি—বহুতরভাবে ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে তৎসমুদয়ই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়। 'সাক্ষাদ্ভগবতি' শব্দে 'ভগবদংশবুদ্ধিরপি ন কার্য্যা' ইহাই সূচিত হইতেছে অর্থাৎ গুরুদেবে শ্রীভগবানের অংশবুদ্ধিও করা কর্ত্তব্য নহে। অথবা, উপাস্য ভগবান্ গুরুরূপে সাক্ষাদ্ বিদ্যমান্ থাকায় তাঁহাতে মরণশীল মানব-জ্ঞানরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইলে তাঁহার নিকট হইতে শ্রুত ভগবন্মন্ত্রাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সমস্তই ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইয়া যায়—এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তি শ্লোকেও আর একটি বিচার প্রদর্শন করিতেছেন—

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ।।
—ভাঃ ৭।১৫।২৭

অর্থাৎ "এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর, ইঁহারই চরণ যোগেশ্বরগণের অন্বেষণীয়, তথাপি লোকে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, (সেইরূপ গুরুদেব সাক্ষাৎভগবান্।)"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় বিচার প্রদর্শন করিতেছেন—

"ননু গুরোঃ পিতৃপুত্রাদয়ঃ প্রতিবেশিনঃ চ তং নরমেব মন্যন্তে ? কথমেক এবায়ং শিষ্যস্তং পরমেশ্বরং মন্যতামত আহ,—এষ ইতি। ভগবান্ যদুনন্দনো রঘুনন্দনো বা বৈ নিশ্চিতমেব প্রধান-পুরুষয়োরীশ্বরঃ। যং লোকস্তদবতারকালোৎপন্নোজনঃ নরং মন্যতে তেন কিং স নরো ভবত্যপি তু পরমেশ্বর এবেত্যেবং গুরুরপীতি ভাবঃ ।।"

অর্থাৎ যদি বল—গুরুদেবের পিতৃপুত্রাদি এবং প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে ত' মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া থাকে, কেবল এই একটি শিষ্য তাঁহাকে পরমেশ্বর বুদ্ধি করিতে যাইবে কিজন্য ? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে,—শ্রীভগবান্ যদুনন্দন বা রঘুনন্দনরূপে আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা নিশ্চিতই প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর। তাঁহাদের অবতারকালোৎপন্ন ব্যক্তি যদি তাঁহাদিগকে মনুষ্যবুদ্ধি করে, তাহা হইলে কি তাঁহারা মনুষ্য হইয়া যাইবেন ? তাঁহাদের তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে মনুষ্যবুদ্ধি করিলেও তাঁহারা যেমন বস্তুতঃ পরমেশ্বরই, তদ্রূপ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধেও ঐরূপ বিচার জানিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা শ্রীদামকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ।।"
—ভাঃ ১০।৮০।৩৪

"(হে ব্রহ্মন্,) সর্ব্বভূতান্তর্যামী আমি গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হই না।"

[এস্থলে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'ইজ্যা' অর্থাৎ পূজাকে গৃহস্থধর্ম্ম, 'প্রজাতিঃ'—প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং তেন 'ব্রহ্মচারিধর্ম্ম' উপলক্ষ্যতে, তপস্যা—'বনস্থধর্ম্ম' এবং উপশম বলিতে 'যতিধর্ম্ম' বলিয়াছেন, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ইজ্যাকে 'হোম'—'ব্রহ্মচারিধর্ম্ম', প্রজাতিঃ—প্রজা পুত্রোৎপাদনং গৃহস্থধর্ম্মঃ এইরূপ বলিয়াছেন।]

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সখা শ্রীদামার সহিত গুরুদেব সান্দীপনি মুনিগৃহে অবস্থান-কালে গুরুসেবার মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—কেবল আমাদেরই শিক্ষার জন্য—অত্যদ্ভুত রোমাঞ্চকর আদর্শ—সখা শ্রীদামার সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলিতেছেন—"সখা মনে আছে—একদিন প্রাতে গুরুমা (সান্দীপনি-পত্নী) আমাদিগকে বলিলেন—বাবা কৃষ্ণ-সুদামা, আজ যে আমার ভোগরন্ধনের কাষ্ঠ নাই, কাঠের ব্যবস্থা ত' করিতেই হইবে। তখনই আমরা

গুরুমাকে বলিলাম, মা কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা এখনই কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বাহির হইতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়গান করিয়া তখনই আমরা বাহির হইলাম, গহনবনে প্রবিষ্ট হইয়া বড় এক বোঝা কাষ্ঠ লইয়া সেই মহারণ্য হইতে বাহির হইব এমন সময়ে অকস্মাৎ আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া অকালে প্রচণ্ড ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি, ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন হইতে লাগিল। তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত, একে নিবিড় অরণ্য, তাহাতে ঘনমেঘাচ্ছন্ন হইয়া গভীর অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল, অজস্র বারিপাতে বনভূমি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, উচ্চনীচস্থান বুঝিবার উপায় নাই। কোন মানুষ চেনা যায় না, আমরা সেই কাষ্ঠের বোঝা মাথায় লইয়া পরস্পরে হস্তধারণ পূর্ব্বক কম্পান্বিত কলেবরে ভিজিতে লাগিলাম। গভীর অন্ধকার, গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণের উপায় ছিল না। প্রাতঃকালে গুরুগৃহ হইতে বাহির হইয়া সারারাত্রি বনমধ্যে কাটাইতেছি, দয়াময় গুরুদেব প্রাতে আমাদের অপ্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে অত্যন্ত স্নেহবিহ্বল হইয়া আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন আমরা বনমধ্যে ঐরূপ কাতরভাবে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া অবস্থিত। গুরুদেব অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—হে বৎস, এই শরীর প্রাণিমাত্রেরই অত্যন্ত প্রিয় পদার্থ, আহা তোমরা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া সেই শরীরকে অনাদর পূর্ব্বক আমার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অতিশয় কষ্টভোগ করিয়াছ। গুরুসেবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ভক্তিসহকারে সর্ব্বার্থসাধক শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক সচ্ছিষ্যগণের গুরুদেবের প্রত্যুপকার বিধান করাই কর্ত্তব্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি তোমাদের প্রতি খুবই প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদের মনোরথ সফল হউক, তোমরা আমার নিকট যে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা ইহলোকে ও পরলোকে—সর্ব্বদা অযাতদাস অর্থাৎ অগতসার (একপ্রহর গত হইলে খাদ্যদ্রব্য বাসি হইয়া যায়, এজন্য অগতসার বলিতে সর্ব্বক্ষণ টাটকা থাকুক, ইহাই বুঝায়) অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ সারযুক্ত হউক। এইরূপ একদিনের একটি ঘটনা মাত্র বলিয়া কৃষ্ণ সখা সুদামাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, গুরুগৃহে থাকাকালে ঈদৃশ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, হে সখে, তাহা তোমার মনে আছে ত'? সখে,—"গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণপ্রশান্তয়ে" অর্থাৎ গুরুদেবের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হইলেই পুরুষ প্রকৃষ্ট শান্তিলাভে সমর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণমুখে এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া সুদামা বলিলেন—হে দেবদেব—হে জগদ্‌গুরো আপনার ন্যায় ভক্তমনোরথ পরিপূরক মহাপুরুষের সহিত গুরুকুলে একত্র অবস্থানকারী আমাদের অতঃপর আর কোন বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে কি? হে বিভো, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইতে সকল মঙ্গলনিলয় বেদশাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই স্বয়ং আপনার বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুকুলে বাস কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত ব্যতীত আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের সারাদিবারাত্র বাতবর্ষাদি ক্লেশ ভোগ, অন্ধকারে দৃষ্টিহীনতাদির অভিনয় আমাদিগেরই শিক্ষার নিমিত্ত—আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আবার গুরুগৃহে বাস করিলে যে গুরুদেব শিষ্যকে কেবল নাকে দড়ি দিয়া পশুর মত বোঝাই বহাইবেন, তাহা নহে, সদ্‌গুরু সাক্ষাদ্ ভগবানের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ—শিষ্যবৎসল, শিষ্যের পরম হিতপেয়ী বান্ধবরূপে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধিলাভ বিষয়ে নিঃস্বার্থ নিষ্কপট সহায়কারী। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিষ্কপটে গুরুশুশ্রূষার সহিত সাধনভজনচেষ্টাশীল শিষ্য গুরুকৃপায় শীঘ্র শীঘ্রই সাধ্যসাধনতত্ত্ব অবগত হইয়া সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেম লাভে সমর্থ হন। সাধন সাধ্য—সর্ব্বাবস্থায়ই গুরুদেবের সহিত শিষ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেবের নিষ্কপট আনুগত্য বাদ দিয়া—গুরুসেবায় অবসর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকৃপালাভ -কৃষ্ণপ্রেমসম্পদে অধিকারলাভ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্যই শাস্ত্রোপদেশ—

(১) তদ্‌বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমভিগচ্ছেৎ
(বা স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ)।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

(২) তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

(৩) তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়মুত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

(৪) আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ।

(৫) যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও উপদেশ করিয়াছেন—

(৬) গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

(৭) তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

(৮) আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ ॥

ইত্যাদি ।

পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু-
র্নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল
কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-
সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্চ্চনীয় বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা বা প্রস্তরবুদ্ধি, বৈষ্ণব গুরুদেবে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, সকলকলুষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি এবং পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অন্যদেবতার সহিত সমানবুদ্ধি করে, সে নারকী অর্থাৎ নরকগতি লাভ করে ।

শ্রীভগবান্ ভক্তরাজ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

—ভাঃ ১১।২০।১৭

অর্থাৎ "যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত, সুদুর্ল্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ু-পরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী ।"

বস্তুতঃ আত্মহত্যা হইতে মহাপাপ আর কিছুই নহে । আমি এখানে ঐ শ্লোকের পরমারাধ্য প্রভুপাদ কৃত বিবৃতি উদ্ধার করিতেছি, প্রভুপাদ লিখিতেছেন—

"মানবশরীরই মানবগণের নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় । বহুজন্মের পর ইহার লাভ ঘটে । ভগবদনুশীলননিপুণ শ্রীগুরুদেব (ঐ নৌকার) কর্ণধারের কার্য্য করেন । ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু নরদেহরূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া এই ভব-সংসার ভোগ হইতে পরপারে লইয়া যান । যিনি স্বীয় নরদেহকে নৌকা জানিতে পারেন না, গুরু-দেবকে স্বীয় কর্ণধার বুঝিতে পারেন না এবং ভগ-বৎকৃপাকেই অনুকূল বায়ুরূপ মঙ্গল বা প্রয়োজন সাধক বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি নিজের নিত্যমঙ্গল বিনাশপূর্ব্বক আত্মঘাতী হন ।"

এস্থলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ হইলেই এবং তাঁহাকেই আমাদের এই মানবদেহরূপ তরণীর পরিচালক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুরও ভেদ হইবে না । প্রতিকূল বায়ু থাকিলে নৌকাকে কখনই ভব-সমুদ্রের পরপারে লওয়া সম্ভব হইবে না ।

আমরা উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত প্রণতি স্তবের ১০।৮৭। ৩৩-তম শ্লোকে অবগত হই—

"হে অজ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই মনোরূপ তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায় বিষয়ে খিদ্যমান এবং শত শত বিঘ্ন দ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃত কর্ণধার বণিকের ন্যায় এই সংসার-সমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন ।"

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভাঃ ৭।১৫।২৫ শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিচার প্রদর্শন করিয়াছি যে, সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে ঐকান্তিকী গুরুভক্তিদ্বারা ঐ দুর্জ্জয় মনস্তুরঙ্গ-দমন-কার্য্য অনায়াসেই সম্ভব হইতে পারে । তবে গুরু-সেবায় উদাসীন হইলে বা গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ

অপরাধ সংঘটিত হইলে মনোজয় কখনই সম্ভবপর হইবে না। কর্ণধার বা নাবিক যেমন জাহাজে বসিয়া অতি সাবধানে কম্পাস-দ্বারা জাহাজের গতি বা সুপথ কুপথ নির্দ্ধারণ করিতে করিতে জাহাজকে গন্তব্যস্থলে লইয়া যান, সেইরূপ গুরুরূপ কর্ণধার-বিহীন ঐ দেহতরণী মুহুর্মুহুঃ বিপন্ন হইবেই হইবে। এজন্য গুরুপাদাশ্রয় একটা ছেলেখেলার বিষয় নহে। নিষ্কপট গুরুসেবাদ্বারা মনুষ্যজীবনের চরম প্রয়োজন-সিদ্ধি সহজেই হইতে পারে বলিয়া সাত্বতশাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বা ঈশোপনিষৎ ৩য় শ্রুতিবাক্য—

"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহার অনুবাদ করিয়াছেন—

"যাহারা পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোক-সকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই) প্রাপ্ত হয়।"

ভক্তিই আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"—এই সম্বন্ধজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব ভক্তি স্বীকার করে না, সুতরাং প্রেমধন হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর অন্ধতমসাবৃত অসুর-প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। এই বেদবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া অনেককেই দম্ভভরে বলিতে শুনা যায়, 'যাহারা হরিভজন করে না, তাহারা ত' বেশ সুখেই কাল কাটায়।' ইহার উত্তরে শুদ্ধভক্ত সাধুগণ বলেন,—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে হয় ত' কাহাকেও সুখ ভোগ করিতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ প্রাক্তন কর্ম্মফলে অনেকেই ত' আবার সারা জীবন ধরিয়া দুঃখ ভোগ করে। 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।' নাস্তিকেরা নানাবিধ প্রলাপ বকিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে সুখ, সিদ্ধি, পরাশান্তি লাভে অবশ্যই বঞ্চিত হইতে হয়, ইহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাক্য—গীতা ১৬।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। আমাদের যদি এই জন্মটিই শেষ জন্ম হইত, তাহা হইলে মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিত। কিন্তু জন্মমৃত্যুপ্রবাহের হস্ত হইতে ত' কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল পরবর্ত্তী জন্মসমূহে যে অবশ্যই ভোক্তব্য। আবার ভক্তিমার্গ না লইয়া কর্ম্মজ্ঞানাদি বিভিন্ন মার্গাবলম্বনে নানা দেবযাজীর অবস্থা শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিতেছেন—

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

গীতায় কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ভজন করিবার কথাই কেন বলিয়াছেন, তাহা গীতামৃতপানাধিকারী সুধী—উত্তম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। নানাপ্রকার নশ্বর ফলকামী হইয়া মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহারা (সেই দেবতারা) গোলোকবৈকুণ্ঠগতি দিতে পারেন না, তাঁহারা যে লোকে থাকেন, সেই নশ্বর লোকই দিতে পারেন, কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হইলে ত' আর সেই লোকে থাকা যাইবে না, আবার মর্ত্ত্যলোকে যাইতেই হইবে। এজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন—"যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্—যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—তাঁহার প্রদত্ত গোলোকবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলে সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তবে শ্রীভগবান্ কোন কোন সময়ে তাঁহার ভক্তকে জগন্মঙ্গল বিধানার্থ মর্ত্ত্যে পাঠাইতে পারেন। ভগবৎকৈঙ্কর্য্যান্তে তাঁহারা ভগবদ্ধামে ভগবৎসেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

যাহা হউক যে ভক্তিই একমাত্র গোলোকবৈকুণ্ঠ-গতি প্রদায়িনী, তাহা লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীভগবানের করুণাশক্তিই গুরুরূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, শিষ্য জানিবেন—শ্রীভগবান্‌ই তাঁহার সম্মুখে গুরু-বিগ্রহ ধারণ করিয়া বিরাজিত, সেই গুরুপাদাশ্রয়ে গুরুকৃপায়ই তিনি কৃষ্ণধামে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম সেবার অধিকার প্রাপ্ত হন এবং কৃষ্ণনামই তাঁহাকে তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক দিব্যগতি প্রদান করেন। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

'ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ-গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় নিজস্বরূপ বিলাস।।" সেই নাম-কৃপার মূলে রহিয়াছেন—শ্রীগুরুকৃপা। গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হইলে সিদ্ধিলাভের সকল আশাভরসাই নৈরাশ্যে পরিণত হয়।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

(৮৫)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্‌যজ্ঞপত্নিকা।
প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ।
কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা।।'
—গৌঃ গঃ ১৯১

'পূর্ব্বে যিনি যজ্ঞপত্নী ছিলেন, তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যাঁহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি পূর্ব্বে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ ছিলেন।'

ইনি শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। ইনি নবদ্বীপ-বাসী ছিলেন। ইনি দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের লীলা করিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে গাঢ় প্রীতিযুক্ত ছিলেন। সাংসারিক ব্যক্তিগণের নিকটে দরিদ্র ভিক্ষুকরূপে প্রতীয়মান হইলেও ইনি ভগবদ্‌প্রেমিক ভক্ত হওয়ায় তাত্ত্বিকবিচারে ধনী ছিলেন। 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেম-ধন।।'—চৈঃ চঃ অ ২০।৩৭। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—'তুমি জন্মে জন্মে আমার দরিদ্র ভক্ত। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহপতি হইবার বাসনা তোমার নাই। ব্রহ্মচারিরূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তুমি আমাকে তোমার ভৈক্ষ্য-দ্রব্যসমূহ অর্পণ কর। তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের যে প্রাকৃত-শাব্দিক অহঙ্কার, তাহা হইতেও তুমি নির্ম্মুক্ত। তুমি পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অকিঞ্চন তুর্য্যাশ্রমের বর্ণ গ্রহণ করিয়াছ। সুতরাং তুমি পূর্ণ শরণাগত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু। তোমার যাবতীয় কায়মনোবাক্য বা চেষ্টা আমাকে সম্পূর্ণভাবে দিতে সমর্থ হইয়াছ। আমি তোমার নৈবেদ্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করি। তোমার আমাকে সমর্পণ করা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে ভোগপর অভিনিবেশ নাই। সুতরাং আমি বলপ্রকাশ করিয়াই তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি, তজ্জন্যই তুমি গরীব।'—শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য, চৈঃ ভাঃ ম ১৬।১২২-২৩

'শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্।।'
—চৈঃ চঃ আ ১০।৩৮

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপধামে ফিরিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

'শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—তাহান মন্দিরে।।
শুনিয়া এ-সব কথা প্রভু গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর।।
কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া।।
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর।।
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ।।'
—চৈঃ ভাঃ ম ১।৭৮-৮২

শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব, শ্রীমুরারি, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত—ভক্তগণ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করতঃ তাঁহার অবশেষ গ্রহণের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকিয়া দারিদ্র্য দুঃখ কিছুই অনুভব করিতেন না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তি তাঁহাকে একজন সাধারণ ভিক্ষুক বলিয়া মনে করিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত তাঁহার সেবকগণকে কেহই চিনিতে পারে না। একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ভিক্ষার ঝুলি কান্ধে করিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভাব দেখিয়া মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন। তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া চিবাইতে লাগিলেন। নিষ্কৃষ্টকণাযুক্ত চাল মহাপ্রভু খাইতেছেন দেখিয়া শুক্লাম্বর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বুঝাইলেন, তিনি নিত্যকাল ভক্তের দ্রব্যই পরমাগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন, অভক্তের দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। শুক্লাম্বরের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তগণ উল্লসিত হইলেন। মহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে প্রেমভক্তি বর প্রদান করিলেন।

'প্রভু বলে—শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি !
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি ॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন ॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার ॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান।
নিশ্চয় জানিহ প্রেমভক্তি মোর প্রাণ ॥
শুক্লাম্বরে বর শুনি' বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল ॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ১৬।১৩৪-৩৮

'সংকীর্ত্তনাবেশে প্রভু বৈসে এ খট্টায়।
ভিক্ষা করি শুক্লাম্বর আইলা এথায় ॥
মহাপ্রীতে প্রভু সে ঝুলিতে হাত দিয়া।
খায়েন তণ্ডুল তা'রে 'সুদামা' বলিয়া ॥
কত দৈন্য করি' ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
ঝুলি কাঁধে কীর্ত্তনে নাচয়ে মনোহর ॥
শ্রীশুক্লাম্বরের প্রেমচেষ্টা নিরখিতে।
গণসহ প্রভুর আনন্দ বাড়ে চিতে ॥
শ্রীবাস-আলয়ে প্রভু ঐছে বিলসিয়া।
নগর-ভ্রমণে চলে নিজগৃহে গিয়া ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১২।২৭৫৪-৫৮

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে (মধ্যখণ্ড ষড়্বিংশ অধ্যায়ে) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাচিত অন্ন-গ্রহণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার কথাও বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট অন্ন গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুক্লাম্বর ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ তাঁহার চিন্তা ভিক্ষালব্ধ চাল অপবিত্র হওয়ায় তাহা মহাপ্রভুর ভোগে নিবেদিত হওয়ার যোগ্য নহে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে থাকিলে তিনি নিরুপায় হইয়া ভক্তগণের নিকট বিধান জানিতে চাহিলেন। ভক্তগণ শুক্লাম্বরের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া আলগোছে (অসংস্পৃষ্টভাবে) রন্ধন করিয়া দিবার জন্য বলিলেন। শুক্লাম্বর স্নানাদি কার্য্য সমাপনের পর উনানে পাত্রে জল উত্তপ্ত করিয়া অসংস্পৃষ্টভাবে চাল ও থোড় প্রদান করিয়া ভাবভোরে হরিনাম করিতে থাকেন। ভক্তের অন্নে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টি হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসহ শুক্লাম্বর-গৃহে আসিয়া স্ব-হস্তে উক্ত অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন, ভোজনকালে অন্নের অপূর্ব্ব আস্বাদনের কথা বলিলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি মহাপ্রভুর স্নেহদর্শনে ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন।

শুক্লাম্বর প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
কাঁদিতে লাগিলা অন্যোঽন্যে ভক্তসব ॥
এইমত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হইয়া ॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর ॥
ধনজনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিরসে বশ প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে গাই ॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২৬।২৮-৩১

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এতদ্-

সম্পর্কে গৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞে ভোজন করিয়া থাকেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। বাহ্যদর্শনে সেই তণ্ডুল স্পর্শদোষাদি বিজড়িত ছিল। ভিক্ষাদ্বারা অনেক সময় অক্ষত তণ্ডুল সংগৃহীত হয় না বলিয়া গৃহস্থগণ ভিক্ষুকের স্পৃষ্টদ্রব্য গ্রহণ করেন না। অক্ষত তণ্ডুল স্পর্শদোষদুষ্ট অপেক্ষা পবিত্র বটে, কিন্তু ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল তদপেক্ষা আরও পবিত্র; যেহেতু উহা ভগবৎকৃপালব্ধ দান মাত্র। আপাত-দর্শনে তাহাতে স্পর্শদোষাদির বা মর্য্যাদা-পথের লঙ্ঘন দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত বিচারে মহাপ্রসাদে হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।

শতলক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইলেই যে ভগবান্‌কে ভোজন করান যাইতে পারে, এরূপ নহে। নির্ধন শুক্লাম্বর ভিক্ষাবৃত্তির সঞ্চিত তণ্ডুলের দ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ভক্তিহীন পাপিসম্প্রদায় এ সকল কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না।'

'হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।২৩

'একদিন প্রভু অন্ন মাগি শুক্লাম্বরে।
এই পথে গণসহ গেলা তার ঘরে॥
কি বলিব—এথা মহা-কৌতুক বাড়িল।
ভুঞ্জিলেন প্রভু, শুক্লাম্বর পাক কৈল॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৪৬৭-৬৮

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ ভরত (৩)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪৯ পৃষ্ঠার পর]

ভরতের পিতা চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি মহারাজ দুষ্মন্ত, জননী বিশ্বামিত্রের কন্যা কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা শকুন্তলা। দুষ্মন্তপুত্র ভরত ভগবানের অংশাংশসম্ভূত ছিলেন।

'পিতুর্য্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি॥'

—ভাঃ ৯।২০।২৩

'পিতা দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। ভগবানের অংশাংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহার মহিমা পৃথিবীতে পরিগীত হইত।'

মহারাজ ভরতের জন্মবৃত্তান্ত 'সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী'তে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৩২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় মহারাজ দুষ্মন্তের চরিত্র-বর্ণনে বর্ণিত হইয়াছে। কণ্বমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন শকুন্তলার গর্ভে এক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন। ভরত জন্মগ্রহণের ছয় বৎসর পরে মহাবীর্য্যশালী হইলেন। ছয় বৎসরের শিশু জঙ্গল হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী, শূকর, মহিষ ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে বৃক্ষে বান্ধিয়া খেলা করিতেন। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া কণ্বমুনি বালকের নাম 'সর্ব্বদমন' রাখিলেন। কণ্বমুনির নির্দ্দেশক্রমে শকুন্তলা বালককে লইয়া রাজা দুষ্মন্তের নিকট আসিলে রাজা বিস্মৃতি-বশতঃ শকুন্তলার পুত্রকে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত গন্ধর্ব্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এই শর্ত্তে শকুন্তলার পুত্র মহারাজের উত্তরাধিকারী হইবেন। মহারাজ দুষ্মন্তের নিষ্ঠুর ব্যবহারে শকুন্তলা মর্ম্মাহতা হইয়া রাজার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে এইরূপ বলিলেন —রাজা গ্রহণ না করিলেও তাঁহার পুত্র পৃথিবীর সম্রাট হইবে। তৎকালে সকলের সমক্ষে আকাশ-বাণী হইল—'হে রাজন! শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, তাহাকে অবজ্ঞা করিও না, তোমার পুত্রকে তুমি গ্রহণ কর।' এই বালককে 'ভরণ করুন, ভরণ করুন'—এইরূপ আকাশবাণী হইতে বালকের নাম

ভরত হইল। দৈববাণীর নির্দ্দেশানুসারে মহারাজ দুষ্মন্ত পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়া ভরতকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভরত সার্ব্বভৌম চক্র-বর্ত্তী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যমুনার তটে একশত, সরস্বতী নদীর তটে তিনশত এবং গঙ্গার তীরে চারিশত অশ্ব-মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরে তিনি পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ, একশত রাজসূয় এবং সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্বও তাঁহার দ্বারা ভূরি দক্ষিণাবিশিষ্ট যাগ করাইয়াছিলেন। কাহারও মতে ইহার নামানুসারেই ভারতবর্ষ নাম-করণ হয়। ভরত হইতেই ভারতীকীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে। ভরতের বংশধরগণ ভারত নামে খ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ বিংশ অধ্যায়ে ভরতের অত্য-দ্ভুত চরিত্রের কথা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীবেদব্যাস মুনি লিখিয়াছেন—এই দুষ্মন্ততনয় ভরতের দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন এবং পদযুগলে পদ্মকোশচিহ্ন ছিল। তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে আড়াইশত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা বিধান করিয়াছিলেন। ভরত যজ্ঞে তিন হাজার তিন শত অশ্ব বন্ধনপূর্ব্বক রাজন্যবর্গকে বিস্মিত করিয়া-ছিলেন। তিনি দেবতাগণের বৈভবকেও অতিক্রম করিয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'ভরতস্য মহৎকর্ম্ম ন পূর্ব্বে নাপরে নৃপাঃ।
নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তিবাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা॥'

—ভাঃ ৯।২০।২৯

'বাহুদ্বারা যেরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেরূপ ভরতের অদ্ভুত কর্ম্ম পূর্ব্বে কোন নৃপতি লাভ করেন নাই বা ভাবী কোন রাজা লাভ করিতে পারিবেন না।'

মহারাজ ভরতের বিদর্ভদেশীয় তিনজন পত্নী ছিল। মহারাজ ভরতের পুত্র মহারাজের মতই বিরাট ও বলশালী হইবে এরূপ চিন্তা পত্নীগণের মধ্যে থাকায় পুত্র প্রসবের পর পুত্র মহারাজের অনু-রূপ না হইলে মহারাজ স্ত্রীগণকে ব্যভিচারিণী মনে করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় পুত্র জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা পুত্রকে মারিয়া ফেলি-তেন। এইভাবে ভরতের বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহা-রাজ ভরত পুত্রলাভার্থ মরুৎযাগ নামক যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। তাহাতে মরুৎগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভরতকে 'ভরদ্বাজ' নামক পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি ও মমতাকে অবলম্বন করিয়া ভরদ্বাজের জন্ম হয়। মমতা পুত্রকে নিরর্থকবোধে ত্যাগ করিলে মরুদ্‌গণ ঐ বালককে পালন করেন এবং ভরতবংশ যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য পুত্রটী ভরতকে প্রদান করেন।
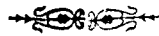
উত্তরভারত প্রচার-ভ্রমণে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ আট মূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী—শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, গভর্ণিং বডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশা-নুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রী-অনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী—সমভিব্যাহারে গত ২৯ কার্ত্তিক (১৩৯৯), ১৫ নভেম্বর (১৯৯২) রবিবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে এ-সি এক্সপ্রেসে উত্তর ভারত প্রচারভ্রমণে যাত্রা করেন। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তও পার্টীর সঙ্গে গিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ পরদিন পূর্ব্বাহ্নে নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে চণ্ডী-গড় মঠের মঠরক্ষক গভর্ণিং বডির সদস্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজসহ স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব নিউদিল্লী হইতে সদলবলে তাজ এক্সপ্রেসযোগে (Taj Express-এ) রওনা হইয়া

পূর্ব্বাহ্ণে মথুরাজংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের ব্যবস্থায় দুইটী মটরকার ও একটী টেম্পোযোগে **শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে** আসিয়া উপনীত হন। শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী গোকুল মহাবন মঠ হইয়া সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গভর্ণিং বডির সভায় গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা-বিষয়ে যে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আলোচনার পর বিঘ্ন অপসারণের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব, তদ্‌সমভিব্যাহারে আগত সাধুগণ এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, এড্‌ভোকেট শ্রীসি-পি সাপ্রা ও শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—পনর মূর্ত্তি মটরভ্যান ও টেম্পোযোগে অপরাহ্ণ ২টা ২০ মিঃ-এ **গোকুল মহাবন মঠে** শুভপদার্পণ করেন। পরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও ভক্তগণের সহিত নগর সংকীর্ত্তনমুখে গোকুল মহাবনের দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন। ২২ নভেম্বর রবিবার গোকুল মহাবনের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রধানগণের এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণের সমাবেশে পূর্ব্বাহ্ণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বৃন্দাবন মঠ হইতে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ উদ্বোধন ভাষণ দেন। গ্রাম-প্রধানগণের পক্ষে শ্রীবাবুলাল পাটোয়ারীজী বক্তব্য রাখিলে পরিশেষে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের প্রতি সকলের সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সমুপস্থিত অভ্যাগতগণকে মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি—৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর সোমবার হইতে ১৮ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ২৩ নভেম্বর প্রাতে গোকুল মহাবন মঠ হইতে রওনা হইয়া মথুরা জংশন ষ্টেশন হইতে বম্বে-জনতা এক্সপ্রেস ধরিয়া উক্তদিবস মধ্যরাত্রিতে ভাটিণ্ডা জংশন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে প্রতীক্ষমান্ স্থানীয় শতাধিক ভক্ত-কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। গাড়ী ৪ ঘণ্টা বিলম্বে ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে পৌঁছে। প্রচারপার্টীর সহিত ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পাঠানকোটের শ্রীনরেশ ধীমান্ (শ্রীনদীয়াবিহারী দাস), জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী এবং চণ্ডীগড়ের শ্রীমধুসূদন দাস। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী পার্টীর সহিত একই সঙ্গে রওনা হইয়া বৃন্দাবন মঠে গিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজকে সঙ্গে লইয়া জয়পুরে যাওয়ার জন্য গোকুল মহাবন মঠের সেবার বিহিত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী গোকুল মহাবন মঠের বিষয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বৃন্দাবন মঠে থাকিয়া পরে নিউ-দিল্লী-জনকপুরীতে পৌঁছেন তথাকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য। শ্রীমঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীভগবান্‌দাস আগরওয়ালার প্রার্থনায় গোকুল মহাবন মঠ হইতে আসিবার কালে সাধুগণ মথুরা সহরস্থ তাঁহার বাসভবনে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্‌দাসজীর গৃহে পাঠকীর্ত্তনের পর সাধুগণের প্রসাদসেবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

ভাটিণ্ডা সহরে কুণ্ডনলাল জৈন ধর্ম্মশালায় ২৪

নভেম্বর হইতে ২৮ নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ২৯ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে এবং ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিস্থিত শ্রীহরিমন্দিরে, ৩০ নভেম্বর রাত্রিতে এবং ১ ডিসেম্বর হইতে ৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ভাটিণ্ডা সহরে ২৮ নভেম্বর শনিবার এবং ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে ১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ভাটিণ্ডা সহরে ২৯ নভেম্বর মধ্যাহ্নে মহোৎসবে অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ চোপ্‌রা), শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন আগরওয়াল (পুত্র স্বধামগত রঘুনন্দন আগরওয়াল), শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী (শ্রীপূরণ চাঁদ ধীমান্), শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারীর (শ্রীরাজকুমার গর্গের) বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ---শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারীসহ ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় মঠে যান।

মনসা (পাঞ্জাব) ঃ—মনসানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারীর (শ্রীবিশ্বম্ভরলাল চোটানির) প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভ বাসযোগে ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে মনসায় পৌঁছিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর দাসের গৃহ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্ম্মসভায় যোগদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ শ্রবণ করিয়া সমবেত নরনারীগণ প্রভাবান্বিত হন। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সাধুগণ ব্যতীতও স্থানীয় নরনারীগণও মহাপ্রসাদ সেবা করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্নে রিজার্ভবাসে সকলে থার্ম্মেল কলোনিতে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী, বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীসুধীরকান্ত বাংশাল, শ্রীপ্রেম শেখ্‌রি, শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী (শ্রীভূপেন্দ্র), শ্রীরামকীর্ত্তি, শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান্ প্রভৃতি স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের সমবেত প্রচেষ্টায় ভাটিণ্ডায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিউদিল্লী-(জনকপুরী) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ ভাটিণ্ডা হইতে ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর শনিবার বম্বে-জনতা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া দিল্লী জংশনষ্টেশনে অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় পৌঁছিলে মোটরকার ও মেটাডোরযোগে নিউদিল্লী-জনকপুরীস্থ শ্রীহরিমন্দিরে উপনীত হইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। চণ্ডীগড় হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীহরিমন্দিরে সাধুগণের এবং অতিথি-ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

নিউদিল্লী-জনকপুরী এ-১ ব্লকস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজার মুখ্য উদ্যোগে এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী আদি সেবকগণের প্রচেষ্টায় শ্রীহরিমন্দিরে ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর শনিবার একাদশী হইতে ২৫ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন সম্মেলন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলে প্রভাবান্বিত হন। প্রাতের ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভামণ্ডপে আসীন ছিলেন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

৬ ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীহরিমন্দির হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া জনকপুরীস্থিত চন্দ্রনগর, এ-৩ ব্লক প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করতঃ হরিমন্দিরে ফিরিয়া আসে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বৃন্দাবন মঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ব্যতীত মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীএম্-এল্ পাসি, শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা, শ্রীএম্-এল্ শেঠি, শ্রীমোতিরাম খট্টর, এড্‌ভোকেট শ্রীচেতন শর্ম্মা এবং শ্রীমোহনলাল লুরিকার বাসভবনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ—দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন এবং উক্ত কার্য্যের অগ্রগতিতে সহায়তার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিচতুষ্টয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ব্রহ্মচারিগণ—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর শনিবার নিউদিল্লী হইতে যাত্রা করতঃ দিল্লী জংশন ষ্টেশন হইতে মুসৌরী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে দেরাদুনে শুভপদার্পণ করেন। নিউদিল্লী-জনকপুরীতে শ্রীহরিমন্দির হইতে শুভসময়ে যাত্রা করতঃ শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজার গৃহে সাধুগণ কএক ঘণ্টার জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী একদিন পূর্ব্বে দেরাদুনে পৌঁছিয়াছিলেন। দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থিতি —১৩ ডিসেম্বর রবিবার হইতে ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের নির্ম্মীয়মাণ দ্বিতল নাট্যমন্দিরে ১৩ ও ১৫ ডিসেম্বর এবং ১৪ ডিসেম্বর স্বধামগত এড্‌ভোকেট শ্রীঈশ্বরদাস শর্ম্মার গৃহে প্রত্যহ অপরাহ্ণে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

১৩ ডিসেম্বর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব উৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়ালদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীজয়দেব শাস্ত্রী, শ্রীপ্রেমদাসজী ও শ্রীতুলসী দাসজী—মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

১৫ ডিসেম্বর রাত্রির ট্রেনে মুশৌরী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া সকলে নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরদিন প্রাতে আসিয়া পৌঁছেন তথাকার বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য।

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ ঃ— নিউদিল্লী রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়ে অবস্থিতি—৩০ অগ্রহায়ণ, ১৬ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ২টা পর্য্যন্ত।

১৬ ডিসেম্বর হইতে ১৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে অষ্টাদশবর্ষ পূর্ত্তি বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে এবং হরিমন্দিরে ১৬ ডিসেম্বর হইতে ১৮ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাত্রিতে এবং ১৯ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব রাত্রির অধিবেশনে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রাতের অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। ১৯ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

দেশের অশান্ত পরিস্থিতির দরুণ জয়পুরে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি হওয়ায় জয়পুরে প্রচারে যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল হয়। তৎ-

পরিবর্ত্তে নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জে ঘী-মণ্ডীস্থিত পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায় ১৯ ডিসেম্বর হইতে ২৩ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাত্রিতে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। 'শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহিমা' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রদত্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে রেখাপাত করে।

শ্রীল আচার্য্যদেব নিউদিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তগণের দ্বারা আহূত হইয়া পাহাড়গঞ্জ ঘীমণ্ডীস্থ শ্রীত্রিলোকীচাঁদ আগরওয়ালা, শ্রীআর্-কে পুরমে শ্রী-এফ্-আর্ গৈরলা, কালকায় শ্রীজিতেন্দ্রমোহন আগর-ওয়ালের গৃহে সাধুগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন। প্রত্যেক গৃহেই মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীতেজেন্দ্র, শ্রীওম-প্রকাশ বেরেজা, শ্রীসতীশ আগরওয়াল প্রভৃতি মঠ-বাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারসেবা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী গৃহস্থের বাড়ীতে উৎসবে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ ২৪ ডিসেম্বর এয়ার কণ্ডিশণ্ড এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

ধর্ম্মসম্মেলন এবং সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কলিকাতা মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ শ্রীবিগ্রহগণের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে। উক্ত শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন এবং রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ শ্রীবিগ্রহগণের নগর ভ্রমণোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। তদবধি তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ নিয়ামকত্বে এবং অপ্রকটকালে তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে উক্ত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসি-তেছে। এইবারও তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান গত ২২ পৌষ (১৩৯৯), ৭ জানুয়ারী (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানু-য়ারী সোমবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরনিবাসী নাগরিকগণ ছাড়াও মফঃস্বল হইতে শতাধিক ভক্তের শুভাগমন হইয়াছিল। ভক্ত অতিথিগণের থাকিবার ও প্রসাদ পাইবার সুব্যবস্থা মঠকর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধি-বেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীআশা-মুকুল পাল, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্র-বর্ত্তী, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। ধর্ম্মসভার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পরমপূজ্যপাদ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিনের বিজ্ঞাপিত প্রধান অতিথি ডাক্তার হৈমীপ্রসাদ বসু, এম্-এল্-এ চতুর্থ অধিবেশনে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে— 'বিশ্বকে ধ্বংসোন্মুখতা হইতে উদ্ধারের উপায়', 'শ্রী-বিগ্রহসেবা হইতে পৌত্তলিকতার পার্থক্য', 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ অবদান', 'সংকীর্ত্তনধর্ম্ম-

প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'অনন্যভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব'। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী শুক্রবার মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথি পূর্ণিমাবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা ও মহাভিষেক পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীগিরিধারী দাস। শুভসময় দেখিয়া শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য আরম্ভ করিতে মধ্যাহ্ন হওয়ায় ঠাকুরের পূজা-শৃঙ্গার-ভোগরাগ-আরতি আদি সমাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হয়।

২৫ পৌষ, ১০ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শ্রীমঠ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৫-৩০টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে পরমোৎসাহে পরপর কীর্ত্তন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর ও মেচেদানিবাসী ভক্তগণের মৃদঙ্গবাদন-সেবা কীর্ত্তনে উল্লাস বর্দ্ধন করে। নরনারীগণের মধ্যে রথাকর্ষণে প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী—সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
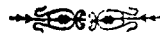
জলপাইগুড়িজেলায় জটেশ্বরে শ্রীমঠের আচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত স্বধামগত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভু আসামে কোক্‌রাঝাড় জেলান্তর্গত ভুটানের নিকটবর্ত্তী রুণীখাতায় অবস্থানকালে তথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ভজনানুকূল-বিচারে তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় জটেশ্বরে জমী সংগ্রহ করিয়া গৃহ ও শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তথায় যাইয়া অবস্থান করেন। জীবিতকালে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য এবং মঠের বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী জটেশ্বরে বিশেষভাবে প্রচারের। কিন্তু তিনি তথায় অল্পদিন অবস্থানের পর স্বধামপ্রাপ্ত হওয়ায় নিজাভিলাষ পূরণ করিতে পারেন নাই। রাধামোহন প্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী ও শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (ডাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথের) এবং শ্রীরণজিৎ দাসাধিকারী প্রভৃতি পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের আগ্রহ হয় রাধামোহন প্রভুর ইচ্ছা

পূর্ত্তির জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভ উপস্থিতিতে জটেশ্বরে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা। তদনুসারে তাঁহারা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যকে সদলবলে তথায় শুভপদার্পণের জন্য আহ্বান জানাইলে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তাঁহার সহিত—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্যামসুন্দর দাস কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় নিউজলপাইগুড়ি ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে—শ্রীনিবারণ চন্দ্র বর্ম্মণ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (সরভোগ মঠের), শ্রীরত্নেশ্বর দেবনাথ এবং অন্যান্য স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সকলে রিজার্ভ মিনিবাসযোগে তথা হইতে রওনা হইয়া বেলা ১টায় জটেশ্বরে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রতীক্ষমান বিপুল সংখ্যক নরনারী সংকীর্ত্তন সহযোগে সাধুগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সাধুগণের যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় ব্যবস্থাপকগণের তরফ হইতে কোনও প্রকার ব্যবস্থার ত্রুটী রাখা হয় নাই। আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, সরভোগ গৌড়ীয় মঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী এবং গোলাঘাট হইতে শ্রীদেবকীনন্দন দাস, শ্রীসনৎকুমার দাস ও শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন দাস উৎসবানুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য পূর্ব্বেই তথায় পেঁছিয়াছিলেন।

শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন এবং কাছারীপ্রাঙ্গণস্থ বিরাট সভামণ্ডপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীচন্দন সরকার, এম্-এল্-এ, পণ্ডিত শ্রীসুধীর চন্দ্র দেব কাব্যতীর্থ, অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ কণ্ঠ ও শ্রীতিলক চন্দ্র রায়। 'যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন', 'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়', 'গুরুতত্ত্ব' বক্তব্যবিষয়ের উপর দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। এতদ্ব্যতীত ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২০ জানুয়ারী বুধবার শ্রীরাধামোহন মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইলে জটেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনসহ চলিতে থাকিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলেই স্বীকার করিলেন এইরূপ প্রাণমাতান নৃত্যকীর্ত্তন তাঁহারা কখনও দেখেন নাই বা শুনেন নাই। প্রত্যহই শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরে মহোৎসবে বহুশত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ডাক্তার রামকৃষ্ণ দেবনাথ মহোদয় সাধুগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং আসামে গোয়ালপাড়া মঠে পেঁছাইবার সৌকর্য্যার্থে একটী মিনিবাস পাঁচদিনের জন্য রিজার্ভ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবসেবা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-পার্টীসহ রিজার্ভ মিনিবাসে ২২ জানুয়ারী শুক্রবার প্রাতঃ ৭টায় জটেশ্বর হইতে রওনা হইয়া পথে ধূপগুড়িতে পূর্ব্বাহ্নে ভক্তের গৃহে প্রসাদ পাইয়া উক্ত দিবস সন্ধ্যায় যোগীগোফা হইতে লঞ্চে ব্রহ্মপুত্রনদ পার হইয়া গোয়ালপাড়া মঠে পেঁছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ মহোদয় এবং তাঁহার পুত্র রত্নেশ্বর দেবনাথ সাধুগণকে পেঁছাইয়া দিয়া পরদিন প্রাতে কোক্‌রাঝাড়ে ফিরিয়া আসেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস, শ্রীদামোদরদাস ও শ্রীসনৎকুমারদাসসহ উক্ত মিনিবাসে একই সঙ্গে রওনা হইয়া পথে উত্তর শালমারায় নামেন সরভোগে পেঁছিয়া স্বধামগত শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীর পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্নের জন্য।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২১৮ পৃষ্ঠার পর]

১৯৭৪ সালে ২৭ মার্চ্চ হইতে ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে, খড়্গপুরস্থ আই-আই-টি কলোনীর ষ্টাফক্লাবে, তৎপরে উত্তর ভারতে দিল্লী শঙ্করপুর অঞ্চলে ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভি-ব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

আনন্দপুর ঃ—শ্রীল গুরুদেব পুরুষোত্তমধাম হইতে ১ চৈত্র (১৩৮০), ১৫ মার্চ্চ (১৯৭৪) শুক্রবার যাত্রা করতঃ পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে আনন্দপুরে শুভপদার্পণ করিলে আনন্দপুরবাসী ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। আনন্দপুরবাসী ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্ম-সম্মেলন ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদির বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন কলিকাতা মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহা-রাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী এবং চন্দ্রকোণা মঠ হইতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভাগবত মহারাজ। সাংবাদিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীরাধারমণ কর, শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দে—মেদিনী-পুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব সমভি-ব্যাহারে পুরী হইতে আসিয়াছিলেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল গুরুদেবের হৃদয়গ্রাহী অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল গুরুদেবের শুভপদার্পণ-দিবস ১৫ মার্চ্চ অপরাহ্নে বহু মৃদঙ্গ ও সংকীর্ত্তনপার্টিসহ আনন্দপুরে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। সম্মিলনের মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ চাব্‌রি মহোদয়। ডাক্তার শ্রীসরোজ রঞ্জন সেনের ভবনে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে অবস্থান করিয়াছিলেন।

খড়্গপুর ঃ—খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ রবিবার আনন্দপুর হইতে খড়্গ-পুরস্থ আশ্রমে সপার্ষদে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীচৈতন্য আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় আই-আই-টি কলোনী ষ্টাফ্ ক্লাবে আয়োজিত বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় এবং পরদিবস শ্রীচৈতন্য আশ্রমে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দিয়াছিলেন। তথায় নগর-সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের বিশেষ আগ্রহক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ পরিদর্শনের জন্য শ্রীল গুরুদেব কেশিয়াড়ীতে গিয়াছিলেন।

দিল্লী-শঙ্করপুর ঃ—শ্রীল গুরুদেব কলিকাতা হইতে সদলবলে ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ শুক্রবার দিল্লী রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে দিল্লীবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত দিল্লী সহরের শঙ্করপুর এক্সটেনশন অঞ্চলে একটি বিরাট সভা-মণ্ডপে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। **শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণে** সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—'স্থানীয় দিল্লীবাসী ভক্ত ও সজ্জনগণ মিলিত হয়ে যে ধর্ম্মসম্মেলন ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের আয়োজন করেছেন, তজ্জন্য আমি খুবই সুখী। হরিনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বশুভপ্রদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেছেন। উচ্চ সংকীর্ত্তনের প্রচুর মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত

হয়েছে। যারা হরিনাম কীর্ত্তনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ উচ্চ সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাদেরও কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হয়। বস্তুর গুণ শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে না। জেনে হউক, না জেনে হউক আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, তদ্রূপ যেভাবে হউক জীবের কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হলে তার মঙ্গল হবেই।' শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ শাস্ত্রী ও শ্রীপ্রেমদাসজী (দেরাদুননিবাসী) বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৪ মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্নে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায়। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীত্রিভুবন দাসাধিকারী (শ্রীতিলকরাজ অরোরা) শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারসেবায় মুখ্যরূপে প্রচেষ্টা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

জলন্ধরে (পাঞ্জাব) বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

জলন্ধর সহরে প্রতাপবাগস্থিত শ্রীভকত সিং পার্কে বিশাল সভামণ্ডপে ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল বৃহস্পতি-বার হইতে ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ধর্ম্মসম্মে-লনের আয়োজন হয়। ধর্ম্মসভার সভাসমূহে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীচতুর্ভুজ মিত্তল, ডক্টর ডি-ডি জ্যোতি, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী লালা শ্রীজগৎনারায়ণ, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীরামপ্রকাশ দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমনোমোহন কালিয়া, অধ্যাপক শ্রীরূপনারায়ণ শর্ম্মা, পি-এইচ্-ডি, শ্রীশ্রীকান্ত আপ্টে ও পণ্ডিত শ্রীসৎপাল ভরদ্বাজ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব শ্রীল গুরু-দেবের ভাষণ শ্রবণে উপলব্ধি করিয়া যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্ম-চারী, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। ৬ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। নগর-সংকীর্ত্তনে ও সংকীর্ত্তনসেবায় মুখ্যরূপে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী হইতে সংকীর্ত্তনমণ্ডলী এই মহাসংকীর্ত্তন সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে বিপুলভাবে প্রচেষ্টা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হন।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে শ্রীল গুরুদেব

শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে ৫ চৈত্র (১৩৮০), ১৯ মার্চ্চ (১৯৭৪) মঙ্গলবার হইতে ১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত হরিদ্বারে পন্তদ্বীপে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শিবির সংস্থা-পিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের প্রচেষ্টায় পন্তদ্বীপে শিবির সংস্থাপনের জন্য জমী সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য কলিকাতা মঠ হইতে গিয়াছিলেন মহোপদেশক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারী। আসাম, পশ্চিমবাংলা, ওড়িষ্যা,

উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান এবং দক্ষিণভারত হইতে প্রায় পাঁচশত ভক্ত অতিথির শুভাগমনে শিবির পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ সমভিব্যাহারে জলন্ধর হইতে দেরাদুন প্যাসেঞ্জারে এবং ১১ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী স্পেশাল ট্রেনে যাত্রা করতঃ ৯ এপ্রিল প্রাতে হরিদ্বারে শ্রীমঠ-শিবিরে আসিয়া পৌঁছেন। ৮ এপ্রিল হইতে ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত সপ্তাহাধিককাল প্রত্যহ প্রাতে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে ভক্তগণ নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে শিবির হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছিয়া তথায় স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুনঃ ব্রহ্মকুণ্ড পরিক্রমামুখে নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসেন। ১৪ এপ্রিল মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে—মুখ্য স্নানযোগদিবসে স্নানার্থীর ভীড় অতিরিক্ত হইলেও ভক্তগণের স্নান-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হয়। একদিন শ্রীল গুরুদেব ভক্তগণসহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সংস্থাপিত শাখা শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন করিয়া আসেন। ১২ এপ্রিল হইতে ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীমঠ-শিবিরে বিশেষ সভার অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। অন্যান্য দিবস প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল গুরুদেব ভগবদ্ভজনবিষয়ক বহু প্রয়োজনীয় মূল্যবান উপদেশমুখে হরিকথা বলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বিশেষ সভার অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী এবং শ্রীগৌড়ীয় সংঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ। জগদ্দ্রীর শ্রীব্রজভূষণ লালজী, কলিকাতার শ্রীমদনলাল গোয়েল, দিল্লীর শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল, হায়দ্রাবাদের শেঠ শ্রীসুন্দরমলজী এবং আজমীরের শ্রীবাসুদেবশরণজী বিভিন্ন দিনে বৈষ্ণবসেবা-মহোৎসবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমধামে বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেব

ওড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্যোগে পুরীতে চক্রতীর্থের সন্নিকটে সমুদ্রোপকুলবর্ত্তী বেলাভূমিতে বিশাল সভামণ্ডপে ১৫ অগ্রহায়ণ (১৩৮১), ১ ডিসেম্বর (১৯৭৪) রবিবার হইতে ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শিল্পপতি শ্রীবংশীধর পাণ্ডা, সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্রও ছিলেন। উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনের উদ্বোধন করেন দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীকামকোটির শ্রীজয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজ। [ক] হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে ছিলেন—(১) পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব, (২) পুরীর গোবর্দ্ধনপীঠের শ্রীনিরঞ্জন দেব তীর্থ মহারাজ, (৩) ডিভাইন লাইফ্ সোসাইটির স্বামী শ্রীচিদানন্দজী মহারাজ, (৪) শ্রীমিণ্টু মহারাজ, (৫) পুরীর রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীতটস্থানন্দজী মহারাজ, (৬) স্বামী শ্রীরামানন্দজী ভারতী, (৭) স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ, (৮) কবিযোগী শুদ্ধানন্দজী ভারতী ও (৯) স্বামী শ্রীহরিহরানন্দজী গিরি।

[খ] ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে—মমতাজ আলি

[গ] খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে—আর্ক বিশপ হেন্‌রি ডি সৌজা

[ঘ] বাহাইধর্ম্মের প্রতিনিধি—ডক্টর মুঞ্জে

[ঙ] আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—মিঃ এস্-সি সালাম

বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনে প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র শ্রীল গুরুদেবকে বলিলেন—শ্রীল গুরুদেব একদিন সভাপতি হইবেন এবং একদিন বক্তৃতা করিবেন, শ্রীমঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ একদিন বলিবেন, কিন্তু শ্রীল গুরুদেবকে প্রত্যহ দুইবেলা সভায় বসিতে হইবে। তদনুসারে শ্রীল গুরুদেব দুইবেলাই সদলবলে ধর্ম্মসম্মেলনে যাইয়া সভায় বসিতেন।

একদিন বাঁকি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় তাঁহাদের ব্রাহ্মণগণের বিশেষ সভায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবকে লইয়া গেলে তিনি সেইদিন বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনে অপরাহ্ন কালীন অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নাই। পরদিন শ্রীল গুরুদেব বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনে সভায় যোগদানের জন্য যখন সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইলেন সভায় সমুপস্থিত কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারীকে ইশারা করিলেন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য। শ্রীমঠের সেক্রেটারী তাঁহাদের নিকট গেলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য গতকল্য অপরাহ্ন কালীন সভায় আসেন নাই কেন? সেক্রেটারী তদুত্তরে বলিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, এইজন্য আসিতে পারেন নাই। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মন্তব্য করিলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য গতকল্য সভামণ্ডপে না আসায় সভামণ্ডপের সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা হয় নাই। বাহ্যদর্শনেও শ্রীল গুরুদেবের দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলে আকৃষ্ট হইতেন।

শ্রীল গুরুদেব অপরাহ্ন কালীন তৃতীয় সভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'সনাতনধর্ম্ম all-accommodating এবং all-embracing, কারণ এই ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের, কোনও জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্ম নহে। ভৌগোলিক সীমাদ্বারা বিভক্ত কোনও দেশের ধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম নহে। হিন্দুর ধর্ম্মকে 'সনাতনধর্ম্ম' বলা যাবে না। সনাতন বস্তুর যে ধর্ম্ম, উহাই সনাতন-ধর্ম্ম। দেহ ও মন অসনাতন, সুতরাং উহার ধর্ম্মও অসনাতন। দেহ মনের অতীত আত্মা সনাতন হওয়ায় তাঁর ধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম। সকল জীবের স্বরূপধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিসঙ্গবশতঃ জীবেতে যে বহু নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রকাশ দেখা যায়, উহা বর্ণভেদে, আশ্রমভেদে, জাতিভেদে, দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। বদ্ধজীবের পক্ষে স্বরূপের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য নয় বলে ক্রমমার্গে স্বরূপধর্ম্মের উদ্বোধনের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদত্ত হ'য়েছে। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে সনাতন-ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে যে, উহার চরম লক্ষ্য সনাতনধর্ম্ম। বদ্ধজীবের কল্যাণের জন্য এরূপ সুবৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থা কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। সনাতনধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম'—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণমুখে প্রচার করেছিলেন,—যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে বিশ্ববাসী প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী তাঁর যোগ্য অধস্তনগণের, বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আবির্ভাবের পর তাঁর এবং তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণের ব্যাপক প্রচারফলে অধুনা বিশ্বের সর্ব্বত্র সমাদৃত হচ্ছে এবং 'হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীপুরুষোত্তমধাম হ'তে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হবে—এই পদ্মপুরাণবাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন ক'রছে।"

বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে সভায় বক্তব্য রাখেন ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস, ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, কটক হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকুঞ্জবিহারী পাণ্ডা, দৈনিক সমাজ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধানাথ রথ, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র, ডক্টর টি-এম্-পি মহাদেবন, শ্রীগৌরীকুমার ব্রহ্ম, শ্রীঅরিন্দম বসু, শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডক্টর এস্-বি ভার্গেকর (মহারাষ্ট্র), শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র, শ্রীঅনন্ত ত্রিপাঠী মিশ্র, শ্রীচিন্তামণি মিশ্র, অধ্যক্ষ শ্রীসত্যবাদী মিশ্র, শ্রীরাজকিশোর রায়, শ্রীটি রামকৃষ্ণ, অধ্যাপক শ্রীজয়কৃষ্ণ মিশ্র, অধ্যাপক শ্রীরঙ্গধর সরঙ্গী, ডক্টর এম্-ডি বালসুব্রামনীয়ম্ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ধর্ম্মসভায় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৯৯

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৩৯৯
২১ বিষ্ণু, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, সোমবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৯৩ { ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪০ ; ১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে জুলাই তারিখের লিখিত Ordinary mailএ প্রেরিত পত্র আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি এবং Air mailএর পত্র ১৪ই সোমবারে পাইবার পরিবর্ত্তে ১৫ই মঙ্গলবারে পাইয়াছি। সুতরাং সোমবারের Air mailএ আমি স্বয়ং কিছু লিখিবার সুযোগ পাই নাই।

আপনার Air mailএর পত্রে জানিলাম যে, আপনি ১০ই—২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত Turporleyতে থাকিবেন। সুতরাং গতকল্যের Air mailএর পত্র আপনার নিকট ২১শে তারিখে পৌঁছিবে, তাহাতে আমার লিখিত কথা থাকিবে না। ১৭ই তারিখে Ordinary mailএ লিখিত পত্র সেপ্টেম্বর মাসে পাইবেন। আমরা এই কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আপনার লিখিত বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারি নাই। আগামী রবিবার বাঙ্গালা ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য' নামে আমার যে প্রবন্ধ পাঠ হইবে, তাহা ছাপা হইতেছে। ছাপা হইলে বৃহস্পতিবারের ডাকে পাঠাইব। ইংরেজী প্রবন্ধ এখনও লিখি নাই; ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব।

শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ ঢাকা হইতে আসিয়া ১২ই তারিখে বক্তৃতা দিয়া ১৪ই তারিখে ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে পুনরায় আসিবার সম্ভাবনা আছে। বাসুদেব প্রভুর শরীর খারাপ বলিয়া লেখালেখি কার্য্যের অনেক বাধা পড়িতেছে। প্রফেসার বাবু জন্মাষ্টমীর বন্ধে আসিয়াছিলেন এবং ১৩ই তারিখে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত কয়েকটী

প্রবন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। উহা আপনার নিকট শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

সেপ্টেম্বর মাসে Sir Atul Chatterjee আপনাকে জেনেভায় যাইবার জন্য বলিতেছেন জানিলাম। কিন্তু আবার ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মানীতে যাইবার কথা; মধ্যে নভেম্বর মাসে নানাস্থানে বক্তৃতা আছে ও লণ্ডনে অনেক কার্য্য রহিয়াছে, দেখিতেছি।

আপনার প্রেরিত Mr. A. ** সাহেবের পত্র পাঠ করিলাম। লোকটী বেশ ভাল, honest impression এর পক্ষপাতী ও অনুসন্ধানপ্রিয়। সুতরাং তিনি অনেক কথা শুনিতে পারেন।

Dr. Barnett সাহেব বা Dr. Thomas সাহেব ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃতের অধ্যাপক। বিশেষতঃ কেনেডি সাহেবের পুস্তক ও মিঃ ম্যাকডোনালের সাহিত্য পড়িয়া তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকারের হইয়া আছে। তাঁহারা যে সহজে পরমার্থের সূক্ষ্ম কথা স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিবেন, এরূপ আশা কখনও করা যায় না। বিশেষতঃ এই দেশের কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া তাঁহাদিগের প্রাকৃত-সহজবুদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তাহা ছাড়া তাঁহাদের আত্মম্ভরিতাও যথেষ্ট আছে। তবে তাঁহাদিগকে সম্প্রতি বেশী ঘাটান বা twist করা উচিত নহে, তাঁহাদের কথায় আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও ভজনে আগ্রহ কম হইতে পারে সত্য, তবে ঐ সকল কথা বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে অবগত করাইয়া ফল নাই। মানুষ নিজের গর্ব্ব নষ্ট করিতে চায় না। সরলভাবে তাঁহারা আপনাদের প্রচার্য্য বাস্তব-সত্য গ্রহণ করিবেন কি? করিলে নিজেদের সঞ্চিত ধারণা বজায় রাখিতে পারিবেন না; সুতরাং উহা unpleasant task. স্যর ভাণ্ডারকার, ডঃ ম্যাকনিকল্, ডাঃ কীথ্, ডাঃ সিলভ্যাঁলেভি, ডাঃ উইণ্টারনিৎজ্ বা তাঁহাদের অনুগত ও শিক্ষক-সম্প্রদায় সকলে পরমার্থের অভিনব সুসিদ্ধান্তসমন্বিত বিচার বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আপনি যখন honest enquirerএর নিকট হইতে বুদ্ধাদি মতবাদিগণের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের নামীয় মতভেদের কথা প্রচার করিতে গেলে তাহা তাঁহাদের দলভুক্ত কুসংস্কারে অগ্রসর ব্যক্তিগণের সংস্কারের বিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নাম না করিয়া বিষয়টির আলোচনা করিলে কাহারও কাহারও মঙ্গল হইতে পারে। আবার, অপর পক্ষে উহাদের নাম না করিলে তাঁহারা ঐ সকল কথা কিছুই ধরিতে পারিবেন না। গরম ও ঠাণ্ডা দুইটী বস্তুর সমাগমে পরস্পরের বিনিময়ে কিছু কিছু হৃদয়ের ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইবে। আপনারা উহাতে বিচলিত হইবেন না। জগৎ এরূপ শ্রেণীর লোকের দ্বারাই পরিপূর্ণ। ভারতেও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই। মানুষ নিজ নিজ সংস্কার ত' ছাড়িতে চাহে না। বরং নিজ নিজ কুসংস্কারে অপরকে জড়াইয়া নিজ-মঙ্গল হারায়।

আপনার গ্রন্থের Synopsis দেখিলাম। উহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই; তবে অপরের রুচির খোসামোদ করিতে গেলে তদ্দ্বারা সেই প্রকার নিপুণতা দেখাইতে পারিবেন না। যাহা হউক, আপনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ,—ক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। আমরা দূর হইতে কি জানাইব? তবে যে কথা লইয়া Dr. Thomas আপত্তি উঠাইয়াছেন, উহার জবাব আপনিই ভাল দিতে পারেন। কেনেডির পুস্তক প্রকৃতই তাঁহাদিগকে misguide করিয়াছে। কেনেডি কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া ও বাজে লোককে বড় ও প্রামাণিক জানিয়া Exoteric বিচার করিয়াছেন। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের সহিত একবারও তাঁহার দেখা না হওয়ায় ভগবদ্ভক্তের ভাষায় ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাতেই তাঁহার ধারণা বৈষ্ণব-নিন্দায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের সমালোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের ভোগিস্তাবকগণ আপনাকে সঙ্কীর্ণ (?), অনুদার (?) ও সাম্প্রদায়িক (?) জানিবেন, তাহাতে বেশী সুফলের উদয় হইবে না।

এ প্রদেশেও পণ্ডিতমন্য ইংরেজী-শিক্ষিত-সমাজে ঐ শ্রেণীর অমঙ্গল যথেষ্ট আছে বলিয়া তাঁহাদের রুচি পরমার্থে অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য—এই সকল লোকের কোন না কোন প্রকারে মঙ্গল বিধান করা।

ইংলণ্ডে ও স্কট্ল্যাণ্ডে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে আপনার ট্রেণভাড়ার দরুণ অনেকগুলি টাকা খরচ

হইবে। Mr. Cranmer Byng এর দেশে আপনার যাওয়া হইবে কি না, জানাইবেন। আজকাল লণ্ডনে লোক কম জানিলাম।

চেষ্টারের বিশপের সহিত আপনার যে সকল বাক্যালাপ হইয়াছে, তাহা বেশ Interesting ; তবে তাঁহারা বহুদিনের সামাজিক ও ব্যবহারিক সাহিত্য ব্যতীত আর কোন কথা 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানেন না। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা বাইবেলের কথাই বলিবেন। টাইম্‌সের সহকারী সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন।

লর্ড সিসিলের লিখিত পত্র স্যর সর্ব্বাধিকারী পাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার সময়ের অল্পতা জানাইয়াছেন, পড়িলাম। আপনার সহিত তাঁহার কি কি কথা আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আপনি কি আমাদিগকে পূর্ব্বে জানাইয়াছেন ?

আজ পর্য্যন্তও "শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য"র (বাঙ্গালা প্রবন্ধটীর) ছাপা শেষ হয় নাই। আর তিন দিন পরেই বক্তৃতা, সুতরাং শীঘ্রই অর্থাৎ আগামী রবিবারের মধ্যেই উহা ছাপা দরকার ; তজ্জন্য আমি ব্যস্ত আছি। তাই এই মেলে উহা পাঠাইতে পারিলাম না।

ইংরাজী প্রবন্ধ এখনও লিখিতে আরম্ভ করি নাই। ২০শে আগষ্টের মধ্যে উহার ছাপা শেষ হওয়া চাই। ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব। ** অন্যান্য প্রবন্ধ ও ক্রমশঃ পাঠাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
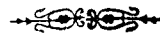
তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠার পর]

চিত্রং বহুবিধং বিদ্ধি যুক্তমেকং স্বরূপতঃ।
চিত্রমাদৌ তথা চান্তে যুক্তমেব বিবিচ্যতে ॥৪॥

চিত্রমত বহুবিধ, যুক্তমত স্বরূপতঃ একই প্রকার। আমরা প্রথমে চিত্রমতসমূহের দিগ্‌দর্শন পূর্ব্বক শেষে যুক্তমত বিচার করিব ॥৪॥

আত্মাথবা জড়ং সর্ব্বং স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
স্বভাবো বিদ্যতে নিত্যমীশজ্ঞানং নিরর্থকম্ ॥৫

সর্ব্বথা চেশ্বরাসিদ্ধিরীশকর্ত্তা প্রয়োজনাৎ।
পরলোককথা মিথ্যা ধূর্ত্তানাং কল্পনেরিতা ॥৬॥

সংযোগাজ্জড়তত্ত্বানামাত্মা চৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মোঽয়ং নিহিতো জড়বস্তুনি ॥৭॥

বিয়োগাৎ স পুনস্তত্র গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ন মুক্তির্জ্ঞানলক্ষণা ॥৮॥

চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপিত হইয়াছে। অবান্তর ভেদক্রমে এইমত দুইপ্রকার অর্থাৎ (১) জড়ানন্দবাদ, (২) জড়নির্ব্বাণবাদ। এই দুইপ্রকার মতের বিশেষরূপ বিচার পরে করিব। প্রথমে জড়বাদ সামান্যতঃ কি, তাহা প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, আত্মাই হউক বা জড়ই হউক, সমস্তই জড়প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। জড়ের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিল না। ঈশজ্ঞান নিতান্ত নিরর্থক। জড়াপ্রকৃতিই — নিত্যা। 'ঈশ্বর' বলিয়া কোন ব্যক্তি বা তত্ত্ব কল্পনা করিতে হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-সকল আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয় ধূর্ত্তগণের কল্পনামাত্র, কিছুই বাস্তবিক নহে। যাহাকে 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' বলিয়া বলি, তাহা জড়ের নিহিত ধর্ম্মবিশেষ, জড়-তত্ত্বগণের অনুলোম-বিলোম-সংযোগ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনরায় উক্ত সংযোগ ভঙ্গ হইলে ঐধর্ম্ম যথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথায় লয় পায় অর্থাৎ

পুনরায় জড়বস্তুতে নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। জন্ম-জন্মান্তররূপ পুনরাবৃত্তি আত্মার পক্ষে অসম্ভব; আর ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যে এক প্রকার আত্মার জড়মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসম্ভব; যেহেতু বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্ম পৃথক্ থাকিতে পারে না। অতএব জড়ই—বস্তু, আর সমস্তই তাহার ধর্ম্ম। সকল নাস্তিকেরাই এই সকল মত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে একশ্রেণী জড়গত সাক্ষাৎ সুখকেই 'প্রয়োজন' বলিয়া স্থির করেন, অপর শ্রেণী জড়সুখকে ক্ষণিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

প্রথমে আমরা জড়ানন্দীদিগের মতের বিচার করিব। জড়ানন্দবাদীরা দুইপ্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎ-পরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কালযাপন করিব। পারমার্থিক চেষ্টায় নিরর্থক কাল ক্ষেপণ করিবার প্রয়োজন নাই—সঙ্গ ও কর্ম্মদোষে এইপ্রকার বিশ্বাস মানব সমাজে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ মতটী কুত্রাপি সমাজনিষ্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচূ (Yangchoo), গ্রীক্‌দেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus); মধ্য এশিয়াখণ্ডে সর্ডেনেপেলস্ (Sardanaplus), রোমদেশে লুক্রিসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান হলবাক (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম্ম বলা যায়।

অধুনাতন যে সকল লোকেরা জড়ানন্দবাদ স্বীকার করতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জনগণের শ্রদ্ধা সংগ্রহ করণাভিপ্রায়ে একপ্রকার নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভারত-বর্ষীয় নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ বোধ হয় সর্ব্ব প্রাচীন। পাণ্ডিত্য-পরিচালনা দ্বারা ঐ মতের পোষক মীমাংসকেরা সর্ব্বার্য্য-সম্মত বেদশাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিয়া আদৌ "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরিশেষে এক জাতীয় 'অপূর্ব্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রীস্‌দেশের ডিমাক্রাইটস নামক পণ্ডিত এই মতের মূল তদ্দেশে স্থাপিত করেন। তিনি বলেন, দ্রব্য ও শূন্য ইহারা নিত্য। শূন্যে দ্রব্য-সংযোগে সৃষ্টি ও দ্রব্যবিয়োগে প্রলয় বা নাশ হয়। দ্রব্যসকল পরিমাণভেদে ভিন্ন। জাতিভেদরূপ কোন বিশেষ নাই। জ্ঞান কেবল বাহ্যবস্তুসমূহের ও অন্তরবস্তুসমূহের সংযোগজনিত ভাববিশেষ। তাঁহার মতে দ্রব্যসকল—পরমাণু। অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ডিমক্রাইটসের পরমাণু-বাদ হইতে কএক বিষয়ে বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্য-বস্তু মধ্যে পরিগণিত। গ্রীক্‌দেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদমতস্থ দোষসমূহই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassandi) পরমাণুবাদ স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (Lamettrie), ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থজড়া-নন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কম্‌টী (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কমটী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করিয়া ১৮৫৭ সালে পঞ্চত্ব লাভ করেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি 'স্থিরবাদ' (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। মানস প্রতীতি সমুদয়ই জড়প্রতীতি বিশেষ। অবশেষ কারণ বলিয়া কাহাকেও স্থির করা যায় না। জগতের প্রারম্ভ বা প্রয়োজন কিছুই জানা যায় না। জগৎ

কর্ত্তারূপ কোন চৈতন্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মানস-প্রতীতি-সমূহ যথাযথ পরস্পরের সম্বন্ধ, ফল, সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশতা অনুসারে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। কোন অপ্রাকৃত ভাব তাহাতে সংলগ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বর চিন্তাকে চিন্তার শৈশব, দার্শনিক চিন্তাকে চিন্তার বাল্যকাল এবং নিশ্চয়াত্মিকা চিন্তাকে চিন্তার পরিপক্ব-কাল বলিয়া স্থির করা উচিত। হিতাহিত-বিচারের অনুগতরূপে সমস্ত বৃত্তির পরিচালনা কর কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মানব-সকল পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণবৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্ট করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী স্ত্রীমূর্ত্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থ লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium) মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা (Supreme Being)। হস্তে শিশু—এরূপ একটী শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। নিজ জননী, পত্নী ও কন্যাকে একত্রে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যনিষ্ঠ চিন্তাদ্বারা কাল্পনিক উপাসনা করিবে। এইরূপ ধর্ম্মাচরণ-কার্য্যের কোন ফলানুসন্ধান করিবে না। ইংলণ্ড-দেশের পণ্ডিত (Mill) জড়বাদকে 'ভাববাদ'রূপে বিচার করতঃ অবশেষে অনেক বিষয়ে কম্‌টির সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ-বাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। একপ্রকার নিরীশ্বর-সংসার-বাদ (Secularism), আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্‌থ্যাম (Bentham), কোম (Combe), প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎ পরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।

স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থজড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত সকল যতই গভীররূপে আলোচনা করা যায়, ততই জড়বাদের নৈরর্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ চিদ্গত যুক্তি ত' ঐসকল অমূলক মতকে দৃষ্টিমাত্রে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে। জড়গত যুক্তিও যখন নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করে, তখন ঐ সকল মতকে 'অযুক্ত' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যথা—

১। জড়বাদীরা তত্ত্বের লাঘবকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমস্ত বস্তুকে একত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জড়কে সর্ব্বমূল বলিয়া অদ্বৈতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এটি অত্যন্ত ভ্রমজনক। যেহেতু জড়কে সর্ব্বমূল বলিলে অনেক পরমাণুর নিত্য সত্তা, শূন্যের নিত্য সত্তা, শূন্য ও দ্রব্যের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, পরমাণুগত শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া—এই সকল তত্ত্বকে অনাদি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা জগৎ সৃষ্টি কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে তত্ত্বসংখ্যার লাঘব হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অনন্ত হইয়া পড়ে। কাল যে কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবম্বিধ লাঘব-করণ-চেষ্টাকে বালচেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। অস্বাভাবিক, যেহেতু স্বভাব স্বীয় কারণপ্রতি সচেষ্ট। তখন চৈতন্যকে অস্বীকারপূর্ব্বক জড় স্বভাবকে নিত্য বলা নিতান্ত অযুক্ত। কার্য্যকারণই স্থূলজগতের স্বভাব। তাহা রহিত হইলে জড়জগতের স্বভাব রহিত হয়। অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু চৈতন্যই জড়কে অধিকার করিতে সমর্থ। চৈতন্যকে জড়গুণ বলিয়া গুণকে বস্তুকর্ত্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।

৩। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তাহাকে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। অধ্যাপক ফেরিস্ (Prof. Ferris) এ বিষয়টী বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন।

৪। জড়কে নিত্য বলিবার প্রমাণ কি ? অধ্যাপক টিণ্ডাল (Prof. Tyndall) নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়াছেন যে, জড়ের নিত্যতা প্রমাণ হয় না। কোন ব্যক্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান হইয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যদি জড়কে নিত্য বলিয়া স্থির

করেন, তবুও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণাভাবে জড়ের নিত্যতা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

৫। বুকনর (Buchner) ও মালেস্কাট (Molescott) বলিয়াছেন যে, জড়—নিত্য। ইহা কেবল স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র। কালক্রমে যদি জড় নষ্ট হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে।

৬। কম্‌টী (Comte) লিখিয়াছেন,—জগতের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা কেবল বালপরামর্শ মাত্র। যেহেতু জীব চৈতন্যবিশিষ্ট তত্ত্ব-বিশেষ। তিনি এরূপ পরামর্শে স্বাভাবিক অনুসন্ধান-বৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। কার্য্যকারণানুসন্ধান-বৃত্তিই সমস্ত বিজ্ঞানের জননী। কম্‌টীর মতে চলিলে অল্পদিনের মধ্যেই মানববুদ্ধির লোপ হইবে সন্দেহ নাই। মানবগণ জড় হইয়া যাইবে।

৭। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্বয়ম্ভূ মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে অথবা ক্রমোন্নতিক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অবশ্য তিন হাজার বৎসরের মধ্যে একটিও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিত।

৮। মানব, পশু ও বৃক্ষাদির বৃত্তিসমূহ যেরূপ সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যসহকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ঐ সকল বৃত্তির বিষয়-সকল যেরূপ নিয়মিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পরম চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয়। চৈতন্য কারণরূপে স্থিত হইলে জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা জড়বাদ নিরস্ত হয়। নিতান্ত দুর্ভাগ্য মানবগণই জড়বাদ স্বীকার করে। তাহাদের চিৎসুখ নাই। আশা ভরসা নিতান্ত অল্প। জড় নির্ব্বাণবাদ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে পরে প্রদর্শিত হবে ॥৫-৮॥

(ক্রমশঃ)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব
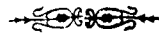
[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৩১ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্, এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ (৫০) কোটি যোজন—অতিক্ষুদ্র, তাহা তোমার মাত্র চারি-বদন, কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি যোজন, কোন ব্রহ্মাণ্ড লক্ষকোটি, কোনটি নিযুতকোটি কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি যোজন। ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ ব্রহ্মার শরীর ও বদন। এইরূপে আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করি। ইহাকেই 'একপাদ বিভূতি' বলে, ইহারই পরিমাণ নাই, আর ত্রিপাদ বিভূতির পরিমাণ কে করিবে? সুতরাং কৃষ্ণের বৈভব দুর্জ্ঞেয়। কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে উহার একটু দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইয়া বিদায় দিলেন।

অতঃপর 'ত্র্যধীশ্বর' শব্দের কৃষ্ণের তদ্রূপবৈভব ধামগত ৪র্থ গূঢ় অর্থ কথিত হইতেছে—

ত্র্যধীশ্বর-শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥ ৯০ ॥
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিনলোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥৯১॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ॥ ৯২ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণই 'গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা'—গোলোকের এই প্রকোষ্ঠত্রয়ের অধীশ্বর।

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ৯১ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণলীলার প্রকোষ্ঠত্রয়ের ন্যায় গৌরলীলাতেও অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠত্রয় আছে.—(১) নবদ্বীপ-মণ্ডল, (২) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল (দাক্ষিণাত্য) ও (৩) ব্রজমণ্ডল।"

অনন্ত বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর কৃষ্ণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারিক চিরস্থায়িকার্য্যকারক ব্রহ্মা-রুদ্রাদি চির-লোকপালগণের অধীশ্বর কৃষ্ণ—কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর পরাৎপর বস্তু।

"নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্যবিরাজমান।
চিচ্ছক্তিসম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥ ৯৬ ॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্যপূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে 'স্বয়ংভগবান্' ॥" ৯৭॥

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার উক্ত ৯৬ সংখ্যক পয়ারের 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ—স্বারাজ্যলক্ষ্মীরূপ নিজ চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া নিত্য-বিরাজমান্। ভগবানের চিচ্ছক্তিসম্পত্তি-কেই 'ষড়ৈশ্বর্য্য' বলে। চিচ্ছক্তি—চিচ্ছক্তিমদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের নিজশক্তি ও সেবিকা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১৷৩৷২৮) কথিত হইয়াছে—

"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা আদি বা প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার ; এই সকল অবতার দৈত্য-নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, অবতারগণের মূলপুরুষ আদ্য পুরুষাবতার মহা-বিষ্ণুরও আদি।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ"—এই আলঙ্কারিক ন্যায়াবলম্বনে প্রদর্শন করিয়াছেন—যে বস্তু জ্ঞাত, তাহাকে 'অনুবাদ' এবং যাহা 'অজ্ঞাত' তাহাকে 'বিধেয়' বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে—'এই বিপ্র পরম পণ্ডিত' এস্থলে 'বিপ্র' অনুবাদ 'পাণ্ডিত্য' উহার 'বিধে'য়। বিপ্র বলিয়া জানা গেল, তাঁহার পাণ্ডিত্য ত' জানা ছিল না, এজন্য অগ্রে বিপ্র বলিয়া পরে 'পাণ্ডিত্য' শব্দ বিন্যাস করিলে বাক্যের পূর্ণতা সিদ্ধ হইল, নতুবা বাক্য অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তদ্রূপ—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যে 'এতে' শব্দে 'অবতারগণ', ইহাই জ্ঞাতবিষয়, সুতরাং ইহাই 'অনুবাদ' ; পশ্চাৎ ইঁহারা যে আদ্যপুরুষাবতারের অবতার, ইহা অপরিজ্ঞাত ছিল. সুতরাং তাহাই এক্ষণে পরিজ্ঞাত হইল। এজন্য ইহাই বিধেয় সংবাদ। অতঃপর 'কৃষ্ণস্তু' অর্থাৎ 'কিন্তু কৃষ্ণ' এই শব্দদ্বারা কৃষ্ণকে অবতারমধ্যে জানা গেল, সুতরাং ইহা 'অনুবাদ'রূপে বাক্যারম্ভের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইল, তৎপর 'কৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্'—এই বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞাত ছিল, এক্ষণে তাহা জ্ঞাত হইল। সুতরাং তাহাই এই বাক্যের 'বিধেয়' রূপ বিশেষ সংবাদ। এইজন্য কৃষ্ণ-শব্দ 'অনুবাদ'রূপে অগ্রে ব্যক্ত করিয়া তাঁহার 'স্বয়ংভগবত্তা'রূপ বিধেয়সংবাদ পশ্চাৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। এজন্য 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বাক্যে কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা অবিসংবাদিত সত্যরূপে 'সাধ্য' হইল, স্বয়ংভগবানেরও কৃষ্ণত্ব 'বাধ্য' হইল অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ নহেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইল। জড়-মায়াবদ্ধ জীবের বাক্য 'ভ্রম' (সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্যভ্রম)—যেমন শুক্তিতে রজত ও রজতে শুক্তি বা সর্পে রজ্জু ও রজ্জুতে সর্পবুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি, 'প্রমাদ'—অনবধানতা বা অমনোযোগিতাদোষ—'ধান শুনিতে কাণ' শুনিয়া বসা—এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি করা, 'করণাপাটব'—করণ শব্দে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-দোষ—যেমন চক্ষুর দূরদর্শন বা ক্ষুদ্রবস্তু দর্শনরাহিত্য রূপ জ্ঞানের বিপর্য্যয় বা বৈপরীত্য সং-ঘটন—যেমন কামলা রোগীর দৃষ্টান্ত। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা-দোষ—সত্যবস্তুকে না জানিয়া জানি-য়াছি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছায় লোকবঞ্চনাই আত্ম-বঞ্চনা—এই দোষচতুষ্টয়দুষ্ট, কিন্তু আর্ষবিজ্ঞবাক্যে—এইসকল দোষ নাই। শ্রীসূত গোস্বামীর বাক্য উক্ত দোষচতুষ্টয়শূন্য। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত পয়ারদ্বয়ে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ংভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥

—চৈঃ চঃ আ ২৷৮৪-৮৫

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

যদি নারায়ণ 'অংশী' ও কৃষ্ণ 'অংশ' হইতেন, তাহা হইলে সূতবাক্য বিপরীত হইত অর্থাৎ 'স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ' এইরূপ বিপরীত হইত। (অর্থাৎ যে অংশী নারায়ণ—স্বয়ংভগবান্, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—এইরূপ বিপরীতার্থবোধক ব্যাখ্যা হইত।) কিন্তু আর্ষ অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই চারিটি দোষ না থাকায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' লিখিয়াছেন।

অগ্রে 'অনুবাদ' না বলিয়া 'বিধেয়' বলিলে বাক্যে অবিমৃষ্ট অর্থাৎ অবিচারিত বিধেয়াংশদোষ আসিয়া যায়। সুতরাং সেই 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ'—এই আলঙ্কারিক দোষদুষ্ট বাক্যকে আর্ষবিজ্ঞবাক্য বলা চলিবে না। পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ংভগবান্। "তেঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার॥'—এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকল্পে উক্ত 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষদুষ্ট শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কখনই 'প্রমাণ'-বাক্য অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক বিচার হইতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্।

"যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা॥"
—চৈঃ চঃ আ ২।৮৮

শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায় ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ "এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাত্তিগত হইয়া বিবৃতি (বিস্তার)-হেতু সমানধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ (বিষ্ণুর) চরিষ্ণু (সঞ্চরণশীল, জঙ্গম, গতি বা গমনশীল) ভাবে যিনি প্রকাশ পান সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

"দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।"
—চৈঃ চঃ আ ২।৮৯-৯০

ইহার 'অনুভাষ্যে' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বত্রই দীপসদৃশ আলোকময় ও মূল নারায়ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহা হইলেও তাঁহারা মূল দীপ হইতেই প্রকাশমান। (কিন্তু) বিষ্ণুতত্ত্ব যেরূপ গোবিন্দের সহ জ্যোতিরূপত্বাংশে সম, বিরিঞ্চি (ব্রহ্ম) বা শম্ভুতত্ত্ব গুণাবতার হইলেও তাদৃশ নহে। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—"শম্ভোস্তু তমোধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জলময় সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য, ন তথা সাম্যম্।" অর্থাৎ শম্ভুর তমোগুণাধিষ্ঠানত্বহেতু কজ্জলময় সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্বের ন্যায় মূল নারায়ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন।

পুরাণলক্ষণ-বিচারেও নারায়ণ-পরতত্ত্ব কৃষ্ণেরই মূল আশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় ১-২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥"

["শ্রীশুকদেব কহিলেন—এই ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তরকথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি বিষয় (মহাপুরাণলক্ষণ) বিবৃত হইয়াছে। দশমতত্ত্বই মূলতত্ত্ব, তাঁহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্যই পূর্ব্ব নয়টি লক্ষণ স্তুতি, আখ্যান ও সাক্ষাদ্ বিচারদ্বারা মহাত্মগণ বর্ণন করিয়াছেন।

পঞ্চমহাভূত (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ), পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ), একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি পাদ্য পায়ু ও উপস্থ এবং মন), মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার—এই সকলের বিরাটরূপে ও স্বরূপে উৎপত্তিই 'সর্গ'; ব্রহ্মা হইতে চরাচরসৃষ্টিই 'বিসর্গ'; ভগবানের বিজয়, ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতা হইতে উৎকর্ষই 'স্থিতি'; নিজভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহই 'পোষণ'; কর্ম্মবাসনার নাম—'ঊতি'; সাত্ত্বিক জীবগণের আচরণীয় ধর্ম্মই 'মন্বন্তর'; শ্রীহরির অবতারমূলক ও ভাগবতগণের কথাই—'ঈশকথা'; যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধিশক্তি সহ শ্রীহরির শয়নই—'নিরোধ'; স্থূলসূক্ষ্মরূপ ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধজীব স্বরূপে বা পার্ষদরূপে অবস্থানই—

'মুক্তি' এবং যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মাই —'আশ্রয়' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।"] (শ্রীমদ্ভাগবত ২।১০।১-২ এবং চৈঃ চঃ আ ২।৯২ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অতঃপর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥৯৩॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥"৯৪॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।১ শ্লোকের শ্রীল শ্রীধর স্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকাবচন উদ্ধার করিয়াও দেখাইতেছেন—

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥"৯৫

[অর্থাৎ "দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।"] (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সুতরাং কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানলাভেই কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে—

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥"৯৬॥

তাই শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"তাৎপর্য্য এই যে, জগতে দুইটি তত্ত্ব আছে—অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই 'আশ্রয়'। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিততত্ত্ব। 'সর্গ' হইতে 'মুক্তি' পর্য্যন্ত সমস্তই আশ্রিততত্ত্ব, সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ—সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যানচ্ছলে কিঞ্চিদ্ গৌণরূপে এবং সাক্ষাৎ উপদেশস্থলে সাক্ষাৎ আশ্রয়-তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন ; অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়-(চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি) জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে।'

কৃষ্ণস্বরূপের ছয়প্রকার বিলাস, যথা—(১) প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ, (২) অংশাবেশ ও শক্ত্যাবেশ—এই দ্বিবিধ অবতার এবং (৩) বাল্য ও পৌগণ্ড—এই দ্বিবিধ বয়োধর্ম্ম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপের হয় 'ষড়্‌বিধ বিলাস'।
প্রাভব-বৈভবরূপে 'দ্বিবিধ প্রকাশ' ॥৯৭॥
অংশ-শক্ত্যাবেশ রূপে 'দ্বিবিধ অবতার'।
'বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্ম' দুই ত' প্রকার ॥৯৮॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয়রূপে বিশ্ব ভরি' ॥৯৯॥
এই ছয়রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ ।"১০০॥

উপরিউক্ত ৯৭ সংখ্যক পয়ারের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে প্রাভব-বৈভবপ্রকাশ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"প্রাভব ও বৈভব—যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। শক্তির তারতম্যে প্রভুতার প্রাবল্যে—প্রাভব ও বিভুতার প্রাবল্যে বৈভব-সংজ্ঞা হয়। প্রাভব দুই প্রকার—একপ্রকার প্রাভব চিরকাল স্থায়ী নয়। তাহার উদাহরণ—মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অবতার ; ইহারা যুগানুগত। দ্বিতীয় প্রাভবের কীর্ত্তি অতিশয় বিস্তার হয় না। তাহার উদাহরণ—ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল ইত্যাদি। বৈভবাবস্থ অবতারসকল যথা—কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব—এই সাতটি এবং যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বকসেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু—এই চতুর্দ্দশটি মন্বন্তরাবতার—এই ২১টি বৈভবাস্থ অবতার।"

উপরিউক্ত ভাষ্য লঘুভাগবতামৃত যুগাবতার-প্রকরণ ১০ম অধ্যায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা নিম্নে মূল শ্লোকগুলি উদ্ধার করিতেছি—

"হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থে যা ঊনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ ॥
প্রাভবশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃত কীর্ত্তয়ঃ ॥

তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ।
অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃস্যুর্মুনিচেষ্টিতাঃ ॥
ধন্বন্তর্য্যষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে।
অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঝষাধিপঃ ॥
নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহ-হয়াননৌ।
পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ইত্যামী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ ॥"

["যাঁহারা হরির স্বরূপ-রূপবিশিষ্ট এবং পরাবস্থা হইতে ন্যূন, তাঁহারা শক্তির তারতম্যবশতঃ প্রাভব ও বৈভব-সংজ্ঞা লাভ করেন। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার। একপ্রকার প্রাভব চিরস্থায়ী ও অতিবিস্তৃতকীর্ত্তিশূন্য; প্রথম প্রাভব মোহিনী, হংস এবং যুগানুগত শুক্ল প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রাভব শাস্ত্রকর্ত্তা মুনিগণ, ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। বৈভবাবস্থ অবতারসকল যথা—১। কূর্ম্ম, ২। মৎস্য, ৩। নারায়ণ, ৪। বরাহ, ৫। হয়গ্রীব, ৬। পৃশ্নিগর্ভ, ৭। প্রলম্বঘ্ন বলদেব—এই ৭টি এবং ৮। যজ্ঞ, ৯। বিভু, ১০। সত্যসেন, ১১। হরি, ১২। বৈকুণ্ঠ, ১৩। অজিত, ১৪। বামন, ১৫। সার্ব্বভৌম, ১৬। ঋষভ, ১৭। বিষ্বক্সেন, ১৮। ধর্ম্মসেতু, ১৯। সুধামা, ২০। যোগেশ্বর, ২১। বৃহদ্ভানু—এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার—এই একুশটি।"]

শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকটি—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কূল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥
—ভাঃ ১।৩।২৬

অর্থাৎ "হে শৌনকাদি ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বসাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতারসমূহ প্রকটিত হন।" সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব অবতারের অবতারী।

৯৮-১০০ অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য—

"* * অংশাবেশ ও শক্ত্যাবেশ অবতার সকল * * প্রাভব-বৈভবের মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণাবতারদিগেরও সেই অবস্থা। নিত্যকিশোর-স্বরূপ কৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সে বিবিধ লীলা। অতএব কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী ও * * কিশোর-স্বরূপ কৃষ্ণ ছয়প্রকার স্বরূপ-বিলাসে বিশ্ব ভরিয়া লীলা করিতেছেন। ইহাতে এই ছয়রূপের অনন্ত বিভেদ। অনন্ত হইয়াও কৃষ্ণ এক অখণ্ড-তত্ত্ব।"

অতঃপর চিৎ, অচিৎ ও জীবশক্তি—এই 'শক্তি-ত্রয় জ্ঞান' সম্বন্ধে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে—

"চিচ্ছক্তি—স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥১০১॥
মায়াশক্তি—বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥১০২॥
জীবশক্তি—তটস্থাখ্য, নাহি তার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি, তার বিভেদ অনন্ত ॥১০৩॥"

উহার (১০১-১০৩ সংখ্যক পয়ারের) 'অমৃত-প্রবাহ ভাষ্য'—

"চিচ্ছক্তি—স্বরূপশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি। তাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদি ধামে বৈভবানন্ত প্রকাশ। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত অনন্ত জীব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত ভেদ।"

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়ের কথা জানাইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥১০৪॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের 'পুরুষ' আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়। ১০৫॥
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০৬ ॥

ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ১ম শ্লোকেই লিখিত হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"১০৭

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগণ ও শক্তিত্রয়—সকলেরই মূল আশ্রয় কৃষ্ণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। যদিও ব্রহ্মাণ্ডগণের আশ্রয় পুরুষাবতারত্রয়, কিন্তু ঐ পুরুষাবতারত্রয় ত' শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত-তত্ত্ব, সুতরাং কৃষ্ণই সর্ব্বমূল আশ্রয়তত্ত্ব, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ংভগবান্ পরমেশ্বর মূল আশ্রয়-তত্ত্ব।

আবার সেই সর্ব্বাবতারের অবতারী ব্রজেন্দ্রনন্দন

কৃষ্ণই শ্রীরাধাভাবকান্তি সুবলিত শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথ-মিশ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ংভগবান্—"অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা" (চৈঃ চঃ আ ২।১১০)।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য—'অপার অমৃতসিন্ধু', সেই ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বিগ্রহ-মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিক্রমে তিনি নিম্নোক্ত শ্রীভাগবতীয় শ্লোকটি আস্বাদন করিতে লাগিলেন—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্ ॥

—চৈঃ চঃ ম ২১।১০০ ধৃত ভাঃ ৩।২।১২ শ্লোক

"ভগবান্ প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী। তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয্যের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক সুখের মধ্যে পরম অলৌকিক।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্বীয় চিচ্ছক্তির (যোগমায়ার) বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরমপদ ও সমস্ত ভূষণকেও ভূষিত করিতে সমর্থ—সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি।"

সেই দ্বিভুজ চিরকিশোর মুরলীধর শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব রূপ-মাধুর্য্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া শুনাইতেছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥১০১॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ধ্রু॥১০২॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥১০৩॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তাঁর ধাম ॥১০৪॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাঁহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণমন ॥১০৫।
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥১০৬॥
চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥১০৭॥
নিজসম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি', স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥১০৮॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজুলীসঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎশস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥১০৯॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ ॥১১০॥"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐসকল পয়ারের অনুভাষ্যে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও

অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকায় পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ তৎসমুদায় নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

অনুভাষ্য ১০১—কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোমলীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি—নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতার-লীলা, পৃথু-ব্যাসাদি—আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি-লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণু-হস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃতবিশেষণ মল-বিশিষ্ট নহে।

ঐ ১০২—কৃষ্ণের মধুররূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা—এই ভুবনত্রয়কে বা অন্তঃপুর গোলোকবৃন্দাবন, মধ্যমাবাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম,—এই ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ এবং তত্তৎত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণকে রূপমাধুরীতে আকর্ষণ করে।

ঐ ১০৩—পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতিরূপা চিচ্ছক্তিযোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় রত্নস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন।

ঐ ১০৪—কৃষ্ণরূপের অসামান্য চমৎকারিতা এরূপ যে, তাহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপন্ন করে এবং উহা আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণেরই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ ও বৈরাগ্যাত্মক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিজ সৌভাগ্যাতিশয় কৃষ্ণেরই নিত্যস্থিত।

ঐ ১০৫—অলঙ্কার—অঙ্গের ভূষণ (অঙ্গের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক), কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ-শোভা এতাদৃশ অপরূপ যে, কৃষ্ণের অঙ্গ যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। তাদৃশ অঙ্গশোভা সত্ত্বেও ললিত ত্রিভঙ্গে যেন অধিকপরিমাণে *শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও চক্ষুর উপরিভাগে* ধনুতুল্য ভ্রূ নৃত্য করিতেছে। তির্য্যগ্‌ভাবে অপাঙ্গ-দৃষ্টিরূপ বাণ ভ্রূধনুতে সংযোগ করিয়া রাধা এবং তদনুগ গোপীগণের মনকে বিদ্ধ করিবার উদ্দেশে দৃঢ়ভাবে সন্ধান করিতেছে।

ঐ ১০৬—কৃষ্ণের রূপ এতাদৃশ মনোহর যে, তাহা প্রাকৃত জগতের সকল প্রাণী ও দেবতা দূরে যাউক, ব্রহ্মাণ্ডের উপরি পরব্যোমস্থ নারায়ণাদি কৃষ্ণ-স্বরূপের মন বলপূর্ব্বক হরণ করে। বেদে যে লক্ষ্মী-গণকে একমাত্র পতিব্রতাশিরোমণি বলিয়া উক্তি করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম অভিলাষ করেন।
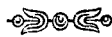
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

(৮৬)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

গোপীনাথ পট্টনায়ক ভবানন্দ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র। শ্রীগৌরলীলায় যিনি রায় ভবানন্দ, কৃষ্ণলীলায় তিনি পাণ্ডু এবং তাঁহার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব। শ্রী-চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে রায় ভবানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—'তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন।' রায় ভবানন্দের পঞ্চ পুত্র মহাপ্রভুর প্রিয় পাত্র ছিলেন।

'রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দসহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩৩-৪

ওড়িষ্যায় পুরী সহর হইতে পশ্চিমে ৬ ক্রোশ দূরে পুরী জেলায় ব্রহ্মগিরি-আলালনাথ। ব্রহ্মগিরি আলালনাথ হইতে অল্পদূরে অবস্থিত বেণ্টপুর গ্রাম। উক্ত গ্রামে রায় ভবানন্দ ভূম্যধিকারীরূপে নিবাস করিতেন। অদ্যাবধি ভবানন্দ রায়ের অধস্তনগণ চৌধুরী পট্টনায়ক পদবীতে খ্যাত হইয়া বেণ্টপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

গোপীনাথ পট্টনায়ক মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) রাজ্যখণ্ডের তহশীলদার ছিলেন। তিনি রাজাকে রাজস্ব আদায় করিয়া অর্থ দিতেন। রাজার নিকট দুইলক্ষ কাহন* কড়ি রাজস্ব দিতে তাঁহার বাকি পড়ে। উৎকল ভাষায় মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ যুবরাজকে 'বড়-জানা' বলা হয়। তৎকালে গুরুতর দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে মঞ্চের উপর উঠাইয়া নিম্নে খড়্গের উপর নিক্ষেপ করতঃ প্রাণনাশ করা হইত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের 'বড়জানা' গোপীনাথ পট্টনায়ককে রাজস্ব না দেওয়ায় চাঙে উঠাইয়া নিম্নে খড়্গের উপর ফেলিয়া হত্যা করিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। রায় ভবানন্দের সম্বন্ধ ধারণ করেন গোপীনাথ পট্টনায়কের ঐরূপ প্রাণসঙ্কট অবস্থা দেখিয়া তৎপ্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য। মহাপ্রভু দণ্ডাদেশের কারণ জানিতে চাহিলেন। মহাপ্রভুর নিকট আগন্তুক ব্যক্তিগণ বলিলেন—'গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজার নিকট দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে, তিনি কৌড়ি দিতে পারিবেন না, দ্রব্য বিক্রি করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিবেন, তজ্জন্য তিনি রাজার নিকট ১০।১২টি ঘোড়া আনিয়াছেন; মহারাজ তাঁহার যোগ্য রাজপুত্রকে ঘোড়ার মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য পাঠাইয়াছেন; রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য অনেক কম বলেন; গোপীনাথ পট্টনায়কের ক্রোধ হয়; যে রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য আসিয়াছেন তাঁহার একটা বদভ্যাস আছে, তিনি গ্রীবা উঠাইয়া বার বার উপরের দিকে তাকা'ন; গোপীনাথ পট্টনায়ক ক্রোধে রাজপুত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলেন, তাঁহার ঘোড়া ঘাড় উঠায় বটে, কিন্তু উপরের দিকে তাকায় না, সুতরাং তাহার মূল্য কম হইতে পারে না অর্থাৎ রাজপুত্র অপেক্ষা গোপীনাথ পট্টনায়কের ঘোড়ার মূল্য বেশী; উক্ত পরিহাসবাক্যে রাজপুত্রের ক্রোধ হয়; তিনি কৌড়ি আদায়ের জন্য মহারাজকে বুঝাইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার অনুমতি লইলেন; তিনি এখন গোপীনাথকে চাঙ্গে উঠাইয়াছেন নিম্নে খড়্গে ফেলিয়া প্রাণনাশ করিবেন বলিয়া।' শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করতঃ প্রণয়রোষে বলিলেন রাজকৌড়ি দিতে পারে না, রাজার কি দোষ; দোষী ব্যক্তির দণ্ড হইবে, তাহাতে তিনি কি করিবেন? কিন্তু ভবানন্দ রায়ের সমস্ত গোষ্ঠীকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে ইত্যাদি কথার দ্বারা পুনঃ পুনঃ আবেদন আসিতে থাকিলে এবং স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণও প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্য্যামীসূত্রে প্রেরণাক্রমে প্রতাপরুদ্রের সেবক শ্রীহরিচন্দন পাত্র মহারাজের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিয়া গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রাণদণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের জন্য নিবেদন করিলে প্রকৃত-ঘটনা অবগত নহেন জানাইয়া মহারাজ প্রাণদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিতে আদেশ দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় গোপীনাথ পট্টনায়ক মুক্ত হইলেন। 'গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ-ভ্রাতা। রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥'—চৈঃ চঃ ম ১।২৬৫। প্রসঙ্গটি চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। বাণীনাথ পট্টনায়কাদি সকলকে যখন বান্ধিয়া লইয়া যায় বাণীনাথ তখন কি করিয়াছিল মহাপ্রভু জানিতে চাহিলে সংবাদদাতার উত্তর—

'সে কহে বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম ॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥
শুনি মহাপ্রভু হইল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা ছদ্মবন্ধ ॥'
—চৈঃ চঃ অ ৯।৫৬-৫৮

* কাহন=ষোলপণ, পণ=কুড়িগণ্ডা গণ্ডা=চারি কৌড়ি

ভবানন্দ রায়ের বংশধরগণের রাজ-বিষয় অন্যায়ভাবে ব্যয়ের এবং তজ্জনিত রাজদণ্ডাদেশ হইতে মুক্তির জন্য বার বার আগমনের কথা রাজ-পুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট জ্ঞাপন করতঃ মহাপ্রভু আলালনাথে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকাশীমিশ্র মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া উক্ত সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কাশীমিশ্রের নিকট উহা শুনিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষবৃদ্ধির জন্য গোপীনাথকে কেবলমাত্র রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই, তাহাকে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত এবং বেতনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলেন। শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধারলাভ করিয়া—রাজসম্মানোচিত মস্তকে নেতধটী বিভূষিত হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন—

'বাকী কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাঁহা 'নেতধটী'* পুনঃ—এসব প্রসাদ ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা ॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল ॥
রাম-রায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয় ॥
শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু মোতে 'বিষয়' না হয় ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৯।১৩৩-৩৯

গোপীনাথ পট্টনায়কের হৃদয়ের আর্ত্তি শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপোপদেশ ঃ—

'মহা বিষয় কর, কি বা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজদাস ॥
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।'

—চৈঃ চঃ অ ৯।১৪২-৪৪

প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ সংস্থাপিত শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রাচ্যদর্শন সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতকরণরূপ প্রস্তাব

প্রতিষ্ঠানের সংগঠন-সমিতির পক্ষ হইতে দক্ষিণ কলিকাতায় আলোচনা-সভা (Seminar)

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত অন্যতম প্রিয় পার্ষদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ উত্তরপ্রদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে Vaisnab Theological University (বৈষ্ণব ধর্ম্মানুশীলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক এই চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিচার অনুশীলন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সহিত চারি সম্প্রদায়ের দার্শনিক বিচার-সমূহ তুলনামূলক গবেষণা এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অসমোর্দ্ধত্ব প্রদর্শন। পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ

* নেতধটী=উষ্ণীষ

আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত করিতে যখন স্বীকৃতি (Recognition) পাইলেন না, তখন তিনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে Institute of Oriental Philosophy (প্রাচ্য-দর্শন সংস্থা) এই নামে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাচ্যদর্শন সংস্থাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের মনোভীষ্ট সেবা সম্পাদন করা শিষ্যগণের কর্ত্তব্য। এই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরমপূজ্যপাদ মহারাজের প্রিয় নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য এবং I.O.P. University Organising Committee-র যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ কুমার বসু বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রাচ্যদর্শন সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠন-সমিতির পক্ষ হইতে দক্ষিণ কলিকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড-স্থিত আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে গত ২৬ পৌষ (১৩৯৯), ১০ জানুয়ারী (১৯৯৩) রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় বিশেষ আলোচনা-সভা (Seminar) অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ এবং বর্দ্ধমানজেলায় কালনাস্থিত শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ মঙ্গলদীপ প্রজ্বালন করিলে মহতী আলোচনা-সভার অধিবেশন প্রারম্ভ হয়। কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীপরিতোষ কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। স্বাগত এবং উদ্বোধন ভাষণ দেন যথাক্রমে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এবং প্রাক্তন কুলপতি ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অতিথি মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পাণ্ডে এবং প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীপ্রাণতোষ কুমার বসুর সাদর আহ্বানকে পরিহারে অসমর্থ হইয়া কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব চলিতে থাকাকালেও উক্ত অনুষ্ঠানে সদলবলে যোগ দেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভাষণে তিনি তাঁহার স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন এবং আশা রাখেন শীঘ্রই প্রতিষ্ঠানটী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রকাশিত হইবে।

সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন কলিকাতা-বেহালাস্থিত এবং খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, অন্যান্য ত্রিদণ্ডিযতি ও বক্তৃমহোদয়গণ এবং শ্রীপ্রাণতোষ কুমার বসু।
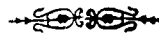
ইং ১৯৯৩ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৌরপূর্ণিমা-তিথিবাসরে (২৪ ফাল্গুন, ১৩৯৯ ; ৮ মার্চ্চ, ১৯৯৩ সোমবার) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দত্ত, জামসেদপুর (বিহার)
(২) শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
(৩) শ্রীমতী তৃপ্ত ভরদ্বাজ, রোপর (পাঞ্জাব)

তৃতীয় বিভাগ

(৪) শ্রীনন্দনন্দন দাস, চাকদহ (নদীয়া)

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication : Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name : Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—(temporarily appointed as Printer & Publisher)
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1993

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, সরভোগ (আসাম) ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বিগত ২৬ পৌষ (১৩৯৯), ১১ জানুয়ারী (১৯৯৩) সোমবার মধ্যাহ্ন ১২-৩৮ মিঃ-এ কৃষ্ণা-চতুর্থী তিথিবাসরে আসামে বরপেটাজেলায় সরভোগ ডাকঘরের অন্তর্গত কেতকীবাড়ী গ্রামে নিজালয়ে ৭৬ বৎসর বয়সে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী, ছয়পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ছয়পুত্র—শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাঠক, শ্রীউদ্ধব চন্দ্র পাঠক, শ্রীরোহিণী কুমার পাঠক, শ্রীরবীন চন্দ্র পাঠক, শ্রীহেমেন্দ্র চন্দ্র পাঠক, শ্রীঅমিয় কুমার পাঠক। শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ইং ১৯৪৪ সালে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণের পর নিজ গুরুভ্রাতাগণসহ আসামে যখন প্রথম প্রচারে যান তৎকালে শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হন। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীঅশ্বিনী কুমার পাঠক, দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী নামে খ্যাত হন। ইনি শ্রীল গুরুদেবেতে অনন্যনিষ্ঠভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবও সরলতা ও ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া ইঁহাকে ভালবাসিতেন। শ্রীল গুরুদেব ইঁহার গৃহে সপার্যদে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন ও মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেমভক্তিতে গাঢ়নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া স্বয়ং আচরণমুখে প্রচার করিতেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে ইনি পারঙ্গত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের বহু শ্লোক ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। আসামের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণের রচিত গীতিসমূহের (নামঘোষার) প্রমাণসমূহ হরিকথা পরিবেশনকালে শুদ্ধ-

ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূলরূপে যখন তিনি বলিতেন তখন তদ্দেশবাসী শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিত। তিনি অসমীয়া ভাষায় বলিতেন। কেহ কোন কূট প্রশ্ন লইয়া তাঁহার নিকট আসিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কূটপ্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিতেন, তিনি ছাড়িতেন না। তিনি বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। তদঞ্চলবাসী তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সরভোগ সহরে অসমীয়া গোঁসাইঘরে (মন্দিরে) নিত্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে যখন ব্রহ্মচারী অবস্থায় আসামে প্রচারে যাইয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ প্রভুর নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। অচ্যুতানন্দপ্রভু সভাতে এইরূপ জোর কণ্ঠস্বরে বলিতে পারিতেন যে তাঁহার মাইকের প্রয়োজন হইত না। সরভোগে পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সংস্থাপিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের—যাহার সেবা-পরিচালন পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবে ন্যস্ত হইয়াছিল—শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ প্রভু একজন প্রধান দায়িত্বশীল সেবকরূপে তত্ত্বাবধান করিতেন। বস্তুতঃ শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর তিনি উক্ত মঠের অভিভাবক-সদৃশ এবং বিশ্বাসী নিষ্কপট সেবক ছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য তাঁহার নিকট পত্রাদি লিখিতেন, পরামর্শ লইতেন, এমনকি মঠের সেবানুকূল্যও তাঁহার নিকট পাঠাইতেন। তাঁহার যতদিন শারীরিক সামর্থ্য ছিল ততদিন তিনি কেবল সরভোগ গৌড়ীয় মঠে নহে, আসামের সমস্ত মঠেই এবং বিভিন্ন স্থানে মঠের প্রচারকবৃন্দের সহিত প্রচারে যাইতেন। তিনি বৈষ্ণববিধানমতে যজ্ঞানুষ্ঠান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও বিশেষ পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার কোন সেবাতেই আলস্য ছিল না।

এইবার আসাম প্রচারভ্রমণের পূর্ব্বে যখন শ্রীমঠের আচার্য্য উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় জটেশ্বরে প্রচারে গিয়াছিলেন, অচ্যুতানন্দ প্রভু উক্ত সংবাদে উৎসাহিত হইয়া শ্রীমঠের আচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। কিন্তু জটেশ্বরে পৌঁছিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব অচ্যুতানন্দ প্রভুর অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদে মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হইয়া নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অচ্যুতানন্দ প্রভু বর্ত্তমান আচার্য্যকে বিশেষভাবে প্রীতি করিতেন এবং প্রচারকার্য্যে উৎসাহ দিয়া পত্রাদি

লিখিতেন। তাঁহার প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব যখনই সরভোগে যাইতেন, তখনই তাঁহার আহ্বানে বৈষ্ণবগণসহ তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহার প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বৈষ্ণববিধানানুসারে অচ্যুতানন্দ প্রভুর পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্নের জন্য জটেশ্বর হইতে কয়েকজন সেবকসহ ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী শুক্রবার সরভোগ মঠে পৌঁছেন। ১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী সোমবার অচ্যুতানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় ভক্তগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ প্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের আচার্য্য তৎকালে তেজপুর গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকায় সরভোগের উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব পরবর্ত্তিকালে শ্রীমঠের পক্ষ হইতে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর প্রয়াণ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে বিরহ-সভা এবং মধ্যাহ্নে বিরহ-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিরহ-সভায় শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ প্রভুর গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীমদ্ ভূতাত্মা দাসাধিকারী প্রভু (ভগবানদাস প্রভু)। বিরহ-উৎসবে কয়েকশত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। সরভোগ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ বিরহানুষ্ঠানটী সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করেন।

শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নয়দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর—ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নয়দিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২৩ গোবিন্দ (৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ), ১৭ ফাল্গুন (১৩৯৯), ১ মার্চ্চ (১৯৯৩) সোমবার হইতে ১ বিষ্ণু (৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ), ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস দিবসে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য' গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার মহিমা বুঝাইয়া দেন। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ঔদার্য্যলীলা-ময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামের অসমোর্দ্ধ্ব মহিমা, কলিযুগে নবদ্বীপধামের সর্ব্বোত্তমতা, শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধামমায়াপুরের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর

মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীঈশোদ্যানের বিশেষ মহিমা-বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁহার হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। নয়টী দ্বীপের সমষ্টি নবদ্বীপ নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ। পূর্ব্বে দ্বীপাকারে ছিল, বর্ত্তমানে খণ্ডাকারে অবস্থিত।

১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ মঙ্গলবার—'আত্মনিবেদন' ভক্তির যজনস্থল 'শ্রীঅন্তর্দ্বীপ'; পরদিন শ্রবণভক্তির যজনস্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ; পরিক্রমার তৃতীয় দিবস কীর্ত্তনভক্তির যজনস্থল শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণভক্তির যজনস্থল মধ্যদ্বীপ; ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ দ্বাদশী তিথিতে মঠে বিশ্রাম প্রদান; তৎপরদিবস পাদসেবন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ. অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতু-দ্বীপ, বন্দনভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ এবং দাস্যভক্তি-ক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ এবং ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ রবিবার গৌরাবির্ভাব-অধিবাস-তিথিতে সখ্যভক্তির যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা হয়। প্রত্যহ শ্রীমঠের আচার্য্য এবং পূজনীয় ত্রিদণ্ডীযতি বৈষ্ণবগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তদ্‌পার্ষদগণের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করা হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য প্রত্যেক স্থানের মহিমা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাংলাভাষায় এবং পরে পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। পরিক্রমার প্রথম ও চতুর্থ দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সুসজ্জিত শিবিকায় বিরাজিত হইয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। এইবার সীমন্ত-দ্বীপ পরিক্রমাকালে শরডাঙ্গা-শ্রীজগন্নাথমন্দিরের নিকটবর্ত্তী সাতপুকুর আমবাগানে ভক্তগণকে অপরাহ্নে খিচুড়ী প্রসাদ, পরিক্রমার তৃতীয় দিনে নৃসিংহ-পল্লীতে অপরাহ্নে অনুকল্প প্রসাদ, পরিক্রমার চতুর্থ-দিন চাঁপাহাটীতে মধ্যাহ্নে চিড়াপ্রসাদ এবং বিদ্যা-নগরে অপরাহ্নে অন্নপ্রসাদের দ্বারা পরিক্রমাকারী ভক্তগণের পরিক্রমাকালীন সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে মঠের শুভানুধ্যায়ী ভক্তের নিকট হইতে মিনি ট্রাক লইয়া আসায় পরিক্রমাকালীন সুব্যবস্থার যথেষ্ট সহায়ক হয়। আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় ভক্তগণের পদব্রজে পরিক্রমায় বিশেষ কোনও কষ্টানুভব হয় নাই। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ রাত্রির অধিবেশনে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীমঠের আচার্য্যের অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ সোমবার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-তিথি শুভবাসরে কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক শ্রীবাসুদেবদাস ব্রহ্মচারী এবং হায়-দরাবাদ মঠের শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্য-দেব হইতে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করেন। তাঁহা-দের সন্ন্যাস নাম যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ।

২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ সভার (Annual General Meeting-এর) এবং শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধি-বেশন শ্রীমঠের আচার্য্যের সভাপতিত্বে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হয়। ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ দুই সালের হিসাব-পরী-ক্ষকের (Auditor-এর) দ্বারা পরীক্ষিত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় উপস্থাপিত, পঠিত ও অনু-মোদিত হয় এবং ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ দুই সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিযুক্ত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করেন—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ —তাঁহার সহায়ক শ্রীজানকীবল্লভদাস ব্রহ্মচারী।

(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ— তাঁহার সহায়ক শ্রীমদ্ গোপালদাস প্রভু, শ্রী-

জীবেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী।

(৩) শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী—তাঁহার সহায়ক শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

পরিক্রমায় যোগদানকারী সাধুগণের এবং যাত্রিগণের বাসস্থান ও প্রসাদ সেবাদির ব্যবস্থা-বিষয়ে মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীভাগবতপ্রপন্ন বনচারী। গ্রন্থবিভাগের সেবায় ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী। শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনী ও শ্রীমঠের সজ্জাদি সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। পরিক্রমাকালীন ব্যবস্থাবিষয়েও পরেশানুভব ব্রহ্মচারী প্রশংসনীয় সেবা করেন, তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য সেবকগণ।

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহারাজ বিরহ বেদনা জ্ঞাপন করেন—শ্রীগৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ আনন্দলীলাময় বিগ্রহ বনচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজের নির্য্যাণে এবং শ্রীনিমাই দাস বনচারী, শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকালিদাস খাঁ, শ্রীতীর্থপদ দাসাধিকারী, শ্রীঅবনী বিশ্বাস, শ্রীকিশোরী মোহন বিশ্বাস, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী (জগদ্দল), শ্রীচিত্তরঞ্জন হালদার, শ্রীকাশীনাথ রক্ষিত, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ বর্ম্মণ, শ্রীমতী সুপ্রভারাণী মোদক, শ্রীমতী উষা দাসগুপ্তা, শ্রীমতী শৈব্যা দেবী এবং শ্রীহিন্দপালজী আগরওয়ালার স্বধাম প্রাপ্তিতে।

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারসেবায় যত্নের জন্য সভাপতি মহারাজ বোলপুর-শান্তিনিকেতননিবাসী শ্রীকমল তরফদার মহোদয়কে 'ভক্তবন্ধু' এবং বোলপুরনিবাসী শ্রীমধুসূদন রায় মহোদয়কে 'ভক্তিসম্বন্ধ' গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা গৃহীত হয়। অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া শুনান এবং সমুপস্থিত সকলকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রোৎসাহিত করেন।

৮ মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস, সমস্তদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ, সায়ংকালে শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ এবং শ্রীহরিসংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেকাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। উপরি উল্লিখিত ত্রিদণ্ডিযতিগণ ব্যতীত পরিক্রমা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ ও শ্রীগিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ। উক্ত দিবস রাত্রিতে ব্রত-উদ্‌যাপনকারী ভক্তগণকে ফলমূলাদি প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন।

আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা-মহোৎসব

[১২ বৈশাখ (১৪০০), ২৫ এপ্রিল (১৯৯৩) হইতে ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ মে পর্য্যন্ত]

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর]

জড়ীয় চাহিদাপূর্ত্তির দ্বারা শান্তি আসিবে না, ঈশ্বর ও জন্মান্তর বিশ্বাস সংযত জীবনযাপনের সহায়ক

[পঞ্চদশ বর্ষের শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্দনায় **শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী**]

"জগদ্বাসী নিজ চিন্ময় স্বরূপের বিস্মৃতিবশতঃ জড়দেহে আত্মাভিমানহেতু জড়সম্বন্ধীয় চাহিদা বর্দ্ধিত হওয়ায় জড়জগতে সীমিত ক্ষয়িষ্ণু তথা পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর জন্য প্রধাবিত হইয়া পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অশান্তির আবাহন করিতেছেন। পরস্পরের মধ্যে জড়বস্তু সংগ্রহের ও তাহা স্বীয় আয়ত্বে রাখিবার উদ্দেশ্যে ভাই ভাই—এক পরিবার অন্য পরিবারের সহিত—এক গ্রাম, থানা, জিলা, প্রদেশ এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশ সমজাতীয় অন্যের সহিত সংঘর্ষের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কচিত্ত ও তাহা হইতে নিজদিগকে রক্ষার জন্য উদ্বেগের সহিত অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারেও ব্যাপৃত থাকিতেছেন। তাঁহাদের অন্যদিকে তাকাইবার মোটেই ফুরসত হইতেছে না। এইরূপ স্বরূপভ্রমযুক্ত মনুষ্যসমাজ দুঃখ বিদূরণের নামে অধিক হইতে অধিকতর দুঃখই আবাহন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী ব্যতীত বিশ্বে কে এমন দরদী আছেন যে, বিশ্বের এই মহাদুর্দ্দিনে নশ্বর সুখের অভাবময় পদার্থের পশ্চাতে ধাবমান সুখলাভেচ্ছু বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া বাস্তব সুখ ও আনন্দের দিকে পরিচালিত করেন? জীবের স্বরূপবিচারে বিবর্তদোষ আসিয়া গেলে তাহার সাধ্য ও তৎপ্রাপ্তিলাভের উপায় সাধনেও বিবর্ত্ত বা ভ্রম থাকিবেই। 'অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ' অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নামই 'বিবর্ত্ত'। জীবের পক্ষে এই বিবর্ত্ত একটি মহাদোষ, মায়াবদ্ধজীব এই দোষদুষ্ট হইয়া নানা অনর্থের দ্বারা প্রপীড়িত হন। জাতিবর্ণাদি-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের প্রতি জীবের মূল কারণ—অসীম চিন্ময়-বস্তু। উক্ত চিন্ময়বস্তুই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' এবং 'ভগবান্' শব্দের দ্বারা কথিত হন। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহাকেই অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু—পরমার্থ বলিয়া থাকেন। ঐ অদ্বয়জ্ঞানই যাবতীয় জ্ঞান ও অজ্ঞানের কারণ। কারণচেতনই কার্য্য-চেতন-সমূহের আশ্রয়, তোষক এবং পোষক। প্রত্যেক কার্য্য-চেতন বা অণুচেতন কিংবা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থা জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে উদ্ভূত জীবসমূহের সত্তা বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমুন্নতি সর্ব্বতোভাবে কারণ-চেতনের উপরেই নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় জীব-চেতন-সমূহের স্বার্থগতি চিন্ময়বস্তুর দিকে পরিচালিত না করিয়া তাহাদের স্বরূপভ্রমাবস্থায় তথা নিজেদের প্রয়োজনাপ্রয়োজন বিষয়ে অজ্ঞ থাকাকালে যদি তাহা-দিগকে কেবল জড়ীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্যই প্রোৎসাহিত করা হয়, তাহা হইলে উক্ত উপদেশাদি হইতে কাহারও কোন বাস্তব সুখের সংস্পর্শ হইবে না, বরং তাহারা অধিকতররূপে জড়ের দিকে প্রধাবিত হইয়া মনুষ্য-জীবনের বুদ্ধির প্রকৃত স্বার্থকতার অপব্যবহার করিবে। চেতন বা আত্মা নিজ নিজ আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যবলে জড়ে অধ্যাসিত হইয়া যেন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এই ভ্রম স্মরণ করাইয়া দিতে পারিলে এবং তাহারা নিজ চিন্ময় স্বরূপের এবং সুখময় চিদ্‌রাজ্যের বিষয়ভাবনা করিতে শিখিলে ক্রমশঃ অচিদ্ব্যাপারের আবেশ হ্রাস পাইবে এবং তজ্জনিত নশ্বর বস্তুর জন্য লালসা এবং তদুত্থকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি নিবৃত্ত হইবে। কারণ-চেতন সুখময় বলিয়া প্রত্যেক অণুচেতনেও স্বাভাবিকরূপে সুখের চাহিদা রহিয়াছে। অণুচেতন অর্থাৎ অণুজ্ঞান সমূহজীবের সত্তা হওয়ায় উন্নত অনুন্নত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে জ্ঞানের চাহিদা স্বাভাবিক রহিয়াছে। চেতনের সত্তা অ-চেতন বা জড়নিরপেক্ষ, সুতরাং নিত্য। তজ্জন্য প্রতি অণুচেতনেরও নিত্যস্থিতির জন্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন নাস্তিত্ব কখনও অস্তিত্বের হেতু হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞান কিংবা জড় কদাপি জ্ঞান বা চেতনের কারণ হইতে পারে না। যাহার উৎপত্তির কোন কারণ থাকে না,

তাহার বিনাশেরও কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং চিত্তত্ত্বমাত্রই নিত্য অর্থাৎ সনাতন। জীবাত্মা নিত্য। তাহার প্রয়োজন পরমাত্মা বা ভগবান্‌ও নিত্য। পরমাত্মা বা ভগবান্ অসীম হওয়ায় তাঁহাকে অনন্ত জীবসমূহ পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণত্বের কোন হ্রাস হয় না, কিন্তু জগতের সীমিতবস্তু এক ব্যক্তি বা এক দেশ অধিগ্রহণ করিলে অন্য ব্যক্তি বা অন্য দেশ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। তাহাতে পরস্পরে হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়।

জীব কর্ম্মফলে অনিত্য পরিবেশের মধ্যে পতিত হইলেও তাহার স্বরূপজ্ঞান জাগ্রত থাকিলে অনিত্য পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও অথবা অনিত্য পদার্থাদি ব্যবহার করিয়াও সে তাহাতে কখনই আসক্ত হয় না। অনাসক্তভাবেই জাগতিক আপেক্ষিক কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। আপাতদৃষ্টিতে বিষয় বা ভোগ স্বীকার করিয়াও সে তাহাতে আসক্ত, মোহিত বা তদ্‌বশীভূত হয় না। ত্রিগুণাত্মক জগতে থাকিয়াও নিজের নির্গুণ-স্বরূপ স্মরণ থাকায় নির্গুণধামের প্রতিই তাহার প্রগতি হয়। আসক্তিই জীবের বন্ধন ও আসক্তিই জীবের মুক্তির কারণ। গুণময় বিষয়-আসক্তিই বন্ধনের হেতু এবং নির্গুণ শ্রীহরি এবং তদ্ধাম ও পরিকরে আসক্তিই মুক্তি ও পরম সুখের কারণ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরমানন্দকন্দ সর্ব্বকারণকারণ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া অথবা তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কিছুতেই রাষ্ট্রের লোকজনের প্রকৃত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণ যাহা আচরণ করেন ও বলেন, সাধারণ লোক তাহাকেই প্রমাণ ও শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। কতক রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক নেতার ধারণা যে, ঈশ্বরবিশ্বাস দুর্ব্বলতাপ্রসূত ব্যাপার; কিন্তু তাঁহারা যদি ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রতি প্রাণীর মধ্যেই স্বতঃসিদ্ধভাবেই ন্যূনাধিক বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঈশিতা বা ঐশ্বর্য্য যেখানে রহিয়াছে, তাঁহাকে না মানার কোন প্রাণী পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় না। এমন কি, পশুপক্ষী, পিপীলিকা আদির মধ্যেও লক্ষ্য করিলে ইহা দেখা যাইবে। নেতাকে মানিলেই ন্যূনাধিক ঈশ্বর মানার ভাব আসিয়া যায়। নেতার যোগ্যতার সীমিত মানদণ্ডকে অসীমে সম্প্রসারিত করিলে তাঁহাকে না মানিবার কোন যুক্তি আছে বলিয়া আমরা বুঝি না। পরমেশ্বরের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব—সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সহজেই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। আমাদের চৌর্য্যাদি অসৎকার্য্য দ্বারা গভর্ণমেণ্টের সীমিত শক্তিকে ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অসীম—অনন্ত শক্তি-মতত্ত্ব পরমেশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা হওয়ায় এবং সকল প্রাণীর প্রতিই তাঁহার স্নেহ থাকায় সকলের হিতকর্ত্তা বলিয়া তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন অবশ্যই করিয়া থাকেন। দুষ্ট ও শিষ্ট—উভয়েই তদ্দ্বারা যথাযথভাবে তিরস্কৃত ও পুরস্কৃত হইয়া থাকে।

আত্মার নিত্যত্ব থাকায় জন্মান্তর বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। সুতরাং ইহজন্মের সু এবং কু-কর্ম্মের ফলভোগ সকল প্রাণীকেই করিতে হইবে। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহারও নিস্তার নাই। পরমেশ্বর যথাসময়ে যোগ্যফল প্রদান করেন ও করিবেনই। এই বিচারসমূহ সমাজে প্রচারিত হইলে বহু লোকই কিছু সংযত জীবনযাপনের চেষ্টা করিবে এবং পরহিংসা ও পরপীড়নাদি প্রশমিত হইবে।"

শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে ও শুভ উপস্থিতিতে কলিকাতা (৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব—১০ মাঘ (১৩৮১), ২৪ জানুয়ারী (১৯৭৫) শুক্রবার হইতে ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত; ২ মাঘ (১৩৮২), ১৬ জানুয়ারী (১৯৭৬) শুক্রবার হইতে ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত; ১৭ পৌষ (১৩৮৩), ১ জানুয়ারী (১৯৭৭) শনিবার হইতে ২১ পৌষ, ৫ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত; ৬ মাঘ (১৩৮৪), ২০ জানুয়ারী (১৯৭৮) শুক্রবার হইতে ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এবং শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান—১৩ ভাদ্র

(১৩৮২), ৩০ আগষ্ট (১৯৭৫) শনিবার হইতে ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত ; ১ ভাদ্র (১৩৮৩), ১৮ আগষ্ট (১৯৭৬) বুধবার হইতে ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত ; ১৯ ভাদ্র (১৩৮৪), ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৭৭) সোমবার হইতে ২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত (ছয়দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান) ; ৮ ভাদ্র (১৩৮৫), ২৫ আগষ্ট (১৯৭৮) শুক্রবার হইতে ১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত (ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠান)—মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্ভোকেট, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ভূমিরাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমলকৃষ্ণ দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর এ-এন্ বসু, পুরীর পণ্ডিত পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা, প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ
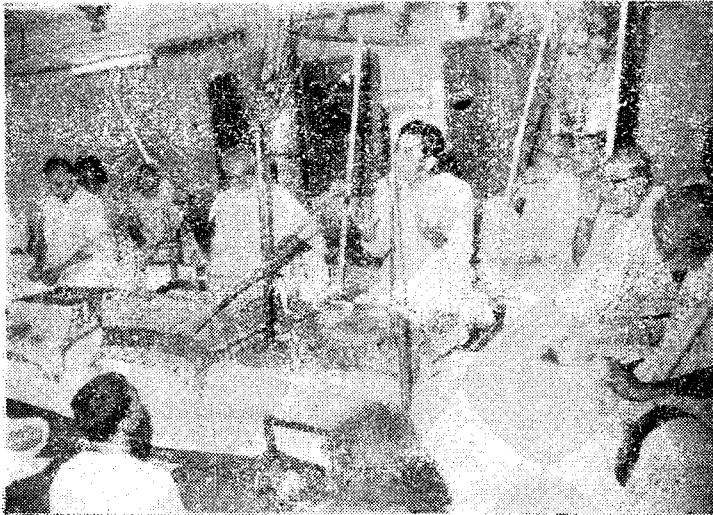
ইং ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন
বামদিক হইতে—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীল গুরুদেব, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ
(ভাষণরত) ও শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

চন্দ্র গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল রায় চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র, মাননীয় বিচারপতি

১৯৭৫ সালে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন
ডানদিক হইতে—শ্রীল গুরুদেব, শ্রীশৈলেশ মুখার্জি, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী

শ্রীসব্যসাচী **মুখোপাধ্যায়**, পুরীর এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, ধানবাদের এড্‌ভোকেট শ্রীনিরঞ্জন লাল ভাগানিয়া, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর শ্রীবিশ্বনাথ দাস, দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়ের পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের অধ্যক্ষ শ্রীহরিহর দাস, মাননীয় বিচারপতি শ্রীতরুণ কুমার বসু, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মাননীয়

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name.................................
Vill.................................
P. O.................................
Dist.................................
Pin.................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা
বৈশাখ, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল্ রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০০
২২ মধুসূদন, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বুধবার, ২৮ এপ্রিল ১৯৯৩ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৪১ ; ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি, আপনি আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আসন "ছই"তে আরোহণ করিবার অধিকার চাহিয়াছেন! আমি নিতান্ত মূঢ়, তাই অনেক সময় ঐরূপ ছইতে বাস করিবার উচ্চাশা করিয়া থাকি। শ্রী * * আমাকে উচ্চ অধিকার দিবার অনুমতি দেন না বলিয়াই আমি ঐরূপ প্রতিষ্ঠার আশা হইতে বঞ্চিত আছি। আপনি যখন অত্যন্ত উচ্চাধিকারী, তখন আপনাকে ওখানে বসাইতে আমার যোগ্যতা হইতেছে না। আপনি লাল কাপড় ছাড়িয়া দিয়া সাদা কাপড়ে কোঁচা কাচা লইয়া আরও কিছুদিন মাধুকরী ভিক্ষা করুন এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া "শ্বপচ গৃহে"র রাঁধা ভাত খাইতে শিখুন। তবে আপনাকে আমি আনুকরণিক হইতে বলিতেছি না। আনুকরণিক হইয়া লোহা-গড়ার * * সাহা একদিন মড়ার খুলিতে জল খাইয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াছিল। কিন্তু পরে সে পতিত হইয়াছে। * * পোদ্দার ও * * পোদ্দার ছইতে বাস করিবার পরে তাহাদের ছয়মাস করিয়া জেল হইয়াছে। "মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা"।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পুরী
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ ; ২৭শে মে, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত তীর্থ মহারাজ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র যে ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ দেখিলাম। * * ঐ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে পাইতে ইচ্ছা করি।

* * খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবে। বিলাতের পল্লীগ্রামে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিলে ও ভারতীয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া সেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে ক্রমশঃ বিলাতের লোকগণ ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎসেবায় আনুকূল্য করিতে থাকিবেন। ম * * র ন্যায় উপযুক্ত লোক তথায় গমনপূর্ব্বক শুদ্ধসনাতন-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া তাঁহাদের উপকার করিতে পারেন। সে-দিন কবে হইবে,—যে-দিন গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ ঐ দেশের সকলে অপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তির সহিত সম্মান করিয়া প্রকৃত পরমার্থ বুঝিতে ও অনুশীলন করিতে পারিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠার পর]

কর্ত্তব্যো লৌকিকো ধর্ম্মঃ পাপানাং বিরতির্যতঃ।
বিদ্বদ্ভির্লক্ষিতো নিত্যো স্বভাববিহিতো বিধিঃ।
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেণ জিজ্ঞাস্যো স সুখাপ্তয়ে।
জীবনে যৎ সুখং তত্তু জীবনস্য প্রয়োজনম্ ॥১০॥
জীবনে যৎ কৃতং কর্ম্ম জীবনান্তে তদেব হি।
জগতামন্যজীবানাং সম্বন্ধে ফলদং ভবেৎ ॥১১॥
ন কর্ম্ম নাশমায়াতি যদা বা যেন বা কৃতম্।
অপূর্ব্বশক্তিরূপেণ কুরুতে সর্ব্বমুন্নতম্ ॥১২॥

জড়বাদিদিগের লৌকিক আচরণ সম্প্রতি আলোচিত হইবে। তাঁহারা বলেন যে, যদিও ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই ও পরলোক নাই, তথাপি মানবগণের ধর্ম্মাচরণ করা প্রয়োজন। সাধারণের সুখ যে-কার্য্য দ্বারা সাধিত হয়, তাহাকে 'পুণ্য' ও সাধারণের অমঙ্গল যদ্দ্বারা আশঙ্কা করা যায়, তাহাকে 'পাপ' বলা যায়। স্বার্থসুখ নিঃস্বার্থসুখের অনুগত থাকাই প্রয়োজন। অতএব লৌকিক ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মাচরণ করিলে পাপ ও তৎফল যে ক্লেশ, তাহা দূর হইবে। স্বভাব সর্ব্বত্র বিধিময়, অতএব স্বভাবজাত সংসারও বিধিময়। সেই সকল সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহী-বিধি পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জীবনের যে ধর্ম্মসুখ, তাহাই জীবনের প্রয়োজন-তত্ত্ব। সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাব-বিহিত সাংসারিক বিধির অনুসন্ধান ও পালন করা কর্ত্তব্য। যদি বল, মৃত্যুর পর আর আমার অবস্থিতি নাই, তখন নিজের অসীম সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেনই বা ধর্ম্মাচরণ করিব ? তাহার উত্তর এই যে, তোমার জীবনে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলেও ফলপ্রদানে অযোগ্য নয়। যেহেতু ঐসকল কর্ম্ম তোমার জীবনান্তেও জগতের অন্যান্য জীবসম্বন্ধে ফলপ্রদ হইবে। তুমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন পূর্ব্বক যদি তাহাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফল তাহারা ও অন্যান্য লোকসকল অবশ্যই ভোগ করিবে। তুমি ধনোপার্জ্জন করিয়া যদি বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, পথ ও ঘাটাদি প্রস্তুত কর, তবে বহুকাল অন্য জীবসকল তোমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে।

যদি বল যে, কর্ম্মফলও শীঘ্র বিনষ্ট হইবে, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যখন যে কর্ম্ম করুন না কেন, সে কর্ম্ম কদাপি নাশ হয় না। কর্ম্ম পরিপাক হইয়া একটী অপূর্ব্ব শক্তির উদয় করে। সেই শক্তি ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা পুষ্ট হইয়া এই অনন্ত জগৎকে উন্নত করিতে থাকে। অতএব কর্ম্মদ্বারা তোমার নিঃস্বার্থ লাভ হইতেছে।

জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল। যে ধর্ম্মে পরলোকের আশা বা ভয় নাই, সে ধর্ম্ম কখনই প্রতিপালিত হইবে না। স্বার্থজড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী। আদৌ নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর (Mirabond) নামে ভন্ হলবাক্ (Von Holbach) যে 'সিস্টেম অব্ নেচার' (System of Nature) নামক গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন—"জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই 'ধর্ম্ম' বলি।" আমরাও দেখিতেছি, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে, অন্য স্বার্থপ্রিয়লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি এসকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই—স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও—স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ, যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব। নিঃস্বার্থ নিতান্ত অস্বাভাবিক ; অতএব কখনই লক্ষিত হয় না। মানবজীবন যদি কোন ভবিষ্যৎ জীবনকে আশা না করে, বা কোন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চেষ্টা না করে, তবে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। জৈমিনী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অপূর্ব্ববাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুভবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কখনই রুচি হয় না। যাহারা তাহা স্বীকার করে, তাহারা কোন অংশে বঞ্চিত হইয়াছে। ভারতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা জৈমিনির অপূর্ব্ববাদের উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে পরলোকসুখ ও ঈশ্বরপ্রসাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। অপূর্ব্ববাদের সহিত ঈশ্বরের যে বিরুদ্ধ ভাব, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে অপূর্ব্ববাদকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতেন। জৈমিনি ভালরূপে জানিতেন যে, জীবহৃদয়ে ঈশ্বরানুগত্য নিতান্ত স্বাভাবিক, অতএব যত্ন ও কৌশল সহকারে অপূর্ব্বান্তর্গত ফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বরসংশ্রব চাতুর্য্যবশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে, অতএব সামান্যবুদ্ধি-লোক নিঃস্বার্থ নামটী শুনিবামাত্র নিজ স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটীর আদর করে। ইহাও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-বিস্তারের অন্যতম হেতু। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদী যেরূপ জগৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। স্বার্থপরতাবশতঃ কিয়ৎপরিমাণে জীবসকল তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যখন কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, তখন জীব স্বতঃস্বার্থপর হইয়া যথাসম্ভব পাপাচার করিতে থাকিবেন। তিনি আপনাকে আপনি বলিবেন,—'ভাই, সুখভোগে বিরত হইবে না। যখন কেহ জানিতে না পারে, তখন স্বেচ্ছাচার স্বীকারপূর্ব্বক সুখভোগ কর, কেন না তাহাতে জগদুন্নতির কোন ব্যাঘাত দেখি না। সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে। তাহা হইলে তুমি বা জগতে কেহ সুখী হইতে পারিবে না।' বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে। কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। যখন সেই ব্যক্তি কহিল,—

"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাকড়বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত' চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ, তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন—"ওহে আমার ভুল হইয়াছে, আমি দেখিতেছি যে, 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'—এইরূপ শাস্ত্রে আছে। তোমার কিছুই করিতে হইবে না।" নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে। কোন কোন নিরীশ্বর-ধর্ম্মের আনুকূল্য-জন্যই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। এস্থলে যদিও জীবের পরলোক এবং ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটী বিষয়ও কর্ম্মের অঙ্গীভূত হওয়ায় স্বভাবজাত ভক্তির তাহাতে লক্ষণ পাওয়া যায় না। বরং বিচার করিলে দেখা যায় যে, কেবল নিঃস্বার্থধর্ম্ম বলিলে শেষে স্বার্থপর হইয়া পড়িবে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধারণকে একটী সর্ব্বজ্ঞ ও ফলদাতা ঈশ্বর দিলে অনেক সুবিধা হয়, এই বিবেচনায় নিরীশ্বর কর্ম্মবাদিদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ শাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনাকে কর্ম্মবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কম্‌টী (Comte) যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে উপাসনা-পদ্ধতি, তাহা কার্য্যকালে তত্ত্ব-পরিচয়-স্থলে অকর্ম্মণ্য হইবে, এই আশঙ্কায় কল্পিত উপাস্যকে সত্য বলিয়া ঈশ্বররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কম্‌টীর সরলতা অধিক। জৈমিন্যাদির দূরদর্শিতা অধিক। কম্‌টী ধরা পড়ায় তাঁহার উপাসনা সাধারণের অনুষ্ঠিত হয় নাই। জৈমিনি ততোধিক গম্ভীর হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মবাদ সাধারণ স্মার্ত্ত-সমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ বিচারে কম্‌টী ও জৈমিনীর একই মত কিন্তু স্মার্ত্ত চেষ্টার ফল আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ম্মবাদ যেরূপেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, কখনই মানবসমাজের যথার্থ মঙ্গল প্রদানে সক্ষম হইবে না। সেকিউলারিজম্ (Secularism) পজিটিভিজম্ (Positivism) বা স্মার্ত্তকর্ম্মবাদ কোন সময়েই পাপকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে না। বরং অনেকদিন জগতে থাকিলে পবিত্র ভক্তির অনেক ব্যাঘাত করিবে। এই সকল কর্ম্মবাদ সময়ে সময়ে ভক্তিকে বলিয়া থাকে,—আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার জন্য অধিকারী প্রস্তুত করিতেছি। আমি অধাম্মিক লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিব। এই সকল কথা কেবল দ্বিহৃদয়তার ফল, বাস্তবিক নয়। কর্ম্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে কর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দেয় না, ভক্তি বলিয়াই পরিচয় দেয়। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সমস্পর্দ্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম্ম ভক্তিস্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়। এস্থলে ইহার বিশেষ বিবৃতি করা যাইবে না॥ ৯-১২॥

(ক্রমশঃ)
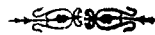
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর শ্রীধামমায়াপুরে গৃহাবস্থান-লীলা করিয়া ঐ চতুর্ব্বিংশ বর্ষের শেষভাগে মাঘমাসে শুক্লপক্ষে কাটোয়াগ্রামে শ্রীপাদ কেশবভারতী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের লীলাভিনয় করতঃ অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিতে করিতে দিব্যভাবাবেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ও শ্রীমুকুন্দ দাস দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু, দিবারাত্র জ্ঞান নাই, তিনদিন এই প্রকারে রাঢ়দেশ ভ্রমণ

করিলেন। কেবলমাত্র শ্রীগৌরাভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভুই তাঁহাকে শান্তিপুর অদ্বৈত-ভবনে আনয়নপূর্ব্বক তথায় শ্রীশচীমাতার সহিত মিলন করাইয়া তাঁহারই (শ্রীশচীমাতার) শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যানুসারে তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) শ্রীপুরীধামে লইয়া আসেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতির নিম্নলিখিত শ্লোকটি কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবেশে ছুটিয়া চলিলেন—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥"
(ভাঃ ১১।২৩।৫৭ শ্লোক)

অর্থাৎ "অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন—প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ-দ্বারা এই দুরন্তপার সংসার রূপ তমঃ আমি উত্তীর্ণ হইব।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ পয়ারছন্দে উহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ ॥
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।
এত বলি' চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাহি, কিবা রাত্রি দিন ॥"
—চৈঃ চঃ ম ৩।৭-১০

উপরিউক্ত ৭-৮ পয়ারের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"সন্ন্যাসবেষ ধারণপূর্ব্বক মহাপ্রভু কহিলেন—এই ভিক্ষুক বচনটি সাধু; কেন না ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারূপ ব্রত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে যে সন্ন্যাস-বেষ আছে, জড়াত্মনিষ্ঠা নিষেধপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই ইহার তাৎপর্য্য হইয়াছে।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও উক্ত 'এতাং সমাস্থায়' শ্লোকের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—(আমি নিজের ভাষা না দিয়া প্রভুপাদের ভাষাটিই সম্পূর্ণ উদ্ধার করিলাম।)

'আবন্তিক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু' ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া অবশেষে কায়মনোবাক্যে ভগবানের একান্ত শরণাগত হইয়া সেবা করিবার উদ্দেশ্যে এই গীত গান করিলেন। চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গবিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দ-সেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরমাত্মনিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ ত্রিদণ্ড-বেষ ধারণ করিতেন, পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠা' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। ঐকান্তিকী ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই ত্রিদণ্ডের সহিত চতুর্থ জীব-দণ্ডের সংযোগে যে একদণ্ড-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গতই ত্রিদণ্ড-বিধান। একদণ্ডি-সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের একতাৎপর্য্যপরত্ব বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শিবস্বামিগণ পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের এক-দণ্ড-সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক সেব্য-সেবকভাব বা মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত অষ্টোত্তর-শতনামী সন্ন্যাসিগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথা-মতে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল, ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্ম-নিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীব-দণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিকী ভক্তির বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্ম-সংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াকেই 'মুক্তি' বলিয়া মনে করেন। আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী মায়াবাদিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে বিবর্ত্ত উপ-

স্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একদণ্ড-সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই; ত্রিদণ্ড-ধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই বহুমানন করিয়াছেন। বহিঃপ্রজ্ঞ মায়াবাদিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে অদ্যাবধি তাঁহার অনুগত জনের মধ্যে শিখাসূত্রযুক্ত সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। একদণ্ডি মায়াবাদিগণ শিখাসূত্র-বর্জ্জিত এবং ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ, যেহেতু তাঁহাদের শ্রীভগবানে সেবাপ্রবৃত্তি নাই। বিষয়-সেবা-নিমগ্ন চিত্তে ধৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহারা অতদ্ধর্ম্মাশ্রয়ে সেব্য-সেবকভাব বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতি বা ব্রহ্মে লীন হইবার বিচার করিয়া থাকেন। দৈববর্ণাশ্রম-প্রবর্ত্তন-কারী আচার্য্যগণ আসুরবর্ণাশ্রমীর বোধ ও চিন্তাস্রোত প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পরম প্রবীণ শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব উপাধ্যায়কে তদীয় ত্রিদণ্ডিশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য হইতেই পশ্চিমদেশে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ডবিধানে দীক্ষিত শ্রীল গোপালভট্ট কিরূপ বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত উপদেশামৃতের আদি শ্লোকস্থ ত্রিদণ্ডবিধানের আনুগত্য বৈষ্ণবস্মৃত্যা-চার্য্যে উত্তমরূপেই পরিস্ফুট ছিল। কেবলাদ্বৈত-বিচারে একদণ্ড শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত কেহই অঙ্গীকার করেন নাই। শিখামুণ্ডিত ও সূত্র-বিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ বিচারপর মায়াবাদিগণ তাঁহাদের বিচার-প্রণালী গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচলিত করিতে অস-মর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিদণ্ডি-শ্রীধরস্বামিপাদের প্রণালীই অনুমোদিত ছিল। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধরের শুদ্ধাদ্বৈতবিচার-প্রণালী বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে চান, কিন্তু উহা গৌর-সুন্দরের অনভিপ্রেত।"

মনুসংহিতায় (১২।১০) 'ত্রিদণ্ডী' শব্দের এই-প্রকার অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—

"বাগ্‌দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।।"

অর্থাৎ যাঁহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী।

উহার শ্রীকুল্লুকভট্টপাদের টীকা এইরূপ ঃ—

"দমনং দণ্ডঃ যস্য বাঙ্-মনঃ-কায়ানাং দণ্ডাঃ নিষিদ্ধাভিধানাঃ সৎসংকল্প-প্রতিষিদ্ধ-ব্যাপার-ত্যাগেন বুদ্ধাববস্থিতাঃ স ত্রিদণ্ডীত্যুচ্যতে ন তু দণ্ডত্রয়ধারণ-মাত্রেণ।"

"অর্থাৎ 'দণ্ড' শব্দের অর্থ 'দমন'। যাঁহার বুদ্ধিতে বাক্য, মন ও কায়ের দণ্ড অর্থাৎ বহির্ব্বিষয়ে অন-বস্থান এবং সৎসঙ্কল্পের প্রতিকূল ব্যাপার হইতে বিরতি রহিয়াছে, তিনিই 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া কথিত হন, নতুবা দণ্ডত্রয় ধারণ করিলেই ত্রিদণ্ডী হওয়া যায় না।"

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদও তাঁহার উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে ঐরূপ ভাবার্থ প্রদান করিয়াছেন, মহা-ভারত হংসগীতায়ও ঐরূপ কথিত হইয়াছে। উপ-দেশামৃতের প্রথম শ্লোকটি এইরূপ ঃ—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।"

অর্থাৎ "যে ধীর (বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ) ব্যক্তি বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, রসনাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই ষড়্‌বিধ বিষয়বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত ভাষানুবাদ—

"কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম।।
সুস্বাদুভোজনশীল জিহ্বাবেগ দাস।
অতিরিক্ত ভোক্তা সেই উদরেতে-আশ।।
যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎসর।।

এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয় ।
সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী-বিজয় ॥"

জাবালোপনিষদ্ ৬ষ্ঠ খণ্ডে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—

"তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণি-শ্বেতকেতু-দুর্ব্বাস-ঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈবতক প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তস্ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ।"

অর্থাৎ "পূর্ব্বোক্ত পরমহংসগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিব্রাজকগণই বিখ্যাত, যথা—সম্বর্ত্তক, অরুণি-নন্দন—উদ্দালক, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি । ইঁহারা সকলেই 'পরমহংস', ইঁহাদের শিখাসূত্রাদি কোন লিঙ্গ ছিল না, ইঁহাদের কার্য্যকলাপ অপরের অগোচর ছিল । ইঁহারা আত্মস্থ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেন । ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, অলাবুনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র, দর্ভনির্ম্মিত মেখলা, আচমনাদি জলশোধনের জন্য গৃহীত প্রাদেশ-পরিমিত শ্বেতবস্ত্র, শিখা, যজ্ঞোপবীত (ব্রহ্মসূত্র) প্রভৃতি সমস্তই 'ভূঃ স্বাহা'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তীর্থজলে নিক্ষেপ করতঃ সদ্গুরুপাদপদ্মে অভিগমন পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে পরমাত্মার অন্বেষণ করিবেন ।"

বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১১।২৩।৩৪) অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ত্রিদণ্ড, ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলু, আসন, অক্ষসূত্র (জপমালা), কন্থা, বস্ত্রখণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায় ।

মনুসংহিতায় ত্রিদণ্ডীর সিদ্ধি প্রাপ্তির কথা পাওয়া যায়—

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥
—মনু ১২।১১

অর্থাৎ "সর্ব্বভূত সম্বন্ধে কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া যিনি এই ত্রিদণ্ড বিহিত করেন, তিনিই সিদ্ধি বা মুক্তি লাভ করেন ।"

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৬-তম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিবেষে সুভদ্রাহরণ-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে । ঐ ভাঃ ১১।১৮।১৭শ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—"বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ" অর্থাৎ যাঁহার কায়, মনঃ ও বাক্যের সংযম নাই, তিনি কেবল বংশদণ্ডত্রয় ধারণদ্বারা 'ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী' নামে পরিচিত হইতে পারেন না ।

ঐ শ্রীভাগবত ১১।১৮।২৮ শ্লোকেও পরমহংসধর্ম্ম কথনপ্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে—

"সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ" [অর্থাৎ তিনি (পরমহংস) সলিঙ্গান্ অর্থাৎ ত্রিদণ্ডাদি সহিতান্ (ত্রিদণ্ডাদিসহিত) সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্মসকল' ত্যাগ করিয়া বিধিনিষেধের অনধীনরূপে যথোচিত ধর্ম্ম আচরণ করিবেন ।]

সুতরাং দ্বাপরে ত্রিদণ্ডাদি ধারণকেই চতুর্থাশ্রমোচিত সন্ন্যাসলিঙ্গ বলা হইয়াছে ।

ত্রেতাযুগে রাবণেরও মায়াসীতাহরণব্যাপারে ত্রিদণ্ডধারণের কথা আছে । এজন্য চতুর্থাশ্রমোচিত সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ডধারণ প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ।

পরমপূজনীয় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও উক্ত ভাঃ ১১।১৮।২৮ ও ১০।৮৬।৩ ভাবার্থদীপিকা টীকায় 'পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষম্' বলিয়া ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষের প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর শিখা, যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু ও কাষায়বস্ত্রধারণাদি যে শাস্ত্রসম্মত, তাহা স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণাদিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে । স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

"শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥"

অর্থাৎ "ত্রিদণ্ডীযতি শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন । তিনি কাষায়বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন ।"

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্ ।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্ ॥"
—স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ

"একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র পরিধায়ী, শিখাযুক্ত, যজ্ঞো-

পবীত ধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলুধারী বিদ্বান্ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।"

ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী সর্ব্বআশ্রমস্থিত পুরুষেরই প্রণম্য, অকরণে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়—

"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধ্যতি॥"

—একাদশীতত্ত্বে ত্রিস্পৃশৈকাদশীপ্রকরণধৃত স্মৃতিবাক্য

অর্থাৎ "দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাসদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

আবার আশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণব যে চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীরও প্রণম্য, উহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ আদর্শ আচরণ-দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের ভক্তি—এই দেখান সাক্ষাৎ।
মহাশ্রমীও বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তার।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
'সন্ন্যাসী' 'সন্ন্যাসী' নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৫০-১৫৩

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিলে যতিধর্ম্মাশ্রিত পুত্রও পিতার নমস্য হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই যতিধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবন্নতি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া 'বৈষ্ণবে ভক্তি' শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—যতিধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যতিধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি যে কেবল নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সকলের মাথায় পা তুলিয়া ধরিবেন, তাহা নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের তাৎপর্য্য সর্ব্বাবস্থায়ই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয় জানিতে হইবে। "আমি ত' বৈষ্ণব (বা সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু)—এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥ নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার॥"—এই সকল মহাজন-বাক্য সর্ব্বদা স্মরণপথে জাগরূক না রাখিলে অধঃপতন অনিবার্য্য। "প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমৌ আ-শ্ব-গোখর-চণ্ডালাৎ"—ইহাই শাস্ত্র-বাক্য—"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'॥ এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি॥" (চৈঃ ভাঃ অ ৩।২৮-২৯) শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"। মায়াবাদী কেবলাদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী নিজেকে ঈশ্বর বুদ্ধি করেন, কিন্তু বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর বিচার—গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ—তিনি নিজেকে কৃষ্ণদাসানুদাস বলিয়া বিচার করেন।

স্বয়ং শ্রীআচার্য্যশঙ্করের উক্তিতেও পাওয়া যায়—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ।
তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্॥
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ।
ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥"

[অর্থাৎ "হে নাথ! যদিও জীব এবং ব্রহ্মে (বস্তুতঃ—বস্তুবিচারে চিৎ-এ চিৎ-এ) অভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি আমি জীব আপনারই অধীন অর্থাৎ আপনার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট; পরন্তু আপনি কখনও আমার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট নহেন। সমুদ্র এবং তরঙ্গের মধ্যে (বস্তুগত) অভেদতা থাকিলেও তরঙ্গ সমুদ্রেরই সত্তায় সত্তাশালী, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের সত্তায় সত্তাশালী নহে।]

"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে॥
অতএব জগৎ তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥

—এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিপ্রায় ।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ?॥
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ ।
বলিবেক প্রেম-ভক্তি-যোগে অনুক্ষণ ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় ।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥"
—চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৮-৫৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে একদণ্ড গ্রহণ, তাহা যে নির্ব্বিশেষবাদীর একদণ্ড নহে, ইহা মহাপ্রভু স্বয়ংই আবন্তিক ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি ('এতাং সমাস্থায়' ইত্যাদি) গান করিতে করিতেই স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। আবার তদভিন্ন-বিগ্রহ স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহার দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া তাহা আরও বিশদরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ প্রভু প্রমুখ পার্ষদবৃন্দসহ নীলাচলে গমনপথে সুবর্ণরেখা নদীতটে উপস্থিত হইয়া উহার স্বচ্ছজলে স্নানাদি সম্পাদন করতঃ কিছুদূর গমনপূর্ব্বক একস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অনেক পিছনে পড়িয়াছেন, জগদানন্দ প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত আসিতেছেন, তিনি মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিতেছেন। তিনি (জগদানন্দ প্রভু) একস্থানে নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে মহাপ্রভুর দণ্ড সযত্নে সংরক্ষণের ভার দিয়া ভিক্ষার্থ নিকটস্থ পল্লীতে গমন করিলেন, শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া গেলেন। এদিকে প্রেমবিহ্বল নিত্যানন্দ দণ্ডকে হস্তে ধারণ করতঃ তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন—

"ওহে দণ্ড, আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে ।
সে তোমারে বহিবেক এ ত' যুক্ত নহে ॥"

ইহা বলিতে বলিতেই নিত্যানন্দ দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন—

'এত বলি' বলরাম পরম প্রচণ্ড ।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি তিন খণ্ড ॥'

এই দণ্ড-ভঙ্গ-রহস্য মাদৃশ জীব-বুদ্ধির অগম্য। ব্রজের সেই কানাই বলাই-ই ত' গৌরনিত্যানন্দ—পরস্পর পরস্পরের অন্তরের কথা তাঁহারাই জানেন। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র ঈশ্বর সে জানে ।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে ॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর ।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর ।"
—চৈঃ ভাঃ অ ২।২০৯-২১০

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একদণ্ডমধ্যেই যে তিনদণ্ড অবস্থিত, তাহা এই দণ্ডভঙ্গলীলায় প্রকাশিত হইলেও শ্রীগৌরলীলার অন্তর্নিহিত গূঢ়রহস্য শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নীলাচলে নীলাম্বুধিতটে বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন-লীলা প্রকটন। তজ্জন্যই মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু দণ্ড ভাঙ্গিয়া বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে শ্রীজগদানন্দ প্রভু ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ দর্শনে সবিস্ময়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ড কে ভাঙ্গিল ('দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে') জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন—

"(নিত্যানন্দ বলে—) দণ্ড ধরিলেক যে ॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে ।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্যজনে ?॥"

নিত্যানন্দমুখে সত্যবাক্যই বাহির হইল। জগদানন্দ প্রভু এই উত্তর শুনিয়া তার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, ভাঙ্গা দণ্ডসহ দ্রুতগতি মহাপ্রভু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে ভাঙ্গাদণ্ড সংরক্ষণ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু সবই জানেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—দণ্ড কি করিয়া ভাঙ্গিলে ? পথে কি কাহারও সহিত কোন্দল (ঝগড়া) করিয়াছিলে ? পণ্ডিত সকল ঘটনা বলিলেন—'ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল'। মহাপ্রভু ভ্রাতা নিত্যানন্দকে কহিলেন—'কি লাগি' ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ?' নিত্যানন্দ কহিলেন—'ভাঙ্গিয়াছি বাঁশখান। না পার ক্ষমিতে, কর যে শাস্তি বিধান ॥' ইহাতে মহাপ্রভু কহিলেন—'যাহে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান। সে তোমার মতে কি হইল বাঁশখান ?॥'

'যাহে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"গুণাবতারত্রয়ের অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে পরমপবিত্র ত্রিদণ্ডকে চিন্ময় বিচারে পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়।" (চৈঃ ভাঃ অ ২।২২৫)। এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই

যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মা ও শিবকে ভগবদ্‌ভক্তিবিচারে পূজা করেন। বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষ্ণুকে গুণাবতারমধ্যে ধরা হইলেও প্রকৃতির গুণত্রয়দ্বারা তিনি সংস্পৃষ্ট হন না।

স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের ইচ্ছাতেই দণ্ডভঞ্জনাদি লীলা অনুষ্ঠিত হইলেও মহাপ্রভু বাহ্যে ক্রোধপ্রকাশের লীলা করিয়া কহিলেন,—'আমার সবে এক দণ্ড মাত্র সম্বল ছিল, তাহাও যখন কৃষ্ণেচ্ছায় ভঙ্গ হইল, তখন আমি আর কাহারও সঙ্গ লইব না, হয় তোমরা আগে চল, না হয় আমিই আগে যাই।' তখন সঙ্গী মুকুন্দ কহিলেন—প্রভু, তুমিই আগে চল, আমরাই পিছনে থাকি। উদ্দেশ্য—প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভু কোথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিবেন, বরং তাঁহারা তাঁহার পিছনে থাকিলে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইবেন। মুকুন্দের বাক্য শুনিবামাত্র মহাপ্রভু মত্তসিংহপ্রায় প্রধাবিত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মহাপ্রভু জলেশ্বর গ্রামে উপনীত হইলেন। সেখানে জলেশ্বর-শিব-মন্দির আছেন। তথায় শিবভক্ত বিপ্রগণ বিবিধ উপচার-বৈচিত্র্যে গীতবাদ্যাদিসহ মহাসমারোহে শিবের মহাপূজা বিধান করিতেছেন। নিজপ্রিয় শঙ্করের মহাবৈভব দর্শনে মহাপ্রভুর ক্রোধ কোথায় গেল, প্রেমোন্মত্ত হইয়া মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের মর্য্যাদা বর্দ্ধনার্থ মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব নর্ত্তনলীলা—আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। তাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্করপ্রিয় সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ।।
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে, ব্যর্থ তা'র সব ।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।২৪২-২৪৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যদর্শনে স্থানীয় ভাগ্যবান্ শিবদাসগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিতে লাগিলেন—আজ সাক্ষাৎ 'শিব হইলা বিদিত'। তাঁহারা মহানন্দে আরও অধিক উল্লাস সহকারে গীতবাদ্য করিতে লাগিলেন। এদিকে পিছনের ভক্তবৃন্দ সকলেই মহাপ্রভুর সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। আসিয়াই মুকুন্দাদি কীর্ত্তন ধরিলেন, নিজগণ পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দসমুদ্র আরও উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। কতক্ষণে মহাপ্রভু নিজপ্রিয় গোষ্ঠী লইয়া স্থির হইলেন এবং সকলকেই প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। স্বীয় ভ্রাতা বলদেব নিত্যানন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস রক্ষণ ।।
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তুমি মোর মাথা খাও ।।
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবাস্থানে কই ।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।২৫৪-২৫৬

এইরূপ বলিতে বলিতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আত্মহারা হইলেন। ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এক্ষণে দণ্ডভঞ্জন-স্থান সম্বন্ধে একটু বিচার আছে। উক্ত চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অধ্যায়ে ২৩৭ সংখ্যক পয়ারের 'তথ্যে' বিচার প্রদর্শিত হইতেছে যে,—

"বর্ত্তমান জলেশ্বরগ্রাম—বালেশ্বরের উত্তরাংশে অবস্থিত। কিন্তু দণ্ডভাঙ্গা নদী পুরীর নিকট। উভয়ের মধ্যে কটক জেলা। পুরী জেলা হইতে পুনরায় বালেশ্বর জেলায় ফিরিবার কোন উল্লেখ দেখা যায় না, তজ্জন্য জলেশ্বরের উত্তরে কোন্ স্থানটীতে প্রভুর দণ্ড ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা বিচার্য্য। আর যদি দণ্ডভাঙ্গা বা ভার্গী নদীর তটে প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরী যাইবার পথে জলেশ্বর নামক শিবস্থান আছে বা পাওয়া আবশ্যক।"

উক্ত ২৩৭ সংখ্যক পয়ারে লিখিত আছে—

"মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর শিবস্থানে ।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।২৩৭

ইহাতে স্পষ্টই বোধগম্য হয়—দণ্ডভঙ্গস্থানের নিকটেই জলেশ্বর গ্রাম ও জলেশ্বর-শিবমন্দির বিদ্যমান, সুতরাং প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ।

এস্থলে আর একটি বিচার্য্য বিষয়—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যপথানুসরণকারী বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবকে অমান্য করা

কখনই কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"গুণাবতার মহাদেবকে যাহারা অসম্মান করে, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের অনুসরণ করে না। শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের প্রায় চতুঃশতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীরামানুজ ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। চিজ্জড় সমন্বয়বাদিগণ গুণাবতারের সহিত বাসুদেব বিষ্ণুর সমত্বস্থাপনের যথেষ্ট যত্ন করেন। তৎফলে তাঁহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী হওয়ায় সেই অপরাধ হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার বাসনায় শ্রীলক্ষ্মণদেশিক একলা বিষ্ণুভক্তির কথা প্রবলভাবে স্থাপন করেন। শ্রীআনন্দতীর্থান্ত বৃদ্ধবৈষ্ণবগণ বিরিঞ্চি শিবাদি গুণাবতারগণকে ভগবদ্ভক্তবিচারে পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তাবতার শিবের আলয়ে গিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যাশ্রিত জনগণ যদি শ্রীরামানুজীয় ঐকান্তিক বিচারে ভক্তরাজ মহাদেবের অনাদর করেন, তাহা হইলে ভক্তবিদ্বেষ জন্য গ্রন্থকার (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর)-প্রমুখ সকল শুদ্ধভক্তগণের ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের উদয় হয়। 'শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্' (ভাঃ ১১।৫।৩৩), 'দাসস্তে হর-নারদ-প্রভৃতয়ঃ' (   ), 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' (ভাঃ ১২।১৩।১৬), স্বয়ম্ভুবাদি দ্বাদশ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ এবং 'বিষ্ণুস্বামী' নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীশিবের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবত্ববিচারের অনাদর ঘটে। * *।"

আরও দেখা যায়—স্বয়ং রুদ্রই দশ প্রচেতাকে বলিতেছেন—

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ সঃ প্রিয়ো হি মে॥

—ভাঃ ৪।২৪।২৮

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা গুহ্যাদপি গুহ্য স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'স হি মে প্রিয়ঃ' ইহার টীকায় লিখিতেছেন—'তেন মদ্ভক্তোঽপি ন মে তথা প্রিয় ইতি ভাবঃ' অর্থাৎ ইহাতে বুঝা যাইতেছে—শিব বলিতে চাহিতেছেন—বিষ্ণুভক্ত আমার যত প্রিয়, আমার ভক্তও আমার তত প্রিয় নহে। অতঃপর শিব দশপ্রচেতাকে বিষ্ণুর স্তব শিখাইয়া দিলেন, আর বলিয়া দিলেন—হে নৃপতি-নন্দনগণ, আমি ভগবান্ শ্রীহরির যে স্তবটি তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই স্তবটি একান্ত চিত্তে জপ করিতে করিতে মহতী তপস্যা কর, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই তোমরা অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। স্তবটি বড়ই উপাদেয়। ইহাতেই শিবের স্বাভাবিক বৈষ্ণবতা স্বতঃ প্রতীত হয়।

আবার শ্রীসতীদেবী শিবদ্বেষী পিতা দক্ষকে বলিতেছেন—

"নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষ পাদপাংশুভি-
নিরস্ত তেজঃসু তদেব শোভনম্॥
যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥"

—ভাঃ ৪।৪।১৩-১৪

অর্থাৎ "অথবা যাহারা এই জড় দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎপুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পাদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজঃ নাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহদ্-বিদ্বেষই শোভনীয়; কারণ তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

"অহো, যাঁহার পবিত্র 'শিব' এই দ্ব্যক্ষরাত্মক নাম কেবলমাত্র একবারও কথাচ্ছলে বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের সর্ব্ববিধ অশুভ আশু বিনষ্ট হয়, যাঁহার শাসন অলঙ্ঘ্য, যাঁহার যশ অতি পবিত্র, আপনি অমঙ্গলরূপ হইয়া সেই মঙ্গলস্বরূপ শিবের দ্বেষ করিতেছেন।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিচরণও তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে ১০৫ সংখ্যায় বিবিধ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, শ্রীবিষ্ণুই নিত্যারাধ্যতত্ত্ব, কিন্তু ব্রহ্মা-রুদ্রাদি তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণবগণকে অনাদর করিয়া তাঁহার পূজা করিতে গেলে তিনি সে পূজা

কখনই গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং ব্রহ্মা ও শিবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে পূজা করিলে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে বিষ্ণু-ভক্তি লাভ হইবে। শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে গেলেই ভৃগুর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া পাষণ্ডী হইতে হইবে। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত বিষ্ণুকে কখনই সমান জ্ঞান করিতে হইবে না। শিবের অবজ্ঞায় বিষ্ণু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিবকে কৃষ্ণপ্রিয়তমজ্ঞানে—তাঁহাদিগকে ভগবদ্-অভিন্নপ্রকাশজ্ঞানে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

[আমরা এসকল বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচনার চেষ্টা করিব।]

অনেকে বিষ্ণুকে গুণাবতারত্রয়ের মধ্যে গণিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সগুণ দেবতাজ্ঞানে ব্রহ্মা-রুদ্র-সহ সমবুদ্ধিজনিত অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হন, এজন্য প্রথম স্কন্ধেই ইহা মীমাংসিত হইয়াছে। শ্রী-সূত গোস্বামী শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

সত্ত্বংরজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতলোর্নৃণাং স্যুঃ ॥
—ভাঃ ১।২।২৩

অর্থাৎ "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরম-পুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি (সৃজন) ও ধ্বংসের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ বাসুদেব হইতেই শুভফলের উদয় হয়, কিন্তু ব্রহ্মা রুদ্র হইতে তাহা হয় না।" (শুদ্ধ বলিতে যাহাতে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের মিশ্রণ নাই। শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—"হরৌ মায়াগুণস্য সত্ত্বস্য যুক্তত্বেঽপি তস্যাযোগ এব"—অর্থাৎ হরিতে মায়িক সত্ত্বগুণের যোগ অযোগই। শ্রীভাগবত ১০।৮৮। ৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"হরিৰ্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ "শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী, প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব, সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে পুরুষও তাদৃশ গুণাতীত হইয়া থাকে।" প্রাকৃত সত্ত্ব হলাদকরী ও তাপকরী—মিশ্র ভাবযুক্ত।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥"
—ভাঃ ১।১১।৩৮

অর্থাৎ যেরূপ আত্মাশ্রয়া বুদ্ধি আত্মার আনন্দাদি দ্বারা যুক্ত হয় না, তদ্রূপ প্রপঞ্চাগত কৃষ্ণ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত প্রপঞ্চে অবস্থিত হইয়াও সুখদুঃখাদি প্রাকৃত গুণসমূহে কখনও যুক্ত হন না, পরমেশ্বরের বা তদীয় বস্তুসমূহের ইহাই ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরতা।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৩৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 'বর্ষারম্ভে' প্রবন্ধে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১ম পংক্তিতে 'গুরুভক্ত' স্থানে 'গুরুভক্তে', ঐ ১২শ পংক্তিতে 'ভগবদ্' স্থানে 'ভগবদ' (ভগবৎ+অভিন্ন=ভগবদভিন্ন), ৮ম পৃষ্ঠায় ১২শ পংক্তিতে 'কোন' স্থানে 'কোলের', ঐ ৩৩শ পংক্তিতে 'দাস' স্থানে 'যাম', ঐ ২য় স্তম্ভ ১শ পংক্তিতে 'হিতপেয়ী' স্থানে 'হিতাকাঙ্ক্ষী' হইবে। ৯ম পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১৪শ পংক্তির শেষে হাইফেন উঠিয়া যাইবে, ঐ ১৫শ পংক্তিতে 'র্ন' স্থানে 'ন', 'বৈ' স্থানে 'র্বৈ', ঐ ১৬শ পংক্তির প্রথমেই 'বি' স্থানে 'র্বি', ঐ ৯ম পৃঃ ২য় স্তম্ভে ২১শ পংক্তিতে 'ভেদ' স্থানে 'অভাব', ঐ ২৪শ পংক্তিতে 'প্রণতি' স্থানে 'শ্রুতি' হইবে।

সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক উপরিউক্ত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীসদাশিব পণ্ডিত

(৮৭)

ইনি শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনলীলায় অন্যতম পার্ষদসঙ্গী ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া প্রথম ইঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

'সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।৩৪

'সদাশিব পণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৭

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে মধ্যখণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাসকালে যাঁহারা পার্ষদরূপে সঙ্গী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সদাশিব পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

*　　　*　　　*

'গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর ॥'

*　　　*　　　*

—চৈঃ ভাঃ ম ৮।১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গঙ্গায় নিজপার্ষদ ভক্তগণসহ জলক্রীড়াকালেও শ্রীসদাশিব পণ্ডিত অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া কৃষ্ণবিরহে অলৌকিক প্রেমবিকার প্রকট করিলে সদাশিব পণ্ডিতাদি তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীহরি কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন, কোন প্রকার জাগতিক গুণের দ্বারা বশীভূত হন না, শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইহা শিক্ষা দিবার জন্য দরিদ্র ভিক্ষুকলীলাভিনয়কারী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝুলি হইতে জোরপূর্ব্বক তণ্ডুল গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের বর্ণনে জানা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সদাশিব পণ্ডিত আদি ভক্তগণকে নিজপ্রিয় শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে মিলিত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন ঃ—

'কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে ॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ১।৪০

['তুমি'—শ্রীমান্ পণ্ডিত]

'সদাশিব মুরারি শ্রীমান্ শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর ॥'

—ঐ ম ১।৮১

শ্রীসদাশিব পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয় ছিলেন তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেই জানা যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সদাশিব পণ্ডিতের নিকট নিজ হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিয়া সুখ লাভ করিয়াছিলেন।

'তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা সবাস্থানে দুঃখ করিব গোহারি ॥'

—ঐ ম ১।৭০

'তুমি'—শ্রীমান্ পণ্ডিত, 'গোহারি'—জ্ঞাপন।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয় ও নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইলে কে কি সাজ গ্রহণ করিবেন, সেই সজ্জা প্রস্তুত করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন শ্রীসদাশিব পণ্ডিত ও বুদ্ধিমন্ত খানকে। মহাপ্রভুর আদেশ লাভ করিয়া শ্রীসদাশিব পণ্ডিত প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন।

'সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া ॥'

—ঐ ম ১৮।৭

'আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন আনন্দের নাহি অন্ত ॥'

—ঐ ম ১৮।১৪

'সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খান দুইজনে।
নানাবেশ দ্রব্য সজ্জ কৈল এইখানে ॥
লক্ষ্মী আদি কাচে নাচিবেন গৌররায়।
হইবে কীর্ত্তন যাতে জগত মাতায় ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১২।২৯০৩, ৪

['এইখানে'—চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে।]

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ মান্ধাতা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

বৈবস্বত মনুর পুত্র সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর বংশ-পরম্পরায় যুবনাশ্ব সূর্য্য-বংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মান্ধাতা। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের—মহারাজ সগরের—মহারাজ ভগীরথের—মহারাজ খট্বাঙ্গের—মহারাজ দশরথের—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ মান্ধাতা। মহারাজ মান্ধাতার আবির্ভাব কিভাবে হইয়াছে তাহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে নবম স্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতার পিতামহ ছিলেন সেনজিৎ অথবা প্রসেনজিৎ। সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্বের একশত ভার্য্যা থাকা সত্ত্বেও নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্রাভাবে তিনি পত্নীগণের সহিত অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে বনে বাস করিতেন। মহারাজ যুবনাশ্বের দুঃখের বিষয় অবগত হইয়া ঋষিগণ কৃপার্দ্রচিত্ত হইলেন। মহারাজের যাহাতে পুত্র হয় সেজন্য তাঁহারা সমাহিত-চিত্তে 'ইন্দ্রদৈবত' যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। একদিন রাত্রিভাগে মহারাজ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানের জন্য ঋষিগণের যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। ঋষিগণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। ঋষিগণ যুবনাশ্বের পত্নীগণের উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রপূত জল রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যুবনাশ্ব পিপাসার্ত্ত হইয়া পান করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণ ঋষিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন কলসীতে তাঁহাদের সংরক্ষিত মন্ত্রপূত জল নাই। 'কে জল পান করিল ?' অনুসন্ধান করিলে মহারাজ যুবনাশ্বের কার্য্য বলিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন। ঋষিগণ চিন্তান্বিত হইলেন, বিচার করিলেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই মহারাজ জলপান করিয়াছেন। দৈববলই প্রধান, জীবগণ নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। ঋষিগণ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরির পাদপদ্মে নমস্কার বিধান করিলেন। ঋষিগণের যজ্ঞসম্ভূত জল নিষ্ফল হইতে পারে না। যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তিরাজলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। জন্মগ্রহণের পর শিশু ভীষণভাবে কাঁদিতে থাকিলে ব্রাহ্মণগণ মহাদুঃখিত হইয়া সন্তানটি কি পান করিবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় যজ্ঞের আরাধ্য দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র প্রকটিত হইয়া স্নেহভরে সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'হে বৎস ! কাঁদিও না। আমাকে পান কর।' দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তর্জ্জনী অঙ্গুলী শিশুকে প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুত্রকে 'মাং ধাতা' ('মাং ধাতা'—'আমাকে ধাস্যতি বা পাস্যতি অর্থাৎ ধারণ করিবে বা পান করিবে') এইরূপ বলায় যুবনাশ্বের পুত্রের নাম মান্ধাতা হইল। বালক ইন্দ্রের তর্জ্জনী অঙ্গুলী চুষিতে লাগিল। ইন্দ্রের অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলী পান করিয়া বালক একদিনেই সুস্থ ও বড় হইল। যুবনাশ্ব বিপ্রগণের কৃপায় মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। তিনি তপোপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিলেন। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা মহাশক্তিশালী হইলেন। রাবণাদি দস্যুগণ মান্ধাতা হইতে উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হইত, এইজন্য ইন্দ্র তাঁহার নাম 'ত্রসদ্দস্যু' রাখিলেন। ক্রমশঃ মান্ধাতা সপ্তদ্বীপান্বিতা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইলেন। মহারাজ মান্ধাতা প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন।

'যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
তৎ সর্ব্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥'

—ভাঃ ৯।৬।৩৭

'সূর্য্য যে পরিমিত স্থানে উদিত হইয়া থাকেন এবং যে পরিমিত স্থানে অস্তমিত হন, সেই সকল স্থান যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইত।'

মহারাজ মান্ধাতা শশবিন্দুকন্যা বিন্দুমতীকে (ইন্দুমতীকে) বিবাহ করিয়াছিলেন। বিন্দুমতীর গর্ভে তিনটী পুত্র ও পঞ্চাশটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তিন পুত্রের নাম—পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও যোগী মুচুকুন্দ। পুরুকুৎসের বংশ-পরম্পরায় মহারাজ

হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব। সৌভরি ঋষি মহারাজ মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সৌভরি ঋষি যোগবলে মহারাজ মান্ধাতা অপেক্ষাও অধিক বৈভব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজ মান্ধাতা জামাতার বৈভব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

উপরিউক্ত মহরাজ মান্ধাতার প্রসঙ্গটী বিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দের অলৌকিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

'স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গকঃ ॥'

—ভাগবত ১০।৫১।১৪

'হে রাজন্, উক্ত মহাপুরুষ ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন, রাজা মান্ধাতার পুত্র এবং মুচুকুন্দ নামে বিখ্যাত, তিনি ব্রহ্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।'
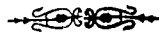
শ্রীশ্রীধর ও মহাপ্রভু

[শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী বিদ্যানন্দ]

সেদিন শুভদিবস সময়ে শ্রীধরের অঙ্গনে।
নগর ভ্রমিয়া আসিলেন প্রভু মিলিবারে তার সনে ॥
তন্ময়ভাবে হরিসেবারত সুকৃতি শ্রীধর।
মুখে সদা নাম, স্থির, সত্যসার, মহাভাগবতবর ॥
খোলাবেচা বলি' পরিচিত যিনি সকল জনার কাছে।
তাঁহারে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে কাহার শকতি আছে ॥
প্রভু কহিলেন কেন গো শ্রীধর দেখি এ ভগ্ন বাসা।
লক্ষ্মীপতিরে সেবিয়াও তোমার ঘুচিল না দীন দশা ॥
মহাপ্রভুর মুখপদ্মে নয়নভৃঙ্গ রাখি।
কহিছে শ্রীধর সবিনয় করি' ভক্তিপূরিত আঁখি ॥
এই ধরাধামে আমার এমন অনটন কিছু নাই।
ছোট কিংবা বড় বস্ত্র ত' আমি পরিধান তরে পাই ॥
আহার অভাবে না রহি উপাসে না যাই কাহারো দ্বারে।
ত্রিভুবন যিনি করেন পালন তিনিই তো দেন মোরে ॥
দিব্য খায় পরে রাজা মহারাজা রসপরিপূর্ণ ঘরে।
পক্ষীগণ রহে বৃক্ষের উপর অতিক্লেশে প্রাণ ধরে ॥
নিজ কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভুঞ্জি সকলেই শেষে মরে।
আমি শুধু চাই বাঁচিয়া থাকিতে শ্রীহরিভজন তরে ॥
ভোগ ও বিলাসে অন্য অভিলাষে নাহি মোর প্রয়োজন।
যে কোন প্রকারে জীবন যাপিয়া শ্রীকৃষ্ণে রহুক মন ॥
প্রভু কহিলেন সস্নেহ রহস্যে বহুধন তোর আছে।
তাহা আমি সব বিদিত করিব জগৎজনার কাছে ॥
এবে থোড়, খোলা আর কলামূলা প্রতিদিন যেন পাই।
কহিলা শ্রীধর শ্রীচরণ ধরি' সযতনে দিব তাই ॥

আসাম-প্রদেশস্থ শাখামঠসমূহে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আসাম প্রদেশে—(১) শোণিতপুর জেলাসদর তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ১২ মাঘ (১৩৯৯), ২৬ জানুয়ারী (১৯৯৩) মঙ্গলবার হইতে ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; (২) গোয়ালপাড়া জেলাসদর গোয়ালপাড়া সহরস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব, ১৭ মাঘ, ৩১

জানুয়ারী রবিবার হইতে ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; (৩) রাজধানী গুয়াহাটী সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত ; (৪) বরপেটা জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগ মঠসমূহের বার্ষিক উৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে যোগদান করিয়াছিলেন নদীয়াজেলাসদর কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক এবং শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ দাস, শ্রীরামগোপাল দাস, শ্রীমাণিক দাস, শ্রীপ্রাণেশ্বর বসুমাতারি, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীচিদানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন দাস, শ্রীসনৎকুমার দাস ও শ্রীশিবপ্রসাদ সিং গৌতম। প্রত্যেক মঠের উৎসবানুষ্ঠানে বহু ভক্ত-অতিথির সমাবেশ হইয়াছিল। বহিরাগত ভক্তসংখ্যা অধিক হইয়াছিল গোয়ালপাড়া এবং সরভোগ গৌড়ীয় মঠদ্বয়ে। শ্রীমঠের আচার্য্য এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণ প্রত্যেক মঠের ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীঅযোধ্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোয়ালপাড়া সহরের পরিস্থিতি অশান্ত হইয়াছিল। এইজন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রার্থনা ও ইচ্ছাক্রমে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং গভর্ণিংবডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ প্রচারপার্টীর সহিত না যাইয়া গোয়ালপাড়া মঠেই অবস্থান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ পাহাড়ী ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে 'রাভা' ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন গোয়ালপাড়া মঠের ধর্ম্মসভায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—অবস্থিতি ঃ—২৫ জানুয়ারী সোমবার হইতে ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত।

মঠরক্ষক—গভর্ণিংবডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ।

মুখ্য সহায়ক—শ্রীপ্রেমানন্দ দাস (শ্রীপুলক সরকার) ও শ্রীকরুণাময় বনচারী।

২৭ জানুয়ারী বুধবার, অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। পরদিন শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী শুভবাসরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথিতে তেজপুর গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হওয়ায় উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা ও মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া ঃ—অবস্থিতি ঃ—২২ জানুয়ারী শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী শনিবার এবং ৩০ জানুয়ারী শনিবার হইতে ৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠের সেবা-পরিচালনে—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ।

২৩ জানুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্নে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং গ্রামাঞ্চলের ভক্তগণের সমাবেশে অযোধ্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান কিভাবে হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। অভ্যাগতগণ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা করেন।

১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী সোমবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ঢোলপার্টীসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পথে নগর ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিবস শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাবতিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হওয়ায় শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা ও ভোগরাগান্তে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে ৩১ জানুয়ারী শ্রীঅপু সামের এবং ৩ ফেব্রুয়ারী শ্রীশিব-দাস গুহ রায়ের বাড়ীতে শুভপদার্পণ করতঃ হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ হরিকথা বলেন। শ্রীঅপু সাম শ্রীমঠে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রথম দিন ধর্ম্মসভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅসীমকান্তি রায়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী ঃ—অবস্থিতি ঃ ২৪ জানুয়ারী, ৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী শনি-বার হইতে ১৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠের সেবা-পরিচালনে—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাঘবদাস ব্রহ্মচারী।

২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দ জীউ বিজয়বিগ্রহগণের মহা-ভিষেক, পূজা, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুসজ্জিত রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ব্যাণ্ডপার্টি ও ঢোলপার্টিসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা হইয়া দীর্ঘপথ ভ্রমণান্তে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিন মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, প্রাগ্‌জ্যোতিষ কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীভগবান্ চন্দ্র দেবগোস্বামী ও শ্রীবাণীকান্ত, বি-টি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকে-সি ডেকা দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। তৃতীয় দিনের সভায় শ্রীরাজেশ্বর দাস, আই-এ-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত) প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'সনা-তনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য শ্রীবিগ্রহসেবা', 'পরতমতত্ত্ব নিরা-কার অথবা সাকার'।

৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হাল-দার প্রভুর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্ম-চারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পূত চরিত্র ও শিক্ষা বিশ্লেষণমুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বিচিত্র মহা-প্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ১৪ ফেব্রুয়ারী বিষ্ণু-পুরস্থ শ্রীশম্ভু রায়ের গৃহে, ১৫ ফেব্রুয়ারী শ্রীকানাই লাল ভৌমিকের বাসভবনে, ১৬ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে দিসপুরস্থ শ্রীধর্ম্মকান্ত তালুকদারের গৃহে এবং রাত্রিতে উলুবাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাল মহোদয়ের গৃহে শুভ-পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ ঃ—অবস্থিতি ঃ—২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত।

মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ। মুখ্য সহায়ক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী।

৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমঠের পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে শ্রীমঠে পূর্ব্বাহ্নে বিরহসভা ও মধ্যাহ্নে বিরহোৎসব সুসম্পন্ন হয়।

১০ ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে ব্যাণ্ডবাদ্যাদি সহযোগে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ সহর পরিভ্রমণ করে।

২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সর-স্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সকলে ক্রমানুযায়ী শ্রীপ্রভু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে মহোৎ-সবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বরপেটা

রোডস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠক এবং সরভোগ গোঁসাইঘরের সভাপতি ও বরনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরেন মজুমদার। তিন দিনের ধর্ম্মসভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে –'সংসার দাবাগ্নি হইতে নিষ্কৃতির উপায়', 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য', 'শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য'।

শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে ১০ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীভগবান্ দাসাধিকারী, শ্রীহরি দাসাধিকারী ও শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারীর বাসভবনে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গৃহেই বৈষ্ণব-সেবার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল।

তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও গুয়াহাটী মঠসমূহে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক-কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হইয়াছে। সহায়করূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। প্রত্যেক মঠেই বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

প্রত্যেক মঠের মঠরক্ষক এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় তত্তৎমঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রাতে গুয়াহাটী হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন।

বীরভূমজেলায় আমধারা গ্রামে এবং বোলপুরসহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমজেলান্তর্গত আমধারা-গ্রামনিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস (শ্রীসুধীরকৃষ্ণ পাঁজা) মহোদয়ের আমন্ত্রণে আমধারায় এবং বোলপুর সহরের ভক্তগণের আহ্বানে বোলপুরে বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত ১১ ফাল্গুন (১৩৯৯), ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) মঙ্গলবার কলিকাতা-হাওড়া ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাহ্নে সদলবলে যাত্রা করতঃ বেলা একটায় বোলপুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব-সমভিব্যাহারে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীকানাই), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীরামগোপাল দাস ও শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী (গোলাঘাট, আসাম)। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বাসন্তীতলায় স্বধামগত প্রণতপাল দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে। প্রণতপালপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীগোরাচাঁদ সাহা) মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রসাদ সেবার পর পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীভোলানাথ সেন মহোদয়ের দ্বিতলগৃহে কিছু সময়ের জন্য বৈষ্ণবগণের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। তৎপর একটী মোটরকারে এবং একটী ভ্যানগাড়ীতে অপরাহ্ন ৩-৩০টায় শ্রীল আচার্য্যদেব, সাধুগণ এবং স্থানীয় ভক্তগণ রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় আমধারা গ্রামে পৌঁছিলে শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস প্রভুর পরিচালন-নেতৃত্বে গ্রামবাসিগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বোলপুর সহর হইতে আমধারা গ্রাম প্রায় ২০ কিলোমিটার; আমধারা পর্য্যন্ত গাড়ীচলাচল রাস্তা এখনও হয় নাই। ১৫ কিলোমিটার পীচরাস্তা—পীচরাস্তা হইতে পাঁচ কিলোমিটার মাঠের রাস্তা দিয়া মটরগাড়ী চালাইয়া লওয়া খুবই দুষ্কর। গ্রামবাসিগণ পদব্রজে, সাইকেলে কিংবা রিক্সায় যাতায়াত করেন। সাধুগণের কষ্ট লাঘবের জন্য কোনওপ্রকারে মোটরগাড়ী করিয়া গ্রামে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। গ্রামের রাস্তা খুবই উঁচু-নীচু, অনভ্যস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে চলাফেরা

কষ্টকর। বহু গ্রামে প্রচার করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ অসরল রাস্তার অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। শুনিলাম বর্ষাকালে মাটী কর্দ্দমাক্ত হইলে গ্রামবাসিদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। গ্রামটী একপ্রকার বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ-রহিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আমাদের অনুরোধ অন্ততঃ তাঁহারা যদি গ্রামে পেঁৗছিবার জন্য পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করিয়া দিতে পারেন গ্রামবাসীদের অনেক উপকার হইবে।

দুর্গম রাস্তা বলিয়া কোনও বিশেষ ব্যক্তি উক্ত গ্রামে যান না। সাধুগণকে দেখিয়া গ্রামের নরনারী বালক-বালিকাগণের কত আনন্দ, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ প্রভু তাঁহার গৃহে এবং তাঁহার স্বজনগণের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবের, সাধুগণের এবং ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা করেন। গ্রামবাসিগণ মাঠে শৌচকার্য্যে অভ্যস্ত। সন্ন্যাসী সাধুগণের জন্য অস্থায়ী শৌচাগার নির্ম্মিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমুক্তিপদ সরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীহরিসাধন দত্ত, শ্রীরাধেশ্যাম পাঞ্জার গৃহে ব্রহ্মচারী সাধু ও অতিথিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীমুক্তিপদ সরের গৃহপ্রাঙ্গণে একটী সভামণ্ডপে সভার আয়োজন হয়। লাইট ও মাইকের জন্য পৃথক্ জেনারেটর ছিল। গ্রামবাসিদের হরিনাম-সংকীর্ত্তনে খুবই উৎসাহ, কিন্তু হরিকথা-শ্রবণে তদ্রূপ আগ্রহ লক্ষিত হইল না। শ্রীল আচার্য্যদেব রাত্রিতে হরিকথা বলেন। সেইদিন রাত্রিতেই এবং পরদিন পূর্ব্বাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রাতের নগর-সংকীর্ত্তনে গ্রামবাসিগণ ঢাক-ঢোল লইয়া যোগদান করতঃ সাধুগণের সহিত উল্লাসভরে নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। গ্রামে এইরূপ ধর্ম্মসভা বা নগর-সংকীর্ত্তন পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সহর অপেক্ষা গ্রামে অবস্থানে ও প্রচারে একটা পৃথক আনন্দ অনুভূত হয়। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ প্রভু তাঁহার ভজনকুটীরটী দেখাইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া গিয়াছিলেন। সুধীরকৃষ্ণ প্রভু দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু তাঁহার ভজনকুটীর দ্বিতল মাটীর ঘর অতি নীচু। কি করিয়া তিনি উঠেন ও নামেন, তাহা ভাবা যায় না। শ্রীল আচার্য্যদেব অতি সাবধানে উঠিয়া ভজনকুটীরে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ প্রভুকে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীভুবনেশ্বর পাঁজা, শ্রীজগদীশ সেন, শ্রীহনুমান পাঁজা, শ্রীরাম পাঞ্জা ও শ্রীবিজয় মণ্ডল।

পুনঃ ভ্যানগাড়ী ও মোটরকারযোগে সকলে আমধারা হইতে বোলপুরসহরে ৩-৩০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন। সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয় শ্রীভোলানাথ সেনের দ্বিতল গৃহে ও শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারীর আলয়ে। শ্রীল আচার্য্যদেব এড্ভোকেট শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে—ডাক্তার শ্রীচপল কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী। সভার আলোচ্য বিষয়—'সংকীর্ত্তনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'বিশ্বকে ধ্বংসোন্মুখতা হইতে উদ্ধারের উপায়'। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত সভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির হইতে পৌনে নয়টায় শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বেলা ১১টায় ফিরিয়া আসে।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া বৈষ্ণবগণসহ ২৫ ফেব্রুয়ারী শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী প্রাতে শ্রীমতী বিল্ববাসিনী দত্তের আলয়ে (শ্রীনিত্যানন্দ ভাণ্ডারে) শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

বোলপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের আনুকূল্য সংগ্রহে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীসুধীরকৃষ্ণ প্রভু (সুধীরকৃষ্ণ পাঁজা), শ্রীস্বপ্ন ঘোষ, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেবাব্রত, শ্রীসুবোধ সাহা ও শ্রীভোলানাথ ঘোষ। শ্রীঅজিত সরকার, শ্রীকমল তরফদার ও শ্রীমধুসূদন রায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে উৎসবানুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ ২৬ ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীরামনবমী-ব্রত

গত ১৮ চৈত্র (১৩৯৯), ইং ১ এপ্রিল (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার শুক্লা-নবমী শুভবাসরে শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও তাঁহার সমগ্র ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীরামনবমীব্রত তদীয় জন্মাদি লীলাকথানুশীলনমুখে সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছেন।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথকে পিতৃরূপে এবং মহারাণী কৌশল্যাদেবীকে মাতৃরূপে বরণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহারাজ দশরথের শ্রীলক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে আরও তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যতমা রাণী সুমিত্রাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীলক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এবং কৈকেয়ীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীভরতের জন্ম হয়, একই ভগবান্ শ্রীনারায়ণ চারি অংশে এই চারিমূর্ত্তি ধারণ করেন। ইঁহাদের আবির্ভাবের ইতিহাস এইরূপ কথিত হয় যে, মহারাজ দশরথ অপুত্রক থাকায় চিত্তে কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি একদিন চিন্তা করিলেন—আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি না কেন! তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রিসত্তম সুমন্ত্র, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুরোহিত বশিষ্ট এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে জানাইলে তাঁহারা সকলেই মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহার সাধু সঙ্কল্পকে একবাক্যে অভিনন্দিত করিলেন, যাহাতে শীঘ্রই যজ্ঞের শুভারম্ভ হয় তজ্জন্য মহারাজের প্রার্থনানুযায়ী ব্রাহ্মণগণ কার্য্যে তৎপর হইলেন। মন্ত্রিবর সুমন্ত্র মহারাজকে গোপনে কহিলেন—'আমি শুনিয়াছি কাশ্যপ মুনিপুত্র বিভাণ্ডক মুনির ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক মহাতপা পুত্র আছেন। ভবদীয় মিত্র অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজধর্ম্মব্যতিক্রম-হেতু একসময়ে রাজ্যে অনাবৃষ্টিজন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রজাপুঞ্জ বড়ই ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে, কৃপার্দ্রহৃদয় শুভানুধ্যায়ী মুনিবৃন্দের পরামর্শে তিনি উক্ত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবরকে তাঁহার রাজ্যে আনয়ন করায় তাঁহার শুভপদার্পণে রাজ্যের সকল অশুভ দূরীভূত হয়। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ জনমানবশূন্য-তপোবনে পিতা বিভাণ্ডক মুনির পর্ণকুটীরে আবির্ভূত হন, পিতৃক্রোড়ে লালিত-পালিত, শাস্ত্রাধ্যয়নতপজপাদি শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত, স্বীয় পিতৃদেব এবং বনের পশুপক্ষী বৃক্ষলতাগুল্ম ও নিজেদের পর্ণকুটীর ব্যতীত অন্য স্ত্রীপুরুষাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাঁহার ছিল না। এজন্য তাঁহার পিতার আশ্রম হইতে তাঁহাকে নিজরাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য অঙ্গরাজকে অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।' যাহা হউক পরে রোমপাদরাজকন্যা শান্তার সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয়কৃত্য সম্পাদিত হয়। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ পরমাদরে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লইয়া মহারাজ দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্রেষ্টি যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করেন। রাজপুরোহিত মুনিবর বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মুনিগণকে লইয়া এই মহাযজ্ঞের যাবতীয় আয়োজন সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রমুখ বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে রাখিয়া মহাযজ্ঞসম্পর্কিত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সরযূর উত্তর তীরেই যজ্ঞস্থল নিরূপিত হইল। মহারাজ কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাদেবীসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। যজ্ঞীয় অশ্ব যথাবিধি ছাড়িয়া দিবার একবৎসর পরে অশ্বটি নির্বিঘ্নে রক্ষকগণ ও জয়পত্রসহ ফিরিয়া আসিলেই যজ্ঞ আরম্ভ হইল। মহারাজ দশরথ মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাহাতে তাঁহার বংশরক্ষা হয়, এরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানার্থ প্রার্থনা জানাইলে বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনিবর 'তথাস্তু' বলিয়া মহারাজের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন—'মহারাজ, আপনার বংশরক্ষাকারী চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন'। মুনিবাক্যশ্রবণে মহারাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। বেদজ্ঞ মুনিবর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তার পর সমাধিভঙ্গে মহারাজকে কহিলেন,—'মহারাজ, আমি আপনার পুত্রলাভার্থ অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব'। শুভক্ষণে যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইল, মুনিবর বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর]

১৯৭৬ সালে কলিকাতা মঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন
শ্রীল গুরুদেব উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর শ্রীবিশ্বনাথ দাসকে মাল্য প্রদান করিতেছেন
সভাপতি—শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র

বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশ চন্দ্র সিংহ, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়,
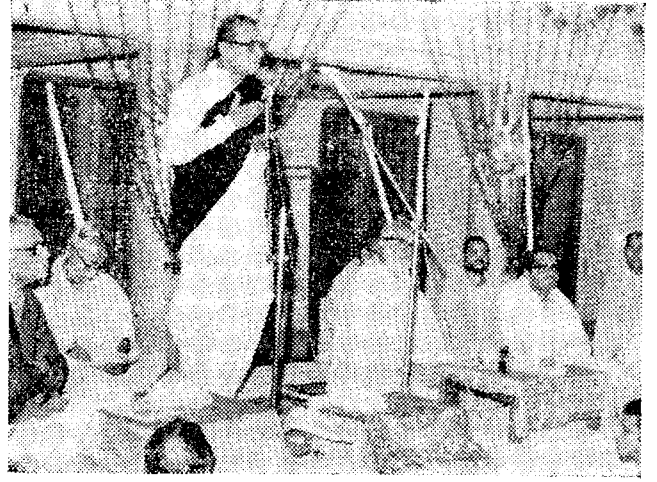
পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ ভাষণ দিতে'ছন, তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে—শ্রীল গুরুদেব, বিচারপতি শ্রীবি-সি বসাক
বামপার্শ্বে—শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
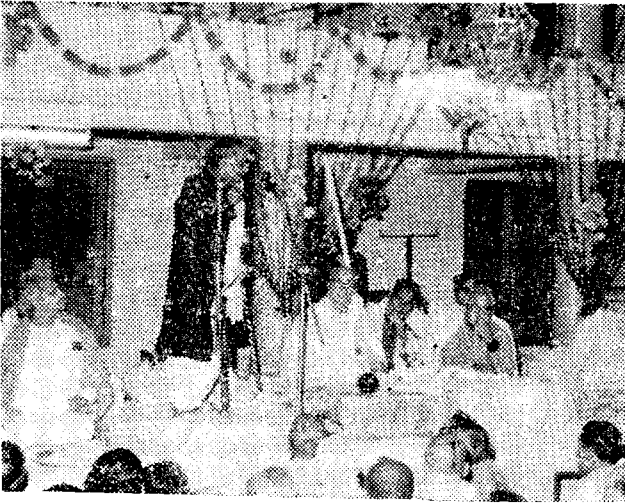
বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, শ্রীবিশ্বনাথ দাস (ভাষণরত), শ্রীল গুরুদেব, শ্রীহরিহর দাস, শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র, শ্রীশ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার দত্ত, শ্রীকাশীনাথ মৈত্র, শ্রীমনুজ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার শ্রীসুনীল কুমার সেন, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের
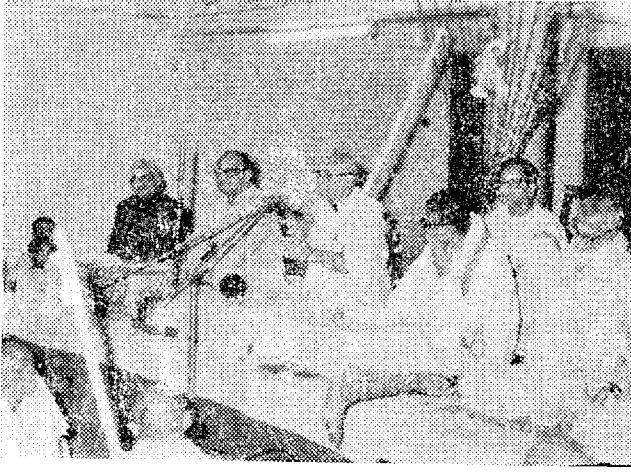
বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীএন-এল্ ভাগানিয়া, বিচারপতি শ্রীসলিল রায় চৌধুরী, শ্রীল গুরুদেব (ভাষণরত), শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ শ্রীধর দেব গোস্বামী, পশ্চাতে ব্যারিষ্টার শ্রীনিতাই রায়

এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার, মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ পাইন কলিকাতামঠে উপরিউক্ত বার্ষিক ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্ম-সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন।

সভাতে আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'সমাজ-কল্যাণে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অবদান', 'সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন', 'শ্রীচৈতন্য-দেব ও বিশ্বশান্তি', 'অনন্যভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব', 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ', 'পরমপুরুষ ভক্তিবশ', 'মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য', 'ভব-ব্যাধির মহৌষধ বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ', 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব', 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'শ্রীকৃষ্ণভক্তির গূঢ় মাহাত্ম্য', 'আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে ভাগবতধর্ম্ম', 'শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া ও আশীর্ব্বাণী', 'ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তি ও ভক্তের সর্ব্বোত্তমতা', 'জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অতুলনীয় মহিমা', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য', 'ধর্ম্ম—সমাজ ও বিশ্বের হিতকর বা অহিতকর', 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন', 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে জীবের কোন্‌টী গ্রহণীয়', 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বজীবকে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ও সুখী করিতে সমর্থ', 'শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার বৈশিষ্ট্য', 'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়', 'সর্ব্বোত্তম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ', 'ভগবৎপূজা হইতেও ভক্তপূজার অধিক উপযোগিতা', 'হিংসা, অহিংসা ও প্রেম', 'নাম, নামাভাস ও নামা-পরাধ', 'ধর্ম্মানুশীলনের উপকারিতা', 'ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ', 'আত্মধর্ম্ম বিশ্বে শান্তি ও ঐক্যস্থাপনে সমর্থ', 'ভক্তিই সাধ্য ও সাধন', 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম', 'নৈতিক জীবনের ভিত্তি ঈশ্বর-বিশ্বাস', 'অবতারী শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্ত পরিচর্য্যার মাহাত্ম্য', 'ভগবৎ প্রাপ্তির পথ বহু অথবা এক', বর্ণাশ্রম হইতে ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'।

শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণ যাঁহারা ধর্ম্মসভায় যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন—পরম-পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরম-পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিযতিগণ—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন এবং শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, অধ্যাপক বিভুপদ পাণ্ডা, সলিসিটর শ্রীনন্দদুলাল দে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

১৯৭৫ হইতে ১৯৭৮ পর্য্যন্ত কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসবসমূহে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ রথারূঢ় শ্রীবিগ্রহগণ বাদ্যাদিসহ বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-অধিবাস-বাসরে শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া বাহির হইয়াছিল।

১৯৭৭ সালে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণ

'ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়'

আগামীকল্য শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি, এজন্য অদ্য অধিবাসবাসরে 'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়' বক্তব্যবিষয়-রূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে! আমার প্রথম প্রশ্ন—কেহ যদি বলেন ভগবান্ই মানি না। সুতরাং তাঁর প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক। তদুত্তরে বলা হইতেছে—

ঈশ্বর মানাটা সর্ব্বজীবে স্বতঃসিদ্ধরূপেতে রয়েছে। আস্তিক, নাস্তিক সকলেই ঈশ্বর মানেন। যেখানে ঈশিতা বা ঐশ্বর্য্য, সেখানে স্বাভাবিকভাবে নতি স্বীকার সর্ব্বত্র রয়েছে। ছোট ছোট ঈশ্বর আমরা সকলেই মানি, সুতরাং পরমেশ্বর মানার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই, বরং অধিক বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। অগ্নিকে না মানলে অগ্নির কোন ক্ষতি নাই, পক্ষান্তরে অগ্নিকে মানলে অগ্নির দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করা যাবে, সুতরাং যে মানে তারই লাভ, উহা অধিক বিজ্ঞতার পরিচায়ক। ছোট ছোট ঈশ্বরকে আমরা দেখ্তে পাই, অতএব মানি ; পরমেশ্বরকে দেখ্তে পাই না, অতএব মানি না, যদি এই-প্রকার তর্ক উত্থাপিত হয়, তার উত্তর—আমাদের সীমাবিশিষ্ট ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কতটুকু বস্তুই বা উপলব্ধি করতে পারি। যে সকল বিষয় ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হলো না তার অস্তিত্ব মানি না, একথা বলা কি যুক্তিসিদ্ধ হবে ? এক এক প্রকার বিষয় বুঝবার এক এক প্রকার অধিকার বা যোগ্যতাকে অপেক্ষা করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে অধিকার বা যোগ্যতা অর্জ্জিত না হচ্ছে, ততক্ষন পর্য্যন্ত আমরা সে বস্তু বিষয়ে জ্ঞানলাভ ক'রতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমি বহু প্রকার ভাষা জান্লেও যদি উর্দ্দু ভাষা জানা না থাকে তবে অন্য ভাষাজ্ঞানের দ্বারা উর্দ্দু ভাষা বুঝা যাবে না। নেত্র থাকা সত্বেও যেমন উর্দ্দু ভাষার রূপ ও শক্তি অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, উর্দ্দু ভাষা শিক্ষারূপ পৃথক অধিকার বা যোগ্যতা অর্জ্জনকে অপেক্ষা করে। তদ্রূপ পরমেশ্বর উপলব্ধির যে অধিকার বা যোগ্যতা, তা' অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত যতপ্রকার পার্থিব যোগ্যতা বা জ্ঞান থাকুক না কেন আমরা তাকে বুঝ্তে, উপলব্ধি করতে সমর্থ হই না। পরমেশ্বর স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ববস্তু হওয়ায় তাঁতে প্রপত্তি ব্যতীত তাঁর কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁকে জানতে, অনুভব করতে সমর্থ হয় না। অসীম সর্ব্বশক্তিমানকে কেহ জেনেছে, বুঝেছে একথা বল্লে অসীমের অসীমত্বের, সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। পক্ষান্তরে যদি অসীম সর্ব্বশক্তিমান নিজেকে জানাতে না পারেন তা'হলেও তাঁর অসীমত্বের, সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। এজন্য সিদ্ধান্ত দাঁড়াল এই—জীব নিজচেষ্টায় ভগবান্কে জানতে পারে না, বুঝতে পারে না, ভগবান্ কৃপা করে জানালে জানতে পারে, বুঝতে পারে। প্রমাণ যথা কঠোপনিষদ—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥' এজন্য অশরণাগত ব্যক্তি যত প্রকার চেষ্টাই করুক না কেন তারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় না। অশরণাগত হিরণ্যকশিপু গদাহস্তে বিষ্ণুকে মারবার জন্য বহু অন্বেষণ করেও বিষ্ণুকে দেখতে পায় নাই ; কিন্তু শরণাগত ভক্ত প্রহলাদ বিষ্ণুর কৃপায় বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র দেখতে পেয়েছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name..

Vill..

P. O..

Dist..

Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০
২৩ ত্রিবিক্রম, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ২৯ মে ১৯৯৩ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আলালনাথ
১৭ই আষাঢ়, ১৩৪১ ; ২রা জুলাই, ১৯৩৪

প্রিয় * *

শ্রীকৃষ্ণ শান্তাদি পাঁচটি রসেরই মূল আশ্রয় এবং রসপঞ্চকের পুষ্টিকারক সাতটি অগন্তুক অস্থায়ী রসের আশ্রয়। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া এই দ্বাদশরসের মূর্ত্তি তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে, কৃষ্ণ—সম্ভোগবিচারময়, গৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভবিচারযুক্ত ; কৃষ্ণ—সেব্যমূর্ত্তি, শ্রীগৌরসুন্দর সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী ; সুতরাং সেবকের দ্বাদশ রসোত্থভাব সেব্যকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা চেষ্টাময়। উজ্জ্বলরসে কৃষ্ণের হৃদ্গতভাব স্বয়ংরূপ আশ্রয় শ্রীরাধিকার ভাবে আবৃত। বাৎসল্যরসে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-বর্ণিত "কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণরে বাপরে" প্রভৃতি আশ্রয়জাতীয় উক্তিও তাঁহাতেই পাওয়া যায়। খোলাবেচা শ্রীধরাদি সখার ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তিনি সখ্যভাবযুক্ত। ভৃত্য-বিচারে তিনি শিয়ালি ভৈরব, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি ভাবে বিরাজিত। তিনি শ্রীজগন্নাথের রথ স্বীয় মস্তক দিয়া ঠেলিতেছেন স্বয়ং জগন্নাথ হইয়া। সেবাবুদ্ধিতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামাদি দর্শনমাত্র করিয়াই শান্তরত্যুদ্দিষ্ট সেবাভাব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রারম্ভে শ্রীস্বরূপ গদাধরাদির বিচার, শ্রীরামানন্দাদির বিচার, বাৎসল্য-রসে পীতাম্বরধৃক্, প্রতাপরুদ্র-তনয়কে আলিঙ্গন-দান, সখ্যরসে দামোদর-স্বরূপ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির চিন্তাস্রোতোনুগমন, দাস্যরসে গোবিন্দ, কাশীশ্বরাদির ভাবগ্রহণ, গুণ্ডিচামার্জ্জনাদি তাঁহাতে সকল রসেরই পূর্ণাভিব্যক্তি আশ্রয়াভিমানিরূপে বিষয়

হইয়াও প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং মুরারি ও শ্রীবাসের দাস্যরস বা রামচন্দ্রোপাসনা, কিম্বা আলোয়ারনাথের সেবা প্রভৃতি আচরণগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরিপূর্ণতম কেবল উজ্জ্বলরসের অন্তর্নিহিত ভাব-বৈচিত্র্যে অন্যচারিপ্রকার রস ও রসাশ্রিত সেব্যসেবকোচিত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে।

পারমার্থিক দৃষ্টির অভাবে প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের একঘেয়ে মত বিচার করিতে গিয়া আধ্যক্ষিক হওয়াতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেবল উজ্জ্বলরসের বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া অন্য চারিপ্রকার রসের নিজ নিজ উপলব্ধি রহিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা উজ্জ্বলরসের সহিত অপর রসের তারতম্য-বিচারে বঞ্চিত হওয়ায় এবং উজ্জ্বলরসকেই একমাত্র রস বলিয়া জ্ঞান করায় অন্যান্য সকল রসের সহিত সম পর্য্যায়ে ধারণা করায় অন্যান্য রসের দ্বারা উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-স্থাপনে বিমুখ হইয়াছেন। জড়জগতের কোন বস্তুতে সর্ব্বরস-সমন্বয় পাওয়া যায় না বলিয়াই শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-রহস্য পূর্ণমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমুরারির রামচন্দ্র-ভজনকে শ্রীমহাপ্রভু, অথবা শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা শ্রীঅনুপমের শ্রীরাম-ভজনকে শ্রীরূপ-সনাতন অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐগুলিকে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল রস প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র উত্তরভাগে পঞ্চরসের বিচার আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে যে, শ্রীগৌরসুন্দরের বিষয়-বিগ্রহ-লীলাতনুতে ঐসকলের সম্ভাবনা আছে। আবার গৌরভক্তগণের পঞ্চরসাশ্রয়ে যে বিচার-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাতেও ঐসকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত আছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"যার যেই রস, সেই রস সর্ব্বোত্তম।"

সেবকের বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশের অভিন্নদর্শনে চতুর্ব্বিধ রসের গুরুমূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উহা তারতম্য-বিচারে নিম্নস্তরে অবস্থিত। যাহার যেরূপ অধিকার নাই, সেইপ্রকার অধিকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে উপদেশক গুরুস্থানীয় বা আশ্রয়জাতীয় অভিমানকারী জানিয়া যিনি যেরূপ দেখেন, তাঁহার দৃষ্টির পূর্ণতা স্বীকার করা যাইবে না। উজ্জ্বলরসেই পরিপূর্ণতা; অন্যান্য রস হইতে উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিভিন্ন রসের ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরে অন্যান্য রস দেখিতে পান নাই,—ইহা বলা নিতান্ত অন্যায়।

সেব্যের প্রাভব-বৈভব ও বিলাস-বিচারে রূপ-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত আছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায় যে ভাবগত-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন স্থলে শ্রীগৌরসুন্দরকে অনিরুদ্ধবিচারে ব্যষ্টিবিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ বা গৌরসুন্দরকে আচার্য্যমাত্র, কেহ বা প্রদ্যুম্নবিলাস আলোয়ারনাথ জনার্দ্দন, কেহ বা সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদকশায়ী, কেহ বা কারণোদশায়ী আদিপুরুষাবতার, কেহ বা সঙ্কর্ষণদেব নিত্যানন্দ, আবার কেহ বা স্বয়ং নন্দনন্দন দেখিয়া থাকেন। ভক্তিতে যাঁহার যতটুকু অধিকার, সেই সেবকের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট তাঁহার সেইরূপ লীলা-রসবিচিত্রতা প্রকাশিত হয়। শ্রীনৃসিংহোপাসক প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী তাঁহাকে যেরূপভাবে দেখিয়াছেন, উহা কাহারও নিকট Animistic Immanent এর পরিবর্ত্তে Transcendent বলিয়া প্রতিভাত হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অর্থাৎ মাটিয়াগণ (moterialistics) মাটিয়া বুদ্ধিবলে তাঁহাকে নিজ-নিজ angular vision এর aspect মাত্র মনে করেন। উহাদের অধিকার ঐ পর্য্যন্ত। পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র বা বিপ্রলম্ভময় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বিভিন্ন অধিকারীর চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন। 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'র Index-এ "মল্লানাং অশনিঃ" শ্লোকটী আলোচনা করিলে উহা স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। জড়জগতে কর্ম্মফলের দ্বারা যে তাৎকালিক শরীর লাভ হয়, সেই সকল শরীরের মূল স্থান চিন্ময়জগতে, গোলোকে নিত্যভাবে আছে। প্রপঞ্চে জড়বিচাররূপ অজ্ঞান জীবকে বদ্ধাবস্থায় অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা করিয়া ভগবদ্‌বস্তুকে জড় করিয়া ফেলে। ভগবদ্ভক্তের ঐ প্রকার ধারণা নহে। 'প্রকাশ' ও 'বিলাস'—এই শব্দদ্বয়ের অর্থবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই এইসকল কথা পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের সকল ভক্ত কিছু উজ্জ্বল মধুর রসের ভক্ত নহেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবক-সম্প্রদায় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত শ্রীরূপসনাতন বা শ্রীরঘুনন্দনের ভজন-প্রণালী পৃথক্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গভক্ত সমরসাশ্রিত নহেন বলিয়া সকল গৌরভক্তকেই উজ্জ্বলরসাশ্রিত বলিয়া জানিবে না। মহাপ্রভুতে সকল রসাশ্রিত ভক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বিভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তগণ জানিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র বিভিন্ন রস-বিচার আলোচনা করিলে ঐ সকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইবে। জড়জগতে object সমূহের Stagnant aspect আছে। চিন্ময় জগতে ঐপ্রকার অনুপাদেয়তা Anthropomorphise করিতে হইবে না; যাঁহারা করেন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্য-উপদেশক বলিয়া মনে করেন।

Evolution প্রভৃতি জড়জগতের ধারণায় প্রকাশের অভিব্যক্তি। উহার অনুপাদেয়তা ইহজগতে আলোচিত হইবে। মুক্ত অবস্থায় প্রকাশ ও বিলাস-বিচারে পারঙ্গত জনগণ সেব্যের আকারভেদ, নিষ্ঠাভেদ, বৃত্তিভেদ লক্ষ্য করেন।

* * মহারাজকে এইসকল কথায় বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিবে। তাহা হইলে তিনিও তোমাকে এইসকল কথার অনেক reference দিতে পারিবেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের মূল্য অতি অল্প। উহা হইতে বৃন্দাবনের ও নবদ্বীপের topography গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রুত-বিষয়ের বিবরণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তত্ত্ব ও প্রকৃত ঐতিহ্য ঐ পুস্তক হইতে গৃহীত হইতে পারে না—ইহাই আমার ব্যক্তিগত বিচার। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'রও শুদ্ধভক্তির কথা নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর তদীয়-বিচার ও শ্রীরামানুজের প্রপত্তি-বিচার গ্রাহ্য। শ্রীমধ্বের বলদেব-ধৃত তত্ত্ব-বিচার গ্রহণ করা যাইবে। পরন্তু শ্রীবাদিরাজস্বামী প্রভৃতির মত সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হইবে না।

অসুস্থতা-হেতু আমি কিছুদিন যাবৎ এই সকল কথার আলোচনা হইতে বিরত ছিলাম। সুতরাং তোমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয় নাই। তবে আমার শরীরটা বর্ত্তমানাবস্থা হইতে একটুকু ভাল হইলে তাহা দেখিয়া দিবার ইচ্ছা আছে। আমার দেখা ও আমার views তোমার বর্ত্তমান কার্য্যে অধিক লাগিবে না,—ইহা আমি জানি। কতিপয় ঐতিহাসিক জড়দার্শনিকের কৌতূহল উৎপাদন করিলেই তোমার বর্ত্তমান কার্য্য শেষ হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের অধিক কথা শুনিবার তোমার দরকার নাই, শুনিয়া লিখিতে গেলেই তোমার Subject অতিরিক্ত heavy হইয়া পড়িবে। তুমি যখন এদেশে আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের Doctorate-এর Thesis লিখিবে, তখন এইসকল কথা, যাহা তুমি তোমার বর্ত্তমান বন্ধুদিগের নিকট দেখিতেছ ও পাইতেছ, তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এখন পরিবর্ত্তন করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; কেন না, মাটিয়াবুদ্ধিবিশিষ্ট অধ্যাপকগণ ঐগুলিকে frantic speculation বলিয়া তোমাকে আদর করিবে না। এক সময়ে শ্রীযুত অবিনাশ পুরাণতীর্থকে শ্রীভাষ্য-Group এর 'বেদান্ততীর্থ' উপাধি পরীক্ষায় আমি যে-সকল সাহায্য করিয়াছিলাম, তৎফলে তাঁহার জড়পরীক্ষক তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর চটিয়া গিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় 'ফেল' করাইয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিষের উপাধি-পরীক্ষাতে পরলোকগত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যও ঐরূপ বুঝিতে না পারিয়া আমার পরলোকগত ছাত্র হরগৌরীশঙ্করকে 'ফেল' করিয়া দিয়াছিলেন।

Approximate date assign করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। * * প্রভুর এত সময়ই বা কোথায় যে ঐ প্রকার সকল দিক্ দেখিয়া date assign করিতে পারেন? ১০।২০ জন লোক বেশ ভাল memory ওয়ালা ২।৪ বৎসর যত্ন করিলে তবে ঐরূপ chronicle হওয়া সম্ভব। এখন মোটামোটি literature হইতে একটি chronology যে কেহ তৈয়ারী করিলে পরে উহা আলোচনা-প্রভাবে শোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২য় পঃ ৭৮ সংখ্যায় বিভিন্ন রসে বিভিন্ন ভক্তের মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণের সেবা—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস ।
গদাধর-জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রামানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু হন বশ ।।

অষ্টসখীর মধুর সেবার সহায়রূপেই বিশ্রম্ভ সখ্যাশ্রিত প্রিয়নর্ম্মসখা ব্রজরাখালগণ, যথা—সুবল, উজ্জ্বল, অর্জ্জুন ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি ।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠার পর]

ভবঃ ক্লেশোঽভবঃ কেষাং মতে সৌখ্যমিতি স্থিতম্ ।
নির্ব্বাণসুখসংপ্রাপ্তিঃ শরীরক্লেশসাধনাৎ ।। ১৩ ।।

জড়বাদিগণ যে পর্য্যন্ত জড়সুখকে 'আনন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে জড়ানন্দই সর্ব্বদা বিমৃগ্য। স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থপর হইয়া জড়-সুখই সাধন পূর্ব্বক তাহা সম্ভোগ করেন। জড়সুখ বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর, চিদ্বস্তুর পক্ষে উপযুক্ত সহচর নহে। এতন্নিবন্ধন জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকশক্তি দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা জড়সুখে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। চিত্তত্ত্ব ত' স্বাধীন নয় যে, তাহাতে কোন নিত্যসুখের অনু-সন্ধান করিবেন। অতএব সহজেই জড়নির্ব্বাণকে 'সুখ' মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন। তখন বলেন যে, অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীরক্লেশ সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান কর ।

যে সময় ভারতবর্ষে নিরীশ্বরকর্ম্মবাদজনিত জড়া-নন্দমত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরি-পূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদকে বৈদিক মত বলিয়া জড়বাদি-বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদি দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগসুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীর-দুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-সুখসাধক বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎ-পূর্ব্বেও যে কেহ ঐ প্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়া-ছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্য-সিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে আদি-প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্য-কুলোদ্ভব 'জীন' নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সদৃশ আর একটী মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈনমত। জৈনমত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ-মত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানা-দেশে ব্যাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ মত অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধমতের অনেক শাখা হইয়াছে ; কিন্তু শূন্য বা জড়নির্ব্বাণ বোধ হয় সকল শাখাতেই লক্ষিত হয়। মানবস্বভাব পরমেশ্বর ব্যতীত থাকিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধমতের কতকগুলি শাখায় পরমেশ্বরও উপাসিত হইতেছেন।

সে দিবস কোন অতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাঁহাকে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করি-লেন যে, পরমেশ্বর অনাদি ; তিনির সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন এবং এখনও তিনি পরমেশ্বররূপে স্বর্গে আছেন। আমরা সৎকর্ম্ম ও বিধি-পালনপূর্ব্বক তাঁহার ধামে

গমন করিব। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধমহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি বৌদ্ধমতের আলোচনা করেন নাই। কেবল তাঁহার নরস্বভাব যাহা চায়, তাহাই তিনি বৌদ্ধমত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কূটতর্কজনিত মত কখনই সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না; পুস্তকে ও আচার্য্যদিগের হৃদয়ে সম্পুটিত থাকিবে। যাহারা ঐ মতানুযায়ী বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিবে, তাহারা নরস্বভাবজনিত সহজ মতকে ঐ মত বলিয়া আদর করিবে। কম্‌টী-প্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জৈমিনিপ্রচারিত নিরীশ্বর কর্ম্মান্তর্গত অপূর্ব্বরূপী ঈশ্বর ও শাক্যসিংহ প্রচারিত জড়নির্ব্বাণ-মতটী তত্তৎমতোপাসকগণ কর্তৃক স্বাভাবিক ধর্ম্মের আকারে অবশ্যই পরিণত হইবে। তাহাই হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের সদৃশ একটি নির্ব্বাণবাদধর্ম্ম ইউরোপখণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম্ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটি বিষয়ের প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন জন্মে নির্ব্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে। পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই। অতএব জড়নির্ব্বাণবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ (১) একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড়নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহুজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে বুধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—'অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ব লাভ হয়।' উভয় মতেই জড়জগৎ নিত্য। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু অন্তবিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ; পরিনির্ব্বাণই সুখ। জৈমিনিপ্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদীর প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর সেবক।

শপেনহুয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartman) ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর জড়নির্ব্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ. উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণলাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্ব্বাণ সহজেই সম্ভব। হার বেন্‌সান্ নামক একব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্ব্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্ব্বাণবাদী। যে সকল অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন, তাঁহাদিগের মত পরে বিচারিত হইবে। যাঁহারা নির্ব্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোনপ্রকার আনন্দমাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্ব্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড়নির্ব্বাণবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি, তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদীদিগের মতান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র। যদি জীব কোন স্বাধীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহার লোপ কিরূপে হইবে? লোপ হওয়ার প্রমাণই বা কোথায়? ফলতঃ এই সকল মত নিতান্ত নিরীশ্বর। এই মত জড়কর্ম্মবাদীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রচারকদিগের চিত্তোত্তাপ ও অধ্যবসায়ক্রমে এতদূর প্রবলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈনমত প্রচার করেন। যখন সাংসারিক শত্রুতা দ্বারা কোন দলাদলি উত্তেজিত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ন্যায়ান্যায়-বিচার-রহিত হইয়া দলবদ্ধ লোকসকল তাহাতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে

ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারিত হয়। যে সকল দেশে ঐ মত নীত হইল, সে সব দেশে অধিকতর বিচারের প্রাবল্য না থাকায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহা গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় জড়বিব্বাণ-বাদীরা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে ।। ১৩ ।। (ক্রমশঃ)
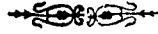
ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর কৃত্য

(২)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা ইতঃপূর্ব্বে 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ' প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের (অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায়) বিচারানুসারে বর্ণন করিয়াছি—"শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পুরীধামে যাইবার পথে সুবর্ণরেখা নদীর স্বচ্ছ জলে স্নান সম্পাদন পূর্ব্বক কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একস্থানে বসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন, তাঁহার সহিত আছেন শ্রীজগদানন্দ প্রভু, তিনিই মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিতেছিলেন। তিনি একস্থানে নিত্যানন্দ প্রভুকে বসাইয়া তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর দণ্ড সযত্নে সংরক্ষণ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতঃ নিকটস্থ গ্রামে 'ভিক্ষা-অন্বেষণে' গমন করিলেন। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু দণ্ডটিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বসিয়া রহিলেন। (চৈঃ ভাঃ অ ২।২০৮)। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদানন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত ও চিন্তিত অন্তরে নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে ?' তখন নিত্যানন্দ প্রভু গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—'দণ্ড ধরিলেক যে'। জগদানন্দ আর কিছু না বলিয়া নিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া ভগ্নদণ্ড তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুই ইহা ভাঙ্গিয়াছেন কহিলেন।" কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দণ্ডভঙ্গলীলা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—

"কমলপুরে আসি' ভার্গী নদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ।।"

—চৈঃ চঃ ম ৫।১৪১

মহাপ্রভু ভার্গী নদীতে স্নানান্তে নিত্যানন্দ-হস্তে তাঁহার দণ্ড রাখিয়া ভক্তগণসহ 'দণ্ড ভাঙ্গা' অর্থাৎ ভার্গীনদীর নিকটস্থ 'কপোতেশ্বর' শিবলিঙ্গ দর্শনে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ডকে তিন খণ্ড করিয়া ঐ ভার্গী নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। উক্ত ভার্গীনদী তদবধি 'দণ্ডভাঙ্গা' নদী নামে খ্যাত হয়! ঐ ভার্গীনদী পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে প্রবাহিতা। দণ্ডভাঙ্গা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ।।
তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ।।"

- চৈঃ চঃ ম ৫।১৪২-১৪৩

এস্থান হইতে মহাভাবস্বরূপিণী কৃষ্ণবিরহবিহ্বলা শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু পুরীধামে উচ্চচূড় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়াদর্শনে প্রেমবিহ্বল হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করতঃ মহাভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। সঙ্গী ভক্তগণও প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দণ্ডভঙ্গ স্থান হইতে শ্রীজগন্নাথের বড় দেউল (দেবালয় বা মন্দির) মাত্র তিন ক্রোশ পথ, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে সহস্র যোজন হইল। এই প্রকারে প্রেমাবেশে চলিতে চলিতে সহগণ মহাপ্রভু আঠারনালায় আসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশ করতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট তাঁহার দণ্ড চাহিলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু কহিলেন—তোমার

দণ্ড তিন খণ্ড হইয়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক নাই। নিত্যানন্দ ভঙ্গী করিয়া চাতুর্য্যসহকারে নিবেদন করিলেন—

"প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু।
তোমাসহ তেরছে দণ্ড-উপরে পড়িনু ।।
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই দণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল ।।
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড ।।"

—চৈঃ চঃ ম ৫।১৪৯-১৫১

নিত্যানন্দ প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কিছু দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ঈষৎ ক্রোধসহ কহিতে লাগিলেন—'নীলাচলে আসিয়া তোমরা আমার এই হিত করিলে যে, সবে আমার একটি দণ্ডধন মাত্র ছিল, তাহাও রাখিলে না। যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে শ্রীভগবদ্দর্শনে হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমিই আগে যাই, আমি কাহাকেও সঙ্গে লইব না, একাকী যাইব।' মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে মুকুন্দ কহিলেন—'প্রভু তুমিই আগে যাও, আমরা পাছে যাইব, তোমার সঙ্গে যাইব না।' মুকুন্দের কথা শুনিয়া মহাপ্রভুই দ্রুতগতি আগে চলিলেন। দুই প্রভুর অচিন্ত্যভাব দুরধিগম্য। নিত্যানন্দ প্রভু কেন দণ্ড ভাঙ্গেন, আর মহাপ্রভুই বা কেন তাহা ভাঙ্গান, আবার নিজেই ভাঙ্গাইয়া নিত্যানন্দ প্রতিই বা দোষারোপ কেন করেন, দণ্ডভঙ্গলীলার এই পরম গম্ভীর গূঢ়রহস্য তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, যাঁহাদের এই দুই প্রভুর (শ্রীনিতাই গৌর) পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি রহিয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এত শুনি' প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ।।
ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায় ।।
দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর ।।"

—চৈঃ চঃ ম ৫।১৫৬-১৫৮

পরমারাধ্য প্রভুপাদ উক্ত ১৫৮ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধীরভাবে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রভুদ্বয়ের স্বরূপ ও দণ্ডভঙ্গলীলার তাৎপর্য্য ধারণা হইবে। পূর্ব্ব মহাজনগণ গৃহীত-দণ্ড হইয়া কৃষ্ণপদসেবা দ্বারা সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সাধকভাবে মহাজনগণের অনুগমন করিয়া বৈধ-সন্ন্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা মহাপ্রভুও স্বীকার করেন। বিদ্বৎসন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা সন্ন্যাস বা বিষয়ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠান—লোকশিক্ষার্থে সাধক-জীবনে যে আবশ্যক, ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ—প্রভু গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ডবহন-কার্য্য বস্তুতঃ উচ্চ পারমহংস্যাধিকারে প্রয়োজন নাই—জানিয়া অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুকে 'কুটীচক' বা 'বহূদক' অবস্থায় স্থিত বলিয়া ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে, তজ্জন্য পরমোচ্চতম অবস্থার আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ড ত্যাগ করাইলেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতমতে জলেশ্বর শিব-মন্দির-সান্নিধ্যেই হউক বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমতে কপোতেশ্বর শিবমন্দির-সান্নিধ্যে হউক শ্রীমন্মহাপ্রভু দণ্ডভঙ্গলীলার পর মহাপ্রেমোন্মত্ত অবস্থায় পুরীধামে প্রবিষ্ট হইলেন।

চতুর্থাশ্রমোচিত গৈরিক ডোরকৌপীন বহির্বাস ও দণ্ড (ত্রিদণ্ড) কমণ্ডলু প্রভৃতি চিহ্নধারীই হউন কিম্বা আশ্রমাতীত পরমহংস বৈরাগিজনোচিত শ্বেতবর্ণ ডোরকৌপীন বহির্ব্বাসাদি বেষধারীই হউন, বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও বৈরাগী বাবাজীর বেষের তাৎপর্য্য 'পরাত্মনিষ্ঠা' ও ব্রত মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উভয়ের সন্ন্যাসমন্ত্রও এক এবং কৃত্যও একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট—ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা। উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী। শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতটি এইরূপে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম—বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ।।"

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই আমাদের আরাধ্য, তাঁহার ধাম বৃন্দাবন (অর্থাৎ তিনি বৃন্দাবনচন্দ্র, মথুরেশ বা দ্বারকেশ নহেন)। ব্রজবধূগণ যে ভাবে

কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই রম্যা—রমণীয়া বা সর্ব্বোৎকৃষ্টা। শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের নির্ম্মল প্রমাণ (প্রমা অর্থাৎ জ্ঞান-জনক) গ্রন্থ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত বা সিদ্ধান্ত, তাহাতেই আমাদের পরম আদর, অন্যমতে আমাদের আদর নাই। অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণই—সম্বন্ধ তত্ত্ব, ব্রজগোপীগণের বা গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর শুদ্ধ স্বচ্ছ কৃষ্ণানুরাগময়ী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টাই আমাদের পরমোৎকৃষ্টা উপাসনা বা আরাধনা ও তাহাই অভিধেয়তত্ত্ব এবং শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছার গন্ধলেশশূন্যা প্রগাঢ় প্রীতিই প্রয়োজন তত্ত্ব। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার।

ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের ১৩০ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ
কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-
মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-
চমৎকার-মাধুর্য্য-সীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম-
করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥"

অর্থাৎ হে ভ্রাতঃ, প্রেম নামক অত্যদ্ভুত পরম-পুরুষার্থকথা ইতঃপূর্ব্বে কাহার শ্রবণপথগত হইয়াছিল অর্থাৎ কে শুনিয়াছিলেন? মধুর হইতেও সুমধুর হরিনামের মহিমা কে জানিতেন? বৃন্দাবন-বিপিনের মহামাধুর্য্যে কাহার প্রবেশ ছিল? পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকারূপা পরাশক্তিকে কেই বা জানিতেন? একমাত্র পরম করুণাময় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই এই সমস্ত তত্ত্ব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই গৌরগত-প্রাণ পদকর্ত্তা শ্রীবাসু ঘোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যদি গৌর না হ'ত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত' কে?॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী সার।
বরজযুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার?॥
গাহ পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল
না দেখিয়ে একজন॥
(আমি) গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।
বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া
(বিধি) কেমনে গড়িয়াছে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীধামে কাশীমিশ্রভবনে গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ-রাম-রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—কলিতে এই সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম পাইবার পরম উপায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন। কিন্তু যে ভাবে এই নাম গ্রহণ করিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় হইবে তাহার লক্ষণ-শ্লোক শ্রবণ কর—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"
—চৈঃ চঃ অ ২০।২১

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে ২২-২৬ সংখ্যক পয়ারে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আছে। আমি এখানে আদিলীলায় যে 'নাম-গ্রহণ-প্রণালী' প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধার করিতেছি ঃ—

"তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরু-সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিতবৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥"
—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৬-৩০

অতঃপর চৈঃ চঃ আ ১৭।৩১শ সংখ্যায় উক্ত 'তৃণাদপি' শ্লোকটি উল্লেখ করিয়া শ্রীল কবিরাজ

গোস্বামী ভাবাবেশে ঊর্দ্ধ্বাহু হইয়া জগতের সকল-কেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"ঊর্দ্ধ্বাহু করি' কহোঁ, শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।৩২-৩৩

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী উক্ত ৩২-৩৩ সংখ্যক পয়ারদ্বয় কি উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন, তাহা জানাইতেছেন—

"গ্রন্থকার বলিতেছেন—ওহে সর্ব্বজনগণ, আমি ঊর্দ্ধ্বাহু হইয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ-নামমালায় এই শ্লোককে গাঁথিয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ কর। তাৎপর্য্য এই যে, অধিকারী না হইয়া নাম গ্রহণ করিলে 'নামাভাস' বা 'নামাপরাধ' হয়। তাহাতে জীবের পক্ষে নামের ফল যে 'কৃষ্ণপ্রেম', তাহা লাভ হয় না। মহাপ্রভু-কৃত এই 'তৃণাদপি' শ্লোকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আচরণ করিতে করিতে হরিনাম কর, তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ পাইবে।"

আমরা ত' তুলসীমালার থলি অনেকেই হাতে করিয়া চলি, কিন্তু মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে তৃণাদপি শ্লোকের কথা মনে না থাকিলে উহা ত' প্রেমের বিপ-রীত ফলপ্রসূ হইয়া পড়িবে! এজন্য মালা তিলক ধরিয়া বৈষ্ণব সাজিলে হইবে না, প্রকৃত বৈষ্ণবের আদর্শ আচরণাদি অনুসরণ করিতে হইবে। বৈষ্ণব-সদাচার পালনের দিকে যত্ন না করিলে হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি জঘন্য গুণবৃত্তিস্থ হইয়া নরকপথের পথিক হইয়া পড়িতে হইবে।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥" 'বিরাগ' শব্দ ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া 'বৈরাগ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিরাগ' শব্দার্থ—বিশিষ্ট পরম বস্তুতে যে রাগ—অনুরাগ বা আসক্তি। ইহা থাকিলে তদিতর বস্তুতে বিতৃষ্ণা আপনা হইতেই সংসাধিত হয়। এজন্য বৈরাগ্য শব্দার্থ—সংসার-বাসনা-রাহিত্য। বৈরাগ শব্দ ইন্ প্রত্যয় করিয়া বৈরাগিন্ বা বৈরাগী অর্থাৎ যিনি জড়-সংসার-বাসনা-শূন্য। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন—রঘুনাথ বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছে, ইহা বড়ই ভাল কথা—

"বৈরাগী করিবে সদা নামসংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্ত্তন।
শাকপত্র ফলমূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায়॥"
"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥"

—চৈঃ চঃ অ ৬।২৩-২৭; ২৩৬-২৩৭

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা—দোঁহার মলিন হয় মন॥

—চৈঃ চঃ অ ৬।২৭৮-২৭৯

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥

—চৈঃ চঃ অ ৬।৩০৯

অর্থাৎ "শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্যবিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীরঘুনাথের ভজন সাধন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥

উহার পাঠান্তর—

সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর যায় স্মরণ-কীর্ত্তনে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে॥

—চৈঃ চঃ অ ৬।৩১০

৭।। দণ্ডে এক প্রহর, ৮ প্রহরে ৬০ দণ্ড অহোরাত্র। ৫৬ দণ্ড তাঁহার স্মরণ-কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইত। আহার নিদ্রা-জন্য মাত্র চারিদণ্ড কাল নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাও আবার কোন কোন দিন ঘটিত না অর্থাৎ সারা দিনরাতই তাঁহার ভজনসাধনে কাটিত। আহার ত' ছিল—দুই তিন দিনের বাসি-সড়া অন্ন, তাহাই জল দিয়া ধুইয়া একটু লবণসংযোগে গ্রহণ করিতেন। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ তাঁহারা, তাঁহাদের অত্যদ্ভুত ভজনাদর্শ আমরা ধারণায়ও আনিতে পারি না।

আমরা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের ভজনাদর্শের সামান্য একটু দিগ্‌দর্শন মাত্র উল্লেখ করিয়া সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর কৃত্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু ইঙ্গিত প্রকাশ করিলাম। ভজনের মধ্যে কোন লোক দেখান কপটতা প্রবিষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বৈরাগীর আর একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে—সঙ্গবিচার সম্পর্কে। সাধুসঙ্গবলেই কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়।

"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।।"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৮০

অর্থাৎ 'সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত।' (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীভগবান্ ঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে মোক্ষধর্ম্ম ও পারমহংস্য-ধর্ম্মের উপদেশদান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন —হে পুত্রগণ! ইহ জগতে দেহধারিপ্রাণিগণমধ্যে সুদুর্ল্লভ নিঃশ্রেয়সপ্রদ নরদেহ লাভ করিয়া অনিত্য জড়সুখপ্রদ বিষয় ভোগ করিয়া তাহার অপব্যবহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ জড়বিষয়ভোগ-চেষ্টা ত' বিষ্ঠাভোজী কুক্কুর শৃগালাদিরও আছে। এই মনুষ্যশরীরে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মবস্তু অবলোকন করিবার ধিষণা (বুদ্ধি) দিয়াছেন। সুতরাং ভগবৎসেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত।

ব্রহ্মবস্তুর দুইপ্রকার পরিচয়—এক—মূর্ত্ত, অপর —অমূর্ত্ত। শ্রীনারায়ণই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত স্বভাববিশিষ্ট, তিনিই ধ্যেয়বস্তু। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

"দ্বে ব্রহ্মণী তু বিজ্ঞেয়ে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্তস্বভাবো যঃ ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ।।
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।"

অর্থাৎ যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষপর বাক্য বলেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার সবিশেষপর বাক্য বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই বলবান্ হয়। শ্রীঋষভদেব কহিলেন—

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।।"
—ভাঃ ৫।৫।২

অর্থাৎ "পণ্ডিতগণ ব্রহ্মোপাসক ও ভগবদুপাসক ভেদে দ্বিবিধ। তাঁহারা মহৎসেবাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবানের পার্ষদত্ব লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তি প্রাপ্তির উপায় এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সমদর্শী, প্রশান্ত (ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত—'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ'—শমোগুণোপেতই শান্ত), অক্রোধী, সর্ব্বভূত হিতে রত এবং সাধবঃ অর্থাৎ পরদোষাগ্রহিণঃ—অদোষদর্শী, তাঁহাদিগকেই মহৎ বলিয়া জানিবে।"

সাধুর আরও অসাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন—

"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতি-সমসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে।।"
—ভাঃ ৫।৫।৩

অর্থাৎ "যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্‌বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-

নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।"

এইরূপ মহজ্জনের আনুগত্যে ভগবদ্ভজন করিতে পারিলেই তাঁহাদের কৃপায় শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমভক্তিলাভের সৌভাগ্য উদিত হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে—বিশেষতঃ বৈরাগ্যের বেষাশ্রিত সন্ন্যাসী বা বৈরাগিগণকে অসৎসঙ্গত্যাগে বিশেষ যত্নবান্ হইতে বলিতেছেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
—চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ যেরূপই অন্বয়রূপে বৈষ্ণব-আচার, অসৎসঙ্গ ত্যাগ (তদ্রূপ) ব্যতিরেকরূপেই বৈষ্ণব-আচার। অসৎ দুইপ্রকার—স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি একপ্রকার অসাধু এবং কৃষ্ণেতর অভক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রকার অসাধু। শুদ্ধভক্ত এই দুই-প্রকার অসৎসঙ্গত্যাগেই বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন।"

[এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গৃহস্থের বিবাহিত ধর্ম্মপত্নীসঙ্গ তাদৃশ নিন্দনীয় নহে, তবে অত্যাসক্ত স্ত্রৈণ অবশ্যই সঙ্গযোগ্য নহে। কিন্তু অবৈধ-পরস্ত্রীসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ বিশেষভাবে গর্হণীয়। কৃষ্ণের অভক্ত বলিতে কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি ভক্তিহীন ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাজ্য।]

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধে শ্রীকপিল দেবহূতি সংবাদে কথিত হইয়াছে—

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥"
—ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪

অর্থাৎ "সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমার্থবিচারময়ী (বুদ্ধি), লজ্জা, ধন-ধান্য-লক্ষণা অথবা হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) গুণ, বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ (শমঃ মনোনিগ্রহ বা চিত্তের প্রশান্ত ভাব) ও দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ), উন্নতি (ভগঃ) প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ ঐ সকল অসদ্ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় —ঐ সকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী

(৮৮)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী উৎকলদেশে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমুরারি পণ্ডিত ইঁহার পিতা ছিলেন। মাতৃপরিচয় অপরিজ্ঞাত। গোপাল-গুরু গোস্বামীর পিতৃপ্রদত্ত পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত। শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া বাল্যকালেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নেহবশতঃ তাঁহাকে 'গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে গোপালগুরুর নাম উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীক্ষেত্রবাসী ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত অন্যতম। শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী। শ্রীল

মকরধ্বজ পণ্ডিতের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম 'গোপাল' এর সহিত 'গুরু' নাম কিভাবে যুক্ত হইল, তাহার একটি কিংবদন্তী আছে। একজন নাম-ভজনকারী সজ্জন এইরূপ নাম-ভজনের অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জিহ্বাতে স্বতঃই নিরন্তর হরিনাম স্ফূর্ত্ত হইত। পুরুষোত্তমধামে গোপালের সম্মুখে সেই নামভজনকারী পুরীষোৎসর্গ (মলত্যাগ)-কালে তাঁহার জিহ্বাকে টানিয়া রাখিয়াছিলেন যাহাতে অপবিত্র কার্য্যের সময় হরিনাম উচ্চারিত না হয়। বালক গোপাল ঐভাবে জিহ্বা টানিয়া রাখার কারণ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন 'আপনি একি করিতেছেন ? হরিনাম গ্রহণে স্থান, কাল, ব্যবহারিক পবিত্র-অপবিত্র প্রভৃতি বিচার নাই, সর্ব্বাবস্থায়ই হরিনাম গ্রহণীয়। বহির্দেশ-গমনকালে যদি হরিনাম বন্ধ রাখেন, তৎকালে সহসা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কি আপনার মঙ্গল লাভ হইবে ?' বালক গোপালের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভক্তগণের নিকট ঘোষণা করিলেন গোপালই গুরুর কার্য্য করিয়াছে। সেইদিন হইতে মকরধ্বজ পণ্ডিত বা শ্রীগোপাল 'গোপাল-গুরু' নামে খ্যাত হইলেন। বস্তুতঃ গোপালগুরু আচরণমুখে প্রচার করায় আচার্য্য বা গুরুপদে অধিষ্ঠিত। গোপালগুরুর খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পুরুষোত্তম-ধামে আসিয়াছিলেন। অভিরাম ঠাকুরের এইরূপ মহিমা ছিল বিষ্ণুশিলা—প্রকৃত শালগ্রাম বা বিষ্ণুর প্রকৃত অর্চ্চামূর্ত্তি না হইলে তাঁহার প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত। শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রণাম সহ্য করিতে পারিতেন না, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত। অভিরাম ঠাকুর গোপালগুরুকে পরীক্ষার জন্য আসিতেছেন শুনিয়া বাৎসল্যবশতঃ বৈষ্ণবগণ চিন্তান্বিত হইলেন। বৈষ্ণব-গণের চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভু গোপা-লের ললাটে নিজ পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া পদাকৃতি তিলক করিয়া দিলেন। গোপাল সন্ত্রস্তচিত্তে মহাপ্রভুর ক্রোড়ে বসিলেন। অভিরাম ঠাকুরের প্রণতি গোপাল-গুরুর কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। তদবধি গোপালগুরুর অধস্তনগণ শ্রীহরিপদাকৃতি তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। গোপালগুরু সম্বন্ধে 'বক্রেশ্বর চরিত' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে—

'চন্দ্রশেখর, শঙ্করারণ্য আচার্য্য এই দুইজন।
গোবিন্দানন্দ, দেবানন্দ নাহিক কথন ॥
গোপালগুরু গোস্বামীর গুণের নাহি লেখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই পঞ্চ শাখা ॥'

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী হইতে অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত শ্রীরাধাকান্ত-মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রভোগ মন্দিরের পশ্চিম-উত্তর কোণে একটি মন্দিরে শ্রীরাধাকান্ত-মূর্ত্তি প্রথমে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে তাঁহার গুরুদেব শ্রীকাশী মিশ্র মহোদয় পূজার জন্য শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রার্থনা করিয়া লইয়া-ছিলেন। শ্রীকাশী মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই-জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের সেবা ও তৎ-সংলগ্ন উদ্যানাদি গোপালগুরুকে দিয়াছিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু শ্রীরাধাকান্ত মঠের গাদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই। তিনি মহাপ্রভুর সহিত নৃত্যকীর্ত্তনাদিতেই প্রমত্ত থাকিতেন। মাঘী শুক্লা দ্বাদশীতিথিতে গোপালগুরু.ক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাকান্তের সেবা সমর্পণ ও আচার্য্যের গাদী প্রদান করায় উক্ত তিথিতে আচার্য্যাভিষেক-উৎসব অদ্যা-বধি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। গোপালগুরু সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত বিবৃতি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়—'শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকাশী মিশ্র-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গাদীতে আজকাল শ্রীবক্রে-শ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা তাঁহারই কণ্ঠে আছে।' শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপাদের রসোপাসনার একটি ধারা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীতে প্রবাহিত, শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপাদের রসোপাসনার অন্য ধারা বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী হইয়া গোপালগুরু গোস্বামীতে সঞ্চা-রিত। 'স্মরণ ক্রম পদ্ধতি' বা 'সেবাস্মরণ পদ্ধতি' শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত। তিনি 'শ্রী-গৌরগোবিন্দার্চ্চন-পদ্ধতি'ও রচনা করিয়াছিলেন। গোপালগুরুর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী। গোপাল-

গুরু গোস্বামীর সময় হইতেই শ্রীকাশীমিশ্রভবন শ্রী-রাধাকান্ত মঠ নামে প্রচারিত হয়। শ্রীকাশীমিশ্রের সময়ে কেবলমাত্র কৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন। গোপালগুরু গোস্বামী শ্রীরাধাকান্তের বামপার্শ্বে শ্রী-রাধা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ললিতাদেবী; বামপার্শ্বে শ্রীগৌরাঙ্গ, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

উৎকল প্রদেশে মন্দিরের মধ্যস্থলস্থ ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন —'অলিন্দের পরে দালান, তার ভিতরে ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে।' কাশীমিশ্রের ভবনস্থ 'গম্ভীরা'ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনাগার বা বিশ্রামস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় হইতেই গম্ভীরাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদুকা এবং শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের রচিত মতান্তরে স্বরূপ দামোদরের রচিত কন্থা শিষ্যপারম্পর্য্যে পূজিত হইতেছেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত ব্রজরজনির্ম্মিত কমণ্ডলু সং-রক্ষিত আছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত কমণ্ডলু পরবর্ত্তিকালে স্থাপিত। শ্রীরাধাকান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীগুরু-প্রণালী' গ্রন্থে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভুকে 'শ্রীমঞ্জু-মেধা' সখীরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীগোপাল-গুরু গোস্বামীর সময় ১৪৬০ শক হইতে ১৪৭০ শকাব্দে শ্রীরাধাকান্ত মন্দিরের পুনঃ সংস্কার হয়।

গোপালগুরু গোস্বামীর সম্বন্ধে কএকটী অলৌ-কিক ঘটনার কথা শ্রুত হয়—

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বৃদ্ধ হইলে তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীকে শ্রীরাধাকান্ত মন্দিরের সেবা সমর্পণ করেন। সেবা সমর্পণের পর গোপালগুরু অপ্রকট-লীলা করিলে শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী বিরহ সন্তপ্ত হন। শ্রীগোপালগুরুর শ্রীঅঙ্গ স্বর্গদ্বারে নীত হইল সৎকারের জন্য। এদিকে শাসনবিভাগের রাজপুরুষগণ সরকারের বিনা অনুমতিতে শ্রীরাধা-কান্ত মঠের গাদী সমর্পিত হইয়াছে, এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিয়া রাধাকান্ত মঠকে অবরোধ করিয়া-ছিল। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী উক্ত সংবাদ পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে স্বর্গদ্বারে শ্মশানে শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্মে নিপতিত হইয়াছিলেন। শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী নিজপ্রিয় শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পুন-রায় ফিরিয়া আসিলেন। রাজপুরুষগণ উক্ত অলৌ-কিক ঘটনার কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া শ্রীরাধা-কান্তের মন্দির খুলিয়া দিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী-কে গাদীতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনঃ কার্ত্তিকী নবমী তিথিতে তিরোধানলীলা করেন।

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর তিরোধানের পরবর্ত্তী বৎসরে রথযাত্রার পরে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ পুরী হইতে ব্রজে ফিরিয়া বংশীবটের নিকটে পাকুড়বৃক্ষের তলে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীকে ভজন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা পুরীতে ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীকে উক্ত সংবাদ দিলেন। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী সংবাদ পাইয়া দ্রুতগতি বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন। শ্রীল গুরুদেবকে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রার্থনা জানাইলেও গোপালগুরু পুরীতে ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—'তোমার যদি আমার জন্য এতই বিরহ হইয়া থাকে তাহা হইলে নিম্ববৃক্ষের দ্বারা আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর এবং গর্ভমন্দিরের সম্মুখে রাখিয়া পূজা কর।' তদবধি শ্রীগোপালগুরু গোস্বা-মীর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের জগমোহনে অবস্থিত আছেন। নীলাচলে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সহিত শ্রীগোপাল-গুরুর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

'নরোত্তম গেলা কাশীমিশ্রের ভবন।
শ্রীগোপালগুরুসহ হইল মিলন॥
* * *
শ্রীগোপালগুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায়।
নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায়॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৩।৩৮২, ৩৮৯

কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী তিথিতেই শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর তিরোধান তিথি পালিত হয়।

শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর শোচক (সূচক)

আরে মোর গোপালগুরু, ভকতিকল্পতরু,
মকরধ্বজ নাম যাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁকে, 'গোপাল' বলিয়ে ডাকে,
দেখি' শিশু-চরিত্র উদার॥

গৌরাঙ্গের সেবারসে, সদাই আনন্দে ভাসে,
গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি যাঁরে, ধৈরয ধরিতে নারে,
গোরা যেন গোপালের প্রাণ ।।
গোপাল-শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি' ঢুলি'।
কহে সবে—'আরে আরে, আজি হৈতে গোপালেরে,
ডাকিবা 'গোপাল-গুরু' বলি' ।।
গোপালে করুণা দেখি', সবার সজল আঁখি,
সুখের সমুদ্র উছলিল।
সবে কহে অনুপাম, 'শ্রীগোপালগুরু' নাম,
প্রভু-দত্ত জগতে ব্যাপিল ।।
গোপালের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।
মহামত্ত নিজগীতে, নাহিক উপমা দিতে,
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষ কলেবর ।।
দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
কে বা না জগতে যশ ঘোষে।
সবে কৈল প্রেমপাত্র, হইল বঞ্চিত মাত্র,
নরহরি নিজ-কর্ম্মদোষে ।।

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভারম্ভ

বঙ্গীয় কালগণনায় ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ সমাপ্ত হইয়া ১৪০০ বঙ্গাব্দের শুভারম্ভ সূচিত হইল। আমরা এই নববর্ষের শুভারম্ভে সকল-মঙ্গলনিলয় সপার্ষদ শ্রীশ্রী-হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া আমাদের শ্রীমঠের পারমার্থিক মাসিক মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'র সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকা ও পাঠক/পাঠিকা মহোদয়/মহোদয়াগণকে আমাদের হার্দ্য অভিনন্দন ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি, সকলেই প্রসন্ন হউন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-পাদপদ্মে সকলেরই রতিমতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয়।

নববর্ষের শুভারম্ভ—পরমশুভদ বৈশাখ মাসের মাহাত্ম্য সাত্বতস্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তিবিলাস ১৪শ বিলাসে ৩৫৪ সংখ্যা হইতে ৫০১ সংখ্যা পর্য্যন্ত বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ প্রচুরপরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে বরাহ-ধরণী-সংবাদে লিখিত আছে—বৈশাখব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও বৃক্ষজন্ম লাভ করিতে হয়। শাস্ত্রীয় শ্লোকার্দ্ধ এইরূপ—

"অবিশাখী ভবেচ্ছাখী বিপ্রঃ শ্রৌতপরোঽপি চ ।।"
—৩৬৩ সংখ্যা

সংস্কৃতে চৈত্র মাসকে 'মধুমাস' ও বৈশাখ মাসকে 'মাধব মাস' বলা হইয়া থাকে। ঐ পাদ্মে নারদাম্বরীষসংবাদে কথিত হইয়াছে—

বৈশাখের তুল্য মাস নাই, মাধবতুল্য ঈশ্বর নাই অর্থাৎ মাধব—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ংভগবান্। অতীব পাতকসমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষেও বৈশাখ-তুল্য অর্ণবপোত বা জলযান আর দৃষ্ট হয় না। মাধবপ্রিয়-বৈশাখে ভক্তিসহকারে দান, জপ, হোম, স্নানাদি কর্ম্ম করিলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। [অবশ্য ভগবদনুরাগী ভক্তগণ শ্রীহরিতোষণপর কর্ম্ম শ্রীহরির প্রীত্যর্থই সম্পাদন করেন, তাঁহারা কোন পুণ্য বা নশ্বর ফলপ্রত্যাশী হইয়া কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য করেন না। কর্ম্মিগণ-প্রার্থনীয় ভুক্তি (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষা), জ্ঞানিগণ-প্রার্থনীয় মুক্তি এবং যোগি-গণ-প্রার্থনীয় অণিমাদি সিদ্ধি ভক্তগণের প্রার্থনীয় নহে। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ-প্রার্থনীয় সাযুজ্য মুক্তিকে ত' ভক্তগণ ঘৃণাই করেন—"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা, লজ্জা, ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ।।" পরন্তু কৃষ্ণভক্ত আবার বৈকুণ্ঠের 'সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্য, সারূপ্য—সমান রূপ, সামীপ্য—সমীপে বাস, সালোক্য—সমান লোকে বাস'-রূপ মুক্তিচতুষ্টয়ও প্রার্থনা করেন না, দিলেও গ্রহণ করেন না, কৃষ্ণপাদপদ্মের অহৈতুকী সেবা ব্যতীত যাঁহার অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই, তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা—'প্রেম-ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি' বেতন—

মোরে দেহ প্রেমধন ।' অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রগাঢ় প্রীতিই তাঁহার একমাত্র মনোঽভীষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে 'প্রার্থনা' শিখাইয়াছেন—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥" শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন—

"প্রভু, তব পদযুগে মোর নিবেদন। নাহি মাগি দেহসুখ বিদ্যা ধন জন ॥ নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি। না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি ॥ নিজ কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই ॥ এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥ বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউ চরণে তোমার ॥ সম্পদে বিপদে তাহা থাকুক সমভাবে। দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে ॥ পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে। তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে ॥"

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের চিত্তকে ক্রমে অন্তর্মুখী করিবার জন্য শাস্ত্রে শাস্ত্রকর্ত্তা মহাজনগণ ফলাদির লোভ প্রদর্শন করেন। যেমন বালক বালিকাগণকে তাহাদের রুচি অনুযায়ী বাতসা প্রভৃতি মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া আপ্তজন তাহাদিগকে হরিনাম উচ্চারণ করান, মিষ্টান্নাদিও কিছু দেন, নতুবা তাহাদের নামোচ্চারণের উৎসাহ থাকিবে না। পরে নাম-কৃপায় ক্রমে ক্রমে তাহাদের অহৈতুকী ভক্তিসম্বন্ধে জ্ঞান আসিবে। শাস্ত্রকার মহাজনগণ তদ্রূপ ভক্তি অনুকূল কর্ম্মের ফলশ্রুতি শুনাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে শুদ্ধভক্তির উপদেশ শ্রবণ করান।]

বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, একাদশ্যাদিতে উপবাস, হবিষ্য ভোজন, ইন্দ্রিয়সংযম, জপ, বিপ্রগণকে মধুরান্ন, যবান্ন, তিল, জলপাত্র, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকাদি দানের—বিশেষতঃ ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিসহকারে ভগবৎপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই মাধব মাসে শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়ার অনন্ত মাহাত্ম্য। শ্রীভগবান্ জনার্দ্দন এই তিথিতে যব সৃষ্টি ও সত্যযুগের বিধান করিয়াছেন, ত্রিপথগা গঙ্গাদেবীকে ব্রহ্মলোক হইতে এই ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছেন। এই শুভতিথিতে বেদত্রয়ী অর্থাৎ সাম, ঋক্ ও যজুঃ—এই ত্রিবেদীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই তিথিতে স্নান, দান, শ্রীভগবানের পূজা, জপ, পিতৃ-তর্পণ, যবদ্বারা শ্রাদ্ধ, যব ও অন্যান্য দ্রব্য দানাদি অক্ষয় ফলপ্রদ। এই শুভ তৃতীয়া হইতে ২১ দিন ব্যাপী শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দন-যাত্রা। এই দিবস শ্রীবদরীনারায়ণের শ্রীমন্দিরদ্বার উন্মোচন করা হয়।

এই বৈশাখমাসে শুক্লা সপ্তমীতিথি জহ্নু-সপ্তমী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগীরথের গঙ্গানয়নকালে জহ্নুমুনির কোশা কুশি প্রভৃতি গঙ্গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মুনিবর ক্রোধবশে গঙ্গাকে এক গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলিলে ভগীরথের তপস্যায় মুনিবর তুষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবীকে পুনরায় তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী তদবধি মুনিবরের কন্যাস্বরূপ হওয়ায় তিনি জহ্নুতনয়া—জাহ্নবী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। এই তিথিতে ভুবনমেখলা গঙ্গাস্নান-পূজা-পিতৃতর্পণ-শ্রাদ্ধাদির বহু মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর এই বৈশাখ মাসের পরমশুভদায়িনী শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের শুভ আবির্ভাব হয়। বৃহন্নারসিংহ পুরাণে লিখিত আছে—

বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টিকারণম্।
মহাগুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ ॥৪১৫॥

অর্থাৎ (হে প্রহলাদ,) আমার সন্তুষ্টিবিধানার্থ ভবভয়ভীত মানবগণের প্রতিবর্ষে আমার এই পরমগুহ্য ব্রতরাজের (অর্থাৎ নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রতোত্তমের) অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি আমার এই ব্রতদিন জানিয়াও (ইচ্ছাপূর্ব্বক) তাহা উল্লঙ্ঘন করে, তাহাকে পাপভাগী হইতে হয়, সুতরাং ইহা জানিয়া মদ্দিনে এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান প্রকর্ত্তব্য (প্রকৃষ্টরূপে কর্ত্তব্য), নতুবা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহাকে নরকবাস করিতে হইবে।

"সর্ব্বেষামেব লোকানামধিকারোঽস্তি মদ্ব্রতে।
মদ্ভক্তৈস্তু বিশেষেণ প্রণেয়ং মৎপরায়ণৈঃ ॥"

অর্থাৎ আমার এই ব্রতানুষ্ঠানে সকলেরই অধিকার আছে, বিশেষতঃ মৎপরায়ণ অর্থাৎ মন্নিষ্ঠ

মদ্ভক্তগণের আমার এই ব্রত পালন করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

উক্ত বৃহন্নারসিংহপুরাণেই কথিত আছে—ভক্তরাজ প্রহলাদ বলিতেছেন, হে নৃসিংহমূর্ত্তিধারিন্ ভগবন্ বিষ্ণো, আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। হে দেবেশ, আমি আপনার ভক্ত, তাই কেবল আপনাকেই যথার্থতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার প্রতি কিরূপে আমার বহুবিধা ভক্তির উদয় হইল, কিরূপেই বা আমি আপনার সুপ্রিয় হইলাম, হে প্রভো, ইহার কারণ আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন। তখন ভক্ত প্রহলাদবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব কহিলেন—বৎস প্রহলাদ, আমাতে তোমার ভক্তি লাভ ও প্রিয়ত্বের কারণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে বৎস, পূর্ব্বজন্মে তুমি ব্রাহ্মণ ছিলে, কিন্তু কিছুমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন কর নাই। তোমার নাম ছিল বসুদেব, বেশ্যাসক্ত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছ। হে বৎস, সে জন্মে, আমার একটিমাত্র ব্রত (অর্থাৎ নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত) ব্যতীত তোমার অন্য কোন সুকৃতিই ছিল না, সর্ব্বদা বেশ্যাসঙ্গলোলুপ ছিলে। আমার সেই ব্রতপ্রভাবেই তোমার এইপ্রকার ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে প্রহলাদ শ্রীনৃসিংহ-পাদপদ্মে তাঁহার পিতৃপরিচয়, বেশ্যাসহ থাকাকালে কিপ্রকারে তদ্‌ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি জানিতে চাহিলে নৃসিংহদেব কহিলেন—পুরাকালে অবন্তীনগরে বসুশর্ম্মা নামে একজন সর্ব্বজনবিদিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি যথাবিধি বেদবিহিত ধর্ম্মাচারপরায়ণ থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। সুশীলা নাম্নী তাঁহার সতীসাধ্বী পতিভক্তিপরায়ণা পত্নী সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুগমন করিতেন। তাঁহাদের ৫টি পুত্রসন্তান হয়, তুমি সর্ব্বকনিষ্ঠ, তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর চতুষ্টয় মাতৃপিতৃভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, তুমিই কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ধর্ম্মকর্ম্ম সবই বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা বেশ্যাসক্ত হইয়া মদ্যপান ও নানা পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িলে। একদিন—সেদিন দৈবক্রমে আমার ব্রতদিন (অর্থাৎ নৃসিংহ চতুর্দ্দশী শুভবাসর), সেই বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ উপস্থিত হইল, তোমরা উভয়েই অনাহারে রহিলে, রাত্রিও তোমরা অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটাইলে। এইরূপে অজ্ঞানবশতঃ আমার ব্রতদিনে তোমাদের অহোরাত্র উপবাস ও রাত্রিজাগরণ সংঘটিত হইল। তৎফলে তোমাদের উভয়েরই দেহ মন শুদ্ধ হইল। এই ব্রতরাজের অনুষ্ঠান করতঃ দেবগণ দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করতঃ এই ব্রতপ্রভাবে চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহেশ্বরও ত্রিপুরবিনাশসঙ্কল্পে এই ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তদনুগ্রহে ত্রিপুর ধ্বংস করেন। অপরাপর বহুসংখ্যক দেবতা, ঋষি ও নরপতিগণ এই ব্রতপ্রভাবে স্ব স্ব অভীষ্টের সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রত এমনই মহাপ্রভাবশালী যে, অজ্ঞানেও এই ব্রতের অনুষ্ঠান-ফলে আমার প্রতি তোমার উত্তমাভক্তি লাভ হইয়াছে। সেই বেশ্যাও দেবলোকে অপ্সরারূপে বহুবিধ ভোগ সম্ভোগ করতঃ পরে আমাতে বিলীনা হইয়াছে, তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। কার্য্যার্থ আমার দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া তোমার এই জন্ম হইয়াছে, অতঃপর সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া শীঘ্রই আবার আমাতে প্রবিষ্ট হইবে। মানবগণ আমার এই ব্রতরাজের অনুষ্ঠান করিলে তাহাদিগকে শতকোটিকল্পকাল আর সংসারে আসিতে হইবে না। [অতঃপর ফলকামি ব্যক্তিগণের নিমিত্ত এই ব্রতপালনকারী মানবগণের বহুফলপ্রাপ্তির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি লাভ ব্যতীত অন্য কোন ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিফললিপ্সু হন না। তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনা—ভক্তিবিঘ্নবিনাশন করুণাময় শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাদের যাবতীয় ভক্তিবাধা দূর করিয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলসেবায় তাঁহাদের রতিমতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করুন।]

বৈশাখে এই নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রতের অনন্ত মাহাত্ম্য স্বয়ং অনন্তদেবও অনন্তবদনে কীর্ত্তন করিয়া অন্ত পান না। শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে প্রহলাদ-হৃদয়াহলাদ-স্বরূপ নৃসিংহদেবের আবির্ভাবকথা বর্ণিত হইয়াছে।

দৈবক্রমে স্বাতী নক্ষত্র শনিবার এবং সিদ্ধিযোগযুক্ত শুক্লাচতুর্দ্দশী আসিয়া গেলে সেই তিথি মহাফলপ্রদ। কিন্ত ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-

দেবের পূজার নিয়ম মন্ত্র তথা চন্দন-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-অর্ঘ্য মন্ত্রাদি প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহদেবের পূজাকালে সর্ব্বাগ্রে প্রহলাদের পূজার ব্যবস্থা আগমে প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবান্ 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' অর্থাৎ 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়' এই বিচারাবলম্বনে তাঁহার ভক্তের পূজাকে বহুমানন করিয়াছেন। তাই আগমে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"প্রহলাদ ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহলাদমগ্রতঃ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৪শ বিঃ ৪৭৩ ধৃত আগমবাক্য

অর্থাৎ "প্রহলাদের ক্লেশনাশার্থ যে পবিত্রা (বৈশাখী শুক্লা) চতুর্দ্দশীর উদ্ভব, সেই পবিত্র তিথিতে নৃসিংহপূজার পূর্ব্বে সযত্নে প্রহলাদের পূজা করা কর্ত্তব্য।" শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রেমবশ্য, তাঁহার ভক্তকে আদর না করিলে তিনি আমাদের কোন পূজাই গ্রহণ করিবেন না।

নৃসিংহদেবের পূজামন্ত্র ও প্রার্থনাদি—

'পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহলাদভয়নাশকৃৎ।
যথাভূতার্চ্চনে নাথ যথোক্তফলদো ভব ॥'
"মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ।
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ ভবসাগরাৎ ॥
পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ।
তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখ গতস্য মে ॥
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন ॥
ক্ষীরাম্বুধিনিবাস ত্বং প্রীয়মাণো জনার্দ্দন।
ব্রতেনানেন মে দেব ভুক্তিমুক্তি প্রদো ভব ॥"

গৃহস্থ ফলকামিগণের এইরূপ প্রার্থনামন্ত্র, আমাদের প্রার্থনা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ' গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমরা প্রত্যব্দ শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা-কালে দেবপল্লী শ্রীশ্রীনৃসিংহমন্দির-সম্মুখে এই প্রার্থনা কীর্ত্তন করিয়া থাকি—

'তার (সুবর্ণবিহারের) পূর্ব্বদক্ষিণেতে
শ্রীনৃসিংহপুরী।
কবে বা হেরিব দেবপল্লীর মাধুরী ॥
নরহরিক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া ॥
এ দুষ্টহৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটী প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয় ॥
হৃদয়শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহচরণে মোর এই ত' কামনা ॥
কাঁদিয়া নৃসিংহপদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল ভজন ॥
'ভয়' ভয় পায় যাঁর দর্শনে সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি' ॥
যদ্যপি ভীষণ তুমি দুষ্ট জীব-প্রতি।
প্রহলাদাদি কৃষ্ণভক্তজনে ভদ্র অতি ॥
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপ নয়নে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে ॥
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগলভজন হউ, রতি হউ নামে ॥
মম ভক্তকৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধচিত্তে ভজ রাধা-কৃষ্ণ-রস-পূর ॥
এই বলি' কবে মোর মস্তক-উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর ॥
অমনি যুগলপ্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহদ্বারে ॥"

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী শুভবাসরে গীত-নৃত্য-বাদ্য-সহকারে রাত্রিতে জাগরণ, পুরাণ-পঠন ও শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কথা শ্রবণ করিতে হয়, পরে প্রভাতে স্নানাদি সমাপনান্তে যথাবিধি শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদির পরে নৃসিংহদেবকে শয্যা নিবেদনপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া ভক্তবৃন্দসহ প্রসাদ-সেবন কর্ত্তব্য।

অতঃপর বৈশাখীপূর্ণিমার বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমাদের গোস্বামিমতে এবার শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর উপবাস ২২শে বৈশাখ (১৪০০), ইং ৫ মে (১৯৯৩) বুধবার এবং তৎপরদিবস ২৩শে বৈশাখ, ৬ মে বৈশাখী-পূর্ণিমা। এইদিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিলবিহার লীলা। মাধবপ্রিয়া 'মাধবী' অর্থাৎ বৈশাখীপূর্ণিমা মহাফলদায়িনী। শাস্ত্রে কথিত আছে—বেদতুল্য শাস্ত্র নাই, গঙ্গাতুল্য তীর্থ নাই, জল ও গোদানতুল্য দান নাই, বৈশাখীপূর্ণিমাতুল্য তিথি নাই। এই তিথিতে স্নান-দান-শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও ভগবদর্চ্চনাদি রহিত ব্যক্তি নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঘনশর্ম্মা

নামক এক ব্রাহ্মণের প্রতি প্রেতোক্তিতে জানা যায় যে, কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিক কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌরাণিক বৈশাখীকৃত্য একটিও করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়া যায়, প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয় বৈশাখের অনাদর-হেতু তিনি বৈশাখ নামক প্রেতত্ব লাভ করেন। তাই শ্রীঘনশর্ম্মা নামক বিপ্রকে পথিমধ্যে দর্শন পাইয়া প্রেত বলিয়াছিলেন—

"ময়া নৈকাপি বৈশাখী পূর্ণা পূর্ণফলপ্রদা।
স্নানদানক্রিয়া পূজা সুকৃতৈঃ পরিপালিতা ।।
তেন মে বৈদিকং কর্ম্ম জাতং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলম্।
ততো বৈশাখনামাহং প্রেতো জাতোঽস্মি গর্ব্বতঃ ।।"

[অর্থাৎ আমি স্নান, দান, পূজাদি সুকর্ম্মদ্বারা একটি মাত্রও পূর্ণফলপ্রদ বৈশাখীপূর্ণিমা পালন করি নাই, এজন্য মৎকৃত সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়াছে এবং অহঙ্কার-হেতু আমাকে বৈশাখ নামক প্রেতজন্ম পাইতে হইয়াছে।]

ঐ পদ্মপুরাণে যম-ব্রাহ্মণসংবাদে আরও লিখিত আছে—আমি পাপরূপ কাষ্ঠের দাবানল সদৃশ ও তমো দ্রুমের কুঠারসদৃশ বৈশাখীপূর্ণিমার একটিমাত্র কৃত্যও যথাবিধানে পালন করি নাই। বৈশাখীপূর্ণিমায় যে ব্যক্তি ব্রতরহিত হয়, সে নিশ্চয়ই বৃক্ষজন্ম লাভ করে। অতঃপর তাহাকে দশজন্ম তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম লইতে হয়। সমস্ত মাস ব্রতধারণে অসমর্থ হইলে শেষ তিনটি দিন অর্থাৎ ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা ব্রত প্রাতঃস্নানাদি যথাবিধি পালন করিবে। বৈশাখীপূর্ণিমা পালনেও অশক্ত হইলে দশজন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। অবশ্য না পারিলে শুদ্ধভক্ত এক নামভজনদ্বারাই শ্রীভগবানের সন্তোষ বিধান করেন।

শ্রীশ্রীরামনবমী-ব্রত
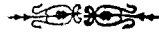
[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬৮ পৃষ্ঠার পর]

আহুতি দান করিতে থাকিলে গন্ধর্ব্বগণসহ দেবগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার (ব্রহ্মার) নিকট প্রাপ্ত বরদৃপ্ত মহাভয়ঙ্কর বিকটাকৃতি রাক্ষস রাবণের বধনিমিত্ত উপায় স্থির করণার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"হে দেবগণ! রাবণ আমার নিকট হইতে গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইবারই বর প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সে মনুষ্যের নাম উল্লেখ করে নাই, অতএব সে মনুষ্যদ্বারাই নিহত হইবে, অন্য কোন উপায়ে তাহার মৃত্যু হইবে না।' এমন সময়ে সর্ব্বদেববন্দিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং শ্রীভগবান্ নারায়ণ দেবগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ সেখানে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপবেশন করিলেন। দেবগণ পরমানন্দে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইলেন—হে ভগবন্! আপনি কৃপাপূর্ব্বক অযোধ্যাপতি সদ্ধর্ম্মপরায়ণ, দানশীল, মহর্ষিতুল্য তেজস্বী মহারাজ দশরথের লজ্জা, শ্রী ও কীর্ত্তিসদৃশী তিনটি সাধ্বী সহধর্ম্মিণীতে পুত্ররূপে চারি অংশে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস রাবণের বধ সাধন করিলেই ত্রিলোকের মঙ্গল সাধিত হয়, সে দেবগণেরও অবধ্য। প্রভো, আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। বরাভয়প্রদ শ্রীভগবান্ নারায়ণ দেবগণের কাতর প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"হে দেবগণ, তোমরা ভয় করিও না, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি রাবণাদি দুরাধর্ষ দৈত্য বিনাশদ্বারা পৃথিবী পালনচ্ছলে শীঘ্রই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর মনুষ্যলোকে বাস করিব এবং মহারাজ দশরথকেই পিতৃত্বে বরণপূর্ব্বক চারি অংশে জন্ম গ্রহণ করিব।" পরমমঙ্গলময় শ্রীহরির এই অভয়বাণী শ্রবণ করতঃ রুদ্রাদি দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপসরাবৃন্দ সকলেই পরমানন্দে সকল মঙ্গলনিলয় মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে দশরথও ঐ সময়ে অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত দশরথের যজ্ঞাগ্নি হইতে এক অতুল প্রভাবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ

রক্তবস্ত্রধারী রক্তমুখ দুন্দুভির ন্যায় শব্দকারী দীপ্তানলশিখাতুল্য দিব্যপুরুষ দুইহস্তে বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্রে দিব্যপায়স সংরক্ষিত, তদুপরি রজতনির্ম্মিত আচ্ছাদনযুক্ত একটি বৃহৎপাত্র ধারণপূর্ব্বক দশরথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আমি প্রজাপতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি দেবতাগণের অর্চ্চন করায় এই পায়স পাইলেন। আপনার পত্নীত্রয়কে 'ভক্ষণ কর' বলিয়া এই পায়স দিবেন, তাহা হইলে ঐ সকল পত্নীতে আপনি পুত্র লাভ করিবেন, আপনার পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠান সার্থক হইবে।" মহারাজ পরমানন্দে 'তথাস্তু' বলিয়া ঐ পাত্রটি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সেই দিব্যপুরুষকে অভিবাদন জানাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সেই পুরুষপ্রবর স্বকার্য্য সাধনান্তে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর মহারাজ সেই পায়সপাত্র লইয়া অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক মহারাণী কৌশল্যাকে অর্দ্ধাংশ দিলেন এবং কহিলেন—তুমি স্বীয় পুত্রোৎপত্তির জন্য এই পায়স গ্রহণ কর। অতঃপর অবশিষ্ট পায়সের অর্দ্ধ অংশের অর্দ্ধভাগ দিলেন সুমিত্রাকে, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশকে দুইভাগ করিয়া এক অষ্টমাংশ দিলেন কৈকেয়ীকে এবং অবশিষ্ট অষ্টমাংশ পুনরায় সুমিত্রাকে দিলেন। অর্থাৎ আট আনা, ছয় আনা ও দুই আনা এইরূপ ভাগ হইল। এই পায়স প্রাপ্তির পর মহিষীত্রয় অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিলেন। মহারাজ পত্নীগণকে গর্ভিণী দেখিয়া সফলমনোরথ হইলেন এবং স্বর্গে সুরেন্দ্র (দেবশ্রেষ্ঠ), সিদ্ধ ও ঋষিগণপ্রপূজিত হরির ন্যায় (এখানে 'হরি' শব্দে দেবরাজের ন্যায়) আনন্দোৎফুল্ল হইলেন।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বেই অশ্বমেধ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, সকলেই যজ্ঞকর্ম্মনিপুণ। বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড চতুর্দ্দশ সর্গে সংক্ষেপে এই অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানকৃত্য বর্ণিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ব্যতীত এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য। মহারাজ দশরথের এই মহাযজ্ঞের যাবতীয় অনুষ্ঠানই শাস্ত্রানুসারে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রবর্গ্য, উপসদ নামক কর্ম্ম, ঐসকল কর্ম্মের অধিপতি দেবতাগণের পূজা, প্রাতঃসবন, ইন্দ্রের উদ্দেশ্য পাপঘ্ন আহুতি দান, সোমলতার রস (সোমরস) উৎপাদন, মাধ্যন্দিন সবন, শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত উচ্চারণ রীতি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ-দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে আবাহন, সামবেদোক্ত সুমধুর মন্ত্রদ্বারা দেবগণের আবাহন, দেবতাগণকে নিজ নিজ যজ্ঞাংশ হবিঃপ্রদান, শামিত্র নামক যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রধানা মহিষী কৌশল্যাদেবীর প্রসন্নচিত্তে যজ্ঞীয় অশ্বটির পরিচর্য্যা করতঃ তিনবার খড়্গাঘাতে অশ্বটিকে ছেদন, অতঃপর ধর্ম্মপ্রাপ্তিনিমিত্ত পক্ষবিশিষ্ট ঐ মৃত অশ্বের সহিত সেইস্থানে একরাত্রি যাপন, হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা প্রভৃতি ঋত্বিকের রাজমহিষী এবং বৈশ্যজাতীয়া ও শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে ঐ অশ্বসহ মিলিতকরণ, বৈদিক কর্ম্মকুশল সংযতেন্দ্রিয় ঋত্বিকের পক্ষবিশিষ্ট ঐ অশ্বের বপা (চন্দ্র নামক একপ্রকার মেদ) উদ্ধরণপূর্ব্বক পাককরণ, মহারাজ দশরথের নিজ পাপনাশার্থ শাস্ত্রানুসারে ঐ বপার ধূম্রগন্ধ আঘ্রাণ, অতঃপর ষোলজন ঋত্বিকের সমবেতভাবে অশ্বের যজ্ঞযোগ্য বিভিন্ন অঙ্গ অগ্নিতে আহুতি দান, হবির্ভাগ বেতসকটে আহুতি দান প্রভৃতি কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কল্পসূত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞে তিনদিন সবনক্রিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রথম দিবস অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবস উক্‌থ ও তৃতীয় দিবস অতিরাত্র সবন যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইল। অতঃপর জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অতিরাত্র, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ এবং আপ্তোর্যাম—এই সকল বেদোক্ত যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইল। ইহার মধ্যে অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম নামক যজ্ঞদ্বয় দুইবার অনুষ্ঠান করা হইল। অতঃপর যজ্ঞ সমাপনান্তে মহারাজ দশরথ ব্রহ্মাকৃত দক্ষিণা দানবিধানানুযায়ী হোতাকে পূর্ব্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ এবং অন্যান্য ঋত্বিকগণকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন। দক্ষিণাদানান্তে মহারাজ সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

ঋত্বিকগণ মহারাজকে নিবেদন জানাইলেন—মহারাজ, আপনি একাকী এই সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করিতে সমর্থ, আমরা সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নে রত থাকি, পৃথিবী পালনে অসমর্থ, সুতরাং পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আপনি এই পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ

মূল্য আমাদিগকে প্রদান করিলে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে দশলক্ষ ধেনু, দশকোটি সুবর্ণ, সুবর্ণের চতুর্গুণ অর্থাৎ ৪০ কোটি রজত দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ভাগ পাইবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ ও বুদ্ধিমান্ মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিকট হইতে নিজ নিজ ভাগ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ দশরথের নিকট হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের অন্তরের সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকেও কোটি সুবর্ণ দান করিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকেও প্রচুর দান করিলেন। মহারাজ সকল ব্রাহ্মণকেই ভূলুণ্ঠিত প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারাও পরম উদারপ্রকৃতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে যথাবিধি সুসম্পন্ন হওয়ায় মহারাজ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। অতঃপর মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার বংশরক্ষার্থ এরূপ একটি কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। [আমরা এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি।] মহারাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ এক বিরাট্ ব্যাপার। সমগ্র পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সসৈন্য রাজন্যবর্গের এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গের বাসস্থান, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় আহারাদির ব্যবস্থা, তাঁহাদের মর্য্যাদানুসারে যথাযোগ্যভাবে আদর অভ্যর্থনাদির ব্যবস্থা, প্রজাবৎসল মহারাজের প্রজাদের যথাযথভাবে সৌখ্য সম্পাদন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, রুগ্ন, স্ত্রী ও বালক প্রভৃতি সকলেরই প্রয়োজনানুযায়ী তর্পণ বিধানের ব্যবস্থা, কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া না যান, এজন্য যথাবিধি ব্যবস্থার কোন ত্রুটী হয় নাই। দিবারাত্র দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিয়াছে। সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর মহারাজের ইচ্ছানুসারে সকল ব্যবস্থাই বিশেষ সাবধানে সম্পাদিত হইয়াছে। সাক্ষাদ্ ভগবান্ যাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাতে সকল সদ্‌গুণই পরিপূর্ণ রূপে বিরাজিত।

মহারাজ দশরথের সরযূ-তীরবর্ত্তী যজ্ঞস্থলে পুত্রেষ্টিযজ্ঞসহ অশ্বমেধ যজ্ঞ মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পূর্ণ হইল। দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের নরপতিগণ মহারাজ কর্ত্তৃক যথাযোগ্য সম্মানিত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজ দশরথ ঐসকল নরপতির সৈন্যসামন্তগণকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাঁহাদেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গও এইরূপে যথাবিহিত সম্মানিত হইয়া সানন্দচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অতঃপর মহারাজ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সরযূতীরবর্ত্তী যজ্ঞস্থল হইতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নী শান্তার সহিত মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পূজিত হইয়া অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলে অনুচরগণসহ মহারাজ কিছুদূর তাঁহার অনুগমন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে যজ্ঞে সমাগত সকলকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়া মহারাজ ভগবৎকৃপা প্রার্থনাসহ নিজপুত্রের জন্য চিন্তা করিতে করিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পর দ্বাদশ মাসে চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবির মেষরাশিতে, মঙ্গলের মকররাশিতে, শনির তুলারাশিতে, বৃহস্পতির চন্দ্র ও কর্কটরাশিতে এবং শুক্রের মীনরাশিতে অবস্থানকালে কর্কট লগ্নে কৌশল্যাদেবী দিব্যলক্ষণযুক্ত সর্ব্বলোক নমস্কৃত জগন্নাথ রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন। তিনি বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশসম্ভূত। তাঁহার নেত্রের প্রান্তদ্বয় লোহিত এবং ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তিনি মহাপরাক্রমশালী, ইক্ষ্বাকু-বংশের আনন্দবর্দ্ধক। কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে মীনলগ্নে পুষ্যানক্ষত্রে বিষ্ণুর চতুর্থাংশরূপে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভ হইতে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটলগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইঁহারা বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশসম্ভূত। মহারাজ দশরথের আর আনন্দের সীমা নাই। অযোধ্যায় অহোরাত্র মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

পুত্রজন্মের একাদশ দিবস অতীত হইলে অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিবসে রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম, কৈকেয়ীপুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রাপুত্রের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাখিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,

(৫) গীতমালা ,, ,, ,,

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name...
Vill...
P. O...
Dist...
Pin...

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০০
২৬ বামন, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, বুধবার, ৩০ জুন ১৯৯৩ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ
২রা শ্রাবণ, ১৩৪১ ; ১৮ই জুলাই, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত * * প্রভু আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন,—তোমার 'মহাপ্রভু ও গদাধর' প্রশ্নের সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উত্তর দিবেন ; তাহা আমি লিখিতেছি,—

বিষ্ণুতত্ত্বকে জড়জগতের প্রদীপালোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ এক আলোক হইতে অপর আলোক উদ্ভূত হইলেও সেই মূল আলোকের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের কথায় পরিচ্ছেদ ও সীমাদির জাগতিক হেয়তা স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে অভাব-রাজ্যে সসীম ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করে, উহা Anthropomorphise করিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। Semitieদের মধ্যে Personality of God Head এর ধারণায় যে poverty লক্ষিত হয়, তাহা শ্রীবিগ্রহের বাস্তব-সত্তায় আরোপিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণতম বস্তু। সেই পূর্ণতম বস্তুর কায়ব্যূহরূপে ছয় প্রকার সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ, শ্রীঅদ্বৈত-অবতার, শ্রীগদাধর প্রেমিক অন্তরঙ্গ-শক্তি, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত এবং সেবক শিষ্য-বিশেষের শ্রীগুরুদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—বিষয়-বিগ্রহ (Subject), আর বাকী পাঁচপ্রকার তত্ত্ববিষয়-বিগ্রহের referenceএ আশ্রয়-জাতীয় ভাবযুক্ত। আশ্রয়-সমূহ বিষয়বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু ঔদার্য্য-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌর-সুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেই কালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity রূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি। আবার শ্রীগদাধর-প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ—বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই শক্তিতত্ত্ব ও কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহতত্ত্ব 'প্রকাশ'-তত্ত্বের definitionএর অন্তর্গত। Decorations বা অস্ত্রভেদ বিলাসের বিচার। Connotationএর referenceএ যে-সকল কথা বলা যায়, সেগুলিকে Denotation বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকা-কালে উহাদের সামঞ্জস্য বোধ হইবে।

স্থূলবস্তু যেরূপ অংশাংশি-বিচারে হানি-বৃদ্ধির যোগ্য, আলোক প্রতীতিগত গুণ তজ্জাতীয় নহে। এক দীপ হইতে অপর দীপ স্বতঃ প্রজ্বলিত হইলে মূলদীপের হানি-বৃদ্ধি হয় না, অথচ উভয়ের সমধর্ম্ম রক্ষিত থাকে। প্রাকৃত জগতে বীজ ও বৃক্ষের ধারা যেরূপ অন্যোন্যাশ্রিত, তত্ত্ববিচারে শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বও তদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু হওয়ায় শ্রীরাধিকাকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু, শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অসংখ্য নায়ক-নায়িকাকে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা সমধর্ম্মী বলিলে গুণজাত জগৎকেই অপ্রাকৃত বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত ঘটিবে।

উৎকল-কবি গোবিন্দ দাসের পুস্তকখানি আমি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক উড়িষ্যার নয়াগড়ের Agent রায়সাহেব শ্রীযুত গৌরশ্যাম মহান্তি বি-এ মহাশয়ের নিকট পাই এবং আন্দাজ ১৩২০ সালে উহা কালীঘাট সা-নগর-লেনস্থিত শ্রীভাগবত প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত করি। আমার যতদূর মনে হয়, গোবিন্দ দাস শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত-শাখার জনৈক শিষ্য এবং বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। "গৌরকৃষ্ণোদয়ে"র শেষভাগে "উপদেশামৃতে"র কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীমহাপ্রভুর নির্য্যাণ বল্লভের নির্য্যাণ-বর্ণনের অনুরূপভাবে লিখিত আছে।

মহাপ্রভুর লীলার ও উপদেশের approximate date এখনও প্রস্তুত হয় নাই। ১৫০৫-১৫০৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব স্থিরীকৃত হইলে নারায়ণীর বয়স ১৫০২-১৫০৩ খৃষ্টাব্দ স্থিরীকৃত হয়।

* * অম্বিকা ব্রহ্মচারীর শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট (?) তৃতীয় অধ্যায়ে কি কথা আছে, তাহা না পড়িলে বলিতে পারি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে উহা দেখিয়াছিলাম, এখন মনে নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাসের "ভক্তিচিন্তামণি" শ্রীবিষ্ণুপুরী-কৃত "ভক্তিরত্নাবলী"র অনুবাদ,—না পৃথক্ গ্রন্থ ? তুমি লিখিয়াছ—উহাতে নবধা ভক্তির বিষয় আছে। উহা যদি ভক্তিরত্নাবলীর অনুবাদ-মাত্র হয়, তাহা হইলে উহা ভাগবতের পদ্যসমূহেরই অনুবাদ। তবে অনুবাদে তত্ত্ববিরোধ আছে কি না, তাহা দেখিয়াই গ্রন্থকার শুদ্ধভক্ত বা বিদ্ধভক্ত, বুঝিতে পারিব। শ্রীযুক্ত বন মহারাজের "My first year in England" দেখিলাম। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠার পর]

কেচিদ্বদন্তি মায়া যা সা কর্ত্রী জগতাং কিল।
চিদচিৎপ্রসবিনী সূক্ষ্মা শক্তিরূপা সনাতনী ॥১৪॥

কোন কোন মতে 'মায়া' নাম্নী অনাদি শক্তি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই মায়া সূক্ষ্ম-স্বরূপা। তিনি চিত্তত্ত্ব ও অচিত্তত্ত্বরূপ দুইটী তত্ত্ব প্রসব করেন। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইলে যখন ঐ মতের নিরসত্বপ্রযুক্ত প্রচারকদিগের অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে লাগিল, তখন ঐ মতকে নূতন নূতন আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদ-রূপ একটী বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে 'বৌদ্ধ' নামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধেতর অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদার্থ সহকারে দার্শনিক আকারে ঐ মতটী যে সময় প্রচারিত হয়, তখন মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় দেশে ঐ মত ভিন্নাকারে তন্ত্রশাস্ত্রানুগত বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যেরা মায়াশক্তিবাদ প্রচার করেন। অনেকে বলেন যে, তান্ত্রিক মত কপিল দর্শন হইতে নিঃসৃত। আমার বিবেচনায় তাহা নহে। যদিও কপিলের মতে প্রকৃতি কর্ত্রী বটে, কিন্তু পুরুষ 'পুষ্কর-পলাশবন্নির্লেপ'—এই বাক্য দ্বারা চিত্তত্ত্বের অনাদিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় শৈবমত কপিল সাংখ্যনিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফলকালে প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

জীবের প্রকৃতিনির্ব্বাণরূপ একটী নির্ব্বাণেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জড়শক্তিবাদের মধ্যে কোন প্রকার আস্তিকতা লক্ষিত হয় না। চিচ্ছক্তিবাদিগণ যেরূপ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তভাব আবেদন করেন, জড়শক্তিবাদীরাও তদ্রূপ চিচ্ছক্তিবাদীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া জড়শক্তিকে সময়ে সময়ে আবেদন করিয়া থাকেন। দৃঢ় নাস্তিকবাদপরায়ণ ভনহলবেক জড়-শক্তির প্রতি উক্তি করিয়াছেন,—

"হে প্রকৃতি, হে সমস্ত তত্ত্বের অধিশ্বরি, হে তদীয় সন্তান ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্য, তোমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্ত্তরূপে অবস্থিত হও। মানবসকল তোমাদের গুণগান করুক। হে প্রকৃতিদেবি, আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত সুখের পথ দেখাও। আমাদের মন হইতে ভ্রমকে দূর কর। অন্তঃকরণ হইতে দুষ্টতা দূর কর। আমাদের কার্য্যের ক্রমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে আমাদের পদস্খলন রহিত কর। জ্ঞানকে রাজ্য করিতে দাও।" আত্মাতে সততা বিস্তার কর এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তিকে স্থান দাও।"

এই প্রকৃতিবাদী হলবেকই কহিয়াছেন যে, আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই ও পরলোক নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই माननीय। স্বভাবের শক্তিই সর্ব্বেশ্বরী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব আদ্যাশক্তি কালীকে স্তব করিতেছেন,—

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥

"হে দেবি, সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অগোচর তমো-রূপী একা ছিলে। তোমা হইতে পরব্রহ্ম-ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" এস্থলে সাংখ্যদর্শন-প্রতিষ্ঠিত নির্লেপ পুরুষ ও ক্রিয়াবতী প্রকৃতিরূপ সাংখ্যমত হইতে এই তন্ত্রের মত নিরূপিত হইয়াছে, এরূপ স্থির করা যায়। পরে কথিত হইল যে,—

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যতে ॥

প্রলয়ান্তে তুমি তমোরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাচাতীত ও মনের অগম্যভাবে একাই অবস্থিতি কর।

ত্বমেব জীব লোকেঽস্মিংস্তং বিদ্যা পরদেবতা।

এই লোকে তুমিই জীব, তুমিই বিদ্যারূপা পর-

দেবতা। এস্থলে জীবচৈতন্য ও স্বভাবশক্তির ভেদ দেখা যায় না। ইহা সাংখ্যমতবিরুদ্ধ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতপসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
মনসা কল্পিত মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তথা॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিয়তে আত্মৈবেকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তাবৎ মানবের মোক্ষ হয় না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম্ম আচরণ করিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। তত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিতের মোক্ষ হয়। জপ, হোম ও শত শত উপবাস দ্বারা মুক্তি হয় না, কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' ইহা জানিলেই মোক্ষ। যদি মানস-কল্পিত-মূর্ত্তি পূজা করিয়া মানবের মোক্ষ হইত, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারা মানবগণ রাজা হইত। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনের ভেদ কেবল মায়ার দ্বারা ঘটে। বিচার করিলে আত্মাই অবশেষে থাকেন। সেই ব্যক্তিই আত্মবিৎ—যিনি জ্ঞানকে চিদ্রূপ আত্মা বলিয়া, জ্ঞেয়কে চিন্ময় বলিয়া ও আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন।

বস্তুতঃ তন্ত্রসকলের মত নানাপ্রকার; কোন একটী বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। একস্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে মিথ্যা, কোন স্থলে সত্য বলা হইয়াছে। কোন স্থলে নাদবিন্দু, কোন স্থলে প্রকৃতি, পুরুষ ও কোন স্থলে কেবলা প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ত্রীত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফল কথা এই,—তন্ত্রমত এরূপ গোলযোগ যে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা করা যায় না। 'সৃষ্টেরাদৌ' যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি একা ছিল পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিই বা কে, পরব্রহ্মই বা কে ? যে জীবের জ্ঞান হইলে পরব্রহ্ম হয়, সে জীবই বা কে ? 'ত্বমেব জীবলোকেঽস্মিন্" এই শ্লোকে প্রকৃতিকেই জীব বলা হইল। ইহাতে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। পরন্তু তন্ত্রসকলে যে সকল লতা-সাধন, পঞ্চ-'ম'কার সাধন, সুরাসাধন প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কর্ম্মী প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না॥ ১৪॥

অথবা ভাব এব স্যাৎ নেশ্বরো ন জগজ্জনঃ।
ভাবো নিত্য বিচিত্রাত্মা নাভাবো বিদ্যতে কৃচিৎ॥১৫॥

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি মানসিক ভাব ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (Objective World) বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (Subjective reality) বলি, তাহাও কার্য্যকর নয়। বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নাই। Bishop Berkely প্রভৃতি কয়েকটী লোক একপ্রকার ভাববাদী। এই ভাববাদের নাম Idealism বলিয়া তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলও (Mill) কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'ভাববাদ' শব্দে 'চিদ্বাদ' মনে করা উচিত নয়। বিষয়-ধ্যানকে ভাব বলা যায়। ঐ বিষয়-ধ্যান বাস্তবিক জড় বিষয়ের মাত্রাস্পর্শ মাত্র। জড় বিলক্ষণ কোন তত্ত্ববিশেষ নহে। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করে, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব ভাববাদ কখনই জড়বাদের অতীত নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বা জগজ্জন কিছুই নাই। তত্তদ্ভাবই বিদ্যমান। ভাব নিত্য ও বিচিত্রস্বরূপ। ভাবের কখনই অভাব হয় না। ভাবই অদ্বয়তত্ত্ব। এই মতটী নিতান্ত

অকিঞ্চিৎকর। চিত্তের উন্মাদ অবস্থায়ই কেবল এরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে। যাঁহারা ঐ মত গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কদাপি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ভাবকে জড় সূক্ষ্ম বলিয়া উক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব ভাববাদও জড়বাদমধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে ॥ ১৫ ॥

ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮৩ পৃষ্ঠার পর]

"স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গ-দ্বারা সেইরূপ হয় না।" ঐ ৩৫ শ্লোক

"প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্‌রূপ-ধর্ষিতঃ।
রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃষ্যরূপী হতত্রপঃ॥"
—ঐ ৩৬ শ্লোক

"দেখুন, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজের দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মা, ভয়ে মৃগ-রূপধারিণী নিজ কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্লজ্জের ন্যায় মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন।"

[ধর্ষিতঃ মোহিতঃ, রোহিদ্ভূতাং মৃগীরূপাংসতীং, ঋষ্যরূপী মৃগরূপী]

"তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া॥"
—ঐ ৩৭ শ্লোক

"অতএব কামিনীরূপ দর্শনে ব্রহ্মার পর্য্যন্ত যখন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদিসৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি কিরূপে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন? এক নারায়ণ ঋষি ভিন্ন এমন কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি প্রমদা-রূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন?"

[শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—"তেন ব্রহ্মণা সৃষ্টা মরীচ্যাদয়স্তৈঃ সৃষ্টাঃ কশ্যপাদয়স্তৈরপিদেবমনুষ্যাদয়স্তেষু মধ্যেষু কথম্ভূতেষু নারায়ণমৃতে নারায়ণং বিনা বর্ত্তমানেষু নারায়ণমনুপাসীনেষ্বিত্যর্থঃ। তেষু মধ্যে নারায়ণং বিনেতি ন ব্যাখ্যেয়ং নারায়ণস্য বিধিসৃজ্যত্বাপত্তেঃ॥"]

"বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্।
যঃ করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্॥"
—ঐ ৩৮ শ্লোক

"মাতঃ, আমার স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এই প্রমদা রূপিণী মায়া একটি মাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত পদানত করিয়া থাকে।"

(সুতরাং) "সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য॥"
—ঐ ৩৯ শ্লোক

"যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ যোগিগণ বলেন যে, কামিনীকুল মুমুক্ষু ব্যক্তি-গণের পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ।"

"যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥"
—ঐ ৪০ শ্লোক

"দেবনির্ম্মিতা যোষিৎরূপিণী মায়া (শনৈঃ) শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিবেন।"

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা হইতেও আমরা কএকটি শিক্ষণীয় বিষয় পাই, যথা—

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—মহাপ্রভু তাঁহার বাল্যলীলায় শ্রীহট্টবাসী পুরুষগণের বাক্যোচ্চারণ-রীতির অনুকরণ করিয়া তাঁহাদিগের কোপোৎপাদন করিতেন বটে, কিন্তু কোনদিনই তাঁহাদের স্ত্রীগণের সহিত কোনপ্রকার রঙ্গরহস্য করেন নাই—

"এই মত চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥
স্ত্রী-হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা,—বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ—নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধগণে ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৫।২৮-৩১

[শ্রীমন্মহাপ্রভু যোষিৎ সংক্রান্ত কোনরূপ গ্রাম্য-কথালোচনার প্রশ্রয় দেন নাই—এই প্রসঙ্গে এখানে গৌরনাগরীবাদ নিরসনার্থ "গৌরাঙ্গ—নাগর, হেন স্তব নাহি বলে"—এই কথাটি বলা হইয়াছে। শ্রীরাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভুর শ্রীরাধাভাবে বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনই গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণকে 'ব্রজবর-নাগর' বলায় কোন রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয় না, তিনি সম্ভোগ-রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হইলেও তাঁহার লীলাগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ অবশ্যই করিতে হইবে।]

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই—একদিন মহাপ্রভু (পুরীধামে) যমেশ্বর টোটা যাইতেছেন, এমন সময়ে এক দেবদাসী গুর্জ্জরীরাগিণীতে সুমধুর স্বরে 'গীতগোবিন্দ' পদ গান করিতেছিলেন, তাহা দূর হইতে শ্রবণমাত্র মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। স্ত্রীকণ্ঠ কি পুরুষ-কণ্ঠ তদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্য, পথে ছুটিয়া যাইবার সময় মনসা সিজের বেড়ায় শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, সে জ্ঞান নাই, আস্তে ব্যস্তে প্রভু-সেবক গোবিন্দ অতি তীব্রগতিতে ছুটিয়া গিয়া মহাপ্রভুকে জাপটিয়া ধরিলেন, সেই দেবদাসী অল্পদূরেই আছেন, গোবিন্দ মহাপ্রভুকে বুকের মধ্যে লইয়া বলিয়া উঠিলেন—'প্রভু স্ত্রীকণ্ঠ'। তখনই মহাপ্রভু চমকিয়া উঠিয়া থামিলেন, স্ত্রীনাম শুনিবামাত্র প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন আর বলিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে,—) গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৮৫

আরও কহিতে লাগিলেন—'গোবিন্দ, আমি তোমার এ ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না'। গোবিন্দ কহিলেন —'জগন্নাথ রাখেন মুই কোন্ ছার।' মহাপ্রভু কহিলেন—গোবিন্দ সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাকিয়া আমাকে সাবধানে রক্ষা করিবে। মহাপ্রভুর এই দিবসের লীলা শ্রবণে শ্রীস্বরূপাদি পার্ষদবৃন্দের মনে খুবই ভয়ের সঞ্চার হইল। সুতরাং মহাপ্রভুর এই লীলা আমাদের সকলেরই—বিশেষতঃ ত্যক্তগৃহগণের পক্ষে খুবই শিক্ষার বিষয়।

আর একটি লীলা প্রভুর ছোটহরিদাস-সম্বন্ধে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শুদ্ধতা সংরক্ষণার্থ মহাপ্রভুর এই অতিভাষণ কঠোর আদর্শ আমাদের সকলেরই সযত্নে অনুসরণীয়।

একদিন শ্রীভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, 'ঘরে ভাত করি' করে বিবিধ ব্যঞ্জন'। সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস, মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণে আনন্দ পাইতেন, তাঁহাকে আচার্য্য নিজে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন—

'মোর নামে শিখি মাহিতির ভগিনীস্থানে গিয়া।
শুক্ল চাউল এক মান আনহ মাগিয়া ॥'

[শুক্ল চাউল বলিতে আরোয়া বা আতপ চাউল —'আরোয়া নামক শালিধানের চাউল'। খুব সুগন্ধ সরু চাউল, 'মান' বলিতে 'উৎকলে প্রচলিত শস্য-মাপের কাঠা'।]

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মাধবী দেবীর পরিচয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী, আর পরমা বৈষ্ণবী ॥
প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন ॥

স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অৰ্দ্ধজন ॥”

এই বৃদ্ধা পরমা বৈষ্ণবী রাধিকার গণ মাধবী দেবীর নিকট শ্রীভগবান্ আচার্য্যের আদেশানুসারে ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর ভোগের জন্য আতপ চাউল মাগিয়া আনিয়াছেন, শ্রীভগবান্ আচার্য্য সেই চাউল মহাপ্রভুর ভোগোপযোগী জ্ঞানে পরমোল্লাসে অত্যন্ত প্রীতির সহিত রন্ধন করিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জনও তৎসহ রন্ধন করিলেন, শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে মহাপ্রসাদও আনাইলেন, আদা চাকি, লেবু, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য সমস্তই মহাপ্রভুর ভোজনের জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু আসিয়া ভোজনে বসিলেন, শাল্যন্ন দেখিয়া মহাপ্রভু আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন উত্তম অন্ন, এত চাউল কোথায় পাইলে? আচার্য্য কহিলেন—মাধবীর নিকট হইতে মাগিয়া আনা হইয়াছে। মহাপ্রভু কহিলেন—কে তাঁহার নিকট গিয়া মাগিয়া আনিল? আচার্য্য উত্তর দিলেন—প্রভু, ছোট হরিদাস গিয়া মাগিয়া আনিয়াছে, অন্নাদির প্রশংসা করিয়া আচার্য্যের প্রীত্যর্থ মহাপ্রভু ভোজনান্তে নিজগৃহ গম্ভীরায় আসিয়া গোবিন্দকে আদেশ করিলেন—

‘আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা।”

‘দ্বারমানা’ অর্থাৎ মহাপ্রভুর নিকট যাওয়া নিষেধ শুনিয়া হরিদাস মনে বড়ই দুঃখ পাইলেন; কিন্তু কিজন্য দ্বার মানা, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ছোট হরিদাস মৰ্ম্মান্তিক দুঃখে তিন দিন উপবাসী রহিলেন, স্বরূপাদি পার্ষদভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা, করে উপবাস ॥”
—চৈঃ চঃ অ ২।১১৬

মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ স্বরূপাদি মহাপ্রভুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু হরিদাস এমন কি অপরাধ করিল, যাহার জন্য সে আপনার নিকট আসিতে পারিবে না, সে মনোদুঃখে উপবাস করিতেছে? তদুত্তরে মহাপ্রভু কহিলেন—

“(প্রভু কহে—) বৈরাগী করে প্রকৃতিসম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥
দুৰ্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

[শ্রীভাগবত ৯।১৯।১৭ শ্লোক ও মনুসংহিতা ২।২।১৫]

‘মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥’
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥”
—চৈঃ চঃ অ ২।১১৭-১২০

ইহা বলিয়া মহাপ্রভু গৃহাভ্যন্তরে গেলেন, মহাপ্রভুর ক্রোধাবেশ দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। উপরিউক্ত ১১৭-১২০ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

“বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ‘বৈরাগী’ হইবেন। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। পাপবাসনা না থাকিলেও অথবা বাহ্যে কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিলেও সেইরূপ স্ত্রীসম্বন্ধ বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে। (এজন্য মহাপ্রভুর উক্তি—) অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া তাহার মুখ আমি দেখিতে পারি না।” (১১৭)

“দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন’ অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও (নারীর পুত্তলিকাও) মুনির মন হরণ করিতে পারে, অতএব বৈরাগীব্যক্তি নারীর সম্বন্ধ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন।” (১১৮)

[এজন্য আমার মনে হয়, পুরুষগণের ন্যায় নারীগণেরও এক একটি মঠ বা পারমার্থিক শিক্ষামন্দিরের পৃথক্ ব্যবস্থা থাকা নিরাপত্তা হিসাবে একান্ত প্রয়োজন। যেমন শিক্ষাবিভাগে—বালিকা বিদ্যালয় Girls School, College প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে রাজ্যসরকারের শুভদৃষ্টি থাকিলেই মনুষ্য সমাজের চারিত্রিক পবিত্রতা সংরক্ষিত হইতে পারে। তবে অধুনা স্কুল কলেজেও Co-education এর ব্যবস্থা আমার মতে কোন মতেই শুভ ফলদায়ক হইতে পারে না। অবশ্য আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি,

রাজনীতিবিশারদ রাজ্যের ব্যবস্থাপকগণই রাজ্যের হিতচিন্তা করিবেন।]

"মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত কখনও একাসনে উপবেশন করিবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।"

["মহারাজ যযাতি কাম-পরবশ ও স্ত্রীজিত হইয়া গ্রাম্য বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে স্বীয় সর্ব্বনাশ বুঝিতে পারিয়া অবশেষে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পত্নী দেবযানীকে নিজের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণন-পূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করিতেছেন।" (অনুভাষ্য)। এখানে 'অবিবিক্তাসনঃ' অর্থ—অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ। 'নাবিবিক্তাসনো বসেৎ' (ভবেৎ ইতি পাঠান্তরম্)—সঙ্কীর্ণ আসনে বসিবে না বা সঙ্কীর্ণাসন হইবে না অর্থাৎ একাসনে বসিবে না, এইরূপ অর্থ। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও অর্থ করিয়াছেন—অবিবিক্তং অপৃথগ্ভূতং আসনং যস্য সঃ।]

শ্রীল ঠাকুরের নিম্নলিখিত ১২০ সংখ্যক পয়া-রের অর্থটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যথা—

"সাধনভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবো-দয় হইলে যে পুরুষের বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে যাহারা ভেক গ্রহণ করে, তাহাদের বৈরাগ্যের নামই —'মর্কট বৈরাগ্য'। অনধিকারী জীবসকল কোন না কোন কারণে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তদ-নন্তর ইন্দ্রিয় চালিত হইয়া প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে।" [(ঠাকুরের রচিত একটি গীতিও আছে—'হয় অকাল ভেকে সর্ব্বনাশ'।) শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন—"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥" (চৈঃ চঃ ম ১৬।২৩৮) এই পয়ারের 'মর্কট বৈরাগ্য' শব্দের ভাষ্যে ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"হৃদয়ে বিষয়চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্নগুলি ধারণ,—এই সকলই মর্কট বৈরাগীর লক্ষণ।" 'মর্কট' শব্দার্থ 'বানর'—ধূর্ত্তের শিরোমণি, বাহিরে ফল মূলভোজী দিগম্বর প্রভৃতি, কিন্তু অন্তরটি দুষ্টামিপরিপূর্ণ, এজন্য মহাপ্রভু মর্কট বা বাঁদুরে বৈরাগ্য শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।]

অন্য আর একদিন ভক্তগণ হরিদাসের জন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন জানাইলেন—

"অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ॥"১২৩॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন—

(প্রভু কহে—) মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥১২৪॥
নিজকার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ, আমা না দেখিবে হেথা॥১২৫॥

এস্থলে ১২৩ সংখ্যক পয়ারের ভাষ্যে ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"মাধবীর নিকট অন্ন ভিক্ষা করার ছোট হরি-দাসের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মহাপ্রভুর সেবাসুখবাসনা ছিল; তথাপি সেই কার্য্যে একটি অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটি অপরাধ, তাহা বৈরা-গীর পক্ষে মহদপরাধ বটে, কিন্তু প্রভুসেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে 'সামান্য' বলিলেও বলা যায়।"

ভক্তগণ মহাপ্রভুর তীব্রশাসন-বাক্য শ্রবণে ত্রাসে ও লজ্জায় নিজ নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া সকলেই উঠিয়া গেলেন এবং নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। মহা-প্রভুও মাধ্যাহ্নিক কৃত্য করণার্থ চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বজ্রাদপি কঠোর চিত্ততার লীলা দুর্ব্বোধ্য। আর এক দিন ভক্তগণ সকলেই শ্রীল পরমানন্দ পুরী গোস্বামিপাদের নিকট গিয়া নিবেদন জানাইলেন—প্রভো আপনি কৃপাপূর্ব্বক একবার মহাপ্রভুর নিকট গিয়া ছোট হরিদাসের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করুন। ভক্তগণের প্রার্থনানুসারে তিনি মহাপ্রভুর নিকট গেলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সসম্মানে বসাইয়া তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য নিবেদন জানাইলেন। মহাপ্রভু তচ্ছ্রবণে কহিলেন—

" ... ... —শুনহ গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥

মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥"

ইহা বলিয়াই মহাপ্রভু গোবিন্দ:কে ডাকাইয়া পুরী গোস্বামীকে নমস্কার জ্ঞাপন পূর্ব্বক আলালনাথে যাইবার জন্য উঠিয়া চলিলেন। তখন পুরী গোস্বামী দ্রুতগতিতে প্রভুর অগ্রে গমন করতঃ অনুনয় বিনয়ে তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া কহিতে লাগিলেন—"প্রভু তুমি স্বতন্ত্রঈশ্বর, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু কহিবার বা করিবার সামর্থ্য নাই। তোমার যাবতীয় আচরণ লোককল্যাণার্থ, তোমার গম্ভীর হৃদয়ের গূঢ় রহস্য আমরা কি বুঝিব ?" ইহা বলিয়া পুরী গোস্বামিপাদ নিজস্থানে গেলেন এবং ভক্তগণও সকলে ছোট হরিদাসসমীপে আসিলেন। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী কহিলেন—"হরিদাস, আমার একটি কথা শ্রবণ কর, আমরা সকলেই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষা করি, ইহা বিশ্বাস কর, এখন তুমি স্বতন্ত্রঈশ্বর মহাপ্রভুর হঠে (জেদে) পড়িয়াছ, তিনি পরম দয়ার্দ্র-হৃদয়, অবশ্যই তোমাকে কৃপা করিবেন। কিন্তু তুমিও যদি হঠ কর, তাহা হইলে তাঁহার হঠ আরও বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং হঠ ছাড়িয়া তুমি স্নান-ভোজন কর, তাহা হইলে আপনা হইতেই তাঁহার ক্রোধ উপশমিত হইবে।" এইরূপে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে স্নানাহার করাইয়া এবং মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির আশ্বাস দিয়া সকলেই নিজ নিজ ভজনকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে প্রত্যহ মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শন-গমনকালে প্রভুর বিরহ-কাতর হরিদাস দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করেন। কৃপা-সিন্ধু—ধর্ম্মসেতু-ধর্ম্মবর্ম্ম মহাপ্রভু সদ্ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝাই-বার জন্য নিজভক্তকেও দণ্ড দিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। মহাপ্রভুর এই বজ্রাদপি কঠোর আদর্শ দর্শনে সাধকভক্তগণের হৃদয়ে ভয়ঙ্কর ত্রাসের উদয় হইল—'স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণ'। এই প্রকারে মহাপ্রভুর ঔদাসীন্য লীলায় হরিদাসের এক বৎসর অতিবাহিত হইল, তথাপি মহাপ্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিয়া হরিদাস কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন মহাপ্রভুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক জন্মজন্মান্তরেও তাঁহার কৃপা-প্রাপ্তির আশায় প্রয়াগে গমন করতঃ ত্রিবেণীসঙ্গমে দেহ রক্ষা করিলেন। তখনই মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি দিব্যগতি লাভ করতঃ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া অন্ত-রীক্ষে থাকিয়া গন্ধর্ব্বদেহে প্রত্যহ রাত্রে মহাপ্রভুকে গান শুনাইতে লাগিলেন, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিলেন না। একদিন দয়াময় মহাপ্রভু ভক্তগণকে ডাকিয়া কহিলেন—হরিদাস কোথায়, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। তখন ভক্তগণ কহিলেন—প্রভু বর্ষপূর্ণ দিনে আমাদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া হরিদাস রাত্রে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আমরা কেহই তাহা জানি না। তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, তদ্দর্শনে ভক্তগণের মনে বিস্ময় জন্মিল। একদিন শ্রীজগদানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সমুদ্রস্নানে গিয়া কিছুদূর হইতে ছোট হরিদাসের উচ্চস্বরে সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মনুষ্য দেখা যাইতেছে না, অথচ সুস্পষ্ট সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, ইহাতে গোবিন্দাদি ভক্তগণ অনুমান করিলেন—মহাপ্রভুর অদর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া হরিদাস হয়ত বিষাদি ভক্ষণে আত্মহত্যা করিয়াছে, সেই পাপে বোধ হয় সে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়াছে, নতুবা আকার দেখা যাইতেছে না, অথচ তাহার গান শুনা যাইতেছে। ভক্তগণের এই প্রকার জল্পনা কল্পনা শুনিয়া শ্রীল স্বরূপ দামোদর কহিলেন—

"(স্বরূপ কহেন—) এই মিথ্যা অনুমান॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভু কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি সে হয়।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয়॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।১৫৭-১৫৯

ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের নিকট প্রয়াগে হরি-দাসের দেহত্যাগের সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন—

"যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল।
শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল॥"

—ঐ ১৬১

অতঃপর বর্ষান্তরে যখন সেন শিবানন্দ গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দসহ পুরীধামে মহাপ্রভুর চরণান্তিকে আসিয়া

মিলিত হইলেন, তখন শ্রীবাস মহাপ্রভুর পাদপদ্মে 'ছোট হরিদাস কোথায় ?' জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—'স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্'। অতঃপর শ্রীবাস নবদ্বীপে প্রয়াগ হইতে সমাগত বৈষ্ণবের নিকট শ্রুত হরিদাস যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিলে মহাপ্রভু সুপ্রসন্নচিত্তে সহাস্যবদনে কহিলেন—

"(শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্নচিত্ত।)
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥"

—ঐ ১৬৫ সংখ্যা

শ্রীল ঠাকুর তাঁহার অঃ প্রঃ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ভেকধারী সাধক বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্‌জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।"

এইসকল ঘটনা শ্রবণে স্বরূপাদি সকল ভক্ত মিলিয়া বিচার করিলেন—"ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভু-পাশ আইলা ॥"—ঐ ১৬৬ সংখ্যা

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান-লীলা বর্ণনান্তে কহিতেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ হৃৎকর্ণরসায়ন লীলা শ্রবণে ভক্তগণের হৃদয় জুড়াইয়া যায়, কর্ণ ও মন পরিতৃপ্ত হয়। ইহাতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়—

"আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচসাত ॥
মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র-গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্তধীর ॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।১৬৮-১৭১

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"প্রভু কর্ত্তৃক ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদানলীলা-দ্বারা শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণভজনেচ্ছু সাধক মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা লক্ষ্য করিবেন—

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরম কারুণিক হইয়া নিজ পার্ষদভক্ত ছোট হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃতসহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ সরল ও নিষ্পাপজীবন লইয়া ভগবদ্‌ভক্তের যেরূপ গৌরকৈঙ্কর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজনজ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও সহ্য করিতে প্রভু প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকলপ্রকার ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে অপরাধাদিমার্জ্জিত ও মুক্ত হইয়া তাঁহার সুকৃতি ও সদ্‌গতি লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদানলীলা শুদ্ধভজনপিপাসু সাধকমাত্রেরই বিশেষভাবে

অনুশীলনীয়। ভজনমার্গে বৈষ্ণবসদাচার পালনে শৈথিল্য উপস্থিত হইলে আমরা হরিগুরুবৈষ্ণবকৃপায় চিরতরে বঞ্চিত হইব। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভু তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে 'যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে। তবে ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।।" এই বাক্যটি শুনাইয়া বিশেষভাবে সাবধান করিয়াছেন।

আমরা এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের মাতৃবৃন্দকে গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি, তাঁহারা যেন ত্যক্তগৃহ পুরুষদেহধারী ভক্তবৃন্দের চরণে হস্ত দিয়া প্রণাম না করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষভক্তবৃন্দকেও মহিলাভক্ত-স্পর্শ হইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীভগবান্ কপিলদেবের শ্রীমুখ-বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম কোন দিনই কোন মহিলাভক্ত স্পর্শ করিতে পারেন নাই। পুরুষ ভক্তগণের পশ্চাতে দূরে থাকিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন, প্রণতি জ্ঞাপন ও শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতেন।

আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে ২১ দিনব্যাপী শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা, শ্রীমঠে অগণিত দর্শনার্থীর সমাবেশ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে গত ১২ বৈশাখ (১৪০০), ২৫ এপ্রিল (১৯৯৩) রবিবার শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া শুভবাসর হইতে ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ মে শনিবার পর্য্যন্ত ২১ দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবটীকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের এবং শ্রীমঠের প্রতি অনুরক্ত ভক্তগণের অদম্য উৎসাহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। চন্দনযাত্রা-উৎসবের উদ্ঘাটনের জন্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও উত্তরভারত প্রচারে ব্যাপৃত থাকায় তৎকালে তিনি আগরতলায় আসিতে পারেন নাই। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুরোধক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ আগরতলা মঠে শুভপদার্পণ করতঃ সংকীর্ত্তনসহ যথাবিহিতভাবে উদ্ঘাটন-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। অবশ্য শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ উদ্ঘাটন-অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। শ্রীমঠের অন্তর্গত পুষ্করিণীটী সংস্কৃত হইয়া শ্রীজগন্নাথের বিহারস্থল চন্দনপুকুর হয়। উক্ত চন্দনপুকুরের অভ্যন্তরে সুরম্য শ্রীমন্দির, পুকুরের পাড় হইতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশের এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমার জন্য সুন্দর প্রাকারের দ্বারা বেষ্টনযুক্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমাণিক সেন মহাশয়ের স্থাপত্যবিদ্যা নৈপুণ্যে ও তত্ত্বাবধানে শ্রীমন্দিরটী সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ চন্দনপুকুরের অভ্যন্তরস্থ শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য অক্ষয়তৃতীয়াবাসরে সুসম্পন্ন করেন।

পুরুষোত্তমধামে চন্দনপুকুরের প্রকাশ এবং শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা।
তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ॥
—পদ্মপুরাণ-(উৎকল খণ্ড)

শ্রীজগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—'বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিবাসরে সুগন্ধি চন্দনের দ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।'

'অনুলেপনমুখ্যন্ত চন্দনং পরিকীর্ত্তিতম্।'
—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

অনুলেপন দ্রব্যসমূহের মধ্যে চন্দনই শ্রেষ্ঠ।

চন্দনযাত্রাকালে পুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদনমোহনদেব শ্রীমন্দির হইতে প্রত্যহ শিবিকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে আসেন। শ্রীনরেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রার জন্য দীর্ঘিকা খনিত হওয়ায় তাহার নাম 'নরেন্দ্রসরোবর'। চন্দনযাত্রা হয় বলিয়া তাহার অপর নাম চন্দনপুকুর। পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি 'গোবিন্দদেব' যাইতেন, বর্ত্তমানে মদনমোহন যান। একটী শিবিকায় শ্রীমদনমোহন—শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীর সহিত ও আরও একটী শিবিকায় শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ মন্দির হইতে চন্দনযাত্রাকালে প্রত্যহ চন্দনপুকুরে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্ত্রী বা সেবকরূপে শ্রীলোকনাথ, শ্রীযমেশ্বর, শ্রীকপালমোচন, শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর—পঞ্চমহাদেবের বিজয়বিগ্রহগণও পঞ্চ শিবিকায় চন্দনপুকুরে আসেন। শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে চন্দনপুকুর পর্য্যন্ত রাজপথের স্থানে স্থানে বিরাজিত পত্র-পুষ্পফলাদির দ্বারা নির্ম্মিত ছায়ামণ্ডপ শ্রীমদনমোহনের বিশ্রামের জন্য। তথায় পঙ্ক্তি ভোগ হয়। শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে একটী নৌকায় লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ শ্রীমদনমোহন এবং আরও একটী নৌকায় শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমহাদেবসহ বিহার করেন।

সরোবরে মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনটী মন্দির আছে, মধ্যের মন্দিরটী বৃহত্তম। মধ্যের মন্দিরে জলাধারে শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীর স্নান হয়। মন্দিরে তাঁহাদের পূজা-ভোগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠানের পর অধিক রাত্রিতে শ্রীবিগ্রহগণ শিবিকারোহণে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীচন্দনযাত্রাকালে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে গোবিন্দের নৌকাবিহার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত জলকেলিলীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে।"

আগরতলাস্থিত শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধিরূপে শ্রীমদনমোহন শ্রীরাধিকাসহ সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে চন্দনপুকুরে আসেন, একটী নৌকায় তাঁহারা কতিপয় সেবকসহ এবং অপর নৌকায় কীর্ত্তনরত ভক্তগণ চন্দনপুকুরে বিহার করেন। তৎপশ্চাৎ পুনঃ নৌকা হইতে শিবিকায় আরোহণ করতঃ শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধিকা চন্দনপুকুরের অভ্যন্তরস্থ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন, তথায় জলাধারে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবিয়া তাঁহাদের স্নান, তৎপরে পূজা, শৃঙ্গার, ভোগের পর আরতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের এবং নৌকায় ও চন্দনপুকুরস্থ শ্রীমন্দিরে একাকী সর্ব্বপ্রকার পূজা-সেবা নিষ্ঠার সহিত করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

প্রথম দিকে চন্দনযাত্রায় শ্রীবিগ্রহগণের নৌকাবিহারের সময় নৌকায় আসীন ছিলেন শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীবিগ্রহসেবার জন্য, পরবর্ত্তিকালে চন্দনযাত্রার শেষের দিকে শ্রীমঠের আচার্য্য ও শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীও নৌকায় সমাসীন হইয়াছিলেন। নৌকাবিহারের সময় ভক্তগণ বিপুলসংখ্যায় চন্দনপুকুরের চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন এবং চন্দনপুকুরের পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন। চন্দনপুকুরে মৎস্যের বিচরণ দর্শনের জন্য অনেকে জলে মুড়ি নিক্ষেপ করিতেন।

পুরীর ন্যায় ভক্তগণের প্রসাদ গ্রহণের সৌকর্য্যার্থ মঠের অভ্যন্তরে 'আনন্দবাজার' স্থাপিত হইয়াছে।

আনন্দবাজারে 'খাজা' প্রসাদ প্রাপ্তির আশায় প্রার্থি-গণের ভীড় হইত।

শ্রীচন্দনযাত্রা উৎসবকালে শ্রীমন্দিরের বাহিরে রাস্তায় প্রত্যহ মেলা বসিত, খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্যও বেচা-কেনা হইত।

শ্রীল আচার্য্যদেব উত্তরভারতে প্রচার-ভ্রমণান্তে ১০ মে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া ১২ মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারিসহ প্রাতের বিমানে আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে শতাধিক স্থানীয় ভক্ত কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। সংকীর্ত্তনরত ভক্তগণ একটী বাসে অগ্রে ও তৎপশ্চাৎ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তিনটী মটরযানে সহর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ-বাড়ীতে পৌঁছিলে পুনরায় স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব চন্দনপুকুরস্থ নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দির দর্শন এবং 'আনন্দবাজার' ও 'মেলা' প্রভৃতি সবই পরিদর্শন করিয়া উল্লসিত হন। প্রবল বর্ষণকালে চন্দনযাত্রা দর্শনে ও মেলায় মধ্যে মধ্যে বিঘ্ন উৎপাদিত হয়, নতুবা মঠে প্রত্যহ অগণিত দর্শ-নার্থীর ভীড়। শ্রীআচার্য্যদেব তাঁহার অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রাতে ও প্রত্যহ রাত্রিতে হরিকথা পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামো-দর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নার-সিংহ মহারাজের দীর্ঘদিন ব্যাপী হরিকথা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে এবং সমাপ্তি দিবসে সহস্রাধিক ভক্ত শ্রীমদনমোহনের শিবিকার অনুগমনে নৃত্যকীর্ত্তন ও বাদ্যাদিসহ সহর পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীচন্দনযাত্রাকালে স্ত্রী-পুরুষ শিশু-যুবা-বৃদ্ধ উচ্চ-নীচ বর্ণনির্ব্বিশেষ শ্রীজগন্নাথবাড়ী নরনারীগণের পবিত্র এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় শ্রীজগ-ন্নাথদেবই সর্ব্বপ্রাণীর মিলনের একমাত্র সাধারণ যোগসূত্র প্রদর্শিত হয়। চন্দনযাত্রা উদ্ঘাটনকালে এবং সমাপ্তিকালে দূরদর্শনের দ্বারা উৎসবানুষ্ঠান প্রচারিত হয়। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহেও উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত স্থানীয় দীক্ষিত শিষ্য শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী (শ্রীহারাণ চন্দ্র সাহা) আগরতলা মঠ—শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে মহোৎসবের রন্ধনের জন্য পাকা রন্ধনশালা নির্ম্মাণের পূর্ণানুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া-ছেন। ৩১ বৈশাখ, ১৪ মে শুক্রবার প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীতুলসী ও শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যের অনুগমনে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করতঃ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া রন্ধনশালার উদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী উক্ত দিবস বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সুন্দরভাবে শিবিকা নির্ম্মাণ করিয়া, চন্দনযাত্রা উৎসবে চন্দনপুকুরে বিহারের জন্য দুইটী আধুনিক নৌকার ব্যবস্থা করিয়া, বিভিন্ন দিনে মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়া তত্রস্থ ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী, দেরাদুন (উত্তর-প্রদেশ)ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত শিষ্য নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী প্রভু একাশীতি বৎসর বয়সে উত্তরপ্রদেশে দেরাদুনসহরে হাথিবর্কলাস্থিত (১৬/৩এ, নিউ ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডস্থ) নিজালয়ে

সজ্ঞানে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে বিগত ৩ পৌষ (১৩৯৯), ১৯ ডিসেম্বর (১৯৯২) শনিবার কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে বেলা ১১টা ৪০ মিঃ-এ স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শেষদাহকৃত্য শ্রীবিভুচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমদাস প্রভুজী, শ্রীতুলসীদাস প্রভুজী, শ্রীসদানন্দদাস প্রভুজী প্রভৃতি স্থানীয় দেরাদুন—ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের উপস্থিতিতে এবং রোহিণীপ্রভুর পুত্রগণের ব্যবস্থায় যথারীতিভাবে সুসম্পন্ন হয়। ইনি দেরাদুনস্থ Survey of India তে Reord Keeper-রূপে কার্য্যকরা-কালে হাথিবরকলায় ৪৬ নম্বর কোয়ার্টারে অবস্থান করিতেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব দেরাদুনে প্রথমবার শুভপদার্পণ করিলে তিনি প্রত্যহ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত হরিকথামৃত শুনিতে আসিতেন। ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ উক্ত সনে সস্ত্রীক শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হন। ক্রমশঃ ইনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইয়া হরিকথার দ্বারা সকলকে হরিভজনে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইনি গৃহস্থ হইয়াও সদাচারনিষ্ঠ স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি শুদ্ধভক্তিপর সমস্ত বৈষ্ণবব্রত, এমন কি চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদিও পালন করিতেন। ইঁহার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া স্থানীয় ভক্তগণ ইঁহার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীরোহিণী কুমার সিংহ রায়। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ যখনই দেরাদুনে আসিতেন সামর্থ্য থাকাকাল পর্য্যন্ত ইনি নিয়মিতভাবে সস্ত্রীক হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসিতেন। ইনি তাঁহার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবকে আনয়ন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারেও যত্ন করিয়াছিলেন। গত ১৬ পৌষ, ১ জানুয়ারী শুক্রবার শুক্লাষ্টমী তিথিবাসরে ইঁহার পারলৌকিক কৃত্য যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। কএক শত নরনারী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-ব্যাপদেশে সদলবলে ২৬ এপ্রিল দেরাদুন মঠে শুভপদার্পণ করিলে রোহিণী প্রভুর পুত্রগণ কর্ত্তৃক রোহিণীপ্রভুর স্মৃতিতে ৩০ এপ্রিল মঠে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব রোহিণীপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীরোহিণীপ্রভুর স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

পাঞ্জাবে, চণ্ডীগড়ে, হরিয়াণায় এবং উত্তরপ্রদেশে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ

রোপর (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি—৯ চৈত্র (১৩৯৯), ২৩ মার্চ্চ (১৯৯৩) মঙ্গলবার হইতে ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজ শেখ্‌রি), শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ) প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত রোপর-নিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারপার্টী সহ কলিকাতা হইতে হাওড়া-কাল্‌কা মেলে বিগত ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ শনিবার যাত্রা করতঃ ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ সোমবার প্রত্যূষে চণ্ডীগড় ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। উক্ত দিবস চণ্ডীগড়-মঠে সকলের অবস্থিতি হয়। পরদিবস পূর্ব্বাহ্ন ৯টা ২৫ মিঃএ শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরযানযোগে চণ্ডীগড় হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০-২৫ মিঃ-এ সদলবলে গৃহস্থভক্তগণসহ রোপরে উপনীত হইলে স্থানীয় সনাতন ধর্ম্মসভার সদস্যগণ এবং বহু নরনারী কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ পূর্ব্বে তথায় শ্রীজগজ্জীবন দাসসহ শুভাগমন করতঃ প্রচার করায় ভক্তসমাবেশ অধিক হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারপার্টীতে আসিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাই দাস, শ্রীজীবেশ্বর দাস, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী (গোলাঘাট, আসাম) ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী। ২৩, ২৫ ও ২৬ মার্চ্চ সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রীসনাতন-ধর্ম্মসভা পরিচালিত শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে এবং ২৪ মার্চ্চ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। প্রত্যহ রাত্রিতে সভাশেষে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে সাধুগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃত্য কীর্ত্তনে যোগদানকারী নরনারীগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

২৪ মার্চ্চ অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে বাসযোগে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ নগরসংকীর্ত্তনে যোগ দিলে শোভাযাত্রার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পায়। এইরূপ ধর্ম্মসম্মেলন ও শোভাযাত্রা রোপর-সহরে প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় সহরে অভাবনীয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দোচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হয়।

সাধুগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে। বহিরাগত অতিথিগণ শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী বাসভবনে অবস্থান করেন। ভক্তগণের প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা শ্রীমন্দিরের দ্বিতলে সাধুনিবাসের সম্মুখস্থ প্রশস্ত স্থানে হইয়াছিল। সম্মেলনের প্রথম ও শেষ দিবসে শ্রীসনাতন-ধর্ম্মসভার সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা, প্রচার-অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী এবং সম্পাদক শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা আবেগময়ী ভাষায় হৃদয়ের আনন্দ ব্যক্ত করতঃ শ্রীমঠের আচার্য্য এবং সাধুগণের প্রতি তাঁহাদের হার্দ্দী শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় সজ্জনগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে মাতারাণী চৌকস্থ শ্রীবলরাম দাসের (শ্রীবলজিৎ সিংএর), শ্রীসনাতন-ধর্ম্মসভার সম্পাদক শ্রীমূলরাজ শর্ম্মার, জ্ঞানী জৈল সিং রোডস্থ শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারীর (শ্রীযোগরাজ শেখ্‌রির), মীরাবাঈ চৌকস্থ শ্রীসুভাষ ভিগের, মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীটি-এল্ গ্রোবারের, ডেপুটী কমিশনার শ্রীমনমোহন হরিয়ার আলয়ে, রোপর থার্ম্মেল প্ল্যান্ট কলোনির শ্রীমন্দিরে, শ্রীরামমন্দিরে ও

গুগামারি মহল্লায় সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। রোপরের ডেপুটী কমিশনার শ্রীমনমোহন হরিয়াজী হরিকথা শ্রবণের জন্য সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে আসিয়া ধর্ম্মসম্মেলনেও যোগ দিয়াছিলেন।

জ্ঞানী জৈল সিং রোডস্থ শ্রীযোগরাজ শেখ্‌রি তাঁহার গৃহের সম্মুখস্থ বিরাট প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে ধর্ম্ম-সভার এবং তাঁহার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা করিয়া মঠপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড়ঃ—অবস্থিতি—১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ শনিবার হইতে ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ৪টী মটরযানে এবং একটী মেটাডোরযোগে ২৭ মার্চ্চ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় রোপর হইতে যাত্রা করতঃ বেলা ১২-২০মিঃ-এ চণ্ডীগড় মঠে শুভাগমন করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত ও সম্বর্দ্ধিত হন। রোপর হইতে বিদায়কালে তথাকার অগণিত নরনারী বিচ্ছেদজনিত দুঃখার্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পাঁচদিন-ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন গত ২৮ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউর কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, হরিয়াণা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু, নিউদিল্লী, দেরাদুন হইতেও বহুশত ভক্ত উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পাঁচদিনব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে পাঞ্জাব বিধানসভার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী স্পীকার শ্রীনসিব সিং গিল্, হরিয়াণা রাজ্য-সরকারের সেক্রেটারি শ্রীজে-ডি গুপ্তা, আই-এ-এস্, শ্রীসত্যপাল জৈন, এড্‌ভোকেট, মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার শ্রীপি-এস্ যশপাল। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এয়ার কমোডর শ্রীএ-কে গোয়েল, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীজওহর-লাল গুপ্ত, হরিয়াণা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজগপাল সিং, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীবিভা-গের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শ্রীডি-পি মৈনি, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীজে-ডি গুপ্ত। পঞ্চম বা শেষ অধিবেশনে বিশিষ্ট অতি-থির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন হরিয়াণা বিধানসভার স্পীকার (অধ্যক্ষ) শ্রীঈশ্বর সিং। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'সংসার-দাবানল হইতে মুক্তির উপায়', 'অনন্যভক্তির সর্ব্বোত্তমতা', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার পার্থক্য', 'সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'গীতানুশীলনের চরম উপকারিতা কি?'

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন—শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২৯ মার্চ্চ সোমবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ চণ্ডীগড় সহরের ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকার হইতে নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র পুলিসের ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৩০ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীবিগ্রহগণের প্রকটতিথিতে পূর্ব্বাহ্নে পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার এবং মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ চৈত্র, ১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীরামনবমী-তিথি উপবাস-ব্রত ও সংকীর্ত্তন সহযোগে পালিত হয়। উক্ত দিবস ভাটিণ্ডা-সহরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ সেবকগণসহ মটরযানযোগে গিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের

মুখ্য তত্ত্বাবধানে এবং তত্রস্থ মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সমবেত সেবা-প্রচেষ্টায় চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া বিভিন্ন দিনে শ্রীকস্তুরীলাল আবরোলের, শ্রীরামগোপাল বাংশালের, শ্রীঅবিনাশ বাজাজের, মাননীয় বিচারপতি শ্রীজওহরলাল গুপ্তের, শ্রীঈশ্বর চাঁদ গুপ্তের ও কৃষ্ণগোপাল কারাকার গৃহে সাধুগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রাবলম্বনে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিষয়ক কথা পরিবেশন করেন। বিচারপতি শ্রীজওহরলাল গুপ্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত বার্ত্তালাপকালে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—কেহই কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করায় দেশের সর্ব্বস্তরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে; কেহ কাহাকেও না মানা, কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিয়া লভ্যাংশ পাইবার প্রবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা—ইহাই যদি স্বাধীনতার অর্থ হয়, সেই দেশের সমুন্নতি সুদূরপরাহত।

চণ্ডীগঢ়ে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসবান্তে সেবক শ্রীজীবেশ্বর দাসসহ ২ এপ্রিল শুক্রবার কলিকাতা যাত্রা করেন।

আম্বালা ক্যাণ্ট, হরিয়াণা ঃ— অবস্থিতি—২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল (১৯৯৩) রবিবার হইতে ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত ক্যাপ্টেন শ্রীতুলসীরামজীর মুখ্য উদ্যোগে আম্বালা-ক্যাণ্ট সহরে গোবিন্দনগরস্থ প্রসিদ্ধ শ্রীবাঙ্কেবিহারী মন্দিরে গত ৪ এপ্রিল হইতে ৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী হরিনামসংকীর্ত্তন-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য চণ্ডীগঢ় মঠ হইতে রিজার্ভ বাস-যোগে সদলবলে ৪ এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্নে যাত্রা করতঃ বেলা ১১ ঘটিকায় উপনীত হইলে শ্রীবাঙ্কে-বিহারী মন্দিরের সদস্যগণ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং স্থানীয় নরনারীগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীঅভয়চরণ দাস রিজার্ভ বাসের সহিত আসিয়াছিলেন। চণ্ডীগঢ় হইতে এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত শ্রীমন্দিরের সাধুনিবাসে সাধুগণ এবং বিদ্যালয়-গৃহে গৃহস্থ ভক্তগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (পাটিয়ালার) এবং শ্রীকানাই দাস তথায় দুইদিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু ও জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী আম্বালা ক্যাণ্টে প্রচারপার্টীর সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীবাঙ্কেবিহারী মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। প্রাতের অধিবেশনে হরিকথা পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

৬ এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রী-বাঙ্কেবিহারী মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আম্বালা-ক্যাণ্ট সহরের গোবিন্দনগর, অজিতনগর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া পুনঃ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। চণ্ডীগঢ় হইতে ভক্তগণ একটী রিজার্ভ বাসে আসিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিলে স্থানীয় নরনারীগণের উৎসাহ ও উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। এইজাতীয় প্রাণমাতান নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পূর্ব্বে দর্শন না করায় নরনারীগণ খুবই অনুপ্রাণিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে প্রার্থিত হইয়া গোবিন্দনগরস্থ শ্রীআত্ম-প্রকাশের গৃহে, অজিতনগরস্থ ক্যাপ্টেন শ্রীতুলসীরামজীর বাসভবনে এবং আম্বালা সিটিতে স্বধামগত শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মার গৃহে সাধুগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীবাঙ্কেবিহারীমন্দির-সভার প্রধান শ্রীমতী পুষ্পলতা সাধুগণের ও ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জলন্ধর সহর (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি—২৪ চৈত্র (১৩৯৯), ৭ এপ্রিল (১৯৯৩) বুধবার হইতে ১ বৈশাখ (১৪০০), ১৪ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত।

হরিয়াণা রাজ্যের 'হিসার'-নিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শিষ্যা শ্রীমতী কমলেশ এবং তাঁহার পতি শ্রীবাবুরাম শর্ম্মা পুত্রের স্বধামপ্রাপ্তিতে শোকগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে এবং তাঁহাদের পুত্রের পারলৌকিক কৃত্যে উপস্থিত থাকিতে প্রার্থিত হইয়া ৭ এপ্রিল বুধবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ আম্বালা ক্যাণ্ট হইতে বাসযোগে 'হিসার' রওনা হইয়া যান। শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীর অন্যান্য সকলকে লইয়া এবং লুধিয়ানার শ্রীকেবল-কৃষ্ণ দাস ও জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী সহ আম্বালা-ক্যাণ্ট হইতে রিজার্ভ-বাসে পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় জলন্ধর-সহরে প্রতাপবাগস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধামাধব-মন্দিরে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। বাসটী অনেক ঘুরিয়া আসায় বিলম্বে পেঁছে। জলন্ধর সহরে পাঞ্জাবের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-রাধামাধব মন্দিরের কোন অংশই ভাড়া দেওয়া হয় নাই—মঠের মতই পরিবেশ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং তত্রস্থ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় উক্ত মন্দিরটী সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসরই উক্ত মন্দিরের সমুন্নতি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও মঠের বৈষ্ণবগণ সুখী ও উৎসাহিত হন। সংকীর্ত্তন-ভবনের দ্বিতলে কএকটী কামরা অতিথিগণের অব-স্থানের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। সংকীর্ত্তনভবন ও শ্রীমন্দির উভয়ই মনোরম। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের বিধানানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রাধামাধব মন্দিরে—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধামাধব বিগ্রহগণ নিত্য সেবিত হইতেছেন। জলন্ধরে বা পাঞ্জাবের অন্যত্র এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির দৃষ্ট হয় না। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ৮ এপ্রিল হিসার হইতে জলন্ধরে শুভাগমন করেন।

জলন্ধর সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ভক্তগণের উদ্যোগে চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক (৩৪ বর্ষপূর্ত্তি) শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন-সম্মেলন উপলক্ষে ২৫ চৈত্র, ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়-ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, চণ্ডীগড়, জম্মু ও নিউদিল্লী হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরের সং-কীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভায় 'হরিনাম-সং-কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। ৮ এপ্রিল হইতে ১০ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রাতের অধিবেশনে এবং ১১ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নের অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে বাদ্যাদিসহ সহস্রাধিক নর-নারী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ বাহির হইয়া সহরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করেন। নিরাপত্তার জন্য পাঞ্জাব সরকার হইতে প্রচুর সশস্ত্র পুলীশ গার্ডের ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা পাঞ্জাবের অধিবাসিগণের ভয়-ভীতি হ্রাস পাইয়াছে, এখন শান্তিতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত লোকজন চলাফেরা করেন। স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে সংকীর্ত্তনে পরমোৎসাহ লক্ষিত হয়।

১১ এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহোৎ-সবানুষ্ঠানে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা সমবেত সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

উত্তমসিংনগরে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র দাসাধিকারীর (শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মার), দৌলতপুরীস্থিত শ্রীঅশোক পালের, আদর্শনগরস্থ শ্রী-হিন্দপালজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীভূপেন্দ্র কুমার আগর-ওয়ালের, করমবক্স অঞ্চলস্থ শ্রীপুরুষোত্তমলালজীর, হরদেবনগরস্থ শ্রীঅশ্বিনী কুমার আগরওয়ালের, তারা সিং নগরস্থ শ্রীতারসেমলালজীর, চৌকপঞ্চপীড়স্থিত শ্রীরাজকুমার শর্ম্মার, মাষ্টার তারা সিং নগরস্থ শ্রী-রাজকুমার জিণ্ডেলের এবং চিন্তাপূর্ণিমন্দিরস্থ শ্রীগিরি-

ধারীলাল ঢলের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তগণসহ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশনের দ্বারা সকলকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় প্রোৎসাহিত করেন। আদর্শনগরস্থ শ্রীভূপেন্দ্র কুমার আগরওয়ালের গৃহে মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিপিনকুমার, শ্রীরাজকুমার জিণ্ডেল, শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা প্রভৃতি স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব) ঃ— অবস্থিতি—২ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ৫ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত।

পাঞ্জাবপ্রদেশস্থ হোশিয়ারপুরনিবাসী শ্রীসুশীল কুমার পরাশর আদি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে জলন্ধর হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে যাত্রা করতঃ বেলা ১২-১০ মিঃ-এ হোশিয়ারপুরে হরিনগরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে (শ্রীহরিবাবার আশ্রমে) আসিয়া উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ সংকীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদিসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (পাটিয়ালা) ও শ্রীরাজারামজী দুইজন সেবকসহ পূর্ব্বদিন আসিয়া তথায় পঁৌছিয়াছিলেন প্রচার-সূচীর ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য।

শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহরিবাবাজী হোশিয়ারপুরে তাঁহার আশ্রম পরিদর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে জলন্ধরে তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইলে শ্রীল গুরুদেব উক্ত প্রার্থনা স্বীকার করতঃ হোশিয়ারপুরে তাঁহার আশ্রমে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিবাবাজী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত হরিনাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তদবধি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত প্রচারকগণ যখনই হোশিয়ারপুরে আসেন শ্রীহরিবাবার আশ্রমেই অবস্থান করেন। আশ্রমের ব্যবস্থা ও পরিবেশ সুন্দর।

শ্রীহরিবাবা-আশ্রমে সংকীর্ত্তনভবনে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় প্রত্যহ অনুষ্ঠিত বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ১৮ এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্নেও ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

১৭ এপ্রিল শ্রীহরিবাসর তিথিবাসরে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে বাদ্যাদিসহ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় আশ্রমে ফিরিয়া আসে। স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে সাধুগণের অনুগমনে নৃত্যকীর্ত্তনে প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

পরদিবস মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আহূত হইয়া নিউ কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীসুশীল কুমার পরাশরের গৃহে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে, হিরাকলোনিস্থ শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালার বাসভবনে, শ্রীগীতামন্দিরে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালার গৃহে মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তত্রয়—সস্ত্রীক শ্রীসুশীল কুমার পরাশর, পরিজনবর্গসহ শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, সস্ত্রীক শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা এবং অন্যান্য ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় হোশিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি—৬ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল সোমবার হইতে ১২ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তসহ হোশিয়ারপুর হইতে চণ্ডীগঢ় যান চণ্ডীগঢ় মঠের জরুরী কার্য্য পরিদর্শনের জন্য। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীর অন্যান্য এবং কতিপয় গৃহস্থভক্ত সমভিব্যাহারে হোশিয়ারপুর হইতে রিজার্ভ বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টায় রওনা হইয়া বেলা ১১টা ২৫ মিঃ-এ লুধিয়ানা সহরে নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সদস্যগণ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গোকুলমহাবন মঠের জরুরী সেবাকার্য্যের জন্য শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারীকে তথায় যাইতে হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী লুধিয়ানায় আসিয়া প্রচারপার্টীতে যোগ দেন। শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (পাটিয়ালা), শ্রীকানাই দাস, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী (গোলাঘাট, আসাম), শ্রীরাজারামজী, শ্রীনারায়ণ দাস ও অপর আর একজন সেবক পূর্ব্বে ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় লুধিয়ানায় পৌঁছিয়াছিলেন তথাকার প্রাক্-ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। এইবার সনাতনধর্ম্ম-মন্দিরের পরিবর্দ্ধন দৃষ্ট হইল, সাধুগণের অবস্থান-সৌকর্য্যার্থে অতিথিভবনের দ্বিতলে আরও একটী কামরা ও রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। অপর অতিথিভবন-ব্লকে নিম্নতলায় কএকটী অতি প্রশস্ত কক্ষ থাকায় তাহাতে মঠের সেবকগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের থাকিবার সঙ্কুলান হয়।

লুধিয়ানা-শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুসংকীর্ত্তনমণ্ডল ও শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের উদ্যোগে ১৯ এপ্রিল হইতে ২৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত ষষ্ঠবার্ষিক সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, জম্মু ও চণ্ডীগঢ় হইতেও বহু বহিরাগত অতিথি আসিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের মূল মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীসীতারাম ও লক্ষ্মণ এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তিনটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠে নিত্য সেবিত হইতেছেন। উক্ত মূল মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী সৎসঙ্গভবনে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। রাত্রিতে ধর্ম্মসভার শেষে শ্রীমন্দির-পরিক্রমায় ও শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনে বিপুলসংখ্যক নরনারী যোগ দিতেন। প্রাতের সভায় সাধনভজনের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনামুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

প্রচারকালে সর্ব্বত্র মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

লুধিয়ানায় গ্রীষ্মের তাপাধিক্য প্রবল হওয়ায় বিজ্ঞাপিত সূচী অনুযায়ী ২৪ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্নে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির না হইয়া পরদিবস ২৫ এপ্রিল রবিবার প্রাতে বাহির হয়। চণ্ডীগঢ় হইতে রিজার্ভবাসে বহু ভক্তের শুভাগমন হওয়ায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার আকর্ষণ ও উল্লাস বৃদ্ধি পায়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

লুধিয়ানা সহরের বিভিন্ন এলাকায় মাধোপুরীস্থ বৈষ্ণব শ্রীমঙ্গীলালজী, শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীসতীশ জৈন, মডেল টাউনস্থিত শ্রীপবনকুমার, পুরাণাসহরের শ্রীতিলকরাজ গোয়েন্দী, সুদাঁ মহল্লার শ্রীবিদুর কাশ্যপ, মডেল টাউনস্থিত শ্রীরাকেশ কাপুরের গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন। শ্রীরাকেশ কাপুরের গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা ভক্তগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীরদাস কোচ্চর), শ্রীরাকেশ কাপুর, শ্রীঅরুণ অরোরার মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উৎসবানুষ্ঠানের সাহায্যকারীরূপে ছিলেন শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সদস্যদ্বয়—শ্রীবিদ্যাসাগর গুপ্ত ও শ্রীরমেশ গুপ্ত এবং শ্রীবংশীলালজী, শ্রীওমপ্রকাশ ভিগ, শ্রীরাজেন্দ্র কোচ্চর, শ্রীসতীশ জৈন, শ্রীগুলশন কোচ্চর, শ্রীমদনলাল কোচ্চর, শ্রীধরমপাল ওয়ালিয়া, শ্রীপুষ্পাদেবী ও শ্রীমদনমোহন শর্ম্মা। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-১৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০০
২৮ শ্রীধর, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, শনিবার, ৩১ জুলাই ১৯৯৩ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O এ, কে, সরকার
এস্, ডি, ও, এম্, ই, এস্,
বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট
২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৩ ; ১০ই মে, ১৯২৬

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২০শে বৈশাখ তারিখের কৃপা-পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * * বাবুর পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ পাইলাম। এক্ষণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি-লাভ হউক, ইহাই প্রার্থনা। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে।

কাশীতে সম্প্রতি বেশ গরম পড়িয়াছে। আমার শরীর সুস্থ নহে। শ্রীপাদ * * * মহারাজ মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে পরম সুখ্যাতিসহ হরিকথা প্রচার করিয়া সম্প্রতি প্রায় সপ্তাহকাল বারাণসীতে আগমন-পূর্ব্বক দশাশ্বমেধ-ঘাটে হরিকথা বলিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা সকলেই আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন। কাশীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বিশ্বনাথের ইচ্ছা হইলেই তাহা সম্ভব হইবে।

*   *   *   *

শ্রীমান্ * * কাশীতে মঠ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে ইচ্ছা-বিশিষ্ট থাকিলেও এখন গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ অনুকূল মনে করিতেছি না। এখানে আমার কতদিন অবস্থান হইবে, তাহা স্থির নাই। * * ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পর-প্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড
কলিকাতা
৫ই আষাঢ়, ১৩৩২ ; ১৯শে জুন, ১৯২৫

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ইতঃপূর্ব্বে একখানা এবং অদ্য এক-খানা পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * *

উঁহারা যতই অত্যাচার করুন না, আপনি নীরবে সহ্য করুন। জগতের লোকেরা কখনই অন্যায় হইতে দিবেন না,—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন,—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন-কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মঠের অন্যান্য কুশল। আমার শরীর ভাল নয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
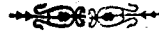
তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৭ পৃষ্ঠার পর]

সত্যমেব ত্বসন্নিত্যং সদেবানিত্য ভাবনা।
কেচিদ্বদন্তি মায়ান্ধাঃ যুক্তিবাদপরায়ণাঃ ॥১৬॥

কোন মতে এরূপ বিচার দেখা যায়,—"যাহাকে 'সৎ' বলিয়া উক্তি করা যায়, তাহা অনিত্য অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে, তাহা অনিত্য। পরিণত বা নষ্ট হইলে অবশেষে অসৎ হইবে। অতএব অসৎই নিত্য বা সত্য।" এই মতটী নিতান্ত হাস্যজনক; যেহেতু ইহাতে সারমাত্রই নাই। কেবল তর্কপ্রিয়তা-বশতঃ কোন কোন মোহান্ধ ব্যক্তি এইরূপ কূট তর্ক উপস্থিত করেন।

'অসৎ—সত্য'—একথাটী আদৌ উত্থানপরাহত পক্ষ। সাধারণ বোধগম্য বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়—'নয়ই হয় এবং হয়ই নয়।' এইরূপ কূটতর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ একটী মতের উদয় হইয়াছে। এই মতটীকে ইংরাজি ভাষায় 'Scepti-sism' বলে। হিউম প্রভৃতি কয়েকটী পণ্ডিত ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। সন্দেহবাদ যদিও স্বয়ং অসিদ্ধ পক্ষ ও অস্বাভাবিক, তথাপি কার্য্যবশতঃ ঐ মত এককালে অনেকের আদরণীয় হইয়া উঠিয়া-ছিল। জড়ানন্দবাদ ও জড়নির্ব্বাণবাদ জগতে এতদূর অনিষ্ট উৎপত্তি করে যে, মানবগণ তাহাদের নাম শুনিলে ঘৃণা বোধ করিয়াছিলেন। নরস্বভাব পবিত্র ও ভক্তিভূষিত। কখনই জড়বাদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্তপদ বান্ধিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয়বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্ব্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। অধ্যাপক হাক্সলি (Prof. Huxley) যে মত বলিয়াছেন, তদ্রূপ অনেকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। "যে ঘটনাই হউক সমস্তই জড়ীয় হেতুপরিণতি না বলিলে বৈজ্ঞানিক হয় না। জড় ও কার্য্যকারণ ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে চিৎ ও রাগ ইহারা শাস্ত্র হইতে দূরীকৃত হইবে। জড়ের ঢেউ ক্রমশঃ আত্মাকে ডুবাইবে। বিধির অকাট্য করকবল স্বাধীনতাকে বদ্ধ করিবে।" যে সময়

বহুতর লোক এইরূপ অসত্তর্ক করিতেছিল, নরস্বভাব নিজাবস্থায় অধঃপাত দেখিতে পাইয়া তখন যুক্তিকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। নূতন চেষ্টার যে কোন অশুভ ফল হউক না কেন, জড়বাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে—এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদকে প্রসব করিল। জড়বাদরূপ জঞ্জাল দূর হইল বটে, কিন্তু সন্দেহবাদ আস্তিকতার আরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমরা বাস্তবিক সত্য দেখিতে পাই না। কেবল বস্তুর গুণসকল অনুভব করি। তাহাও যে ঠিক অনুভব করি, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইন্দ্রিয়গণদ্বারা একটী একটী গুণ আমরা অনুভব করি। যথা চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকাদ্বারা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। আমা.দর পাঁচটি জ্ঞানদ্বারক্রমে যে বস্তু-গুণ-সমষ্টি হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটী ইন্দ্রিয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঐ জ্ঞানকে ভিন্নাকারে প্রাপ্ত হইতাম। এস্থলে আমাদের যে কিছু জ্ঞান আছে, সকলই সন্দেহপূর্ণ। এরূপ সন্দেহবাদদ্বারা জড়বাদ নষ্ট হইলেও চিদ্বাদের কোন উপকার হইল না। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধরূপে বস্তু-সত্তাকে স্বীকারপূর্ব্বক কেবল এইমাত্র বলে,—"সে বস্তু তত্ত্বতঃ আমরা অবগত নই, যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই ও তদ্রূপ জ্ঞানোপায়ও নাই।" সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে, যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে। অসন্দিগ্ধ তত্ত্ব থাকিলে আর সন্দেহবাদের মূল কোথায়? ভাল-রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপ মাত্র। আমি আছি কিনা, এ সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেষাং নাস্তিকানাং বৈ মতমেতৎ পুরাতনম্।
দেশভাষা-বিভেদেন লক্ষিতঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৭ ॥

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ এই তিনটী মতই পুরাতন নাস্তিকমত। যতপ্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকলপ্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নবীন নাস্তিকেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মতপ্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে সকল ভ্রমমাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন। এতদ্দেশে বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসা—ইহারা প্রকাশ্যরূপে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈত-বাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা অতিসংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎ-পরিমাণে আলোচনা করিব।

সাংখ্য—কপিলপ্রণীত পুরাতন দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১ ॥ ৯২ ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥১॥৯৩॥

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে। তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচন-ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন,—'নন্বেবমীশ্বর প্রতিপাদক-শ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥১॥৯৬॥

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐপ্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্ত-বিক ঈশ্বর নাই। সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতম প্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তা-বয়বতর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়ঃ যে কি অবস্থা, তাহা উপ-লব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এইজন্যই বেদ বলিয়া-ছেন,—"নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া॥"

গৌতম আপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়া-ছেন—

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঐশ্বরসুখ মাত্রেই নাই। অতএব গৌতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ। গৌতম এই পর্য্যন্ত।

বৈশেষিক দর্শন—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূল সূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দেহী পদার্থের অন্তর্গত একটী তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজ মতের নিরীশ্বরত্ব অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কণাদমতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বাস্তব পক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটী থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতত্ত্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্যবস্তু স্বীকৃত আছে, সে মতটী নিরীশ্বর মত।

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনির। তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়। তাঁহার মতে,—"চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। কর্ম্মৈকে তত্রদর্শনাৎ॥"

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম মীমাংসা। এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন—

"কথং পুনরিদমবগম্যতে? অস্তি তদপূর্ব্বম্।"

কিরূপে ইহার অবগতি হয়। অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটী 'অপূর্ব্ব' উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক? কম্‌টী প্রভৃতি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন?

বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অসৎ-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধুলোকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বেদান্তের সদ্ভাষ্য রচনা করতঃ জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জল ঋষি-প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশ্রয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞ্যবীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কাল কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এই প্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থই একজন ভক্ত, কিন্তু পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে—

পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায়—

"চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কি না? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধনদশার ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। শাস্ত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তুবিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর? আপনারা উত্তর করুন।

এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে॥ ১৭॥

ভাগবত ধর্ম্ম

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি দক্ষ বৈষ্ণবরাজ শম্ভু-চরণে অপরাধফলে ছাগমুণ্ড পাইয়া শিবের স্তবস্তুতি করিলেও তাঁহার অন্তরের উষ্মা না যাওয়ায় পুনরায় চাক্ষুষমন্বন্তরে প্রাচেতস দক্ষরূপে তিনি ভক্তরাজ নারদের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। নারদ তাঁহার এগার হাজার পুত্রকে সংসার করিতে না দিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত করায় তিনি নারদকে বংশচ্ছেদী বলিয়া তিরস্কার করতঃ অভিশাপ দেন—নারদ ক্ষণকালের অধিক কোথায়ও অবস্থান করিতে পারিবেন না, করিলেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। নারদ দক্ষের বাগ্‌বজ্রানুযায়ী সর্ব্বত্র হরিগুণগান করিতে করিতে বিচরণ করিলেও মহাকালেরও কালস্বরূপ গোবিন্দভুজগুপ্ত দ্বারকায় আসিয়া কৃষ্ণসঙ্গলালসায় সেখান হইতে আর নড়িতে চাহিতেন না। নারদের পরম বান্ধব বসুদেব ইহাতে বড়ই ভীত হইতেন। যাহা হউক নারদের গোবিন্দোপাসনালালসা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥

—ভাঃ ১১।২।২

"হে রাজন্, সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীনতাপ্রাপ্ত কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণেরও সেবনীয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলের আরাধনা না করিয়া থাকেন? ॥"

এক সময়ে নারদ বসুদেবগৃহে উপস্থিত হইলে বসুদেব পরমানন্দে দেবর্ষিকে স্বাগত জানাইয়া আসন পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। নারদ সৎকৃত হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইলে বসুদেব তাঁহাকে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! মাতাপিতার আগমন যেরূপ সন্তানগণের পরম মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে এবং ভগবদ্ভক্তগণের আগমন যেমন কৃপণ-গণের মঙ্গলপ্রদ হয়, আপনার আগমনও তদ্রূপ সর্ব্ব-দেহধারী জীবেরই মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। [এস্থলে মূল শ্লোকে 'কৃপণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ হে গার্গি, যিনি অক্ষরবস্তু পরংব্রহ্ম ভগবান্‌কে জানিয়া এজগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' আর 'য এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব কৃপণঃ' অর্থাৎ যিনি সেই পরংব্রহ্মকে না জানিয়া এজগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই 'কৃপণ'। সুতরাং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞ ও ভগবদ্ভজন-বিজ্ঞ ভক্তই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবস্থানীয়, আর মাদৃশ তত্ত্বানভিজ্ঞ অভক্তগণই কৃপণস্থানীয়।] সুতরাং "মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥" মাদৃশ দেহধারী কৃপণ জীবগণের মঙ্গলবিধানার্থই ভগবদ্ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন। পর্জ্জন্যাদি দেব-গণের চরিত্র এইরূপ যে, যাঁহারা মঙ্গলপ্রার্থনায় তাঁহা-দের পূজাদি সুষ্ঠুভাবে করেন, দেবতারা হয়ত' তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পূজানুরূপ সুফল প্রদান করেন, যাঁহারা মঙ্গল প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদিগকে দুঃখাদি দান করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্ত সাধুগণের চরিত্র তদ্রূপ নহে, তাঁহারা কাহারও দুঃখের কারণ হন না। যে সকল মানুষ যেভাবে দেবগণকে আরা-ধনা করেন, কর্ম্মাধীন ফলপ্রদানকারি দেবগণ তাঁহা-দের কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদিগকে সেইভাবে ফল দান করেন, কিন্তু নারদাদি পরমদয়াল সাধুগণ সর্ব্বদাই দীনজনের প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, দেবগণ—"ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীন-বৎসলাঃ"।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর 'ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ' ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"ছায়েবেতি যথা পুরুষো যাবৎ করোতি ছায়াপি তস্য তথা। কর্ম্মসচিবাঃ কর্ম্মসহায়াঃ।" অর্থাৎ পুরুষাদি যে প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন করে, তাহার ছায়াটিও সেই প্রকার করে। তদ্রূপ দেবতারাও কর্ম্মাধীন, তাঁহারা কর্ম্মানুযায়ী ফলদানকারী।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"দেব-

গণের দয়ার ইষ্টানিষ্ট উভয়বিধ ফল আছে—নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গললাভ নাই, কিন্তু বৈষ্ণবের দয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুমঙ্গলবিধায়িনী। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণ সকল অবস্থাতেই সকলের নিত্যমঙ্গল কামনা করেন। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের কাহারও প্রতি দ্বেষহিংসার কারণাভাব-হেতু সকল অবস্থাতেই সকলের নিত্যকল্যাণ বিধান করিতে তাঁহারা সমর্থ। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রিত বলিয়া তাঁহারা সকলেই 'মহাবদান্য' ও 'অমন্দোদয়-দয়াশীল'।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—তিনি বাল্যকালে একসময়ে বেলগাছিয়ায় Veterinary College (পশুচিকিৎসা হাসপাতাল) দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন—একটি ওয়েলার বলিষ্ঠ ঘোড়াকে কএকজন বলিষ্ঠ লোক ভূমিতে শোয়াইয়া তাহার চারিটী পা খুব জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে, আর দুই তিনজন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে, একজন প্লাস দিয়া তাহার দাঁত ফাঁক করিতেছে, আর একজন তাহার মুখে ঔষধ ঢালিতেছে। ঘোড়া তাঁহাদের হিতচেষ্টা বুঝিতে পারিতেছে না। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া প্রভুপাদের শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি'র নিম্নলিখিত শ্লোকটি স্মৃতিপটে জাগরূক হইয়া উঠিল—

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামন-
ভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং
তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥"

শ্রীল দাস গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে প্রণাম করিতেছেন—"যিনি অজ্ঞানান্ধ সুতরাং ভক্তিরসাস্বাদনে অনিচ্ছুক আমাকে বহু যত্নসহকারে বৈরাগ্য-সমন্বিত ভক্তিরসামৃত পান করাইয়াছেন, সেই করুণাবারিধি পরদুঃখকাতর শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে আমি আশ্রয় করি।"

অর্থাৎ অজ্ঞানমোহাচ্ছন্ন মায়াবদ্ধজীব আমরা শুদ্ধভক্তির কোন মূল্য না বুঝিয়া ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতিকেই বহুমানন করিয়া বসি, পরম করুণ শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে বহু যত্নে ভক্তিরসামৃতাস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান করেন। তাঁহাদের দয়ায় কোন মন্দোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

তাই শ্রীবসুদেব পরমদয়াল নারদ গোস্বামিপাদকে বলিতেছেন—প্রভো, যদিও আমরা আপনার পরমশুভদায়িনী শ্রীমূর্ত্তির দর্শনমাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি মরণধর্ম্মশীল মানবমাত্রেই শ্রদ্ধাসহকারে যাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইয়া নির্ভয় হইতে পারে, আপনার নিকট সেই পরম পবিত্র ভাগবতধর্ম্ম-কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীভাগবতে ভাঃ ১১।২।৭ শ্লোকের অন্বয়মুখী ব্যাখ্যায় 'ধর্ম্মান্ ভাগবতাং স্তব' বাক্যের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—ভাগবতান্ (ভগবৎ পরিতোষকান্) ধর্ম্মান্ তব (ত্বাং) অর্থাৎ ভগবৎপরিতোষক ভাগবতধর্ম্ম বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঐ শ্রীভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানে শ্রীযমরাজ তাঁহার দূতগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতং' (ভাঃ ৬।৩।১৯)। এই ভাগবতধর্ম্মের মর্ম্ম আমরা মাত্র দ্বাদশজন জানি অর্থাৎ ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন, দেবহূতিনন্দন কপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমরা অর্থাৎ যমরাজ—এই দ্বাদশজন মহাজন ঐ ভাগবতধর্ম্মতত্ত্ব জানেন। উহা অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ অর্থাৎ দুঃখবোধ্য, কিন্তু জানিতে পারিলে শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে—"যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে"।

শ্রীনারদ-ভক্তিসূত্রে ভক্তিকেই অমৃতস্বরূপ বলিয়াছেন। এই ভক্তিসূত্রের ১ম অধ্যায় ১ম সূত্রে 'অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ' অর্থাৎ অতঃপর আমরা ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব ইহা বলিয়া ২য় সূত্রে বলিতেছেন—

'সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা' ॥ ২ ॥

অর্থাৎ এই ভক্তি শ্রীভগবানে পরম প্রেমস্বরূপা—প্রগাঢ় প্রীতিকেই 'প্রেম' বলা হয়। ৩য় সূত্রে বলিতেছেন—

'অমৃতরূপা চ' ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ সেই পরমা প্রেমরূপা ভক্তিই অমৃতস্বরূপিণী। চতুর্থ সূত্রে বলা হইয়াছে—

'যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতী ভবতি,
তৃপ্তো ভবতি' ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ যে ভক্তিকে লাভ করিয়া জীব সিদ্ধ হন,

অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন। শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদ বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভকেই মোক্ষ বলিয়াছেন।

পঞ্চম সূত্রে বলিতেছেন—

"যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন
দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥" ৫ ॥

অর্থাৎ যে ভক্তি লাভ করিলে জীবের কোন বিষয়বাসনা, শোক, দ্বেষ থাকে না, ভক্তিপ্রতিকূল কোন বিষয় ভোগ করিবার ইচ্ছা হয় না এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না।

ষষ্ঠ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—

"যজ্ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি,
আত্মারামো ভবতি ॥" ৬ ॥

অর্থাৎ যখন ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তখন ভক্ত উন্মত্ত হইয়া পড়েন, স্তব্ধ অর্থাৎ অস্পন্দ বা মূর্চ্ছিত হন, নিজেই নিজের সহিত রমণ করেন অর্থাৎ স্বীয় প্রেমানন্দানুভূতিতে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে নিজ অবস্থা জানাইতেছেন—

"কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাসি কাঁদি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়।
কৃষ্ণনাম মোরে হাঁসায় কাঁদায় নাচায় ॥"

[এখানে ষাট্ হাজার সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার শ্রীমুখের মধুর বাক্যশ্রবণে কিপ্রকারে অলৌকিক ভাবে মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তিনি কি প্রকারে মহাভয়ঙ্কর মায়াবাদরূপ কুম্ভীরের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইলেন, সেই প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি—]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৭ম অধ্যায়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসিসভায় শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীসহ কথোপকথন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে ভক্তবর শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্যভবনে অবস্থিতিকালে সন্ন্যাসিসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে গমনপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালনান্তে দৈন্যভরে সেইস্থানেই বসিয়া পড়িলে স্বয়ং প্রকাশানন্দ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ তাঁহাকে সভার মধ্যস্থলে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—আপনার বসিবার আসন আমরা সভার মধ্যস্থলে রাখা সত্ত্বেও আপনি অপবিত্র পাদপ্রক্ষালন স্থানে বসিয়া পড়িলেন, ইহার কারণ কি? মহাপ্রভু দৈন্যভরে উত্তর করিলেন—আপনারা উচ্চ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত, আমি হীনসম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং আপনাদের সহিত আমার একাসনে বসা যুক্তিযুক্ত হয় না। তখন সরস্বতীপাদ কহিলেন—আপনি শ্রীপাদ কেশবভারতী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনি ধন্য, কিন্তু আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী হইয়া এই গ্রামে কতকগুলি ভাবুক সঙ্গে লইয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন করেন, আমাদের সন্ন্যাসিসভায় যোগদান করেন না, বেদান্ত পঠন, পাঠন—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া ভাবুকের কর্ম্ম করেন, প্রভাবে দেখিতে পাই—আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কিন্তু নীচাচার কেন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? তখন মহাপ্রভু সদৈন্যে কহিতে লাগিলেন—'হে শ্রীপাদ, ইহার কারণ শ্রবণ করুন। আমার গুরুদেব আমাকে মূর্খ দেখিয়া শাসন করিলেন—তুমি মূর্খ, তোমার বেদান্ত পঠন-পাঠনে অধিকার নাই, তুমি সর্ব্বমন্ত্রসার এই কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর, ইহা হইতে তোমার সংসারমোচন হইবে, আর কৃষ্ণনাম হইতে তুমি কৃষ্ণের চরণ-সেবা লাভ করিতে পারিবে, 'নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥' ইহা বলিয়া গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক শিক্ষা দিলেন, বলিলেন—'কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥' শ্লোকটি এই—'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥' আমি গুরুদেবের এই আজ্ঞা শিরে ধারণ করতঃ নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে লাগিলাম, নামগ্রহণ করিতে করিতে আমার চিত্ত ভ্রান্ত হইল, আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িলাম—মদমত্তের ন্যায় কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও নাচি, কখনও গান করি—এই অবস্থা হইল। তখন একটু ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক মনে বিচার করিলাম—কৃষ্ণনামে আমার জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল, আমি পাগল হইলাম, মনে ত' ধৈর্য্য নাই, ইহা চিন্তা করিয়া গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলাম—

"কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।"

আমার এই অবস্থা শ্রবণ করিয়া গুরুদেব কহিলেন—

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই রূপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ – প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥

(মোক্ষের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মানন্দাদি কৃষ্ণপ্রেমানন্দের একবিন্দুর সহিতও তুলনা হইতে পারে না।)

কৃষ্ণনামের ফল—প্রেমা, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥"

শ্রীগুরুদেব আরও কহিতে লাগিলেন—প্রেমের স্বভাবে চিত্ততনুর ক্ষোভ উৎপাদন করায়, কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তিতে লোভোদয় হয়, প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কাঁদে, গান করে, উন্মত্ত হইয়া নাচে, এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ (পুলক), অশ্রু, গদ্‌গদ ভাব, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয়।

ভাল হইল, তুমি পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিলে, তোমার প্রেমোদয়ে আমিও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে—

"নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন।"

গুরুদেব এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাকে একটি শ্লোক শিক্ষা দিলেন আর বার বার বলিতে লাগিলেন, এই শ্লোকটিই ভাগবতের সার। শ্লোকটি এই—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।৯৪ ধৃত ভাঃ ১১।২।৪০ শ্লোক

অর্থাৎ "কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগবশতঃ শ্লথহৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

তাঁহার (গুরুদেবের) এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি, সেই নামই আমায় হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়, আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করি না—

"সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদকসম ॥"

হরিভক্তিসুধোদয়ে নামানন্দকে সিন্ধু ও ব্রহ্মানন্দকে গোস্পদের সহিত তুলনা করিয়াছেন, গরুর পদচিহ্নে আর কতটুকু জল ধরে? তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও প্রেমানন্দকে অনন্তসিন্ধু ও ব্রহ্মানন্দকে অতিক্ষুদ্র খালের জলের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।৯৮ ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪ অঃ ৩৬ শ্লোক

অর্থাৎ "হে জগদ্‌গুরো, আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি। আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোস্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে। ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোস্পদ-স্বরূপ। গোস্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

['ব্রাহ্মাণ্যপি' ব্রাহ্মাণি ব্রহ্মানুভবজনিতানি সুখানি নাপি।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

(৮৯)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'ভট্টচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্গীষ্পতির্দিবি ।।'

—গৌঃ গঃ ১১৯

'পূর্ব্বে যিনি দেবলোকে বৃহস্পতি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের নামোল্লেখ করতঃ নীলাচলে আগত গৌড়-দেশবাসী ভক্তগণের নাম গণনার সময় বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে 'সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য' লিখিয়াছেন ।

'বড় শাখা এক, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য ।।'

—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩০

এই পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন -'বাসুদেব ইঁহার নাম। ইনি বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটী হইতে আড়াই মাইল দূরে বিদ্যানগর নামক পল্লীর প্রসিদ্ধ অধিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ; কথিত আছে তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তদবধি নবদ্বীপ মিথিলাকে গৌরবহীন করিয়া অদ্যাপি সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রধান ন্যায়-বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিচিত। কাহারও মতে ইঁহারই ছাত্র সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক 'দীধিতিকার' রঘুনাথ শিরোমণি। যাহা হউক সার্ব্বভৌম ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াও ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। মহাপ্রভুকে শাঙ্কর-ভাষ্যানুমোদিত বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া, পরে প্রভুর নিকট হইতে প্রকৃত বেদান্তার্থ অবগত হন।'

বাসুদেব সার্ব্বভৌম রাঢ়ীয় শ্রেণীর উত্তম ব্রাহ্মণ-কুলে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে বাসুদেব সার্ব্বভৌম চতুর্দ্দশ-শক-শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে পাঠে আরও জ্ঞাত হওয়া যায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য ন্যায়ের শাস্ত্রের ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করিলেও গ্রন্থ-লিপি দিতেন না। এইজন্য বঙ্গদেশে ন্যায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বন্ধ ছিল। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়ের সমুদয় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া পুনঃ যথাযথভাবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিলেন। শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদের নিকটেই নব্য-ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন, তিনি অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া উৎকলের মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে পরমাদরের সহিত পুরীতে আনিয়া সভাপণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম গৃহস্থ হইয়াও নিজ যোগ্যতা-বলে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসি-গণেরও গুরু হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মায়াবাদ উদ্ধারলীলা পুষ্টির জন্যই দেবগুরু বৃহস্পতি বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে প্রকটিত হইলেন। এইহেতু বাসুদেব সার্ব্বভৌম অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভজনীয়, ভজনকারী ও ভজনের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যেখানে এই তিনের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকৃত নাই, সেখানে ভক্তি নিত্যা নহে, উহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে উপাস্য ভগবানের নিত্য স্বরূপ এবং তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব ও চিন্ময়ত্ব স্বীকৃত। মায়াবাদী জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ

ভগবানের নিত্য চিন্ময়স্বরূপ এবং তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যত্ব ও চিন্ময়ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা ঐগুলিকে মায়িক মনে করেন। 'মায়া' 'রূপ' 'বাদ' উত্থাপন করায় তাঁহারা মায়াবাদী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। নিম্নাধিকারী সাধকগণের হিতের জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে এইরূপ তাঁহারা বলেন। তাঁহাদের মতে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব। এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এবং জীবই সেই ব্রহ্ম। মায়াবাদিগণ নিম্নাধিকারী ব্যক্তির জন্য ভক্তিপথকে তাৎকালিকভাবে স্বীকার করেন ব্রহ্মেতে লীনাবস্থা লাভের জন্য, চরমে ভক্তির কোন অস্তিত্ব নাই। এইপ্রকার বিচার পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম লাভের গুরুতর বাধাস্বরূপ হওয়ায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য—চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং পরিশেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদবিচার—মায়াবাদ-বিচার খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির শক্তি-পরিণামবাদবিচার বৈষ্ণবগণের এবং নিঃশ্রেয়সার্থিগণের গ্রহণযোগ্য।

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই উন্নত উজ্জ্বলরস—মধুররসে কৃষ্ণসেবা প্রদানের জন্য এই ধন্য কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, যাহা কোনও যুগে দেওয়া হয় নাই, সেই সর্ব্বোত্তম প্রেম যোগ্যতাযোগ্যতা বিচার না করিয়া সকলকেই দিয়াছেন। আবার ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির বাধা-স্বরূপ যতপ্রকার ভগবদিতর বাঞ্ছা আছে তাহাও নাশ করিয়া প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য ইচ্ছা ও শক্তি লইয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্তির গুরুতর অন্তরায় মায়াবাদবিচার। মহাপ্রভু মায়াবাদী বাসুদেব সার্ব্বভৌমকেও উদ্ধার করিয়াছেন। কিভাবে উক্ত লীলা সম্পাদিত হইল, তাহা ব্যাসাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত বিষয়ের বর্ণনের সংক্ষিপ্ত সারকথা নিম্নে বিবৃত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে শুক্লপক্ষে মাঘ মাসে কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হইয়া পুরুষোত্তমধাম যাত্রাকালে পুরীর নিকটে আঠারনালায় আসিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়াতে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে ধাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের পড়িছা-সেবকগণ মহাপ্রভুকে মন্দিরাভ্যন্তরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া প্রহার করিতে গেলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিবারণ করিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও প্রেমবিকার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন ইনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শিষ্য-পড়িছাগণের সহায়তায় মহাপ্রভুকে সংজ্ঞাহীনাবস্থায় নিজালয়ে লইয়া আসিলেন, চিন্তিত হইয়া মহাপ্রভুর নাসাগ্রে তূলা রাখিলে উহার ঈষৎ হেলনে বুঝিতে পারিলেন জীবিত আছেন, স্বস্তি অনুভব করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলে তথায় লোকমুখে জানিতে পারিলেন মহাপ্রভুকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত তাঁহাদের তথায় সাক্ষাৎকার হয়। মুকুন্দের নিকট মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলাচলে আগমন, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন—সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া গোপীনাথ আচার্য্য হর্ষান্বিত হইলেন। তিনি সকলকে লইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। সার্ব্বভৌমের গৃহে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তগণের আনন্দ হইল। তৎপরে সার্ব্বভৌমের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারা জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। ভক্তগণ ফিরিয়া আসিয়া উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু উত্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্নেহপরবশ হইয়া মহাপ্রভুকে একাকী শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে, নিত্যানন্দপ্রভুকে এবং মহাপ্রভুর সঙ্গী ভক্তগণকে মধ্যাহ্নে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সমুদ্রে

স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-পরিচয় জানিতে পারিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সুখ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা শ্রীমহেশ্বর বিশারদের বিশেষ সৌহৃদ্দ্য ছিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তিনি স্নেহাবিষ্ট হইয়া বলিলেন 'তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সর্ব্বোত্তম, কিন্তু তুমি যে ভারতীসম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাস লইয়াছ, তাহা মধ্যম সম্প্রদায়, আমি তোমাকে উত্তম-সম্প্রদায়ভুক্ত করিব।' গোপীনাথ আচার্য্যাদি ভক্তগণ উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। গোপীনাথ আচার্য্য সাক্ষাৎভাবে প্রতিবাদও করিলেন—'শ্রীমন্-মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার সম্প্রদায় অপেক্ষা নাই।' গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের এবং তাঁহার শিষ্যগণের উক্ত বিষয় লইয়া বহু বাদানুবাদ হইল। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীনাথ আচার্য্যকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত তর্ক করিতে নিষেধ করিলেন, ভক্তগণকে বুঝাইলেন বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হিতের জন্য উপদেশ করিতেছেন; তাহাতে তাহাদের আপত্তি কেন? অমানী-মানদধর্ম্মবিশিষ্ট মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উপদেশ শ্রবণে ইচ্ছুক হইলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বলিলেন তাঁহার পরম সুন্দর শরীর, নবীন যৌবন, সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাকে বেদান্ত শুনিতে হইবে, বেদান্ত শুনিলে বৈরাগ্যের উদয় হইবে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাতদিন বেদান্ত শুনাইলেন। বেদান্ত কঠিন গ্রন্থ, বেদান্তের অর্থ বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা হইলে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝান যায়—মহাপ্রভুকে বাসুদেব সার্ব্বভৌম এইরূপ বলিলে মহাপ্রভু প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'আপনি আমাকে শুনিতে বলিয়াছেন, বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন নাই। বেদান্তসূত্র বুঝিতে আমার কষ্ট হয় না, কারণ বেদান্তসূত্রের অর্থ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রকাশিত। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারি না, আমার মনে হইয়াছে যেমন মেঘ সূর্য্যকে আবরণ করে, তদ্রূপ আপনার ব্যাখ্যা বেদান্তসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ অর্থকে আবরণ করিতেছে।' বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর এইপ্রকার উক্তি শুনিয়া অপমান বোধ করিলেন এবং ক্ষুব্ধ হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ লইয়া বিচার হয়। শ্রীমন্-মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করিলেন। 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥'—ভাগবতের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মহাপ্রভু শুনিতে ইচ্ছা করিলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নয়প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত নয়প্রকার ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক পাণ্ডিত্য দেখিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম অত্যন্ত বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তিনি মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব অনুভব করিয়া নিজ ঔদ্ধত্যের জন্য অনুতপ্ত হইলেন, মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি (প্রথমে চতুর্ভুজ পরে শ্যাম-বংশীধারী দ্বিভুজরূপ) প্রদর্শন করাইলেন। 'সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি' পরিহাস। শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ পরকাশ॥'—চৈঃ ভাঃ আ ১।১৫৯। 'অপূর্ব্ব ষড়্ভুজমূর্ত্তি কোটী সূর্য্যময়। দেখি' মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥'—চৈঃ ভাঃ অ ৩।১০৭। ষড়্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রেমাপ্লুত হইয়া মহাপ্রভুর কৃপায় শতশ্লোকে মহাপ্রভুর স্তুতি করিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শতশ্লোকের মধ্যে দুইটী শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া জগদানন্দ পণ্ডিতের মাধ্যমে মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত তালপত্রে লিখিত শ্লোক দুইটী বাহিরভিতে লিখিয়া রাখিয়া পরে মহাপ্রভুর করকমলে অর্পণ করেন। মহাপ্রভু শ্লোক দুইটী পাঠ করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। ভক্তগণ বাহিরভিতে দেখিয়া শ্লোক দুইটী কণ্ঠে ধারণ করিলেন।

'বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ
পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শারীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং
প্রপদ্যে ॥'

'বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতনপুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।'

'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥'

'কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।'

অদ্যাপিও শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্-ভুজমূর্ত্তি সম্পূজিত হইতেছেন।

একদিন মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে যাইয়া অর্পণ করিলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবনাদি অকৃত অশৌচাবস্থায় 'শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥'—ইত্যাদি পদ্মপুরাণোক্ত মহাপ্রসাদ মহিমাত্মক শ্লোক পাঠ করিয়া পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে দেখিয়া মহাপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন—

'আজি মুঞি অনায়াসে জিনিলু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥'
—চৈঃ চঃ ম ৬।২৩০-৩১

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রেষ্ঠভক্তির সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু বৃহন্নারদীয় পুরাণের 'হরের্নাম হরের্নাম·············' শ্লোক উচ্চারণ করিয়া 'নাম-সংকীর্ত্তন' করিতে উপদেশ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চিত্তের এইরূপ পরিবর্তন ঘটিল যে তিনি ভাগবতের 'তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমানো·········' এই শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তিপদে' শব্দপরিবর্ত্তন করিয়া 'ভক্তিপদে' এইরূপ বলিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠপরিবর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ 'মুক্তিপদ' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায় এইরূপ বলিলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রত্যুক্তি—'মুক্তিপদ' শব্দে কৃষ্ণ বুঝায় ঠিকই, কিন্তু আশ্লিষ্যদোষে 'মুক্তিপদ' শব্দ ব্যবহারে রুচি হয় না, 'ভক্তিপদ' বলিলে অধিক সুখ হয়। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ হইতে নিষ্কৃতির কথা শুনিয়া নীলাচলবাসী পণ্ডিতগণ সকলেই মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাঘমাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উদ্ধারসাধন করিয়া বৈশাখ মাসে দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর সহিত সেবকরূপে কৃষ্ণদাস বিপ্রকে দিলেন। দক্ষিণ যাত্রাকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম কৌপীন বহির্বাস অর্পণ করতঃ মহাপ্রভুকে গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম রায় রামানন্দের নিকট ভক্তিরসের কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন রায় রামানন্দ কতবড় উচ্চকোটীর ভক্ত। মহাপ্রভুর প্রতি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উক্তি—'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে। অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে ॥ শূদ্র বিষয়ী-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে। আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন। পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহের তিঁহো সীমা। সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া। পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ॥ তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব। সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥'—চৈঃ চঃ ম ৭।৬৩-৬৭।

মহাপ্রভু দক্ষিণযাত্রা করিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন মহাপ্রভু বিরক্তসন্ন্যাসী, রাজদর্শন করেন না ; দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সহিত যেভাবে হউক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিবেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম পরামর্শ করিয়া স্থির করেন কাশীমিশ্রের ভবন মহাপ্রভুর বাসোপযোগী হইবে। মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমাদির ব্যবস্থাপিত কাশীমিশ্র-ভবনে যাইয়া অবস্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণকে আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন।

শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের অন্তর্ধানের পর গুরুদেবের পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সেবার জন্য তাঁহার সন্নিধানে পুরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগোবিন্দের লৌকিক পরিচয় অবগত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঈশ্বরপুরীপাদ কেন শূদ্রসেবক রাখিলেন ? মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন — ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র, ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল বিচার করে না, মর্য্যাদা হইতে স্নেহ সেবা কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ ; বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ পরমানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। গুরুর সেবক হন মান্য আপনার, তাঁহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ সমীচীন নহে, পুনঃ গুরুদেব আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা যায় না, এমতাবস্থায় কি করণীয় মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—গুরুর আজ্ঞা বলবতী, তাহা লঙ্ঘন করা যায় না—ইহাই শাস্ত্রসম্মত।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলনের চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। পরে নিত্যানন্দপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইয়া রাজার মহিমা ও ব্যবহারের কথা বলিয়া মহাপ্রভুর চিত্তকে দ্রবীভূত করিলেও তিনি সাক্ষাৎ দর্শনদানে স্বীকৃত হইলেন না, নিজ পরিধেয় বহির্বাসদানে আপত্তি করিলেন না। নিত্যানন্দপ্রভু উক্ত বহির্বাস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মাধ্যমে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট প্রেরণ করিলে প্রতাপরুদ্র উহা স্পর্শ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ-ভোজন-লীলা ও জলকেলি-লীলারও সঙ্গী হইয়াছিলেন।

গৌড়দেশের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের পর গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিজগৃহে একমাস ভোজনের জন্য জোড়হস্তে নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু যাইতে অস্বীকৃত হইলে পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌম উহা কমাইয়া বিশ দিন, তৎপরে পনর দিনের জন্য নিবেদন করিলে মহাপ্রভু একদিনের জন্য যাইতে পারেন বলিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শেষে পাঁচদিনের জন্য ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম পরমানন্দ পুরীকে পাঁচদিন, স্বরূপদামোদরকে চারিদিন এবং আটজন সন্ন্যাসীকে দুইদিন করিয়া ষোল দিন, এইভাবে নিজগৃহে একমাস ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। বহু সন্ন্যাসী আসিলে সেবা সুষ্ঠুভাবে হইবে না, এইজন্য মহাপ্রভুকে একাকী বা কোনদিন স্বরূপদামোদরের সহিত আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণের জন্য নিবেদন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী (ষাঠীর মাতা) মহাপ্রভুর প্রতি অনন্যভাবে ভক্তিযুক্তা, মহাপ্রভু ভোজন করিতে গৃহে আসিবেন শুনিয়া পরমোল্লসিত হইলেন। রন্ধন বিষয়ে পারঙ্গতা ষাঠীর মাতা বহুপ্রকার ব্যঞ্জনাদি পীঠাপানা রন্ধন করিলেন। ভট্টাচার্য্য নিভৃত ঘরে ভিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বত্রিশ আঠিয়াকলা আঙ্গটিয়া পাতায় ভোগের দ্রব্যসমূহ সজ্জিত হইল। মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের গৃহে রাধাগোবিন্দের ভোগের অপূর্ব্ব পরিপাটী এবং অলৌকিক অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেবাপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিতে আসনে বসিয়াছেন, এমন সময় ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ মহাপ্রভুর ভোজন দেখিতে আসিল। ভট্টাচার্য্য অমোঘের চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এইজন্য যষ্টিহস্তে ছিলেন যাহাতে সে প্রবেশ করিতে না পারে। মহাপ্রভুকে বিচিত্র প্রসাদ ভোজন করাইতে তিনি ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক হইলে সেই সুযোগে অমোঘ ভিতরে ঢুকিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেখিয়া নিন্দা করিয়া বলিল—'এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন। একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক

ভক্ষণ ॥' ভট্টাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টিহস্তে মারিতে গেলে অমোঘ পলায়ন করিল। মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া ষাঠীর মাতা শিরে বক্ষে চাপড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বার বার বলিলেন তাহার কন্যা ষাঠী বিধবা হউক। মহাপ্রভু অমোঘের নিন্দা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। পরদিন অমোঘের বিসূচিকা ব্যাধি হইল। উক্ত ব্যাধির কথা শুনিয়া অপরাধীর যথোপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে চিন্তা করিয়া ভট্টাচার্য্য সুখী হইলেন। গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া জানাইলেন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নী উপবাসী আছেন এবং তাঁহাদের জামাতা বিসূচিকা ব্যাধিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। উহা শুনিবামাত্র করুণাময় মহাপ্রভু তন্মুহূর্ত্তে অমোঘের নিকট যাইয়া তাহার বক্ষে শ্রীহস্ত অর্পণ করিয়া বলিলেন—

'সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয় ॥

মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥

উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৫।২৭৪-৭৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্পর্শে ও করুণায় অমোঘ তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল এবং তাহার শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইল। অমোঘ নিজ অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া চড়াইতে চড়াইতে দুইগাল ফুলাইলে গোপীনাথ আচার্য্য তাহার হাত ধরিয়া নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভু অমোঘকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে অমোঘ তাঁহার স্নেহের পাত্র। 'সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥' মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের নিকট গিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনীকেও বহুপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, শিশু অমোঘের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলিলেন এবং তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া ভোজন করাইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টের নিকট নিজ পার্ষদগণের মহিমা বর্ণনকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—'ষড়্দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম। ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥ তেঁহ দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগ-পার। তাঁর প্রসাদে জানিলু কৃষ্ণভক্তিযোগ সার ॥'—চৈঃ চঃ অ ৭।২১-২২
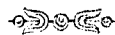
সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ মুচুকুন্দ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধান্নৃপঃ।
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ যোগিনম্।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্ ॥'

—ভাঃ ৯।৬।৩৮

'মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর (ইন্দুমতীর) গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও যোগীমুচুকুন্দ —এই তিনটী পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন ভ্রাতার পঞ্চাশৎ (৫০) ভগিনী সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।'

মহারাজ মচুকুন্দ সূর্য্যবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিবস্বান্ (সূর্য্য) হইতে বৈবস্বত মনু, তাহা হইতে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর বংশপরম্পরায় যুবনাশ্ব সূর্য্যবংশীয় খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। যুবনাশ্বের পুত্র মহারাজ মান্ধাতা। মান্ধাতার তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজ মুচুকুন্দ মহাপ্রভাবশালী ছিলেন।

'স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥'

—ভাঃ ১০।৫১।১৪

'উক্ত মহাপুরুষ ইক্ষ্বাকু বংশে উৎপন্ন, রাজা মান্ধাতার পুত্র এবং মুচুকুন্দ নামে বিখ্যাত, তিনি ব্রহ্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।'

দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবতাগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মহারাজ মুচুকুন্দ দীর্ঘকাল বিনিদ্র থাকিয়া অসুরগণের অত্যাচার হইতে দেবতাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন দেবতাগণ কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গের রক্ষক-সেনাপতিরূপে পাইলেন, তখন মহারাজ মুচুকুন্দকে আর অধিক কষ্ট দিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হইলেন না। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'হে রাজন! আপনি আমাদের রক্ষার জন্য বিনিদ্রাবস্থায় পাহারায় থাকিয়া বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। আপনি এখন বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আপনি আমাদিগকে পালন করার জন্য মর্ত্ত্যলোকের রাজ্যসুখ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাবতীয় বিষয়ভোগ পরিহার করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের নিকট দীর্ঘকাল আপনার অবস্থানেতে আপনার পুত্র, স্ত্রী, অমাত্য, মন্ত্রী এবং প্রজাগণ সকলেই কালের করালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই বর্ত্তমান নাই। পশুপালক যেমন পশুগণকে এদিক ওদিক পরিচালিত করে, তদ্রূপ কালও ক্রীড়া করিতে করিতে প্রজাগণকেও ইতস্ততঃ পরিচালিত করে। হে রাজন! আমরা প্রসন্ন হইয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আপনি 'মুক্তি' ছাড়া আমাদের নিকট হইতে অন্য যে কোন বর প্রার্থনা করুন, বিষ্ণুই কেবল মুক্তি দিতে পারেন।'

মহারাজ মুচুকুন্দ দেবতাগণকে বন্দনা করিলেন। বহুদিন নিদ্রিত না থাকায় তিনি দেবতাগণের নিকট হইতে নিদ্রাবর প্রার্থনা করিলেন। দেবতাগণ বর শুনিয়া বিস্মিত হইলেও তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'তথাস্তু' বলিয়া উক্ত বর প্রদান করিলেন, আরও বলিলেন যদি কেহ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে। তদবধি মহারাজ মুচুকুন্দ পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভিভূত থাকিলেন।

বৃহদ্রথ রাজার পুত্র জরাসন্ধ মগধদেশের মহাপ্রভাবশালী রাজা ছিলেন। জরাসন্ধ জননীদ্বয় হইতে অর্দ্ধখণ্ডরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জরা-রাক্ষসী কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়া জরাসন্ধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সমানভাবে মাঝে চিরিয়া না ফেলিতে পারিলে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। মহারাজ কংস জরাসন্ধের দুইকন্যা 'অস্তি' ও 'প্রাপ্তি'কে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিধন করিলে কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধের সূত্রপাত হয়। জরাসন্ধ সতেরবার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই কৃষ্ণের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি গার্গ্য মহাদেবের বরে মহাপ্রভাবশালী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। যবনরাজের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁহার নাম 'কালযবন' হয়। জরাসন্ধ শিশুপালের মিত্র শাল্বের মাধ্যমে যোগাযোগ করিয়া কালযবনের সহিত মিত্রতা করিলেন। জরাসন্ধের প্ররোচনায় কালযবন মথুরা আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পলায়ন-লীলা করিলেন। কালযবনের বিশ্বাস হইল তাহার পরাক্রমে কৃষ্ণ ভীত হইয়াছেন। দ্বিতীয়বার কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে কৃষ্ণ কৌশলপূর্ব্বক কালযবনকে মহারাজ মুচুকুন্দ যে পর্ব্বত গুহায় নিদ্রিত ছিলেন, তথায় লইয়া আসিলেন। কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কালযবন গুহা-মধ্যস্থ নিদ্রিত ব্যক্তিকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া ক্রোধে সজোরে পদাঘাত করিলে মহারাজ মুচুকুন্দের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হইল। শ্রীকৃষ্ণের মহাতেজোময় স্বরূপ সম্মুখে দর্শন করিয়া মুচুকুন্দ শঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহার পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন—'আপনার অসহনীয় তেজোপ্রভাবে আমার প্রভাব হত হইয়াছে, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি নিখিল প্রাণিগণের আরাধ্য।'

জরাসন্ধ ও কালযবন সাক্ষাৎভাবে দেখিয়াও ভক্তিহীনতাহেতু কৃষ্ণের ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ধার্ম্মিক, ভক্তিমান্ মুচুকুন্দের উপর কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি হওয়ায় তিনি কৃষ্ণের ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ-তত্ত্ব মহারাজ মুচুকুন্দকে অবগত করাইয়া বলিলেন—মহারাজ মুচুকুন্দ পুরাকালে কৃষ্ণের কৃপা প্রচুররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গুহা-মধ্যে উপস্থিত হইয়া

তাহাকে নিজ স্বরূপ দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণও বর দিতে ইচ্ছা করিলে মহারাজ মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করিয়া ত্রয়োদশ শ্লোকে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। প্রণিধানযোগ্য দুইটী স্তব নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

'লব্ধ্বা জনো দুর্ল্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥'

—ভাঃ ১০।৫১।৪৬

'হে অনঘ, মনুষ্য এই কর্ম্মভূমিতে ভাগ্যক্রমে অযত্নবশতঃ দুর্ল্লভ এবং অবিকলাঙ্গ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মযুগলের সেবা করে না, পরন্তু পশুর ন্যায় বিষয়সুখবাসনায় গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে।'

'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥'

—ভাঃ ১০।৫১।৫৩

'হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গম ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয় তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ, নিখিল-কার্য্য-কারণনিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে।'

শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ মুচুকুন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'আমি তোমাকে বরদানের দ্বারা প্রলোভিত করিলেও তুমি বিষয়বাসনায় আক্রান্ত হও নাই, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হও নাই, আমার প্রতি তোমার এইরূপ বিষয়বাসনা সম্পর্কশূন্য ভক্তি অটুট থাকুক। তুমি আমাতে মনোনিবিষ্ট করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছভাবে বিহার কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে রত থাকিয়া মৃগয়াকালে বহু প্রাণী বধ করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাতে আশ্রিত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তুমি তপস্যা দ্বারা পাপসমূহ বিনষ্ট কর। তুমি পরজন্মে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তোমার অন্য কোন ঐশ্বর্য্যলাভের বাঞ্ছা থাকিবে না।'

পর্ব্বত গুহায় নিদ্রাভিভূতাবস্থায় বহু যুগ অতিক্রান্ত হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গের পর বহির্গত হইলে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কেহই জীবিত না থাকায়, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করতঃ যোগসমাহিত-চিত্তে অন্তর্ধান-লীলা করিলেন।
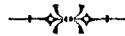
পাঞ্জাবে, চণ্ডীগড়ে, হরিয়াণায় এবং উত্তরপ্রদেশে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১১২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) :—অবস্থান-কাল : ১৩ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৯ বৈশাখ, ২ মে রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী এবং আসামের শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল বাসযোগে রওনা হইয়া অপরাহ্নে দেরাদুন মঠে পৌঁছেন। ২৬ এপ্রিল সোমবার প্রাতে প্রতিশ্রুত বাক্যানুযায়ী বাস না আসায় শ্রীরাকেশ কাপুর ও শ্রীসতীশ জৈন সাধুগণের কষ্ট লাঘবের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া একটী মটর-কার, একটী জীপ কার ও একটী মেটাডোর গাড়ী ব্যবস্থা করিয়া দিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বেলা ১১টায় লুধিয়ানা হইতে যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ৫-৩০টায় ডি-এল্ রোডস্থ দেরাদুন মঠে আসিয়া পৌঁছেন। সাধুগণের শুভাগমন আকাঙ্ক্ষায় ভক্তগণ দেরাদুন মঠে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করিলে তাঁহারা সকলে আনন্দিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। দেরাদুন মঠেরও

সমুন্নতি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন হইলেন। দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সেবা-প্রচেষ্টায় সংকীর্ত্তনভবনের নীচের তলার মেঝে সুন্দরভাবে মোজেক হওয়ায় ভক্তগণের তথায় বসিবার ও সুখে প্রসাদ পাইবার সুবিধা হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী সংকীর্ত্তনভবনের দ্বিতলেরও মেঝেতে মোজেক টালি বসাইবার ব্যবস্থা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ করিয়াছেন। অন্যান্য ঘরগুলির নূতনভাবে প্লাস্টার ও চূণকামের কার্য্য চলিতেছে। দেরাদুন মঠের নির্ম্মাণকার্য্যের অগ্রগতি দেখিবার জন্য এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় আনুকূল্য বিধানের ব্যবস্থার জন্যই শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজাদিসহ তথায় পৌঁছিয়াছেন। শ্রীমঠের দ্বিতলে সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ হরিকথা পরিবেশন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। প্রাতের ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে হরিকথা বলেন। সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরায়পুর রোডস্থ শ্রীজি-এল্ গর্গের, ওল্ড ডালেনওয়ালাস্থিত শ্রীরামশরণ আগরওয়াল (শ্রীঅঙ্গুরী দেবী), ওল্ড ডালেনওয়ালাস্থিত শ্রীরাম আগরওয়াল, অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরী কলোনীতে সভামণ্ডপে, রায়পুর রোডস্থ শ্রীনির্ম্মলা আগরওয়াল, ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীছজ্জুলালজীর (শ্রীললিতাপ্রসাদ দাসাধিকারীর), সেবক আশ্রম রোডস্থ শ্রীশ্যামলাল বাঁট্রার এবং রাজপুর রোডস্থ শ্রীসুন্দরদাসজীর গৃহে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ ভাগবত-শাস্ত্রাবলম্বনে শুদ্ধভক্তিপোষক হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরি কলোনীতে সভামণ্ডপে যে বিশেষ সভার আয়োজন হইয়াছিল তাহার মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীশঙ্কর ব্যানার্জ্জি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপাভিষিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীরোহিণী কুমার সিংহ রায়) গত ৩ পৌষ (১৩৯৯), ১৯ ডিসেম্বর (১৯৯২) দেরাদুনস্থ তাঁহার নিজালয়ে হরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। রোহিণী প্রভুর পুত্রগণ শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ দেরাদুন মঠে শুভপদার্পণ করায় স্বধামগত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে শ্রীমঠে ৩০ এপ্রিল শুক্রবার বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস বহু গৃহস্থ ভক্তও মঠে প্রসাদ পাইয়াছেন।

চণ্ডীগড়ের ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ ২০ বৈশাখ, ৩ মে সোমবার দেরাদুন হইতে চণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী পালনান্তে বাসযোগে ৭ মে নিউদিল্লী মঠে সদলবলে আসিয়া পরদিন এ-সি এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া ১০ মে প্রাতে কলিকাতা মঠে পৌঁছেন আগরতলা মঠের চন্দনযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য। গাড়ী ১০-৩০ ঘণ্টা বিলম্বে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে। তিনি এইবার শিমলার প্রচারপ্রোগ্রামে যাইতে পারেন নাই। উক্ত প্রচার-প্রোগ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী আদি গিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক প্রচার-কেন্দ্র হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক প্রচার-কেন্দ্র অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ৭ জ্যৈষ্ঠ (১৪০০ বঙ্গাব্দ), ২১ মে (১৯৯৩) শুক্রবার

হইতে ৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে রবিবার পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থাবিষয়ে মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ এবং শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী সমভিব্যাহারে ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ মে বুধবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদ এক্সপ্রেসে (East Coast Expressএ) যাত্রা করতঃ পরদিন রাত্রি ৯ ঘটিকায় সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। ট্রেন বিলম্বে পৌঁছায় সাধুগণকে সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন হইতেই মঠে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় এবং তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে ডক্টর বাবু রাও বার্ম্মা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীজি-ভি-এল্ নরসিংহ রাও। বক্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বিশ্ব-শান্তি', 'সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত', 'ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২২ মে শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া হায়দরাবাদ সহরের কতিপয় মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। এইবার হায়দরাবাদে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা অধিক অনুভূত হইল।

পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে ও বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনের পর বেলা ১-৩০ ঘটিকা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব আরম্ভ হয়। মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য সম্পাদিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া হায়দরাবাদ সহরে পাথরঘাটিস্থিত শ্রীরমণিকভাইর বিপণীতে এবং ডাক্তার শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ গুপ্তের বাসভবনে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

বহু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌর-বিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীসনৎকুমার দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকীবল্লভদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রী-করুণা কর), শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রাইয়া), শ্রীপুণ্যশ্লোক দাসাধিকারী, শ্রীজগৎদাসজী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীসন্তোষ আগরওয়াল, শ্রীমহেন্দ্রকুমার এবং প্রচারপার্টীর সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে শনিবার প্রাতে হায়দরাবাদ হইতে ইষ্ট কোষ্ট এক্সপ্রেসযোগে প্রচারপার্টীসহ কলিকাতা যাত্রা করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীচিত্তরঞ্জন হালদার, হালদারপাড়া রোড, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬ ঃ—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীচিত্তরঞ্জন হালদার (দীক্ষানাম ঃ—শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাসাধিকারী) বিগত ৩ ফাল্গুন (১৩৯৯), ১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) সোমবার শেষরাত্রে কৃষ্ণা-দশমী তিথিতে নিজ বাসগৃহে হরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৮ বৎসর, তিনি স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়কে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতৃদেব স্বধামগত শ্রীঅতুলকৃষ্ণ হালদার মহোদয়। শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাসাধিকারী কলিকাতা মঠে যাতায়াত করিতেন এবং নিয়মিতভাবে হরিকথা শুনিতে আসিতেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় তাঁহার রুচি ছিল। তাঁহার স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহার ও সেবাপরায়ণতা বৈষ্ণবগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ১৯৭২ সালে ১১ মার্চ্চ (২৭ ফাল্গুন, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে) পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে হরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে নিজেকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বধামগতা পরমাভক্তিমতী জননীদেবীও পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা ছিলেন। তিনি জননীদেবীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায়, শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় এবং মঠের বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানসমূহে পরমোৎসাহে যোগ দিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণা ভক্তিমতী।

তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধকৃত্য সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানমতে ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে ও শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারীর সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে বিরহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা সমুপস্থিত কএকশত ভক্তের পরিতৃপ্তি বিধান করা হয়। চিন্ময়ানন্দ প্রভুর ভ্রাতা শ্রীপ্রশান্ত কুমার হালদার কার্য্যের দেখাশুনা করেন।

শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাসাধিকারীর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।
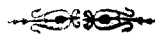
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীউর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, খদিরবন, কাম্যবন, বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটি এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন, গোকুলমহাবন—এই পাঁচটি, মোট দ্বাদশবন এবং বিভিন্ন উপবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে।

শ্রীমথুরায় পৌঁছিবার তারিখ—পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে ৯ কার্ত্তিক (১৪০০), ২৬ অক্টোবর (১৯৯৩) মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী তিথিতে মথুরা-ঠিকানায় পৌঁছিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা—যাঁহারা কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইবেন, তাঁহারা আগামী ৮ কার্ত্তিক (১৪০০), ২৫ অক্টোবর (১৯৯৩) সোমবার পূর্ব্বাহ্নে হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুভযাত্রা করিবেন। বিস্তৃত বিবরণ সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতব্য।

ব্রতারম্ভ ও সমাপ্তি—৯ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর মঙ্গলবার পাশাঙ্কুশা শ্রীএকাদশীবাসর হইতে আরম্ভ হইয়া ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথি-উপবাসব্রত পর্য্যন্ত শ্রীদামোদরব্রত, পরে ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর সোমবার শ্রীভীষ্মপঞ্চক এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাতিথি পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করা হইবে।

২৮ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর রবিবার—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব।

প্রত্যাবর্ত্তন—১৩ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার যাত্রিগণ শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এইবার বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী ব্রতোপবাসবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** শুভাবির্ভাব এবং পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা বিশেষভাবে সম্পন্ন হইবে।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্যবিষয়—যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতেই নিজেদের নাম ও ঠিকানাসহ নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু শীতবস্ত্র, ছোট থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ও শ্রীবৃন্দাবনস্থ শাখামঠের মঠরক্ষক ও সহ-সম্পাদকের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রের দ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name............
Vill............
P. O............
Dist............ Pin............

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সংঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০১০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০০
১৫ পুরুষোত্তম, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, বুধবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকীপুর, পাটনা
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০ ; ১লা নভেম্বর ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরাবস্থায় কোনদিন উহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু উহা বিধি হইতে পারে না। আমরা আলস্যবশতঃ যদি কৃষ্ণকে না খাওয়াই এবং নিজেরা খাইয়া থাকাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভগবানের সেবার প্রতি আদর কমিয়া যাইবেই। মঠের সেবকের চিন্তাস্রোতের বিপর্য্যয় সাধন করা উচিত নহে। "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি" বিচার যখন আমরা অসমর্থপক্ষে গ্রহণ করি, তখন সমর্থপক্ষে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। * * উহা বোধ করি তাঁহার সেবা-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক, নতুবা ব্যবহারিক জীবন God-less বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। God-loving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোন দিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না। * * "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ" প্রভৃতি শ্লোক * * বিস্মৃত হইলেন কেন? তোমার নানা কষ্টের মধ্যেও উহা মনে আছে জানিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; ২০শে নভেম্বর ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আমাদের কোন মঠেই স্ত্রীলোকের রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থা নাই ; তবে যোগপীঠে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী ও গৃহস্থের Colony থাকায় এ বিষয়ে বাধা দেই নাই। মিসেস্ * * কৃপা করিয়া তথায় Hony. Secy.র পদ গ্রহণ করিবেন, ভাল কথা ; কিন্তু মঠে না থাকিলেই ভাল। শ্রীযুক্ত * * এ সকল কথা বেশ ভাল বুঝেন। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র বা ছিদ্র না থাকিলেও সীতাদেবীর কলঙ্কের ন্যায় নানা কথা উঠিতে পারে। * * বিদ্ধ শাক্তগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ; কিন্তু Transcendental Religion is not meant for mundane Society.

* * * *

দিব্যোন্মাদের মোহন ও মাদন অবস্থায় কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অধিরূঢ় মহাভাবে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণে তন্ময়তা হয়। উহা প্রাকৃত ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নহে। বিরহে 'বিষয়ের' চিন্তা অনুস্যূত থাকায় তন্ময়তা হৃদ্দেশ অধিকার করে। তাই বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী বাউল হইবার কথা বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রাকৃত স্ত্রী হইবার কল্পনা উদ্দিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পরম সুযোগপ্রাপ্তি ঘটে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভুতা ও প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্য-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপনপূর্ব্বক নিজেদের বিকৃত ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ—এই নিত্যা চিন্ময়ী উপলব্ধি থাকিয়া স্বরূপে পঞ্চরসের কোন এক রসে অবস্থানপূর্ব্বক সেইরূপ চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছমীর সঙ্গ প্রভৃতি কদর্য্য নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারমূলক ধারণা নহে। এই সকল ভাল করিয়া বুঝা যাইবে—নিবৃত্তানর্থ ও তত্তদ্ভাবে লোভ বা রুচিযুক্ত হইয়া শ্রীরূপানুগবরের অনুসরণে শ্রীল দাস গোস্বামীর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি', শ্রীরূপের 'কার্পণ্যপঞ্জিকা', শ্রীল কবিরাজের 'চরিতামৃত'-বর্ণিত শ্রীল রায় রামানন্দের হৃদ্গতভাব, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি স্বভাব, মাথুরবিরহ প্রভৃতি আলোচনা করিলে। তবে অজীর্ণ রোগে পীড়িত আনুকরণিক-সম্প্রদায়ের স্থূল পরিচয়ে আস্থা লইয়া আনুগত্য ধর্ম্মের বাহ্য বিড়ম্বনা দেখাইলে * * ঘোষের দলের বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করার ন্যায় ফল হইবে মাত্র।

জাগতিক সুখৈষণা—অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, আর ভক্তি—অন্যাভিলাষিতাশূন্য। প্রভুত্বকামীর সৎ ও অসৎকর্ম্মবাসনা হইতেই সুখ ও দুঃখ পুণ্যার্জ্জিত লভ্যসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিলে বা ত্রিতাপে কষ্টাদি পাইলেই সাময়িকভাবে পাপক্ষয় হয়। পাপ-পুণ্যক্ষয়ে কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস হয় ; তজ্জন্য ভক্তিকেই নৈষ্কর্ম্ম বলা হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্মজ্ঞানবিমিশ্রা যা যুক্তিস্তর্কময়ী নরে।
চিত্রমতপ্রসূতী সা সংসারফলদায়িনী ॥ ১৮ ॥

যুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়। তাহা নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিকবৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে মিশ্রযুক্তি বলি। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র। তাহার অন্যতম নাম 'তর্ক'। ইহাই নিন্দনীয়। যেহেতু ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সদোষ। সিদ্ধযুক্তি যাহা নির্ণয় করে, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত মত প্রসব করে, তাহা নানাপ্রকার ও পরস্পর বিবদমান। সেই সমস্ত মতে কার্য্য করিলে বদ্ধজীবের বদ্ধতাই ফলস্বরূপ লব্ধ হয় ॥ ১৮ ॥

যুক্তেস্তু জড়জাতায়া জড়াতীতে ন যোজনা।
অতো জড়াশ্রিতা যুক্তির্বদত্যেবং প্রলাপনম্ ॥১৯॥

মিশ্রযুক্তি জড় হইতে জাত। আদৌ জড়বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জড়ীয় ছবি প্রাপ্ত হন, তাহা স্নায়বীয় প্রণালীদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় স্মৃতিশক্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইলে বদ্ধযুক্তি সেই সকল ছবির উপর কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে অনেক কল্পনা ও বিভাবনা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত ছবিকে সজ্জীভূত করিয়া তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তাহাকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া আখ্যা দেন। অনুলোম ও প্রতিলোম-প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল ছবি হইতে অন্যায় সিদ্ধান্তরূপ রং বাহির করেন। তাহাকে যুক্তি বলেন। কম্‌টী কহিলেন,—'যাহা লক্ষিত হইয়াছে, তাহাকে সজ্জীভূত করিয়া রাখ ও তাহা হইতে সত্যানুসন্ধান কর।' এখন দেখা যাউক, যে-সকল ছবি কেবল জড় জগৎ হইতে আনীত হইল, তাহার উপর যে যুক্তি করা যায়, সে যুক্তিকে জড়জাতা যুক্তি বলা যায় কি না? জড়াতীত বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম কি প্রকারে ঐ প্রণালীতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে? যদি জড়াতীত কোন বস্তু থাকে, তবে অবশ্য তদুপলব্ধির জন্য অন্য কোন তদুপযোগী প্রণালী থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা ঐ উচ্চ প্রণালী অবগত নন বা কুসংস্কারবশতঃ জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করতঃ কেবলমাত্র প্রলাপবাক্যই বলিবেন সন্দেহ কি? যেস্থলে কেবল জড়ীয় জগতের অনুসন্ধানই কার্য্য হয়, সে স্থলে জড়াশ্রিতা যুক্তি সুষ্ঠুরূপে ফল প্রদান করে। শিল্প, শারীর-কর্ম্ম, যুদ্ধ, সঙ্গীত ইত্যাদি যতপ্রকার জড়ীয় ব্যাপার আছে, তাহাতে উক্ত মিশ্রযুক্তি বিশেষরূপ কার্য্যকরী। আদৌ মিশ্রাযুক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভাবে ঐসকল বিষয়ের সঙ্কল্প করে, পরে কর্ম্মমিশ্রা ভাবে ঐ সকল ব্যাপার সম্পাদন করে। রেলরোড্ ব্যাপারটী যখন কোন জড়ীয় পণ্ডিতের মনে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হইল, তখন যুক্তি কর্ম্মমিশ্রা হইয়া শিল্প-কর্ম্মে প্রযুক্ত হইল। শিল্পাদি কর্ম্মই মিশ্রাযুক্তির প্রকৃত বিষয়, জড়াতীত তত্ত্ব তাহার বিষয় নয়, অতএব তাহাতে উহার যোজনা সম্ভব হয় না। জড়াতীত তত্ত্বে জড়াতীত যুক্তি কার্য্য করিতে সক্ষম। জড়বাদ, জড়শক্তিবাদ, জড়নির্ব্বাণবাদ, ভাববাদ—ইহারা জড়াতীত যে জগৎকারণ তাহার সন্ধান করিবার জন্য জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু তাহাদের প্রণালী নিতান্ত হাস্যাস্পদ। তাহারা যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, সে সমুদয়ই প্রলাপ মাত্র ॥ ১৯ ॥

প্রলপন্তীহ সা যুক্তি রুদন্তী স্বাত্মসিদ্ধয়ে।
চরমে পরমেশানং স্বীকরোতি ভয়াতুরা ॥২০॥

সিদ্ধযুক্তি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও জড়বদ্ধ আত্মা জড়ের ভারকে গুরুভার জানিয়া তাহাকেই অনুধ্যান করতঃ মিশ্রযুক্তিকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। একারণ জগতের অধিক লোকই মিশ্রযুক্তির পক্ষপাতী। জড়াতীত শুদ্ধযুক্তি এতন্নিবন্ধন বিরল। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে অন্তর্ম্মুখবৃত্তিতে ভজন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই কেবল শুদ্ধযুক্তি অর্থাৎ

সমাজ সমাধির মাহাত্ম্য অবগত। বহুকাল হইতে বহির্ম্মুখ জগৎ মিশ্রযুক্তিকে সম্মান করিয়া তাহার নিকট হইতে যাথার্থ্য লাভের আশা করিতেছিল। ঐ যুক্তি যতপ্রকার মত প্রচার করিল, তাহা প্রথমে আদর করিয়া গ্রহণ করতঃ অবশেষে তাহাতে সন্তোষ লাভ হয় নাই। যুক্তি বদ্ধই হউক বা মিশ্রই হউক আত্মার সহিত নিঃসম্বন্ধ হইতে পারে না। সময়ে সময়ে আত্মার উপকার করিতে যত্ন করে। চিত্রমত-সমূহ প্রসব করিয়া নানাবিধ প্রলাপ করতঃ যখন মিশ্রযুক্তি সন্তোষ লাভ না করিল, তখন আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মিল। প্রলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। বলিল,—হায়! আমি কত-দূর বহির্ম্মুখ কার্য্য করিয়া আমার নিত্য-সম্বন্ধী আত্মা হইতে দূরে পড়িয়া স্বভাব ত্যাগ করিতেছি। তখন এই প্রকার রোদন করিতে করিতে ভয়াতুরা হইয়া চরমে পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যের কারণ স্বীকার করে। নর-মন ঐ অবস্থায় দেশবিদেশে যুক্তিস্থাপিত ঈশ্বরকে প্রচার করিয়া থাকে। উদয়নাচার্য্য ঐ অবস্থায় কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে শুষ্ক ঈশ্বরবাদ (Deism) এবং Natural Theology বলিয়া যে-সকল মত নিঃসৃত হয়, তাহা মানবগণের উক্ত অবস্থাক্রমে অনুমোদিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। মিশ্রযুক্তিদ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব সং-স্থাপিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও উক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে অস্বাভাবিক অসম্পূর্ণ, যেহেতু জড়সম্বন্ধী যুক্তি যে ঈশ্বরভাব আনয়ন করে, তাহা কেবল জড়ের কারণ-রূপ ক্ষুদ্র ভাববিশেষ। অস্বাভাবিক, যেহেতু তাহাতে প্রকৃত আত্মোন্নতি নাই, আত্মার সাক্ষাৎ চালনা বা বিষয়ালোচনা নাই। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে ॥২০॥

কদাচিদীশতত্ত্বে সা জড়ভ্রান্তা প্রলাপিনী।
দ্বৈতং ত্রৈতং বহুত্বং বারোপয়ত্যেব যত্নতঃ ॥২১॥

সেই প্রলাপিনী মিশ্রা যুক্তি পরমেশ্বর স্বীকার করিয়াও জড়ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের একত্ব সংস্থাপনে অক্ষমা হয়। কোন সময়ে সে দুইটী তত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। তখন তাহার বিবেচনায় চিত্তত্ত্ব একটি ঈশ্বর ও জড়তত্ত্ব একটি ঈশ্বর হয়। চিত্তত্ত্ব-স্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গলজনক। জড়তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত অশুভের আকর। জরদ্বস্ত্র নামক কোন পণ্ডিত অসৎ ও সদীশ্বর—এইরূপ দুইটি ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার করতঃ জেন্দাভেস্তা নামক গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বৈত স্বীকার করেন। পরমেশ্বর-পরায়ণ লোকসকল তাঁহাকে জরন্মীমাংসক বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন; এমন কি, ঐ উপাধি পরে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত বহির্ম্মুখলোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জরদ্বস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটী সংক্রামক হইয়া 'জু'দিগের ধর্ম্মে ও শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটি সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরদ্বস্ত্র দুই ঈশ্বরবিষয়ক মত প্রচার করিতেছিল, সেই সময়েই জুদিগের মধ্যে তিনটি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে। আদৌ Trinity মতে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বর, হোলিঘোষ্ট ও খ্রীষ্ট এই তিনটি তত্ত্ব বিচার দ্বারা তাহার যুক্ত মীমাংসা বাহির করি-লেন। যে কালে বা যে সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব —ইহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে সময় ভারতেও তিনটি ঈশ্বর বিশ্বাস-রূপ একটি অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদ-নিষেধক উপদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে বহু-দেবতার বিশ্বাস দেখা যায়। বিশেষতঃ অত্যন্ত অসভ্য প্রদেশে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় না। কোন সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার ব্যবহার ছিল। মীমাংসকেরা ঐ মতকে পরে সংশোধিত করিয়া একটি ব্রহ্মকে সংস্থাপন করেন। এ সমস্তই জড়ভ্রান্ত যুক্তির প্রলাপমাত্র। পরমেশ্বর—একতত্ত্ব। অধিক হইলে কদাচ সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিধি পরস্পর বিবদমান হইয়া সংসার উৎসন্ন করিত সন্দেহ নাই। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে এক পুরুষের ইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বিবেকী লোক অস্বীকার করিতে পারে না ॥ ২১ ॥

জ্ঞানং সাহজিকং হিত্বা যুক্তির্নবিদ্যতে কৃচিৎ।
কথং মা পরমে তত্ত্বে তং হিত্বা স্থাতুমর্হতি ॥২২॥

আত্মার সহজ-জ্ঞানজনিত যে যুক্তি, তাহাই শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ। তৎকর্ত্তৃক যে তত্ত্বমীমাংসা, তাহাই যথার্থ। সাহজিক জ্ঞানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি থাকিতে পারে না। তবে যে বিষয়জ্ঞান-সংসৃষ্ট যুক্তি আমরা বিষয়কার্য্যে লক্ষ্য করি, তাহা অশুদ্ধ বা মিশ্র। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত তত্ত্বকথা বলিয়া থাকে, সে সমুদয়ই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর নিরূপণ করিলেও তাহার মীমাংসা সুন্দর হয় না। পরমতত্ত্বে মিশ্র-যুক্তির যোজনা নাই। শুদ্ধযুক্তি সাহজিক জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক পরমতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত করে, সে সমুদায় যথার্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহজিক জ্ঞান কাহাকে বলি ? আত্মা—চিন্ময়, অতএব জ্ঞানময়। তাহাতে স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে, তাহার নাম সহজ-জ্ঞান। সহজজ্ঞান আত্মার সহিত নিত্য জাত। কোন জড়ীয় উপলব্ধিক্রমে জন্মে না। সেই সহজজ্ঞানের কোন প্রক্রিয়ার নাম শুদ্ধযুক্তি। সহজজ্ঞানের পরিচয় এই যে, বিষয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে জীবের এই কয়টি উপলব্ধি প্রতীত হয়। (১) আমি আছি, (২) আমি থাকিব, (৩) আমার আনন্দ আছে, (৪) আমার আনন্দের একটি বৃহদাশ্রয় আছে, (৫) সেই আশ্রয় অবলম্বন করা আমার স্বভাব, (৬) আমি সেই আশ্রয়ের নিত্য অনুগত, (৭) আশ্রয় অত্যন্ত সুন্দর, (৮) সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই, (৯) আমার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, (১০) শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় আশ্রয়ানুশীলন করাই আমার উচিত, (১১) এ জগৎ আমার নিত্যস্থান নয় এবং (১২) এ জগতের উন্নতিতে আমার নিত্য উন্নতি নাই।

এবম্বিধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন না করিলে যুক্তি জড়মিশ্র হইয়া কেবলমাত্র প্রলাপ করিতে থাকে। যুক্তি বিষয়সংস্রবে যে সকল বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে, সেই সকল বিজ্ঞানেও প্রথমে কয়েকটী সহজজ্ঞান মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রথমে কতকগুলি কথা মানিয়া না লইলে কোন বিদ্যারই উন্নতি করিতে পারে না। পরমার্থতত্ত্বে সেইরূপ কতকগুলি সহজ সন্দেশ স্বীকারপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের সংস্থাপন করা যায়, তাহাই সত্যমূলক হয় ॥ ২২ ॥

(ক্রমশঃ)

ভাগবত ধর্ম্ম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর]

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের অতিমধুর বাক্যশ্রবণে সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তি ভক্তির দিকে কিছু ফিরিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের মায়াবাদেই ত' দৃঢ় শ্রদ্ধা, তাই তাঁহারা কহিলেন—শ্রীপাদ, আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তাহা সকলই সত্য বটে, যাঁহার ভাগ্যের উদয় হয়, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন। আপনি কৃষ্ণে ভক্তি করেন, ইহাতে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু যে বেদান্ত পঠন-পাঠন সন্ন্যাসীর একান্ত কর্ত্তব্য, আপনি সেই বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন, বেদান্তের কি দোষ হইল ? মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণের এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—আপনারা যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে একটি কথা নিবেদন করি। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের মধুর বাক্য শ্রবণে সন্ন্যাসিগণ কহিতে লাগিলেন,—আপনাকে দর্শন করিলে মনে হয় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আপনার বাক্য শ্রবণে আমাদের কর্ণ জুড়াইয়া যায়, আপনার শ্রীরূপমাধুর্য্য দর্শনে আমাদের নয়নও পরিতৃপ্ত হয়—আপনার প্রভাবে আমাদের সকলের মনই আনন্দিত হইতেছে, আপনার বাক্য কখনই অসঙ্গত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগের নিকট বেদান্ত সম্বন্ধে স্বীয় মত সংক্ষেপে কহিতে লাগিলেন—বেদান্তসূত্র সাক্ষাদ্ ভগবদ্‌বাক্য, শ্রীভগবান্ নারায়ণই তাহা বেদব্যাসরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই ভগবদ্বাক্য ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা [ভ্রম (সত্যে অসত্য ভ্রম,

যেমন রজ্জুতে সর্প বা সর্পে রজ্জু ভ্রম, শুক্তিতে রজত ইত্যাদি), প্রমাদ (অনবধানতা দোষ), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা দোষ—সত্যকে উপলব্ধি না করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া লোকবঞ্চনা বা আত্ম-বঞ্চনা) এবং করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের সত্য-নির্দ্ধারণে অপটুতা-দোষ)]—এই দোষচতুষ্টয়শূন্য। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই ১১ খানি বেদশিরোমণি মুখ্য উপনিষৎ, ইহারই সূত্র লইয়া ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের চারিটি 'অধ্যায়', এক এক অধ্যায়ে চারিটি 'পাদ'—চারি অধ্যায়ে ষোল পাদ। গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥"
—ভাঃ ১২।১৩।১৫

অর্থাৎ "শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্ত-সারভূতরূপে কথিত হইয়াছে। যিনি তদীয় রসামৃতাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অন্যত্র কুত্রাপি আসক্তি জন্মে না। [এস্থলে—'ইষ্যতে' শব্দার্থ—'কথ্যতে', 'রতি'—আসক্তি]"

ঐ শ্রীভাগবত ১।৩।৪১-৪২ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—

"তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥"

অর্থাৎ "('তৎ' অর্থাৎ তদনন্তরং) তৎপরে সকল বেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সংগ্রহ করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত ধীরগণের শ্রেষ্ঠ স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সেই শুকদেব পুনরায় মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত গঙ্গাতীরে পরমবৈরাগ্যহেতু আমরণ অনশনোপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই শ্রীমদ্ভাগবত সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—

"দধিমথনাদুদ্ভূতং নবনীতমিব যদ্বেদাদীনাং সারং সারং বস্তু তদেবেদং শ্রীভাগবতাখ্যং স্নেহেন সুতং শুকং গ্রাহয়ামাস। বেদাদিদধিমথনশ্রমং চ সফলীচকারেতি ভাবঃ। আত্মবতাং বরমিতি তাদৃশোঽপি সুতঃ স্বাদাধিক্যেনৈবেদং লোভাদ্ গৃহ্ণাতি স্মেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥"

"প্রায়োপবিষ্টং প্রায়ো মৃত্যুপর্য্যন্তানশনং তং ব্যাপ্য কৃতোপবেশং ॥" ৪২ ॥

[অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দধিমন্থন হইতে উদ্ভূত নবনীতের ন্যায় সর্ব্ববেদেতিহাসাদি শাস্ত্রের সারভূত এই শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য সারাৎসার বস্তু স্নেহভরে নিজপুত্র শুকদেবকে গ্রহণ করাইয়া বেদাদিরূপ দধি-মন্থন পরিশ্রম সার্থক করিলেন,—ইহাই ভাবার্থ।"

'প্রায়োপবিষ্ট'—'প্রায়ঃ' অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশন, তৎকাল ব্যাপিয়া উপবিষ্ট, এজন্য অনুবাদে 'আমরণ অনশনোপবিষ্ট' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।]

শ্রীমদ্ভাগবত যে মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, তাহা মহাত্মা বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্ গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈ-
র্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥"
—ভাঃ ৩।৫।১২

অর্থাৎ "হে মুনে, আপনার সখা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও ভগবদ্‌গুণানুবাদ বর্ণনে অভিলাষী হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করেন, তাহাতে প্রাকৃত মনুষ্যগণের মতি অর্থকামবিষয়ক গ্রাম্যকথা-দ্বারা হরি-কথায় নীত হইয়াছে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার উক্ত শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"মহাভারতস্যাপি বস্তুতস্তত্রৈব তাৎপর্য্যমিত্যাহ" ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবত যে, সমগ্র বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, তাহা শ্রীভাগবতের সর্ব্বপ্রথম 'নমস্কার'-রূপ মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং' 'পরং' সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥"
—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪০

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন—

"সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥"
—চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৫-১৬

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজভাষ্য স্বরূপ ॥
—চৈঃ চঃ ম ২৫ ১৩৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণশিরোমণি বলিয়াছেন, সেই ভাগবত-সিদ্ধান্তদ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যা করিলে গণসহ প্রকাশানন্দ সন্তুষ্ট হইলেন,—

এইমত সকল সূত্রের ভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকল সন্ন্যাসী সবিনয়ে একবাক্যে কহিলেন—

বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥
—চৈঃ চঃ আ ৭।১৪৮

সকলেরই মন ফিরিয়া গেল, তাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে নারদভক্তিসূত্র হইতে কএকটি সূত্র উল্লেখ করিয়া ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। শ্রীশাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রেরও প্রথমে ভক্তির সূত্র দেওয়া হইয়াছে—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"

অর্থাৎ শ্রীভগবানে আত্যন্তিক অনুরাগই ভক্তি।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে মাঠর শ্রুতি নামক একটি প্রাচীন শ্রুতির উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে 'ভক্তি'র মাহাত্ম্য জানাইয়াছেন—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরম-পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তির সূত্র দিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"
(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৭ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ
পূঃ বিঃ ১ম লঃ ১১ শ্লোক)

অর্থাৎ "কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎ-সঙ্গাদি দুর্নীতিমূলক সমস্ত অভিলাষবিহীন এবং মুমুক্ষা (মোক্ষ বা মুক্তিলাভেচ্ছা) ও বুভুক্ষা (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষা) দ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল চেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধে বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই 'উত্তমা ভক্তি'।" (চৈঃ চঃ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

[এস্থলে জ্ঞান, যোগ, আদি বলিতে বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাসাদি—শুদ্ধভক্তির আবরণস্বরূপ। 'জ্ঞান' বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকেই ভক্তিমার্গে গর্হণ করা হইয়াছে, নতুবা ভজনীয়ত্ব অনুসন্ধানমূলক সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বজ্ঞানকে গর্হণ করা হয় নাই, তাহা ত' অবশ্যই অপেক্ষণীয়, কর্ম্মসম্বন্ধেও ঐরূপ নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্মৃত্যাদি উক্ত ক্ষয়িষ্ণু ফল-কামনামূলক কর্ম্মাদিকেই গর্হণ করা হইয়াছে, পরন্তু ভজনীয় পরিচর্য্যাদিমূলক কর্ম্মকে গর্হণ করা হয় নাই, বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বিচার্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী খুব সংক্ষেপে ভক্তিতত্ত্বের সার মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৫, ১৭১

'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্' অর্থ—

"'আনুকূল্যেন'—আনুকূল্যমত্র ভজনোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ, প্রাতিকূল্যং তু তদ্বিপরীতং জ্ঞেয়ং, তস্য ভজনবিরোধাৎ, আনুকূল্যস্যাপি ভক্তিত্ববিধানং জ্ঞেয়ং; 'কৃষ্ণানুশীলনং'—স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তস্য কৃষ্ণস্য সম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনং কায়বাঙমানসীয়-তচ্চেষ্টারূপং প্রীতি-বিষয়াত্মকং শৈথিল্যপরিত্যাগপূর্ব্বকং মুহুরেব তত্তৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্তনম্—এব উত্তমা ভক্তিঃ।" (অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ 'আনুকূল্য' বলিতে ভজনোদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি যে রোচমানা প্রবৃত্তি, নিজের রুচি অনুযায়ী হইলে তাহা হইবে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম, তাহা ভজনবিরোধহেতু হইবে প্রতিকূল অনুশীলন, আনুকূল্যেরই ভক্তিত্ববিধান জ্ঞেয়। 'অনুশীলন' বলিতে কৃষ্ণসম্বন্ধি বা কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ কায়, বাক্য ও মনঃ দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরিচর্য্যাদিময়ী-চেষ্টা—শৈথিল্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর নিষ্কপটে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলা চেষ্টাই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হইতেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয়। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৮-১৬৯

সমগ্র পঞ্চরাত্রের এই মতসার প্রদর্শিত হইয়াছে—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭০ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১ম লঃ ১৬ নারদপঞ্চরাত্র বাক্য

অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশ সেবনের নাম—'ভক্তি'। এই (স্বরূপলক্ষণময়ী ভক্তি বা) সেবার দুইটি তটস্থ লক্ষণ, যথা—ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মুক্তা থাকিবে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকের অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন ঃ—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং (সকল ভেদাবরণপরিশূন্যং কৃষ্ণেতরান্যাভিলাষিতা-বর্জ্জিতং) তৎপরত্বেন (কৃষ্ণসৈবৈক তাৎপর্য্যেণ আনুকূল্যেন) নির্ম্মলং (কর্ম্মাবরণ-জ্ঞানবিমোহনাদি-উপাধিরূপ মলনির্ম্মুক্তং) হৃষীকেণ (সেবোন্মুখেন্দ্রিয় দ্বারা) হৃষীকেশসেবনং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপস্য বিষ্ণোরনুশীলনম্ এব) ভক্তিঃ উচ্যতে (কথ্যতে)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪) কথিত হইয়াছে—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥"

অর্থাৎ আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্র-প্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম স্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। (অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা ; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধান-রহিতা।) সালোক্য (বৈকুণ্ঠ-বাস—সমান লোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (নৈকট্য লাভ), সারূপ্য (সমান রূপ বা চতুর্ভুজাকার), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার অপ্রাকৃতসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। এতাদৃশীভক্তিকেই আত্যন্তিক ভক্তি-যোগ বলা যায়। সেই ভক্তিলোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মদ্ভাবায়' শব্দের 'মদ্‌বিষয়কপ্রেম্নে' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মোক্ষাদি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মাত্র, তৎসম্বন্ধে ভক্তের স্বতন্ত্রভাবে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। ভক্তরাজ শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিতেছেন—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥"

—কর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক

অর্থাৎ "হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তবে তোমার দিব্যকিশোর মূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, তখন ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কেন না স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে দাসীর ন্যায় আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ধর্ম্মার্থ কামসকল যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেই-

রূপভাবে তোমার চরণসেবার জন্য আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অদ্বৈতবাদিগণ যে সাযুজ্যমুক্তির অন্বেষণ করেন, তাহা নিষ্ঠাভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ 'ব্রহ্মসাযুজ্য' ও 'ঈশ্বর-সাযুজ্য'। সে প্রকার মুক্তিতে জীবের স্বরূপাবস্থিতি হয় না।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাহার সম্বন্ধ এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥"

["তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধাম-রূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন।"]

'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা মায়া হইতে পৃথক্ হইয়াও জ্ঞানী ও যোগীদিগের স্বরূপাবস্থিতি রূপ পরম সদ্গতি লাভ হয় না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব-বিভাগ ২য় লহরীতে লিখিয়াছেন—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ "ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটি পিশাচী, যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৫-১৭৬

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে পিশাচী বলা হইয়াছে, কেননা ঐ দুইটি রাক্ষসী ভক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

তবে শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদ মোক্ষকে 'বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভ' বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতও বিরূপে অর্থাৎ দেহাদি অনিত্যবস্তুতে আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতির নামকেই 'মুক্তি' বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে মুক্তি বা মোক্ষ শব্দ দোষাবহ নহে।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে 'শ্রীমধ্বোক্ত নয়টি প্রমেয় শ্রীমন্মহাপ্রভু লোককে উপদেশ করিয়াছেন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা প্রমেয়রত্নাবলী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ—বিষ্ণুং পরতম-
মখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-
জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমল-
ভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি
হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

শ্রীমধ্ব বলিয়াছেন—(১) শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরতমতত্ত্ব, (২) শ্রীবিষ্ণুই অখিল আম্নায়-বেদ্য—বেদাদি সকল শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, (৩) জগতের সত্যত্ব, (৪) ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদবিচারের সত্যত্ব, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরিপাদপদ্মের সেবক, (৬) জীবগণের তারতম্য অর্থাৎ উৎকৃষ্টত্ব ও অপকৃষ্টত্ব, (৭) বিষ্ণু-পাদপদ্ম লাভই মোক্ষ বা মুক্তি, (৮) শ্রীভগবানের অমলভজন বা বিশুদ্ধা ভক্তিই সেই বিষ্ণুপাদপদ্মলাভ-রূপ মোক্ষের হেতু, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ। ইহাই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র জীবগণকে উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বোক্ত শ্রীহরির পরতমত্ব শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করতঃ প্রতিপাদন করিতেছেন—

'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রমেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ' ইতি।

—সুতরাং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম দেবতা। তাঁহার ধ্যান করিবে, সেই রসস্বরূপ ভগবান্‌কে বিভাব, অনুভাবাদিদ্বারা আস্বাদন করিবে, তাঁহার সেবা করিবে এবং তাঁহার পূজা করিবে।

শ্রীবলদেব তাঁহার 'কান্তিমালা' টীকায় লিখিয়াছেন—

"মাধ্বমতং শ্রীচৈতন্যসম্মতম্। জীবানাং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং বিষ্ণুসাক্ষাৎকারং মোক্ষমাহ * * তেষাং বিষ্ণুরূপতাং নিরাকরোতি। তস্য বিষ্ণোরমলং নিষ্কামং যদ্ভজনং তস্য মোক্ষস্য হেতুমাহ।

ব্রহ্মাহমস্মীতি জ্ঞানস্য মোক্ষহেতুতাং নিরাকরোতি।"

অর্থাৎ শ্রীমাধ্বমত শ্রীচৈতন্যসম্মত। জীবগণের বিষ্ণুপাদপদ্মলাভ অর্থাৎ বিষ্ণুসাক্ষাৎকারই মোক্ষ। ইহাদ্বারা জীবের বিষ্ণুরূপত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অমল অর্থাৎ নিষ্কাম ভজনই উক্ত বিষ্ণুসাক্ষাৎকার রূপ মোক্ষের হেতু। ইহা দ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের হেতুতা নিরাকরণ করা হইয়াছে।

[যাহা হউক এক্ষণে আমরা এই প্রবন্ধারম্ভে শ্রীবসুদেব দেবর্ষি নারদসমীপে যে ভাগবতধর্ম্ম-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১১।২।৭), তদ্বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অবশ্য এতাবৎকাল যে ভক্তিসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।]

শ্রীবসুদেব দেবর্ষি নারদের নিকট 'ভাগবতধর্ম্ম' বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে দেবর্ষে আমি পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া সন্তানকামনায় মুক্তিদাতা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলাম, কিন্তু মুক্তিকামনায় তাঁহার আরাধনা করি নাই। সম্প্রতি আমি যাহাতে বিচিত্র ব্যসনরাশিপরিপূর্ণ বিবিধ ভয়সঙ্কুল এই সংসার হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমাকে স্পষ্ট উপদেশ করুন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, ধীমান্ বসুদেবের এইরূপ প্রশ্নে শ্রীহরির বর্ণনীয় গুণসমূহের স্মরণ হওয়ায় দেবর্ষি অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

দেবর্ষি নারদ কহিতে লাগিলেন—হে যাদবশ্রেষ্ঠ, আপনি বিশ্ববিশোধক যে ভাগবতধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আপনার এ সঙ্কল্প অতিশয় উত্তম,—

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥"
—ভাঃ ১১।২।১২

এই ভাগবতধর্ম্মের শ্রবণ, তদনন্তর স্বয়ং পঠন, পঠিত বিষয়ের চিন্তন, সমাদর ও অনুমোদন করিলে ইহা দেবদ্রোহী তথা বিশ্বদ্রোহীকে পর্য্যন্ত সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকে।

সম্প্রতি আপনার সদ্ধর্ম্ম প্রশ্নহেতু আমার হৃদয়ে পরমকল্যাণময় পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন শ্রীভগবান্ নারায়ণের স্মৃতি সমুদিত হওয়ায় ইহা আমার প্রতি আপনার পরম অনুগ্রহ বলিয়া বিচার করিতেছি। এই ভাগবতধর্ম্মনিরূপণ বিষয়ে বৃদ্ধগণ বিদেহরাজ মহাত্মা জনক এবং ঋষভনন্দনগণের সংবাদরূপ যে একটি প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন, আমি তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তাঁহার পুত্রের নাম আগ্নীধ্র, তৎপুত্র নাভি, তৎপুত্র ঋষভ নামে খ্যাত। এই ঋষভদেব মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তনার্থ শ্রীভগবান্ বাসুদেবাংশরূপে অবতীর্ণ, ইঁহার বেদজ্ঞ শতপুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। এই শতপুত্রমধ্যে ভরত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলী-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরায় জম্বুদ্বীপ (এশিয়াখণ্ড) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার নয়টি খণ্ড বা বর্ষ,—অজনাভ, ইলাবৃত, কিম্পুরুষ, কুরু, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, রম্যক বা রমণক, হরি ও হিরণ্ময়। তন্মধ্যে অজনাভ বর্ষই ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। পরমভাগবত ভরত সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াও অনিত্য রাজ্যৈশ্বর্য্যাদিতে আসক্ত না হইয়া সুতীব্র বৈরাগ্যের সহিত বনে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তথায় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তিনজন্মে (প্রথম ক্ষত্রিয়রাজ জন্ম, দ্বিতীয় মৃগজন্ম, তৃতীয় পরমহংস জন্ম) তাঁহার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভরতের কনিষ্ঠ নয়জন নবদ্বীপপতি হইয়াছিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—ভরতের কনিষ্ঠ নয়জন এই ভারতবর্ষমধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্তাদি নয়টি ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন—"তেষাং ঋষভপুত্রাণাং মধ্যে নবদ্বীপপতয়ো নবানাং ব্রহ্মাবর্ত্তাদি ভূখণ্ডানাং পতয়ঃ। অস্য ভারতবর্ষস্য।" তৎকনিষ্ঠ ৮১ জন কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হন, অবশিষ্ট নয়টি পুত্র—মহাভাগ্যবান্, পরমার্থনিরূপক, দিগম্বর, শ্রমণ, আত্মবিদ্যাবিশারদ, মুনিধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা মহাভাগবত নবযোগেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের নাম—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিড়, চমস, করভাজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

কূর্ম্ম-বিপ্র

(৯০)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের জীবসমূহের উদ্ধারের জন্য পুরুষোত্তমধাম হইতে বৈশাখ মাসে দক্ষিণ যাত্রা করিয়াছিলেন, সঙ্গে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ প্রার্থনায় কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সেবকরূপে লইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে কূর্ম্মস্থানে* আসিয়া 'কূর্ম্ম' নামক বৈদিক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদে কূর্ম্ম বিপ্রের নাম উল্লেখ করিরাছেন, তদতিরিক্ত তাঁহার পরিচয়াদি সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। শ্রীভগবল্লীলার পুষ্টির জন্য যে সকল ভগবৎপার্ষদ জগতে আসেন, তাঁহাদের স্বরূপ অপ্রাকৃত হওয়ায় প্রায়ই তাঁহাদের প্রাকৃত জগতের পরিচয়াদি অপরিজ্ঞাত থাকে। জাগতিক ঐতিহাসিকগণ সচেষ্ট হইলেও তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃ-পরিচয়াদি জানিতে পারিবেন এইরূপ সম্ভাবনা কম। মহাপ্রভুর পার্ষদগণের জাগতিক বাহ্য পরিচয় জানিবার জন্য অধিক উৎকণ্ঠিত না হইয়া তাঁহাদের পূত চরিত্রের শিক্ষণীয় বিষয়ই আমাদের গ্রহণীয়।

কূর্ম্ম বিপ্রের প্রগাঢ় ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্রের সৌভাগ্য হইয়াছিল মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-ধৌতজল সবংশে ভক্ষণের এবং তাঁহাকে অতি প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া তাহার অবশেষ প্রসাদ সেবনের।

'‘কূর্ম্ম’ নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল বংশসহিত করিল ভক্ষণ ॥
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৭।১২১-২৩

বিপ্র স্তবের দ্বারা মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করতঃ তাঁহার বিরহ-সহনে অসামর্থ্যহেতু সঙ্গে যাইতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন না করিয়া তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতে এবং আচার্য্যরূপে সকলকে কৃষ্ণনাম করাইতে আদেশ করিলেন।

প্রভু কহে—‘ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর লৈবা ॥
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৭।১২৭-২৯

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত আদেশের তাৎপর্য্য বিষয়ে তাঁহার রচিত অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ ‘উৎকট-ভজন-পরায়ণ’ অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। ‘আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়’—এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনামগ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে

* কূর্ম্মস্থান ঃ—দক্ষিণ পূর্ব্ব রেল লাইনে গঞ্জাম জেলায় ‘শ্রীকাকুলম্ রোড’ স্টেশন হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে কূর্ম্মাচল বা শ্রীকূর্ম্ম। তেলেগুদেশীয় ব্যক্তিগণের সর্ব্বোত্তম তীর্থ। প্রপন্নামৃতে কথিত হয় যে পুরুষোত্তমধামে শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণকে ভক্তি-সদাচার শিক্ষা দিতে গেলে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীরামানুজাচার্য্যকে কূর্ম্মক্ষেত্রে রাত্রে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

জড়প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধ্ব-রামানুজাদির বহু শিষ্যবরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষা প্রদান।"

এই কূর্ম্মক্ষেত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠী* বাসুদেব বিপ্রের অনন্যভক্তি ও আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করতঃ আলিঙ্গন করিয়া পরমসন্দর করিয়াছিলেন, প্রসন্ন হইয়া আশ্বাসন দিয়াছিলেন সুন্দর শরীর লাভের জন্য তাঁহার অভিমান হইবে না, কৃষ্ণনাম উপদেশের দ্বারা সকল জীবকে উদ্ধারের জন্য তাহাকেও আদেশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য ভগবানের এবং ভগবানের নিজজনের কি প্রকার অপরিসীম স্নেহ ও করুণা তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উক্তি হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে কূর্ম্ম বিপ্র ও বাসুদেব বিপ্র উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভুর গুণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

ভীষ্ম

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্।
সর্ব্বধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ॥'

—ভাঃ ৯।২২।১৯

'(সোমদত্ত হইতে 'শল' উৎপন্ন হন)। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে আত্মতত্ত্ববিৎ সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞ পরমভাগবত কবি ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন।'

বশিষ্ঠ মুনি অষ্টবসুকে নররূপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণের জন্য অভিশাপ প্রদান করিলে বসুগণ অভিশাপ হইতে মুক্তির প্রার্থনা জানাইলেন। বশিষ্ঠ তখন বলিয়াছিলেন—'দ্যু' নামক বসু ছাড়া সকলেই সম্বৎসরের মধ্যে শাপমুক্ত হইবেন। কেবল 'দ্যু' নিজকর্ম্মদোষে মানবযোনিতে দীর্ঘকাল থাকিবেন। এই মহামনা 'দ্যু' মর্ত্ত্যলোকে সন্তান উৎপাদন করিবেন না, স্ত্রী-সম্ভোগ করিবেন না, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইবেন, পিতার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকিবেন।' 'দ্যু' নামক বসুই শান্তনু ও গঙ্গাদেবীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে

---

* বাসুদেব বিপ্রের স্তব ঃ—

'বহু স্তুতি করি' কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি,—স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥

—চৈঃ চঃ ম ৭।১৪৪-৪৬

বাসুদেব বিপ্রের চরিত্রের দ্বারা ভগবান্ জগদ্বাসীকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন তিনি কেবল অনন্যভক্তির দ্বারাই জিত হন, পার্থিব কোনও প্রকার গুণের দ্বারা জিত হন না। অনন্যভক্তের বাহ্য কোনও প্রকার কুরূপতা বা কদর্য্যাবস্থা ভগবান্ দেখেন না।

বিখ্যাত হন। গঙ্গাপুত্র দেবব্রত পিতা শান্তনুর প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয়গণের এবং ধীবররাজের (দাশরাজের) সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—ধীবর-রাজের গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন এবং নিজ সন্ততি হইতে তাঁহাদের আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য তিনি বিবাহ করিবেন না, চির-ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। দেবব্রত ভীষণ প্রতিজ্ঞা করায় সেইদিন হইতে তিনি দেবতা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক 'ভীষ্ম' নামে অভিহিত হইলেন।

উপরিউক্ত বিষয়টী শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৩২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় ১৩৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মহারাজ শান্তনুর পূত-চরিত্র-প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য একই প্রসঙ্গ লেখা সমীচীন মনে না হওয়ায় উহা পুনর্লিখিত হইল না।

দেবব্রতের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আকাশ হইতে দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম পিতার তোষণের জন্য দাশরাজকন্যা সত্যবতীকে আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভীষ্মের এই দুঃসাধ্য কার্য্যের জন্য শান্তনু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে 'ইচ্ছামৃত্যু' বর প্রদান করিয়াছিলেন। শান্তনুর পত্নী ধীবররাজকন্যা হইতে দুইটী পুত্র হয়—চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য্য। মহারাজ শান্তনুর প্রয়াণের পর চিত্রাঙ্গদা রাজা হইলেন। চিত্রাঙ্গদা গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়া বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য রাজ্যাভিষিক্ত হইলেও বালক হওয়ায় নামে মাত্র রাজা থাকিলেন। জননী সত্যবতীর ইচ্ছানুসারে ভীষ্মই প্রজাগণকে পালন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম সকল বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। কাশীরাজ তাঁহার কন্যাত্রয়ের বিবাহের জন্য স্বয়ম্বরসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ভীষ্ম সেই স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়া অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাত্রয়কে হরণ করিয়া স্বপুরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীষ্মের এই কার্য্যকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। 'অম্বা' শাল্বের প্রতি অনুরক্তা থাকায়, তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। 'অম্বিকা' ও 'অম্বালিকা'র সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ স্ত্রীগণের সহিত সহবাসের পূর্ব্বেই বিচিত্রবীর্য্য স্বধাম প্রাপ্ত হইলেন। সত্যবতী পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রবধূদ্বয়কে লইয়া বিচিত্রবীর্য্যের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরবর্ত্তী বংশ কিভাবে রক্ষিত হইবে তজ্জন্য সত্যবতী অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। ভীষ্মকে নিজ অনুগত দেখিয়া সত্যবতীর বিশ্বাস হইল—তিনি যাহা বলিবেন, ভীষ্ম তাহা মানিয়া লইবেন। একদিন তিনি ভীষ্মকে স্নেহের সহিত সম্বোধন করিয়া কহিলেন— বৎস পুত্র, শান্তনুরাজবংশ তুমি একমাত্র ভরসাস্থল। এই বংশের কীর্ত্তি তোমাকেই রক্ষা করিতে হইবে। তোমা দ্বারাই একমাত্র পিণ্ড প্রদানাদি কার্য্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার কথা রাখিবে, অগ্রাহ্য করিবে না। বিচিত্রবীর্য্য তোমার ভ্রাতা। সে তোমার অত্যন্ত প্রিয়। সে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছে। বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়কে তুমি আনিয়াছিলে। তাহারা রূপযৌবনসম্পন্না ও সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্তা। তাহারা পুত্রকামা হইয়াছে। আমি তোমার জননী, আমার নির্দ্দেশক্রমে তুমি বংশপরম্পরা রক্ষার জন্য এই দুই ভ্রাতৃজায়াতে পুত্রোৎপাদন কর এবং পিতৃরাজ্যে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষ শাসন কর।'

জননী সত্যবতীর ঐরূপ নির্দ্দেশ বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন—'হে মাতঃ আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই বলিয়াছেন, উহা ধর্ম্ম বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার কথা আপনি জানেন, আপনার জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না। আমি পুনরায় বলিতেছি, আমি তিন লোককে পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোকের রাজত্বও ত্যাগ করিতে পারি অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিক যদি কিছু থাকে, তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যকে কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি দেবতাগণ, এমনকি ধর্ম্মরাজও ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য হইতে কখনও চ্যুত হইব না। ধর্ম্মের নাশে সবই বিনষ্ট হয়। আপনি এ বিষয়টী গভীরভাবে চিন্তা করিবেন। আমাদের সকলের বিনাশ সাধন করিবেন না। ক্ষত্রিয়ের অসত্য আচরণ নিতান্ত নিন্দার্হ। অতএব আমার দ্বারা এই কার্য্য কখনও সম্ভব হইবে না। আপনি কোন বিশুদ্ধ

ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করুন।' ভীষ্মকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সত্যবতী তাঁহাকে পুনরায় অনুরোধ করিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস মুনিকে প্রার্থনা করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই পুত্র উৎপাদন করাইলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র হইল। ভীষ্ম ইঁহাদের সকলকেই প্রতিপালন করিয়া-ছিলেন।

ভীষ্ম তীর্থ-ভ্রমণকালে মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর 'নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থে' 'জহ্নুদ্বীপ' মাহাত্ম্য-বর্ণনে লিখিয়াছেন ভীষ্ম নবদ্বীপে জহ্নুদ্বীপে আসিয়া মাতামহ জহ্নুমুনির নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় তিনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি দুর্য্যো-ধনাদি কৌরবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া-ছিলেন তিনি প্রত্যহ যুদ্ধে বিপক্ষের দশ সহস্র সৈন্য নাশ করিবেন। ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে দশদিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম কৌরব-পক্ষে যুদ্ধ করিলেও পাণ্ডবগণের প্রতি তিনি স্নেহাবিষ্ট ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও ভীষ্মের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নিজপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যে প্রেমাবিহ্বল হইয়া বহু স্তব করিয়াছিলেন। শাল্বের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া 'অম্বা' ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ক্লীবরূপে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শিখণ্ডী। শিখণ্ডী ক্লীব ছিলেন বলিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে দেখিলেই অস্ত্র ত্যাগ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ভীষ্মকে নিরস্ত্রা-বস্থায় বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলেন। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু হওয়ায় দক্ষিণা-য়ণ ছিল বলিয়া তখন তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানের ইচ্ছা করিলে দুর্য্যোধনাদি সুশীতল জল লইয়া আসিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি অর্জ্জুনের নিকট জল প্রার্থনা করিলে অর্জ্জুন তীরের দ্বারা মেদিনী বিদ্ধ করিলে তদুত্থ জল তৃপ্তির সহিত পান করিলেন। এই ঘটনার দ্বারা পাণ্ডবগণ ভীষ্মের অধিক প্রিয় ইহা প্রদর্শিত হইল। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলে যুদ্ধাবসানের পর যুধিষ্ঠির মহারাজ ভ্রাতাগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট বহু তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশ্নের দুরূহ বিষয়গুলি তিনি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছিলেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শরীরে একটী সূঁচ বিদ্ধ হইলে মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করে, কিন্তু শত শত তীর বিদ্ধ হইয়া শরশয্যায় শায়িত হইলেও ভীষ্ম নির্ব্বিকার, ইহা অতীব অলৌকিক। সেই অবস্থায় তিনি একান্তভাবে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বুঝাইয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় ভীষ্মের শ্রীঅঙ্গ অপ্রাকৃত, প্রাকৃত নহে।

শ্রীভগবানুবাচ

"ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
অজাতশত্রুঃ প্রপচ্ছ সর্ব্বেষাং নোঽনুশৃন্বতাম্।
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ।
শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্ম্মানপৃচ্ছত॥
তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্॥"

—ভাগবত ১১।১৯।১১-১৩

'শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! পূর্ব্বকালে অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির আমাদের শ্রোতৃগণের সমক্ষে ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্মকে এরূপ প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে জ্ঞাতিবধকাতর রাজা বহু ধর্ম্মকথা শ্রবণপূর্ব্বক অবশেষে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি ভীষ্মের মুখ হইতে শ্রুত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত সেই সকল ধর্ম্মের কথা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।'

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনে বহু স্থানে 'ভীষ্মের' নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে যমদূত-গণের প্রতি যমরাজের উক্তি হইতে জানা যায় ভীষ্ম দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ছিলেন।

"স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহলাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥"
—ভাগবত ৬।৩।২০-২১

'হে দূতগণ, স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতিনন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম)—আমরা এই দ্বাদশজনমাত্র ভাগবতধর্ম্মতত্ত্ব বিদিত আছি, এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্বোধ; ইহা জ্ঞাত হইলে জীবের ভগবানের পরমপদ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।'

সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হইলে মাঘমাসের শুক্লা-ষ্টমী তিথিতে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণে মন, বাক্য, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও স্তব করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিলেন।

"কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ।
আত্মনাত্মনমাবেশ্য সোহন্তঃশ্বাস উপারমৎ॥
সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্ব্বে বভুবুস্তে তুষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে॥
তত্র দুন্দুভয়ো নেদুর্দেবমানববাদিতাঃ।
শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥"
—ভাগবত ১।৯।৪৩-৪৫

'এইরূপে মন, বাক্য ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়া ভীষ্মদেব নির্য্যাণ লাভ করিলেন। তখন নিরুপাধি পরব্রহ্মে ভীষ্মদেবকে মিলিত হইতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই দিবাবসানে পক্ষিগণের ন্যায় মৌনভাবে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে স্বর্গে দেবতাবৃন্দ ও মর্ত্ত্যে নরগণ বাদন করায় দুন্দুভি সকলের ধ্বনি উত্থিত হইল, রাজগণের মধ্যে যাঁহারা অনসূয়াবিশিষ্ট তাঁহারা মহাত্মা ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল।'
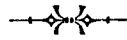
বিরহ-সংবাদ

শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস), গুয়াহাটী (আসাম)ঃ—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস (দীক্ষানাম—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী) আসামের রাজধানী গুয়াহাটীস্থ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে বিগত ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে মঙ্গলবার কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনা করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আসামে কামরূপজেলায় (বর্ত্তমানে বরপেটাজেলায়) বরপেটা সহরে রায়ত-পাড়া পল্লীতে তিনি নিবাস করিতেন। তাঁহার পিতৃ-দেব ছিলেন স্বধামগত শ্রীগোবিন্দরাম দাস। তিনি ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে কোষাধ্যক্ষের (Cashier-এর) কার্য্য করিতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কৃষ্ণভজনে তাঁহার স্বাভাবিক রুচি ছিল। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আসামে প্রচার-ভ্রমণ-সূচীতে তিনি প্রায়ই আসিয়া যোগ দিতেন এবং হরিকথা শুনিতেন। তিনি সর্ব্বদা সহাস্য বদনে থাকিতেন। ইনি সর-

ভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের নিকট ১৪ ফাল্গুন (১৩৫৬), ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) শ্রীহরিনাম এবং ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।
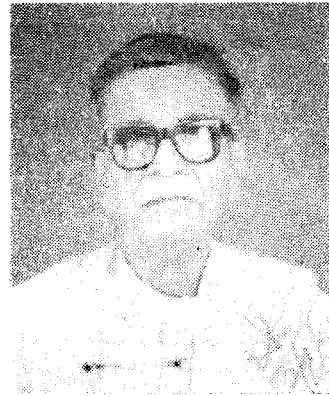
শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হওয়ার পর ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীহরিদাস প্রভুকে বহুস্থানে প্রচারে থাকিতে দেখিয়াছিলেন। বরপেটায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে শ্রীমদ্ অঘদমন দাসাধিকারীর (শ্রীঅমিয়কান্তি দাস রায়ের) সহিত সহায়করূপে থাকিয়া তিনিও যথেষ্ট আনুকূল্য বিধান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বরপেটা সহরস্থ গৃহেও শ্রীমন্দির সংস্থাপন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার গৃহে আনিয়া প্রচার ও মহোৎসবানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সচেষ্ট হইলেন। তিনি সুন্দরভাবে অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় হরিকথা বলিতে পারিতেন। তিনি তেজের সহিত কথা বলিতেন, বক্তৃতার সময় তাঁহার মাইকের প্রয়োজন হইত না। তিনি আসামের চারিটী মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করিয়া সরভোগ মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অবশ্যই যোগদান করিতেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায়, পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা-সংস্থার অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'ভক্তিশাস্ত্রী' উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের তিরোধানের পর তিনি মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের সহিত উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-ভ্রমণে থাকিয়া পরমোল্লসিত হইয়াছিলেন।

পরে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৌহাটীতে সোনাইঘুলী নামক অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাশ্রম সংস্থাপন করেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে তিনি ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার উক্ত আশ্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণ এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির-প্রতিষ্ঠাকার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তথায় তিনদিন ধর্ম্মসভাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গৌহাটী মঠের শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী আদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীহরিদাসপ্রভুর বিরহোৎসব উক্ত আশ্রমে ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ মে শুক্রবার সুসম্পন্ন হয়। কএকশত ভক্ত প্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন উক্ত আশ্রমের সম্পাদক শ্রীকিশোর কুমার দাস।

শ্রীহরিদাস প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সকলেই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীগুণনিধি দাস, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া) ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের হরিনাম-প্রাপ্ত শিষ্য শ্রীগুণনিধি দাস গত ২২ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকায় শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে ধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ স্বভাবের জন্য বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বৈষ্ণবগণ যে সেবার কথা তাঁহাকে বলিতেন, তিনি তাহা সাধ্যমত যত্নের সহিত পালনের চেষ্টা করিতেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫০ বৎসর। তাঁহার অকস্মাৎ স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলার ও ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীল আচার্য্যদেব

[২০ জ্যৈষ্ঠ (১৪০০), ৩ জুন (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারপার্টিসহ নদীয়া জেলার গোপালপুর প্রীতিনগরে (রেলষ্টেশন পায়রাডাঙ্গা), যশড়া শ্রীপাটে (রেলষ্টেশন চাকদহ) এবং ২৪ পরগণা জেলার রাজবেড়িয়া ও বেতপুল মছলন্দপুরে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। গোপালপুর প্রীতিনগরে প্রচারপার্টিতে ছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী ও শ্রীগিরিধারী দাস। গৌহাটীর শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দ দাস প্রচারানুকূল্যের জন্য একদিন পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ শ্রীমায়াপুর হইতে রাণাঘাট হইয়া এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর মঠ হইতে তথায় আসিয়া মধ্যাহ্নকালীন মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

রাজবেড়িয়ায় ও বেতপুল-মছলন্দপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ গোপাল প্রভু (শ্রীমদ্ গোবিন্দসুন্দর দাসাধিকারী), শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী (শ্রীমায়াপুর), শ্রীমাণিক ও শ্রীবলরাম দাস (যশড়া)।

গোপালপুর-প্রীতিনগর, নদীয়া ঃ—অবস্থিতি—২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন বৃহস্পতিবার।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ বালকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত মহোদয়ের) আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ৩ জুন শুক্রবার প্রাতে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লোকাল ট্রেনে রওনা হইয়া পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করতঃ গোপালপুরস্থ বাসভবনে উপনীত হইলে শ্রীমদ্ বালকৃষ্ণ প্রভু ভক্তগণসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ইনি রেলের বড় অফিসার ছিলেন, কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর গোপালপুর-প্রীতিনগরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। দীর্ঘাবয়ব বালকৃষ্ণ প্রভুর চেহারাতে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য আছে। বয়সাধিক্যবশতঃ চলচ্ছক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়ায় মঠের উৎসবাদি অনুষ্ঠানে তিনি যাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দুঃখার্ত্তি জ্ঞাপন করতঃ বার বার পত্র দেন। তাঁহার স্নেহ-প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে দর্শন করিতে গোপালপুরে যাইবেন বাক্য দেন। কিন্তু আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন তিনি মহোৎসবানুষ্ঠানের এবং সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার পরিজনবর্গ এবং স্থানীয় ভক্তগণ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবার জন্য তিনি বিপুল ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের মহোৎসবে স্থানীয় নরনারীগণকেও বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রসঙ্গ উল্লেখ করতঃ সাধুসঙ্গের মহিমা সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত দিবস যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে রাত্রিতে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন থাকায় বালকৃষ্ণ প্রভুর ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব ট্যাক্সিযোগে যথাসময়ে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

বালকৃষ্ণ প্রভু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গের সেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া ঃ—অবস্থিতি—২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন বৃহস্পতিবার ও ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন শুক্রবার।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা-মুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ রেলষ্টেশনের নিকট-বর্ত্তী যশড়ায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখামঠ শ্রীশ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব গত ২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন শুক্রবার মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর হইতে প্রাতে যশড়া-শ্রীপাটে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রী-জগন্নাথদেবের পূজা, ভোগরাগ, আরতি সুসম্পন্ন করেন। তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব সেবকগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সংকীর্ত্তন-সহযোগে জগন্নাথমন্দির হইতে মেলা ময়দানস্থ স্নানবেদীতে আসিয়া সমাসীন হইলে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরো-হিত্যে এবং শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য সহায়তায় ১০৮ ঘটে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সুসম্পন্ন হয়। মহাভিষেককালে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় জগন্নাথ' জয়ধ্বনি হইতে থাকে। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন শ্রীমঠের আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। উক্তদিবস চন্দ্রগ্রহণ থাকায় শ্রীজগন্নাথদেব গ্রহণারম্ভের পূর্ব্বেই স্নানবেদী হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে সংকীর্ত্তনসহ ফিরিয়া আসেন। যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের অনবসরকাল তিনদিন পালিত হয়। চন্দ্রগ্রহণকালে অপরাহ্ন ৪-৩১ মিঃ হইতে রাত্রি ৮-২০ মিঃ পর্য্যন্ত শ্রীমন্দির বন্ধ ছিল। রাত্রি ৮-৩০টায় আরতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা অনু-ষ্ঠিত হয়। রাত্রি ৮-৩০টার পরে ভোগরন্ধন কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় সেদিন রাত্রি ১২-৩০টার পর ভক্তগণ প্রসাদ সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রহণসময়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের অধ্যক্ষতায় সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় এবং পূর্ব্বদিবস অধি-বাসবাসরে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা লীলার তাৎপর্য্য এবং ভক্তকৃপার অত্যা-বশ্যকতা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। স্নানযাত্রা-কালে বর্ষা হয় নাই, কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মেলা-ময়দানে অগণিত নরনারীর ভীড়, সেই সময় প্রবল বর্ষা নামায় মেলার সৌষ্ঠব নষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবসে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। মহোৎসবে রন্ধনসেবায় শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দ দাস এবং ঠাকুরের ভোগ-রন্ধন-সেবায় শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধু-গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবে কলিকাতা হইতে এবং নদীয়া জেলার ও ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীনীলমাধবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতারিণী দাস, শ্রীবলরাম দাস (যশড়া) প্রভৃতির হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

রাজবেড়িয়া, ২৪ পরগণা ঃ—অবস্থিতি—২২ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন শনিবার ও ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন রবিবার।

রাজবেড়িয়ানিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীঅন্নদাচরণ দেবনাথ) এবং তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারীর (ডাক্তার কালীপদ দেব-নাথ, যিনি বর্ত্তমানে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকরূপে সেবা করিতে-ছেন) পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৫ জুন শনিবার মোটরকার ও মেটাডোরযোগে মধ্যাহ্নে রাজবেড়িয়ায় শুভপদার্পণ করেন। ধর্ম্মসভার অপ-রাহ্নকালীন অধিবেশনদ্বয়ে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও নাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ৬ জুন রবিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীসন্তোষ কুমার দেবনাথের গৃহে শ্রীল

আচার্য্যদেবের এবং শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে ব্রহ্মচারিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী সভামণ্ডপ নির্ম্মাণে, মাইকাদির ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, তাঁহার পুত্র ও পরিজনবর্গ এবং সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী বৈষ্ণবসেবার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বেতপুল-মছলন্দপুর, ২৪ পরগণা ঃ—অবস্থিতি —২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন রবিবার হইতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

পরদিন ৭ জুন সোমবার বাংলাবন্ধ ঘোষিত হওয়ায় পূর্ব্বদিবস ৬ জুনই রাত্রিতে রাজবেড়িয়া হইতে বেতপুল-মছলন্দপুরে মটরভ্যানযোগে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। যাত্রাকালে প্রবল বর্ষণে রাজবেড়িয়াতে মছলন্দপুর হইতে গাড়ী সন্ধ্যায় না পৌঁছিয়া রাত্রি পৌনে ৯টায় পৌঁছে। গাড়ীর চালক কিন্তু বলিলেন মছলন্দপুরে শোভাযাত্রা থাকায় তাঁহারা রাস্তায় আট্‌কাইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রবল বর্ষণে শোভাযাত্রা ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাদের পক্ষে আসা সম্ভব হইয়াছে, নতুবা তাঁহারা আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছায় যাত্রা হয়, তাহা মঙ্গলের জন্যই হয়। রাত্রি ১১টায় সকলে বেতপুলে আসিয়া পৌঁছেন, তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। বাড়ীর সন্নিকটে গাড়ী যাইতে পারে নাই। বড় রাস্তা হইতে গোলী রাস্তা দিয়া সকলকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিতে হইয়াছিল। শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকানাইদাস ব্রহ্মচারী বাসযোগে রাজবেড়িয়া হইতে কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে পৌঁছায় রন্ধন সেবাকার্য্যে অসুবিধা হয় নাই। রাজবেড়িয়া হইতে চলাকালে মাটী অত্যন্ত পিছল হওয়ায় সাবধানে চলিয়াও শ্রীল আচার্য্যদেব পড়িয়া গেলে তাঁহার বস্ত্রাদি কর্দ্দমাক্ত হয়, বেতপুলে পৌঁছিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন। গ্রামদেশে বর্ষার সময় অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে চলাফেরা খুবই মুস্কিল।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারীর বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব এই প্রথম বেতপুল-মছলন্দপুরে প্রচারে আসেন। শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহেই সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। তাঁহার গৃহের সম্মুখে ধর্ম্মসভার অধিবেশনের জন্য খোলা ময়দানে সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৭ জুন প্রথম দিবস অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব, ২ ঘণ্টা ব্যাপী ভাষণ দেওয়ার পরেও শ্রোতাগণ আরও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরদিন সভায় ১ ঘণ্টা ভাষণের পর বর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় সভামণ্ডপের বাহিরে অবস্থানকারী শ্রোতাগণ বসিতে না পারায় অনেকেই চলিয়া গেলেন, অনেকে শ্রীঅনন্তকৃষ্ণের বাটীতে পৌঁছিয়া আরও শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব আরও ১ ঘণ্টা হরিকথা বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ বর্দ্ধমান-জেলার অণ্ডালনিবাসী শ্রীনীলমাধব দাস (শ্রীনির্ম্মল কুমার মজুমদার) এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কয়াডাঙ্গানিবাসী সতীর্থ শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী (শ্রীশান্তিরঞ্জন দত্ত) সস্ত্রীক বেতপুলের উৎসবানুষ্ঠানে ও ধর্ম্মসভায় বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুরের ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী সস্ত্রীক উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুর সহিত শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারীর আত্মীয়তা সম্বন্ধ আছে। ৮ জুন মহোৎসব অনুষ্ঠানে বহু নরনারী প্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম দাস মুখ্যভাবে দুইবেলা রন্ধনসেবায় এবং শ্রীমদ্ গোপাল প্রভু, শ্রীগোবিন্দ দাস মুখ্যভাবে কীর্ত্তনসেবায় যত্ন করিয়াছিলেন।

বেতপুলের অধিবাসিগণ অধিকাংশই বাংলাদেশের খুলনার লোক। ডাক্তার কৃষ্ণপদ দাসাধিকারীর পরিচিত আত্মীয় কুটুম্বগণই অধিকরূপে দৃষ্ট হইল। শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া ৮ জুন পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীরণজিৎ দেবনাথ, শ্রীসুবল দেবনাথ ও শ্রীনিখিল চন্দ্র দেবনাথের গৃহসমূহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন।

৯ জুন প্রত্যূষে শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী ম্যাটাডোরযোগে বেতপুল হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও

ব্রহ্মচারী সেবকগণকে কলিকাতা মঠে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী এবং তাঁহার গৃহের পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।
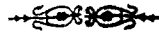
শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান—পুরীর গজপতি মহারাজ কর্ত্তৃক উদ্বোধন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপ-লক্ষে পুরুষোত্তমধামে বড়দাণ্ডে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-পীঠস্থ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য শাখা প্রচারকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির পরিচালনায় বিগত ২ আষাঢ় (১৪০০), ১৮ জুন (১৯৯৩) শুক্র-বার হইতে ৪ আষাঢ়, ২০ জুন রবিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত সাধু ও ভক্ত-অতিথিগণের সমাগম হইয়া-ছিল। মঠে স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় মঠের ব্যবস্থায় নিকটবর্ত্তী দুধওয়ালা ধর্ম্মশালা ও বাগারিয়া ধর্ম্ম-শালাতেও অতিথিগণ অবস্থান করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ১৭ জুন বৃহস্পতিবার জগন্নাথ-এক্সপ্রেসযোগে প্রাতে পুরীতে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদন-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতপ্রপন্ন বনচারী, শ্রী-কমলাকান্ত দাস ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ হায়-দরাবাদ হইতে এবং শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীমাণিক ও ডক্টর আশীষ হাজরা কলিকাতা হইতে সেবা-কার্য্যে সহায়তার জন্য পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

২ আষাঢ়, ১৮ জুন শুক্রবার রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও শঙ্খধ্বনি সহযোগে পুরীর গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহ দেব শ্রীমন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইয়া দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। রাত্রির সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় তিনি প্রধান অতিথি-রূপে বৃত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পুরী পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র, এড্‌ভোকেট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভা-পতি হইয়াছিলেন ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর দামোদর পাণ্ডা ও ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন অর্থ ও আইন-মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন যথাক্রমে ওড়িষ্যা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটী স্পীকার শ্রীহরিহর বাহিনীপতি এড্‌ভোকেট এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধি-বেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীজগন্নাথ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন মহাপাত্র এবং শ্রী-নারায়ণ মিশ্র, এড্‌ভোকেট। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার তাৎ-পর্য্য', 'ভক্তিই একমাত্র ভগবদ্‌প্রাপ্তির উপায়', 'শ্রী-চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা'। ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমায়াপুর ও কাল্‌নাস্থিত শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৭২ পৃষ্ঠার পর]

কেহ কেহ বলেন ভগবানের আকার নাই, রূপ নাই, তাঁর নির্গুণ স্বরূপের আবির্ভাব নাই, মায়িক জগতে আবির্ভূত হতে হ'লে মায়ার গুণ নিয়েই তাঁকে আবির্ভূত হতে হয় ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা হইতেছে ---ভগবান্ কাকে বলে, ভগবান্ শব্দের অর্থ কি ? যাঁর 'ভগ' আছে তাঁকে ভগবান্ বলে। 'ভগ' শব্দের অর্থ শক্তি। শক্তিযুক্ত তত্ত্বকে ভগবান্ বলা হয়। শাস্ত্রে (বিষ্ণুপুরাণে) ভগবান্ শব্দের এরূপ অর্থ করা হয়েছে—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যে তত্ত্বে নিহিত রয়েছে তাঁকে ভগবান্ বলে। যেহেতু ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, অসীম, সেহেতুই তিনি যে কোনও স্থানে যে কোনও রূপে আবির্ভূত হ'তে পারেন। যদি বলি পারেন না, তবে তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার, অসীমত্বের হানি হয়। তিনি এটা পারেন, ওটা পারেন না, সর্ব্বশক্তিমান্ সম্বন্ধে এ প্রকার উক্তি প্রযোজ্য নহে। আমরা যে যে শক্তি ভগবানে দিব, সে সে শক্তি ভগবানে থাকবে, অতিরিক্ত থাক্‌তে পারবে না ; যেন আমরাই পরমেশ্বর নির্ম্মাতা (God-maker), একে সর্ব্বশক্তিমান্ মানা বলে না। আমাদের কল্পনার মধ্যে বা বাহিরে যত প্রকার শক্তি হ'তে পারে এবং আমাদের কল্পনারও অতীত শক্তিযুক্ত তত্ত্ব যিনি, তিনিই ভগবান্, তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলে। অসীমের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ সৈব ঈশ্বরঃ।' আমাদের অভিজ্ঞতায় আকারমাত্রই তিন dimensionএর (লম্বা, চওড়া, উচ্চতা) অন্তর্গত—সীমাবিশিষ্ট। অসীমের আকার আছে বলা হ'লে তাঁকে সীমাবিশিষ্ট করা হয় সুতরাং অসীমের কোনও আকার থাক্‌তে পারে না, অসীম নিরাকার। সাধারণের মধ্যে এইপ্রকার বিচারই সমাহিত, প্রচলিত। কিন্তু অসীম আকারের মধ্যে থেকেও অসীম থাক্‌তে পারেন। অসীমের এই অচিন্ত্য শক্তি সাধারণ বুদ্ধিতে বোধের বিষয় হয় না। গণিত শাস্ত্রের সাধারণ পর্য্যায়ের জ্ঞানে আমরা জানি যে, 'সমান্তরাল রেখা কখনও মিলিত হয় না।' (Parallel straight lines never meet) কিন্তু গণিত শাস্ত্রের উচ্চস্তরে (Higher mathematicsএ) জানা যাবে সমান্তরাল রেখা অসীমে মিলিত হয় (they meet at infinite)। অঙ্কশাস্ত্রের সাধারণ যোগ-বিয়োগের জ্ঞানে এক হ'তে এক বাদ দিলে শূন্য অবশেষ থাকে। কিন্তু উচ্চ পর্য্যায়ে জানা যাবে অসীম হ'তে অসীম বাদ দিলে অসীমই অবশেষ থাকে। 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥' শাস্ত্রের বহুস্থানে ভগবানকে সাকার বলা হয়েছে, বহু স্থানে নিরাকার বলা হয়েছে। শাস্ত্র মান্‌তে হ'লে শাস্ত্রের দুইপ্রকার উপদেশই মান্‌তে হবে। শাস্ত্রে অসঙ্গত কথা কিছুই নাই। সঙ্গতি কিভাবে হয় তা' বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান্‌কে নিরাকার বলার অর্থ, তাঁর কোনও প্রাকৃত আকার নাই ; সাকার বলার অর্থ, তিনি অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট। 'অপাণিপাদঃ' শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ। পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ ॥'—চৈতন্যচরিতামৃত। অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত অসীম ভগবানে সমস্ত বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য সম্ভব। যদি পূর্ব্বপক্ষ করা হয়, ভগবান্ যখন মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন, তখন মায়ার ত্রিগুণকে অঙ্গীকার ক'রে মায়িক আকার নিয়েই অবতীর্ণ হন। সুতরাং ভগবানের যত স্বরূপ, অবতারাদি সবই মায়াময় ; বড়-জোর বলা যেতে পারে সাত্ত্বিক তন। তদুত্তরে বলা হইতেছে—ভগবান্ নির্গুণ, তাঁর স্বরূপও নির্গুণ, কখনও মায়িক নহে। মায়া ভগবানের অধীন তত্ত্ব, ভগবান্ নির্গুণ স্বরূপেই মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন। বদ্ধজীব মায়িক নেত্রে তাঁকে মায়াময় দেখে। নির্গুণ শুদ্ধপ্রেমনেত্রে ভগবানের নির্গুণ অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শনের বিষয় হয়। বুঝবার সুবিধার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন জেলখানায় কয়েদীদের জন্য এক প্রকার পোষাক পরিধানের নিয়ম আছে, কিন্তু যদি গভর্ণর তথায় পরিদর্শনের জন্য আসেন তবে তাঁকে কয়েদীর পোষাক পরিধান ক'রে যেতে হয় না, নিজের পোষাকেই যেতে পারেন। তদ্রূপ এই মায়িক কারাগারে ভগবান্ যখন আসেন তখন তাঁকে মায়িক বদ্ধজীবের পোষাক গুণময় শরীর নিয়ে আস্‌তে হয়

না, নিজ নির্গুণ স্বরূপেই তিনি আসেন—যান। এমনকি ভক্তগণও তাঁদের নির্গুণ স্বরূপে আসেন—যান।
'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥'

ভগবান্‌কে আমরা কি ক'রে পেতে পারি। ভগবান্ অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তিনি পূর্ণ, অসীম, তাঁর সমান বা অধিক কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥'—(শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)। যাঁর সমান বা অধিক কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না, তাঁকে পাবার উপায় তিনি ছাড়া বা তাঁর ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনও উপায় স্বীকৃত হ'তে পারে না। যদি ভগবদিচ্ছা ছাড়া অন্য উপায় আছে স্বীকৃত হয়, তা' হলে সে উপায়টী ভগবানের সমান হবে, অথবা তদপেক্ষা অধিক হবে। কিন্তু ভগবানের সমান বা অধিক কোন বস্তুর কল্পনা হ'তে পারে না। যার যেটা মত সেটাই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কখনও স্বীকৃত হ'তে পারে না, কারণ ভথবান্ কা'রও অধীন তত্ত্ব নন। ভগবদিচ্ছার দ্বারা ভগবান্‌কে পেলে ভগবানের অসমোর্দ্ধত্বের বা ভগবত্তার হানি হয় না। ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তন অর্থ ভগবৎপ্রীতির অনুবর্ত্তন। উহারই অপর নাম ভক্তি। 'ভজ' ধাতু হ'তে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ভজ' ধাতুর অর্থ সেবা। সেবার অর্থ সেব্যের প্রীতিবিধান। সেব্যের ইচ্ছানুবর্ত্তনের দ্বারাই সেব্যের প্রীতি হয়। সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় শুদ্ধা প্রীতি বা ভক্তি। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥' —(ভাগবত)। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাঁকে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'ভক্তি-রেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।' (মাঠর শ্রুতিবচন)। ভক্তিই ভগবানের নিকট নিয়ে যায়, ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখায়। পরমপুরুষ ভক্তিবশ। অতএব ভক্তিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা।

বনগ্রামে (বনগাঁওয়ে) শ্রীল গুরুদেব

পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ-পরগণা জেলান্তর্গত বনগ্রামের অধিবাসিগণের আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব সদলবলে কলিকাতা-শিয়ালদহ হইতে ট্রেনযোগে যাত্রা করতঃ ১৮ মাঘ (১৩৮১), ১ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৫) শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় বনগ্রাম ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নরনারীগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে রেলষ্টেশন হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ চলিয়া সাহাপাড়া-স্থিত নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-যতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও শ্রীননীগোপাল বনচারী। শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য পূর্ব্বদিবস তথায় পেঁৗছিয়াছিলেন। সাহাপাড়া পল্লীতে ১ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেব বিভিন্ন বক্তব্যবিষয়ের উপর সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২ ফেব্রুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্নে সহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়া বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ধর্ম্মসভাসমূহে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। বিভিন্ন দিনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীভূপেন্দ্র নাথ শেঠ, শ্রীদেবকীদুলাল দত্ত, শ্রীনির্ম্মল কাজুরী, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ও শ্রীনির্ম্মল রায় চৌধুরী। মতিগঞ্জনিবাসী শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীব্রজবল্লভ দাসাধিকারীর (ব্রহ্মানন্দ প্রভুর) মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় বনগাঁওয়ে চৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বোলপুরে শ্রীল গুরুদেব (ইং ১৯৭৫)

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুরনিবাসী ভক্তগণের উদ্যোগে ২৯ ফাল্গুন (১৩৮১), ১৪ মার্চ্চ (১৯৭৫) শুক্রবার হইতে ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় রেলময়দানে সভামণ্ডপে দিবসত্রয়-ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব 'অহিংসা ও প্রেম', 'সনাতনধর্ম্ম-রক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান', 'ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' বক্তব্যবিষয়সমূহের উপর সারগর্ভ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার শ্রীচপল কুমার চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ ভাষণ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী। সেবকগণের মধ্যে ছিলেন শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী ও শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী। সভাতে সমুপস্থিত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন পৌরপতি শ্রীতারাপদ রায়, প্রাক্তন উপ-পৌরপতি শ্রীঅনিল কুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার গণেশ চন্দ্র সরকার ও অধ্যাপক শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ।

১৫ মার্চ্চ শনিবার সভামণ্ডপ হইতে পূর্ব্বাহ্নে বোলপুরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ব্যবস্থাপকগণ চব্বিশ-প্রহর দিবারাত্র নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠানের জন্য ছয়টী কীর্ত্তনের দল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭ মার্চ্চ সোমবার রেলময়দানে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীল গুরুদেব তদাশ্রিত গৃহস্থশিষ্য শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারীর প্রার্থনায় সাধুগণসহ তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারে ও মহোৎসব অনুষ্ঠানে মুখ্যভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুবোধ কুমার সাহা, শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ রায়, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীদয়াল চন্দ্র সাহা ও শ্রীকালাচাঁদ রায়।

উত্তর ভারতে বিভিন্নস্থানে শ্রীল গুরুদেব (ইং ১৯৭৫)

শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে ২৬ চৈত্র (১৩৮১), ৯ এপ্রিল (১৯৭৫) বুধবার কলিকাতা হইতে রেলপথে যাত্রা করতঃ দিল্লী. পাঞ্জাবে জলন্ধর সহর, লুধিয়ানা ও ভাটিণ্ডা, পুনঃ উত্তরপ্রদেশে সাহারাণপুর সহরে ও দেরাদুনে, চণ্ডীগড়ে শুভপদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। এই প্রচারভ্রমণে সহায়করূপে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। সর্ব্বত্র নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীগড় মঠের ১৬ এপ্রিল হইতে ২০ এপ্রিল পর্য্যন্ত সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় যোগ দিয়াছিলেন হরিয়াণা বিধানসভার স্পীকার শ্রীকেবলকৃষ্ণজী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর আর-সি পাল, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীএম্-জি দেবসহায়ম্, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীআর্-এস্ নরুলা, বিচারপতি শ্রীএম্-আর্ শর্ম্মা, চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ্মশ্রী পি-এল্ বার্ম্মা, ডক্টর শ্রীরঘুনাথ সফায়া, ডক্টর শ্রীও-পি ভরদ্বাজ, ডক্টর শ্রীভি-সি পাণ্ডে, রীডার শ্রীভি-ভি শর্ম্মা ও ডাক্তার শ্রীজগদীশচন্দ্র।
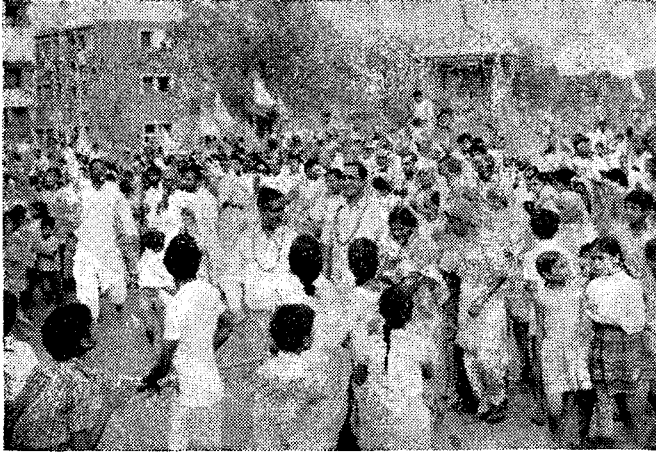
চণ্ডীগড় মঠের রথারোহণে শ্রীবিগ্রহগণসহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার দৃশ্য
[১৯ এপ্রিল, ১৯৭৫]
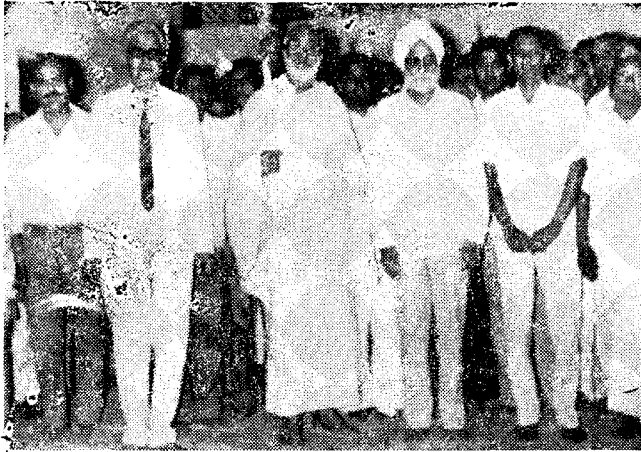
চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন— চতুর্থ অধিবেশন
সম্মুখে দণ্ডায়মান বাম হইতে—বিচারপতি শ্রীএম্‌-আর্‌ শর্ম্মা, শ্রীল গুরুদেব, প্রধান বিচারপতি শ্রীআর্‌-এস্‌ নরুলা

জলন্ধর সহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে বিরাট সংকীর্ত্তন সম্মেলনে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও কীর্ত্তনমণ্ডলী যোগ দিয়াছিলেন— দিল্লীর শ্রীলালচাঁদজী, জয়পুরের শ্রীচান্দলালজী, উনার শ্রীমেহেরচাঁদজী, বাবা শ্রীমাধো সিংজী, গুরুদাসপুরের শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ, হোশিয়ারপুরের সেবক-সংকীর্ত্তনমণ্ডল, বাহাদুরপুর হোশিয়ারপুরের শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনমণ্ডল, লুধিয়ানার শ্রীরামা-সংকীর্ত্তনমণ্ডল ও প্রেম-সংকীর্ত্তনমণ্ডল এবং চণ্ডীগড় হইতে গৌড়ীয়-সংকীর্ত্তনমণ্ডল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name........................
Vill........................
P. O........................
Dist........................
Pin........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০০
২ পদ্মনাভ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, শনিবার, ২ অক্টোবর ১৯৯৩ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আপনার পত্রে অবগত হইলাম যে, আপনার পিতা মহাশয় ১২ই কার্ত্তিক শ্রীপুরুষোত্তমধাম লাভ করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে জীব ধামপ্রাপ্ত হন। লৌকিক বিচারের অবলম্বনে যাহা কিছু করা যায়, তদ্দ্বারা সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয়। বৈদিক ক্রিয়াগুলি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মফল প্রাপ্তির প্রাপ্য বিষয়। তবে শ্রাদ্ধবাসরে ভগবৎপ্রসাদ পিণ্ডরূপে পরলোকগত হরিনামপরায়ণ জনগণকেও দেওয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফলভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন, তাঁহাদের কর্ম্মফলভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধ-বাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ দ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গলবিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্ভক্তগণকে প্রসাদদ্বারা তৃপ্তি-বিধান ও হরিনামযজ্ঞের আবাহন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের এই বিচার শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। যাঁহারা বিদ্ধা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের ধারণা অন্য প্রকার অধিকারগত। উহা আমরা আদর করিতে পারি না।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * শ্রীকৃষ্ণ অতি সুবৃহৎ বস্তু হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত বা অধীন করিতে হইলে সেই বস্তুকে একটুকু সুদূরে সংরক্ষিত করিতে হইবে। পরম মর্য্যাদাবান বস্তুর সহিত ব্যবহার প্রার্থনা করিতে হইলে সেই বস্তুটিকে মর্য্যাদা-ভূমির দ্বারা অন্তরিত করিয়া দূরে সংস্থাপ্য। যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহৎ বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোট বস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন। আমরা বদ্ধজীব অবস্থায় বড়-ছোট মাপ লইয়া ব্যস্ত থাকি। সূর্য্য অতি বৃহৎ হইলেও তাঁহার বৃহত্ত্ব আমাদের নিকট সমতা বা ক্ষুদ্রত্বে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীনতায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ ভূতাকাশ নামক একটি পদার্থের দ্বারা সম্ভাবিত হইতেছে। সেইরূপ ভগবৎপ্রীতি বা জীবের ভক্তিরূপ চিদাকাশ কৃষ্ণসান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-গানের পাঠক যদি মায়িক প্রভুতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাসী-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে প্রভু জানিবার অবকাশ হয় এবং তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা বুঝিতে পারা যায়। এই সদ্‌জ্ঞান লাভ হইলে বিদ্যাপতিকে লছ্‌মীর উপপতিত্বে স্থাপন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ, এই উপলব্ধি থাকিলে পঞ্চরসের যে রসে স্বরূপের অবস্থান, তদনুরূপ চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্‌মী প্রভৃতি নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারযুক্ত কদর্য্য ধারণার বিষয় নহেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৭ পৃষ্ঠার পর]

একত্বমপি তদ্দৃষ্ট্বা তৎসমাধিচ্ছলেন চ।
স্থূলং ভিত্ত্বা তু লিঙ্গে সা যোগাশ্রয়চরত্যহো ॥২৩॥

একদল লোক আছে, যাহারা শুদ্ধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ মত স্থির করিতে পারে না, অথচ যুক্তিকে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কতকটা সাহজিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে একতত্ত্ব বলিয়া মানে। জ্ঞানাবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বন করে। সে সমাধি সহজ সমাধি নয়, যেহেতু তাহাতে কূটচিন্তা লক্ষিত হয়। কূটচিন্তা দ্বারা তাহারা স্থূল জগৎকে ভেদ করিয়াও চিজ্জগৎ দৃষ্টি করিতে পারে না; কেন না, সহজ সমাধি ব্যতীত সহজতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তাহারা লিঙ্গজগৎকে লক্ষ্য করিয়া 'জীবের চরম আবাস দেখিয়াছি' এরূপ বোধ করে। বাস্তবিক তাহারা জড় জগতের লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। লিঙ্গজগৎ ও জড়জগতে ভেদ এই যে, জড়জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লিঙ্গজগৎ মানসগ্রাহ্য। লিঙ্গজগৎটি জড়জগতের সূক্ষ্ম প্রাগ্‌ভাবমাত্র। জড়জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল জড়ময় জগৎ

ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়। Theosophist দল যে Astral দেহের কথা বলে, তাহা জ্যোতির্ম্ময় জড়-দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গদেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ও বৌদ্ধযোগীদিগের মতে যে সূক্ষ্ম বিভূতিময় জগৎ, তাহাই লিঙ্গজগৎ। চিত্তত্ত্ব এ সমুদয় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জলশাস্ত্রে কৈবল্য অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র। কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। সাধনপাদে যে ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয়, কৈবল্যপাদে সে ঈশ্বর কোথায় বা কি অবস্থায় রহিলেন ও কৈবল্য-প্রাপ্ত জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবসমুদয় সেই ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদ হইল। যোগশাস্ত্র, থিয়-সফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি যতই হউক, জীবের নিত্য কল্যাণকর নহে। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগ-শাস্ত্র তন্মধ্যে একটি অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ অন্বেষণকারী জীবের কোনপ্রকার আনন্দ হয় না ॥ ২৩ ॥

কিচিদ্বদন্তি বিশ্বং বৈ পরেশনির্ম্মিতং কিল।
জীবানাং সুখভোগায় ধর্ম্মায় চ বিশেষতঃ ॥২৪॥

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশ্ব পরমেশ্বর আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপ-রূপে এই জগৎকে ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করি। ইহাতে বিতর্ক এই হয় যে, জীবের সুখপ্রাপ্তির জন্য যদি এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর এই বিশ্বকে এতদূর অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিতেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সিদ্ধসঙ্কল্প। যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহা অবিলম্বে হয়। এই বিশ্ব জীবের ভোগের জন্য সৃষ্টি হওয়া মনে করিলে ঈশ্বরে দোষা-রোপ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত সন্দেহ নাই। কেন না, এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্ম্মলাভ হয় না ॥ ২৪ ॥

আদি জীবাপরাধাদ্বৈ সর্ব্বেষাং বন্ধনং ধ্রুবম্।
তথান্যজীবভূতস্য বিভোর্দণ্ডেন নিষ্কৃতিঃ ॥২৫॥

এই নৈতিক একেশ্বরবাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এ বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। অপরাধ হইলেই দণ্ড, নতুবা দণ্ডের প্রয়োজন কি? জীব কি অপরাধ করিয়াছে? এই প্রশ্নের সদুত্তরে অশক্ত হইয়া সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মসকলে একটি অদ্ভুত মত গৃহীত হই-য়াছে, তাহা এই,—ঈশ্বর কোন আদি জীবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কোন সুখময় বনে সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোন দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদিদম্পতি জ্ঞান-বৃক্ষফল সেবন করিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরাধে এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, জীব কর্ত্তৃক সেই অপরাধ ক্ষয়িত হইতে পারিল না দেখিয়া ঈশ্বরের একাঙ্গস্বরূপ একটি তত্ত্ব জীবসদৃশ হইয়া মানবমধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ সকল অনুগত জীবের পাপ নিজ-স্কন্ধে লইয়া তিনি মৃত্যু স্বীকার করিলেন। যে সকল জীব তাঁহার অনুগত হইল, তাহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল, যাহারা অনুগত হইল না, তাহারা চির-নরকে নিপতিত হইল। জীবভূত বিভুর দণ্ডের দ্বারা অন্য জীবের নিষ্কৃতি, এই মতটি সহজবুদ্ধিতে আয়ত্ব করা যায় না ॥ ২৫ ॥

জন্মতো জীবসদ্ভাবো মরণান্তে ন জন্ম বৈ।
যৎকৃতং সংসৃতৌ তেন জীবস্য চরমং ফলম্ ॥২৬॥

এই মতবাদমিশ্র ধর্ম্মে আস্থা করিতে গেলে কএকটী অযুক্ত কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তই জীবতত্ত্ব। জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তেও আর জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই। আবার জীব বলিলে মানব বই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটি চিন্ময়তত্ত্ব হয় না। জড়েই ঘটনাক্রমে বা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসমান অবস্থায়

জীবের উদয় হয়, তাহাও বলা যায় না। কোন ব্যক্তি দুঃখীর ঘরে, কেহ সুখীর ঘরে, কোন ব্যক্তি ভক্তের ঘরে, কেহ বা অসুরপ্রায় অভক্তের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়া জন্মসুবিধাক্রমে সৎ ও জন্মঅসুবিধা-ক্রমে অসৎ হইতে কেন বাধ্য হন, বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলিতে হয়।

আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হয়, তাহাও বলা যায় না। পশুপক্ষী যে মানবের আদ্য বস্তু হইবে, ইহাই বা কেন? একজন্মে মানব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারাই যে তাহার চিরস্বর্গ বা চির-নরক হইবে, এ বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরানুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য ॥ ২৬ ॥

অত্র স্থিতস্য জীবস্য কর্ম্মজ্ঞানানুশীলনাৎ।
বিশ্বোন্নতিবিধানেন কর্ত্তব্যমীশতোষণম্ ॥২৭॥

যে সম্প্রদায় এই মতে স্থিত হন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভজন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাধারণ মত এই হয় যে, কর্ম্ম জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বিশ্বোন্নতি চেষ্টাদ্বারা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইষ্টাপূর্ত্ত-ক্রিয়া দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চাই ইঁহাদের মধ্যে প্রবল, কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানচেষ্টারহিত শুদ্ধ-ভক্তি তাঁহারা কখনই জানিতে পারেন না। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট; কেন না, ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে, ঈশ্বর যদি দয়া না করিতেন, আমি তাঁহাকে ভজিতাম না। ভাবী দয়া করিবেন, এরূপ দুষ্ট আশাও থাকে। দয়া এস্থলে যদি ভক্তিবৃত্তি দান হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না। এধর্ম্মে সে কথা দেখা যায় না। দয়া এখানে জীবনযাত্রার যে সুবিধা ও সুখদান, তাহাই লক্ষ্য করে ॥ ২৭ ॥

ঈশরূপবিহীনস্তু সর্ব্বগো বিধিসেবিতঃ।
পূজিতোঽত্র ভবত্যেব প্রার্থনাবন্দনাদিভিঃ ॥২৮॥

এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানু-শীলনই এই মতের একটী প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাঁহার খর্ব্বতা হয়—এই জ্ঞানগত বুদ্ধি তাহাদের সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী করিয়া প্রস্তুত করিতেছি, তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তুতঃ এই মার্গগত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলি-কতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার। ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতীত যে জীবাত্মা, তাহা হইতে অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণের অধিপতি পরমকারুণিক জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান্ পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই মতবাদীরা কখনই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। এই মতবাদীগণের ঈশ্বর-আরাধনাও নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্রই উপাসনা। প্রার্থনা ও বন্দনাতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞানচর্চ্চার ক্রীতদাস হইয়া ইঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহোপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন। এমন কি, ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এই পরামর্শ দেন যে, কখনও চিন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দুরাগ্রহক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অক্ষম হন। ইঁহারা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরুপাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরুলাভের যত্ন ও তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্‌গুরুগণ কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইঁহাদের পরিত্যাজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সত্যতত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আছে, তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রধানাচার্য্য বরণ করিলেই যথেষ্ট। প্রধান আচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু ও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংস করেন, অন্য মনুষ্যগুরুর প্রয়োজনাভাব। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ

কোন একখানি গ্রন্থসংগ্রহকে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনেক ভ্রম মানিতে হয়, এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রকেই মানেন না ॥২৮॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

সনোড়িয়া বিপ্র

(৯১)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ১৭শ এবং ১৮শ পরিচ্ছেদে সনোড়িয়া বিপ্রের প্রসঙ্গ—তাঁহার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সনোড়িয়া বিপ্রের জন্মস্থান এবং পিতামাতার পরিচয় অপরিজ্ঞাত। বিপ্রের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বার্ত্তালাপ ও ব্যবহারাদি হইতে যাহা শিক্ষনীয়, তাহাই আমাদের গ্রহণীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশী হইতে প্রয়াগের পথে মাথুর-মণ্ডলে আসিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরায় বিশ্রাম-তীর্থে স্নানের পর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলীতে আদি-কেশব দর্শন করতঃ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিয়া দর্শনার্থিগণ অতিশয় বিস্ময়ান্বিত ও চমৎকৃত হই-লেন। তৎকালে একজন বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। নৃত্যাবেশে উভয়ে উভয়কে কোলাকুলি করিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক 'হরি' 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে দর্শনার্থিগণও তদনুশরণে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইলেন। 'আদিকেশব' মন্দিরে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। কীর্ত্তন সমাপ্তির পর ব্রাহ্মণকে নিভৃতে আনিয়া মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাঁহা হইতে পাইলে তুমি এই 'প্রেমধন' ॥' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন—'শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরানগরে আসিয়াছিলেন। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার গৃহে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া শিষ্য করেন এবং আমার পাচিতদ্রব্য ভক্ষণ করেন। তিনি গোপালদেবকে প্রকট করিয়া সেবা প্রকাশ করিয়াছেন, আজও গোবর্দ্ধনে গোপাল-দেব পূজিত হইতেছেন।' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভুর ঐরূপ ব্যবহারে ভীত হইয়া বৃদ্ধ বিপ্রও মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হইলেন। 'গুরুদেবের গুরুভাইও গুরুর ন্যায় পূজ্য'—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু বৃদ্ধ বিপ্রকে বলিলেন—'আপনি গুরু হইয়া কেন আমার ন্যায় নগণ্য শিষ্যকে প্রণাম করিতেছেন, ইহা ঠিক নহে।' বৃদ্ধ বিপ্র বিস্মিত হইয়া দৈন্য প্রকাশ করতঃ বলিলেন—'আপনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর পক্ষে দীনহীন আমার ন্যায় কাঙ্গালকে প্রণাম করা সমীচীন নহে।' মহাপ্রভুর প্রেমবিকার দেখিয়া বৃদ্ধ বিপ্র অনুমান করিলেন নিশ্চয়ই ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্বন্ধ ধারণ করেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টা-চার্য্যের নিকট মহাপ্রভুর গুরুদেবের পরিচয় অবগত হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় ও আগ্রহে মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে গেলেন। ব্রাহ্মণেরও মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবার সৌভাগ্য হইল। তিনি মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিজে রন্ধন না করিয়া ভট্টাচার্য্যের দ্বারা করাইবেন স্থির করি-লেন। মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য বৃদ্ধ বিপ্রকে বলি-লেন—'পুরী গোসাঞি আপনার ঘরে ভিক্ষা করিয়াছেন।

আমাকে আপনি নিজে রন্ধন করিয়া ভিক্ষা দেন, এই তাঁহার শিক্ষা।' বৃদ্ধ বিপ্র সনোড়িয়া* কুলোদ্ভূত। সন্ন্যাসিগণ সনোড়িয়া বিপ্র-ঘরে ভোজন করেন না, কিন্তু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সনোড়িয়া বিপ্রের বৈষ্ণবতা দেখিয়া তাঁহাকে শিষ্য করতঃ তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন। তথাপি বৃদ্ধ বিপ্র তৎকালীন সামাজিক প্রথানুসারে সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে ভোজন করিলে মূর্খ লোক সন্ন্যাসীকে নিন্দা করিতে পারে এই চিন্তায় তিনি মহাপ্রভুকে ভোজন করাইতে সঙ্কুচিত হইলেন। মহাপ্রভু পুনরায় বুঝাইলেন শ্রুতি-স্মৃতি ও ঋষিগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনহেতু সাধুগণের আচরণ বুঝিয়া তদনুসরণ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বৃদ্ধ বিপ্র মহাপ্রভুর ইচ্ছা বুঝিয়া ভিক্ষা করাইলেন।

নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ শতগুণ হয়, মথুরাধামে উপনীত হইলে উহা সহস্রগুণ এবং ব্রজমণ্ডলে দ্বাদশবন-ভ্রমণকালে উহা লক্ষগুণ বৃদ্ধি পায়। শ্রীক্ষেত্র হইতে ঝাড়িখণ্ডের নির্জ্জন বনপথে বৃন্দাবন যাত্রাকালে মহাপ্রভুর সেবার জন্য শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ দামোদর শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে এবং তাঁহার সহিত একজন ব্রাহ্মণকে ভৃত্যরূপে দিয়াছিলেন। দ্বাদশবন-ভ্রমণকালে 'কৃষ্ণদাস' নামে একজন রাজপুত বৈষ্ণবও মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অক্রূরঘাটে আসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া যমুনায় ঝম্প প্রদান করিয়া বহুসময় ডুবিয়া থাকিলে কৃষ্ণদাস আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ আসিয়া মহাপ্রভুকে জল হইতে উত্তোলন করিলেন। মহাপ্রভুর প্রেমবিকার দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভীত হইলেন। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীসনোড়িয়া বিপ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন মহাপ্রভুকে শ্রীব্রজমণ্ডলে ভ্রমণে রাখা সমীচীন হইবে না, মাঘমাসে মকর-পঞ্চদশী পূর্ণিমাস্নানের যোগের কথা বলিয়া বৃন্দাবন হইতে গঙ্গাতীরপথে সোরো-ক্ষেত্র হইয়া মহাপ্রভুকে প্রয়াগে লইয়া যাইতে হইবে। রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর-ব্রাহ্মণ (সনোড়িয়া বিপ্র) গঙ্গাতীরপথ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনোড়িয়া বিপ্রকে গুরুদেবের গুরুভ্রাতা এইরূপ দর্শনে পূজ্যবুদ্ধি করায় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণে আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিন্তু সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন থাকায় বৃন্দাবন হইতে স্থূলতঃ বাহিরে আসিলেও সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দেখায় বাহিরে আসিয়াও প্রেমের বিকার প্রকট হইল। মহাপ্রভু পথশ্রান্তিবশতঃ পথে এক বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বসিলে সম্মুখে গাভীগণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলার স্মৃতি হইল। অকস্মাৎ কোন গোপ বংশীধ্বনি করিলে তাহা শুনিবামাত্র মহাপ্রভু মহাপ্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, প্রেমের বিকারবশতঃ মুখ হইতে ফেন নির্গত এবং নাসার শ্বাসরুদ্ধ হইল। ঘটনাচক্রে সেই সময় পাঠান মুসলমান বিজলী খাঁন দশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত। মহাপ্রভুর ঐপ্রকার অবস্থা দেখিয়া বিজলী খাঁন নিশ্চয় করিল—এই সন্ন্যাসীর কাছে বহু ধন ছিল, চারিজন দস্যু ধুতরা খাওয়াইয়া ইহাকে মারিয়া ধন লুট করিয়াছে, চারিজনকে বান্ধিয়া মারিতে গেলে দুইজন গৌড়ীয় (বঙ্গদেশ হইতে আগত) বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাজপুত কৃষ্ণদাস এবং মাথুর সনোড়িয়া বিপ্র নির্ভীকভাবে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করিলেন। সনোড়িয়া বিপ্র

* সনোড়িয়া ঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কয়েকভাগে বিভক্ত—আগরওয়ালা, কালওয়ার, সানোয়াড় ইত্যাদি। তন্মধ্যে আগরওয়ালাই অতি শুদ্ধ ঃ কালওয়ার, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী নিজ নিজ কার্য্যদোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোয়াড়-দিগকে যাহারা যাজন করেন, তাহাদিগকে সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বলে। সানোয়াড় শব্দে সুবর্ণবণিক, তাহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাই সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণ। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসিগণ ভোজন করেন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এতদ্‌প্রসঙ্গে তাঁহার লিখিত অনুভাষ্যে শুদ্ধভক্তিপর বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্ত (সনোড়িয়া) বিপ্র শৌক্র সম্বন্ধে জলাচরণীয় না হইলেও ভক্তির অনুকূল দৈববর্ণাশ্রমে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী অদৈববর্ণাশ্রমীকে এবং মহাপ্রসাদে কুতর্ককারিগণকে 'মূর্খ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।

বিজলী খাঁনকে বুঝাইয়া বলিলেন—"আপনি যে সন্ন্যাসীকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিতেছেন, আমি তাঁর গুরু, ব্যাধির দরুণ এই সন্ন্যাসী কখনও মূর্চ্ছিত হন, কখনও সুস্থ হন। আমাদিগকে বাঁধিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেই সন্ন্যাসীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, তখন প্রকৃত সত্য জানিতে পারিবেন। আমি যেখান হইতে আসিয়াছি সেই বাদশাহের কাছে একশত লোক আছে।" বিজলী খাঁন মাথুর ব্রাহ্মণকে নির্ভীকভাবে কথা বলিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল—"তোমাদের ভাষা শুনিয়া বুঝিলাম তোমরা মাথুর ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই দুইজন এখানকার লোক নহে, ভয়ে কাঁপিতেছে, নিশ্চয়ই ইহারা দোষী হইবে।" রাজপুত কৃষ্ণদাস বিপদ বুঝিয়া বীরবিক্রমে পাঠানকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—"আমার ঘর এই গ্রামের নিকটেই, আমার দুইশত সৈন্য আছে, একশত কামান আছে, চিৎকার করিলে এখনই তাহারা আসিয়া তোমাদের সব লুটিয়া লইবে। গৌড়ীয়ারা বাটপাড়, না তোমরা বাটপাড়।" রাজপুতের নির্ভীক বাক্য শুনিয়া পাঠানের ভয় হইল। ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি মহাপ্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' 'হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত কীর্ত্তন শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া পাঠানগণ ভয় পাইয়া চারিজনকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু নিজগণের বন্ধন দেখিতে পান নাই। পাঠানগণ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা তাহাদের সন্দেহের কথা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন—'আমার নিকট কোন ধন নাই। এই চারিজন আমার সঙ্গী। মৃগী ব্যাধিতে আমি কখনও অচৈতন্য হইয়া পড়িলে এই চারিজন আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা ও পালন করেন।'

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানের পর গঙ্গাতীরপথে প্রয়াগে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সনোড়িয়া বিপ্রকে ও রাজপুত কৃষ্ণদাসকে মহাপ্রভু বলিলেন—"আপনারা পথ প্রদর্শনের জন্য মথুরা হইতে অনেক পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগকে আর আমি কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।" সনোড়িয়া বিপ্র ও রাজপুত কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুকে বঝাইয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গ আবার আমাদের ভাগ্যে কবে হইবে আমরা জানি না, তদুপরি ম্লেচ্ছদেশ হওয়ায় পথে অনেক উৎপাতের সম্ভাবনা আছে, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এদিকের ভাষা জানেন না, এইজন্য আমরা আপনার সঙ্গে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইতে ইচ্ছা করি।" মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে অনুমোদন করিলেন।

সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ চিত্রকেতু

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'আসীদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ।
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্ মহী॥'

—ভাঃ ৬।১৪।১০

'হে নৃপ, শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী কামদুঘা ছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবতে শূরসেন নামক দেশের উল্লেখ আছে। মথুরা ও শূরসেন দুইটী দেশ উপভোগ করিতেন যাদবেন্দ্র শূরসেন। মথুরা ও শূরসেন একসঙ্গে উল্লিখিত থাকায় অনুমিত হয় শূরসেন দেশ মথুরার সংলগ্ন ছিল।

'শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা॥'

—ভাঃ ১০।১।২৭

মহারাজ চিত্রকেতুর এক কোটি ভার্য্যা ছিল। সন্তানোৎপাদনে তিনি সমর্থ হইলেও দৈববশতঃ

ভার্য্যাগণ বন্ধ্যা হওয়ায় তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। চিত্রকেতু জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীসম্পন্ন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইলেও সন্তানাভাবে দুঃখী ছিলেন, রাজ্য-সম্পদ-সুন্দরী স্ত্রী কোনটাই তাঁহার সুখপ্রদ হয় নাই। কিন্তু তিনি মুনি-ঋষিগণের সেবাপরায়ণ ছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ মুনি ঋষিগণকে তিনি চিনিতেন, মুনি ঋষিগণও তাঁহার গৃহে আসিতেন।

শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি একদিন মহারাজ চিত্রকেতুর গৃহে উপনীত হইলেন। মহারাজ প্রত্যুত্থান ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা ঋষির যথোচিত পূজাবিধানের পর ভোজনাদি-দ্বারা সৎকার করিলেন। রাজা বিনয়াবনতভাবে উপবিষ্ট হইলে অঙ্গিরা ঋষি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে রাজন! আপনি কুশলে আছেন ত? আপনি স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, ধনরাশি, দণ্ড ও মিত্র এই সপ্ত প্রকৃতির* দ্বারা রক্ষিত থাকিয়া সুখে আছেন ত? প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য, বণিক, মন্ত্রী, পুরবাসী, নিজপুত্রগণ আপনার বশবর্ত্তী হইয়া অধীনে আছেন ত? আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি সুখী নন। কোন মনোরথ আপনার পূর্ত্তি হয় নাই কি? আপনাকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন দেখিতেছি।' রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'হে সর্ব্বজ্ঞ মুনি, প্রাণিগণের হৃদয়ের ও বাহিরের কোন কিছুই আপনার অজ্ঞাত নাই। ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে স্রক-চন্দনাদি উত্তম দ্রব্য দিলেও তাহার সুখ হয় না, তদ্রূপ আমার ন্যায় নিঃসন্তান ব্যক্তিকে লোকপালগণের অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্যাদি দিলেও সুখ হইবে না। অতএব আমি যাহাতে পুত্রলাভ করিয়া পিতৃ-পিতামহগণকে দুরন্ত নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন।' রাজার অভিলাষ পূর্ত্তির জন্য ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরা ঋষি ত্বষ্টৃযাগ সম্পন্ন করিলেন।† চিত্রকেতুর রাণীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা মহিষী কৃতদ্যুতিকে অঙ্গিরা ঋষি যজ্ঞের অবশেষ প্রদান করিয়া রাজাকে বলিলেন তাঁহার 'হর্ষশোকপ্রদ' পুত্র হইবে। হর্ষশোকপ্রদ—জন্মে হর্ষ ও মরণে শোক এইরূপ অভিপ্রায়ে উক্ত হইলেও রাজা 'হর্ষ'-শব্দে বহু গুণান্বিত এবং 'শোক'-শব্দে ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বান্বিত এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া তুষ্ট রহিলেন। কৃত্তিকাদেবী অগ্নির নিকট হইতে মহাদেবের বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ কার্ত্তিক নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, কৃতদ্যুতিও তদ্রূপ যজ্ঞাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া চিত্রকেতু হইতে গর্ভধারণ করিলেন। যথাকালে রাজার একটি পরমসুন্দর পুত্র জন্মিল। বহুদিন পরে পুত্রের মুখ দেখিয়া রাজা চিত্রকেতু এবং শূরসেন দেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন। বিপ্রগণের দ্বারা রাজা পুত্রের জাতকর্ম্ম আদি সুসম্পন্ন করাইলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, ভূষণ, জমি, অশ্ব, হস্তী এবং ষাট কোটী ধেনু দান করিলেন। কুমারের আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণগণ ছাড়াও অন্যান্য সকলকেও অভিলষিত বস্তু দান করিলেন। দরিদ্রের যে প্রকার কষ্টলব্ধ ধনে আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রাজার কষ্টলব্ধ পুত্রে দিন দিন আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। কৃতদ্যুতির সৌভাগ্য দর্শনে সপত্নীগণের পুত্রকামনায় হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। পুত্রের লালন পালনের দরুণ রাজার পুত্রবতী ভার্য্যা কৃতদ্যুতির প্রতি যেরূপ প্রীতি জন্মিল, অন্যান্য ভার্য্যাগণের প্রতি তদ্রূপ হইল না। রাজার অনাদরহেতু সপত্নীগণের মধ্যে প্রবল মাৎসর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা নিজদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন—'পুত্রবতী স্ত্রীর কি সৌভাগ্য! পুত্রহীন আমাদের এই স্ত্রী জন্মের ধিক্কার। স্বামীর পরিচর্য্যার দ্বারা স্ত্রী সুখলাভ করে, সেই স্ত্রীর কোন দুঃখ নাই, কিন্তু আমরা মন্দভাগ্যা বলিয়া দাসীর দাসী হইলাম।'

সপত্নীগণের হৃদয়ের অসন্তোষ দেখিয়া কৃতদ্যুতি পুত্রলাভ করিয়াও চিত্তের প্রশান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। সন্তানহীন পত্নীগণেরও বিদ্বেষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল। তাঁহারা নিষ্ঠুরচিত্ত হইয়া নৃপতির অনাদরকে সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে কুমারকে বিষ প্রদান করিলেন।

* সপ্ত প্রকৃতি ঃ—'স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য—এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ।'—আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান

† বৈষ্ণবগণের নিকট এইরূপ শ্রুত হয় মহর্ষি অঙ্গিরা ধার্ম্মিক রাজা চিত্রকেতুকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তুচ্ছ বস্তু পুত্রকামনা করিলেন।

রাজমহিষী কৃতদ্যুতি সপত্নীগণ ঐরূপ মহাপাপকার্য্য করিবেন, তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। বালক নিদ্রিত আছে মনে করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে গৃহের কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। বহু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও পুত্রের নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি চিন্তিত হইয়া ধাত্রীকে আজ্ঞা করিলেন পুত্রকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে। ধাত্রী বালকের নিকট যাইয়া অকস্মাৎ মৃত দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। ধাত্রী বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে থাকিলে মহারাণী তৎ-সন্নিধানে ছুটিয়া গেলেন, শিশুকে মৃত দেখিয়া শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহারাণী ও ধাত্রীর ক্রন্দন শুনিয়া অন্তঃপুরবাসী ক্রমশঃ তথায় আসিয়া জমায়েৎ হইলেন। তাঁহারাও অত্যন্ত বেদনা-হত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অপরাধিনী সপত্নী-গণও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে গুরুতররূপে শোকাহত হইয়া দৃষ্টিশক্তিরহিতের ন্যায় পথে চলিতে চলিতে পদস্খলিত হইয়া পড়িতে লাগি-লেন। অমাত্যগণ তাঁহার পিছনে পিছনে গমন করিলেন। তিনি দ্বিজগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মৃত পুত্রের নিকট আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। পতিকে নিদারুণ শোকগ্রস্ত দেখিয়া এবং একমাত্র বংশের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় মহারাণী অন্তঃপুরবাসী সকলের সন্তাপ বর্দ্ধন করতঃ পাষাণও বিগলিত হয় এইরূপ বাক্যাবলীর দ্বারা কুররী পক্ষিণীর ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন —'হা বিধাতঃ! তুমি মূর্খ, সৃষ্টি বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই। পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যুবিধানের দ্বারা তুমি সৃষ্টিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছ। এইরূপ বিপরীত আচরণই যদি তোমার অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি প্রাণিগণের নিশ্চয়ই শত্রু। তুমি কৃপালু নহ। যদি বল জন্ম-মরণ সম্বন্ধে কোন বিধি নাই, নিজকর্ম্মানুসারে জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর মানার কি প্রয়োজন? জড়ের ক্রিয়াশক্তি না থাকায় কর্ম্মের নিয়ন্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার্য্য। সৃষ্টি বর্দ্ধনের জন্য তুমি পিতামাতার মধ্যে যে স্নেহ প্রকটিত করিয়াছ, সন্তানের মৃত্যুর দ্বারা তুমি তাহা ছিন্ন করিতেছ। পুত্রোৎপাদনে দুঃখ দেখিয়া কেহই আর পুত্রোৎপাদন করিবে না। স্নেহের মধ্যে দুঃখ দেখিয়া কেহই পুত্রাদিকে স্নেহ করিতে ইচ্ছা করিবে না, স্নেহাভাবে পুত্রের মৃত্যু হইবে, ক্রমে সৃষ্টি লোপ পাইবে।' মহারাণী পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শোকাবেগে পুনঃ বলিতে লাগিলেন —'বৎস পুত্র! আমি অনাথা, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, একবার তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার দিকে তাকাও। আমরা পুত্রহীন হইলে আমাদিগকে কে নরক হইতে উদ্ধার করিবে? তোমার দ্বারাই আমরা নরক হইতে উদ্ধার পাইব। অতএব হে পুত্র! তুমি নিষ্ঠুর যমের সহিত অধিক দূর যাইও না। হে তাতঃ! তুমি অনেক সময় নিদ্রিত আছ, তুমি এখন উঠ, তোমার খেলার সাথী-গণ তোমাকে খেলার জন্য ডাকিতেছে। তুমি ক্ষুধার্ত্ত, উঠিয়া স্তন পান কর, আমাদের শোক দূর কর। আমার ভাগ্য মন্দ, এইজন্য তোমার নিকট আসিয়া তোমার মৃদু হাস্য, মুদিত দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম না। তবে কি যেখানে গেলে আর কেহ ফিরিয়া আসেনা নিষ্ঠুর যম কি তোমাকে সেইখানে লইয়া গিয়াছে?' মহারাণীর শোকসন্তপ্ত বিলাপ শুনিয়া মহারাজও বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় নগরবাসী সকলেই শোকে অচেতনপ্রায় হইলেন।

রাজা চিত্রকেতুর দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া অঙ্গিরা ঋষি শ্রীনারদের সহিত রাজসমীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। সুবিজ্ঞ মহারাজ চিত্রকেতুকে পুত্র-শোকাতুর হইয়া শবের নিকটে মৃতবৎ পতিত হইয়া থাকিতে দেখিয়া বিষ্ণুমায়ার প্রভাব কিরূপ মোহ-জনক তাহা বুঝিয়া ঋষিদ্বয় রাজা চিত্রকেতুর শোক অপনোদনের জন্য উপদেশ প্রদানমুখে বলিলেন—'হে রাজেন্দ্র! তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, সে তোমার কে? যদি বল, সে তোমার পুত্র, তুমি তাহার পিতা, এ সম্বন্ধ কি তোমাদের পূর্ব্বে ছিল? এখনও কি আছে? পরেও কি থাকিবে? স্রোতের বেগের ন্যায় বালুকারাশি যেমন মিলিত হয়, আবার

বিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ কালের বেগে প্রাণিগণ কখনও মিলিত হয়, কখনও বিচ্ছিন্ন হয়। ধান্যাদির বীজ রোপণ করিলে কখনও অঙ্কুরোদ্গম হয়, কখনও নষ্ট হয়, তদ্রূপ ভগবন্মায়ামোহিত প্রাণিসকল কখনও পিত্রাদিতে পুত্রাদিরূপে জন্মলাভ করে, কখনও করে না। সুতরাং অতীব নশ্বর সম্পর্কের জন্য শোক করা সমীচীন নহে। চরাচর জগতের সমস্ত প্রাণী যাহারা বর্ত্তমান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা জন্মের পূর্ব্বে একসঙ্গে ছিল না এবং মৃত্যুর পরে একসঙ্গে থাকিবে না, সুতরাং মনে কর এখনও নাই। যাহা আমরা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক, নিত্য সত্য নহে। সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর পিতারূপে প্রাণিগণকে সৃজন করেন, রাজারূপে পালন করেন, সর্পাদিরূপে ধ্বংস করেন। সুতরাং সৃষ্টাদি কার্য্যে পিতা, রাজা ও সর্পাদি পরতন্ত্র, তাহাদের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব নাই। মায়াবশতঃ তাহাদের মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান হইয়া থাকে। বীজ হইতে যেরূপ বীজের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ পিতার দেহদ্বারা মাতৃদেহ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয়। সুতরাং পঞ্চমহাভূতের ন্যায় জীবও নিত্য।'

শ্রীনারদ ও শ্রীঅঙ্গিরা ঋষির উপদেশবাক্যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ চিত্রকেতু অশ্রুসিক্ত ম্লানমুখকে পরিমার্জ্জিত করিয়া বলিলেন—'হে মহাপুরুষগণ! আপনারা মহৎ হইতেও মহৎ, আপনারা আত্মগোপন করিয়া এখানে আসিয়াছেন। আপনারা দুইজন কে? আমাদের মত বিষয়াসক্ত মূর্খগণের অজ্ঞান দূর করিবার জন্যই আপনারা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমি অনেক ঋষিকে জানি। আপনারা কি সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, আরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, পতঞ্জলি, ঋষি ধৌম্য, মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব, ঋতধ্বজ—ইঁহাদের মধ্যে কেহ হইবেন? আমি গ্রাম্য পশুর ন্যায় মূঢ়বুদ্ধি হইয়া সংসারে আবদ্ধ আছি। আপনারা আমাকে জ্ঞান প্রদান করিয়া আমার কল্যাণ বিধান করুন।' অঙ্গিরা ঋষি তদুত্তরে বলিলেন—'হে রাজন! আপনার অভিলাষানুসারে আপনাকে যে পুত্র দিয়াছিল, আমি সেই অঙ্গিরা। আপনার সম্মুখে ইনি ব্রহ্মপুত্র শ্রীনারদ ঋষি। আপনি ভগবদ্ভক্ত, শোক-মোহাদির দ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য নহেন। আপনি সুবিজ্ঞ হইয়াও শোকে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ধার্ম্মিক রাজার এইরূপ হওয়া উচিত নহে বিবেচনায় আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি আপনাকে কৃপা করিবার জন্য। আমি প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমার নিকট পুত্র চাহিলেন। এখন আপনি নিশ্চয়ই পুত্রবান্‌দিগের দুঃখ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। স্ত্রী, গৃহ, ধন, রাজৈশ্বর্য্য এবং শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সবই অনিত্য। রাজৈশ্বর্য্য, সৈন্য, অমাত্য, ভৃত্য ইহারা সকলেই শোক ও পীড়া প্রদান করে এবং ভয় ও মোহ উৎপাদন করে। স্বপ্নের ন্যায় ইহারা ক্ষণস্থায়ী ও অসত্য। স্ত্রী, পুত্রাদি বিষয় বৈভব সবই মনঃকল্পিত, সুতরাং অনিত্য। বিষয়-চিন্তা করিতে করিতেই নানাবিধ কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। দেহাভিমান হইতেই জীবের ত্রিবিধ দুঃখলাভ হইয়া থাকে। অতএব আপনি ধীরচিত্তে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করুন। আপনি কে? আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি কোথায় যাইবেন? আপনি শোক মোহাদিদ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য নহেন। এইসব বিচার করুন এবং দেহেতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন।'

নারদ ঋষিও রাজা চিত্রকেতুকে বলিলেন,—"আপনি সংযত হউন, মন্ত্র গ্রহণ করুন, সপ্তরাত্রি মন্ত্রানুশীলনের দ্বারা আপনি প্রভু সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। মহাদেবও সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাহ্য কাষ্ঠাদি পদার্থের বৃদ্ধি-ক্ষয়রূপ বিকার যেরূপ অগ্নির বলিয়া প্রতিভাত হয়, ঠিক তদ্রূপ 'আমি দেবতা', 'আমি মানুষ' ইত্যাদি নানাভাব, জন্ম, নাশ, ক্ষয়, বৃদ্ধি—দেহধর্ম্ম সকলও আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়। জাগ্রতাবস্থায় সর্প, ব্যাঘ্রাদির ভয়ের সংস্কার স্বপ্নেও দেখা যায়। দেহধর্ম্মসকল আত্মার বলিয়া প্রতীত হয়। সুষুপ্তিতে অভিমানের অভাবহেতু জীবের হৃদয়ে যেরূপ ঘোর সংসার অনুভূত হয় না, তদ্রূপ অহঙ্কারশূন্য মুক্ত ব্যক্তিও জীবদ্দশাতেই সংসার হইতে মুক্ত হন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেঃ মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬
ফোন্ ঃ ৭৪০৯০০

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

কলিকাতা হইতে যাত্রা—৮ কার্ত্তিক, ২৫ অক্‌টোবর সোমবার বিজয়াদশমী

বিস্তৃত সংবাদ উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য

পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শীতোপযোগী বিছানা, মশারি, টর্চ, ঘটি, বাটি, থালা সঙ্গে আনিবেন।

বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান-কার্য্যসূচী

ক্রমিক নম্বর	শিবির	অবস্থান তারিখ
(১)	মথুরা ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা বাঙ্গালীঘাট	৯ কার্ত্তিক (১৪০০) হইতে ১৪ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(২)	গোবর্দ্ধন	১৫ কার্ত্তিক হইতে ১৭ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৩)	কাম্যবন	১৮ কার্ত্তিক হইতে ২১ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৪)	বর্ষাণা	২২ কার্ত্তিক হইতে ২৪ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৫)	নন্দগ্রাম	২৫ কার্ত্তিক হইতে ২৮ কার্ত্তিক (অন্নকূট) পর্য্যন্ত
(৬)	কোষি	২৯ কার্ত্তিক হইতে ৩০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৭)	গোকুল মহাবন	১ অগ্রহায়ণ হইতে ৫ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত
(৮)	বৃন্দাবন	৬ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত

বিশেষ তিথিপূজা-অনুষ্ঠান

(১)	শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা ঃ—	১৩ কার্ত্তিক শনিবার
(২)	শ্রীবহুলাষ্টমী, রাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি ঃ—	২১ কার্ত্তিক রবিবার
(৩)	দীপান্বিতা ঃ—	২৭ কার্ত্তিক শনিবার
(৪)	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট-মহোৎসব ঃ—	২৮ কার্ত্তিক রবিবার
(৫)	শ্রীগোপাষ্টমী, শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী ঃ—	৫ অগ্রহায়ণ রবিবার
(৬)	**শ্রীউত্থানৈকাদশী।** পরমারাধ্য গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা ঃ—	৯ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার
(৭)	শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ঃ—	১৩ অগ্রহায়ণ সোমবার

কলিকাতার যাত্রিগণের প্রত্যাবর্তন নিউদিল্লী হইতে ১৫ অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর বুধবার

All Glory to Sree Guru and Gauranga

Sree Chaitanya Gaudiya Math

Mathura Road, Vrindaban-281121
Dt. Mathura (U. P.)

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-700026
Phone No. 740900

Sree Vrajamandal Parikrama

Departure from Calcutta—25th October, 1993—Vijaya-Dashami Tithi, Monday

Participants should bring warm-clothing, mosquito-curtain, torch, utensils etc.

Programme of Stay in Camps

Serial No.	Camp	Dates of Stay
1.	Mathura Bhiwani Dharmasala Bangalighat	26-10-93 to 31-10-93
2.	Govardhan	1-11-93 to 3-11-93
3.	Kamyaban	4-11-93 to 7-11-93
4.	Barsana	8-11-93 to 10-11-93
5.	Nandagram	11-11-93 to 14-11-93 (Govardhan Puja)
6.	Koshi	15-11-93 to 16-11-93
7.	Gokul Mahaban	17-11-93 to 21-11-93
8.	Vrindaban	22-11-93 to 29-11-93

Special Tithipuja Functions

1.	Sree Krishna's Sharadiya Rash-Yatra :—	30-10-93
2.	Bahulastami, Advent Day of Sree Radhakunda :—	7-11-93
3.	Dewali :—	13-11-93
4.	Sree Govardhanpuja, Annakut Mahotsab :—	14-11-93
5.	Sree Gopastami, Sree Gosthastami :—	21-11-93
6.	Sree Utthan-Ekadashi Advent Anniversary of most Revered Gurudeva Om Vishnupad 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj and Disappearance Anniversary of Sreela Gaurkishore Das Babaji Maharaj. :—	25-11-93
7.	Sree Krishna's Rash-yatra :—	29-11-93

Calcutta devotees will return from New Delhi on 1st December, 1993 Wednesday

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান—পুরীর গজপতি মহারাজ কর্ত্তৃক উদ্বোধন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর]

গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ লাভ করিয়া আমি কৃতজ্ঞ। আমি সর্ব্বাগ্রে পুরুষোত্তমধামে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। কলিযুগে সর্ব্বোত্তম তীর্থস্থান শ্রীপুরু-ষোত্তমধাম। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের ভক্তিতে বশী-ভূত হইয়া পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীজগন্নাথরূপে প্রকট-লীলা করিয়াছেন। তাঁহার শুভাবির্ভাবস্থান সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের পীঠ শ্রীমহাবেদীক্ষেত্র শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির। শ্রীজগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন ১২ মাসে ১৩টী পার্ব্বণ অনুষ্ঠানের জন্য, তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম শ্রীরথযাত্রা অনুষ্ঠান। আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব ও সুভদ্রাসহ তিনটী রথে শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে শ্রীগুণ্ডিচা যাত্রা করেন। ইহাকে পতিতপাবন যাত্রা বলে। উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলকে দর্শনের দ্বারা কৃপা করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবের এই রথযাত্রা-লীলা। 'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দর্শনে শ্রীজগন্নাথদেব ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্যলীলা-ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে—সুন্দরাচলে—শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন।'

ডানদিক হইতে—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব (ধর্ম্মানুষ্ঠান উদ্বোধনের জন্য যাইতেছেন) ও শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র মহান্তি

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে **বলেন**—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন। প্রকটকালের অর্দ্ধেক তিনি পুরুষোত্তমধামে অতিবাহিত করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামে-শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি আবির্ভূত হন। মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়া রাক্ষস নিধন এবং দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া অনেক অসুর নিধন করিয়াছেন, কিন্তু কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া সকলকে প্রেম প্রদান করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধা-ভাবে বিভাবিত

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন
প্রধান অতিথি মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র ভাষণ প্রদান করিতেছেন, তাঁহার ডানপার্শ্বে—শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
বামপার্শ্বে—এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র ও শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন থাকিতেন। যিনি জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনি হইলেন নদীয়ার নিমাই। নিমাইএর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, মাতা শ্রীশচীদেবী। শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদাদেবী কৃষ্ণকে যেরূপ বালগোপালভাবে প্রীতি করেন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর নিমাইএর প্রতি তদ্রূপ বাৎসল্যভাব। নিমাইএর বিদ্যাবিলাসলীলায় তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। নিমাইএর বড়ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পিতা-মাতা দুঃখী হইলেন। নিমাই পিতা-মাতাকে সেবা করিবেন এইরূপ আশ্বাস বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। জননীর সন্তোষ বিধানের জন্য তিনি প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ও পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। সমাজের দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়া জীবকল্যাণের জন্য তিনি সন্ন্যাসের সঙ্কল্প এবং শচীদেবীর ইচ্ছানুসারে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়া অবস্থান করেন। পরে তিনি দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার সেখানে সাক্ষাৎকার হয়। তিনি বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন। তাঁহার ৬ বৎসর গমনাগমনে অতিবাহিত হয়। শেষ ১২ বৎসর গম্ভীরায় রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি গূঢ় প্রেমরস আস্বাদন করেন। তিনি প্রত্যহ গরুড়স্তম্ভের পিছনে

দাঁড়াইয়া প্রেমবিভাবিত নেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন এখনও সেখানে তাঁহার হাতের ছাপ নিদর্শনরূপে আছে। অনেকে বলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধানকালে শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহে মিশিয়া গিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানযুগে মানুষের মধ্যে হিংসাপ্রবণতা প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে. তাহার প্রতিকার কি মানুষ ভাবিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। মনুষ্যের মধ্যে প্রেম সংস্থাপনের জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি জাতি-বর্ণ-উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভালবাসা ছাড়া মানুষের মধ্যে ভেদ ও হিংসাভাব দূর হইতে পারে না। এইজন্য আমার প্রার্থনা নদীয়ার নিমাই পুনঃ প্রকটিত হইয়া ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশাগ্রস্ত সংসারের কল্যাণ বিধান করুন এবং উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেমৈকসূত্রে আবদ্ধ করুন।'

১৮ জুন শুক্রবার হইতে ২০ জুন রবিবার পর্য্যন্ত ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতিগণের অনুগমনে প্রথমদিন—শ্রীনরেন্দ্র সরোবর, আঠারনালায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির; দ্বিতীয় দিন—শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমান্তে শ্বেতগঙ্গা, গঙ্গামাতা মঠ, কাশীমিশ্র ভবন (গম্ভীরা) ও হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান সিদ্ধবকুল এবং তৃতীয় দিবস শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন তিথিতে—শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেব দর্শন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। প্রথমদিন আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হন, তৎপরে সকলেই ক্রমানুযায়ী অঞ্জলি প্রদান করেন। সকলকেই ফল মিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হয়। তৃতীয় দিবস শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন-তিথিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ' ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচায্য মহারাজ পাঠ করেন। ভক্তগণ কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন-সেবা সম্পাদিত হইলে পর নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে চারিবার শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির পরিক্রমা এবং শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ প্রণতি-দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করা হয়। ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীবনওয়ারীলাল সিংহানিয়া শ্রীনৃসিংহ মন্দিরে ক্ষীরপ্রসাদ এবং রথযাত্রার দিন শ্রীমঠে সর্ব্বসাধারণে খিচুড়ী প্রসাদ বণ্টন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। হায়দ্রাবাদের মূলচাঁদ সোনি, বারিপদার স্বধামগত প্রহলাদ মোদীর পুত্রগণ, আগরতলার লক্ষ্মীনারায়ণ আয়রণ ষ্টোরের মালিক শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা, কলিকাতার শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস (শ্রীবিমলেন্দু পড়ুয়া) ও গৌহাটীর শ্রীমতী গীতা রায় বিভিন্নদিনে মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মহোৎসবের বাজার ও রন্ধনাদি সেবার মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী।

৬ আষাঢ়, ২১ জুন সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-তিথিবাসরে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথমে শ্রীবলদেবের রথাগ্রের সম্মুখে আসিয়া বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন। শ্রীবলদেবের রথ মঠ অতিক্রম করিয়া গেলে শ্রীসুভদ্রার রথের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন হইতে থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ষণ আরম্ভ হইলে প্রবল বর্ষা আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব কীর্ত্তনপার্টীসহ মঠের দ্বারদেশে ফিরিয়া আসেন, বর্ষাতে সকলেরই বস্ত্র সিক্ত হইয়া যায়। সুভদ্রার রথও মঠ অতিক্রম করিয়া কিছুদূর চলার পর আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শ্রীজগন্নাথের রথও শ্রীমঠ ও দুধওয়ালা ধর্ম্মশালার মাঝামাঝি স্থানে আসিয়া অবস্থান করেন। বৃষ্টি কম হইলে পুনরায় শ্রীল আচার্য্যদেব কীর্ত্তন-পার্টীসহ শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখ যাইয়া কীর্ত্তন ও দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় সকলেরই সুন্দরভাবে দর্শন সৌভাগ্য হয়।

মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযশোদাজীবন বনচারী, শ্রীজয়দেব কুণ্ডু, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্ম-

চারী, শ্রীভাগবতপ্রপন্ন দাস, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথ নায়েক) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া কতিপয় সাধুসহ চক্রতীর্থে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য গিয়াছিলেন।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে আগরতলা মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ছয়মূর্ত্তি-সহ সেইদিনই রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন।

আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে ও মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা-সহরে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে) গত ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন সোমবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৬ আষাঢ়, ২১ জুন সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দিবসে শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে অগণিত নরনারীর বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। প্রবল বর্ষণহেতু রথাকর্ষণে কিছু বিঘ্ন হইলেও ভক্তগণ ভগ্নোদ্যম হন নাই, তাঁহারা সিক্ত হইয়াও উৎসাহের সহিত নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বদিবসে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় রথাকর্ষণে ভক্তগণের উল্লাস অধিক বর্দ্ধিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তদনুগমনে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীল আচার্য্যদেব আগরতলা মঠের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য পুরী হইতে শ্রীরথযাত্রা দিবসে রাত্রিতে রওনা হইয়া পরদিন কলিকাতায় পৌঁছিয়া ২৩ জুন বুধবার পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে প্রাতে কলিকাতা-দমদম বিমানবন্দর হইতে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকায় আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্ত কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন ও মাল্যাদিসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। রিজার্ভ বাস ও কতিপয় মটরযান-যোগে সংকীর্ত্তনরত ভক্তগণের পশ্চাতে চলিয়া সহরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে উপনীত হইলে প্রতীক্ষমান ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুনরায় সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হন ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের খাদ্য জনসংভরণ অধিকর্ত্তা শ্রীচিদানন্দ বর্দ্ধন আই-এ-এস্, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের পূর্ত্ত বিভাগের সচিব শ্রীনীহারকান্তি সিন্‌হা, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীব্রজগোপাল রায়, ত্রিপুরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসীতানাথ দে ও পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাধীশ শ্রীজে-পি গুপ্তা। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ত্রিপুরা রসায়ন ও ঔষধ সমিতির সভাপতি শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের পুলিশ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীবি-জে-কে তাম্পি, রামঠাকুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য্য ও ত্রিপুরা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুমঙ্গল সেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে 'ধর্ম্মানুশীলনের উপকারিতা', 'ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়,' 'বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব', 'মানব-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা' ও 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। রথযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত প্রত্যহ মঠ-চত্বরের বাহিরে রাস্তায় মেলা বসে। শ্রীমঠের অভ্যন্তরে আনন্দ-বাজারে খাজা প্রসাদ প্রাপ্তির জন্য এবং চন্দনপুকুরে রমণীয় শ্রীমন্দির দর্শনে দর্শনার্থিগণের ভীড় হয়।

চন্দনপুকুরে শ্রীমন্দির

আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ মঠের বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ সেবা সম্পাদন করিয়াও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চনসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনের সেবা নিষ্ঠার সহিত করিয়াও মঠের অন্যান্য সেবাও সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী, শ্রীনন্দনন্দন দাস (নীলকমল দাস), শ্রীনরহরি দাস (নির্ধন দাস), শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী (ইন্দ্রনগর), শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীহলধর দাসাধিকারী, শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী (শ্রীযতীশ পাল), শ্রীপতিতপাবন দাস, শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীজগজ্জীবন দাস, ডাঃ প্রবীর দাস, শ্রীহৃষীকেশ দাস, শ্রীসুরেন্দ্র দেবনাথ,
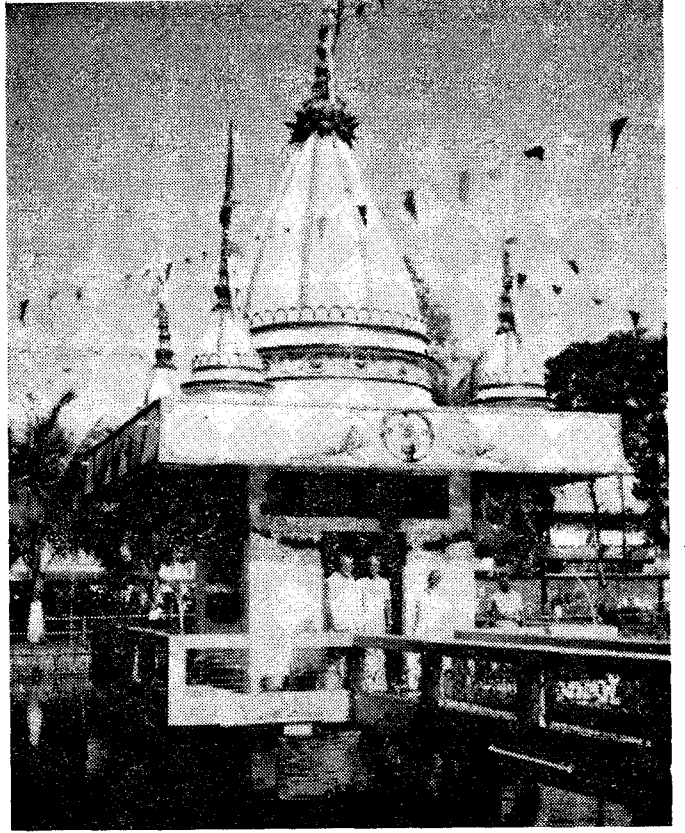
শ্রীনিবারণ দেবনাথ প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীসন্তোষ পাল, শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমনোরঞ্জন সাহার গৃহে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। প্রত্যেক গৃহেই বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীমোহিনীমোহন দাস ব্রহ্মচারী গুরুপূর্ণিমার পূর্ব্বদিবস ২ জুলাই শুক্রবার বিমানযোগে আগরতলা হইতে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা

[১৩ শ্রাবণ (১৪০০), ২৯ জুলাই (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত]

ও

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান

(২৬ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট বুধবার)

গুয়াহাটী মঠে আসামের মহামান্য রাজ্যপাল

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে, হেড অফিস—রেজিষ্টার্ড অফিস কলিকাতা মঠে এবং ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা মঠে বিদ্যুচ্চালিত শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী—(ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তা—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচারিত), চণ্ডীগড় মঠে বিদ্যুচ্চালিত শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী—(ব্যবস্থাপক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ), উত্তরভারতে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী—(ব্যবস্থাপকদ্বয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ), আসামে গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী—(ব্যবস্থাপক—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, উপস্থিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ) এবং ত্রিপুরায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী—(ব্যবস্থাপক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ) দর্শনে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

এতদ্ব্যতীত হায়দরাবাদ মঠের শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী (ব্যবস্থাপক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ), নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগর মঠে শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী (ব্যবস্থাপক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ), সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী (ব্যবস্থাপক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ)

চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আসামে তেজপুর মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, উত্তর-প্রদেশে দেরাদুন মঠে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, নিউ-দিল্লী মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবনস্থ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, ওড়িষ্যায় পুরী মঠে শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, আসামে গোয়ালপাড়া মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, উত্তরপ্রদেশে গোকুল মহাবন মঠে শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী অনুষ্ঠানের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন ঃ—শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহসহ প্রথম শ্রেণীতে এবং শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী স্লীপার কোচে কলিকাতা-হাওড়া হইতে ১২ শ্রাবণ (১৪০০), ২৮ জুলাই (১৯৯৩) বুধবার পূর্ব্বাহ্নে তুফান-এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া পরদিন অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় আগ্রা-ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছেন। নিউদিল্লীর শ্রীসতীশ আগরওয়াল মারুতি ভ্যানগাড়ী লইয়া এবং দেরাদুনের শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। টিকেট বৃদ্ধি করিয়া মথুরা যাওয়া যাইত, কিন্তু মথুরাজংশন ষ্টেশনে ট্রেনের বিরতি কম, আগ্রা-ক্যাণ্ট ষ্টেশনে বিরতি অধিক (আধাঘণ্টা) থাকায় শ্রীবিগ্রহ ও মালপত্র লইয়া নামা সুবিধা বিবেচনায় এবং মারুতি ভ্যানগাড়ী তথায় পৌঁছায় আগ্রা-ক্যাণ্ট ষ্টেশনেই নামা হইল। শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীসতীশ আগরওয়াল শ্রীবিগ্রহসহ মারুতি ভ্যানে এবং অন্যান্য সকলে ট্যাক্সিযোগে প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে বৃন্দাবন মঠে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হন। সেই দিন হইতেই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা প্রারম্ভ। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে সত্বর প্রস্তুত হইয়া শ্রীঝুলনযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী উদ্ঘাটনানুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ৩১ জুলাই মধ্যাহ্নে শ্রীসতীশ আগরওয়ালার মারুতি ভ্যানগাড়ীতে শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসতীশ আগরওয়ালার সেবা গ্রহণ করতঃ বৃন্দাবন হইতে শুভযাত্রা করিয়া অপরাহ্নে গোকুল মহাবন মঠে শুভপদার্পণ করেন।

উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, হরিয়াণা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু, ওড়িষ্যা, কলিকাতা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শতাধিক ভক্তের সমাবেশ হয়। ৩০ জুলাই হইতে ২ আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীরূপশিক্ষা আলোচনামুখে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কর্ত্তৃক ২৯ জুলাই অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় এবং প্রত্যহ প্রাতের অধিবেশনে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব-বিষয়ক হরিকথা পরিবেশিত হয়।

৩০ জুলাই শুক্রবার শ্রীল রূপ গোস্বামীর তিরোভাব তিথিবাসরে শ্রীল আচার্য্যদেব, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে লইয়া নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে যান এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী ও সমাধি পীঠে অবস্থান করতঃ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনমুখে শ্রীল রূপ গোস্বামীর কৃপা প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির ও শ্রীইমলিতলা মঠ দর্শনান্তে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। ফিরিবার সময়ে রৌদ্রতাপে রাস্তা উত্তপ্ত হইয়াছিল। ৩ আগষ্ট শ্রীমঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে বাৰ্ষিক উৎসব ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুল সংখ্যক ভক্তসহ ১৬ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট রবিবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রাতে ৭-৩০ ঘটিকায় নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে বহির্গত হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি-মন্দির, শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির এবং পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের ভজনকুটীর দর্শনান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইয়া বাৰ্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। নিত্যলীলা-

প্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সমাধি-পীঠে প্রণতি জ্ঞাপনান্তে ভক্তগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগিরিধারী জীউর শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। তৎপরে সংকীর্ত্তনভবনে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠের শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন এবং নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে ও আরাত্রিকান্তে বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মহোৎসবের আনুকূল্য বিধান করিয়া শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দিরের পূর্ণানুকূল্যকারী স্বধামগত মাখন পাল মহোদয়ের পুত্র শ্রীচন্দন পাল সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। উৎসবানুষ্ঠানে ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ এবং বিভিন্ন মঠের সাধুগণ যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী ৪ আগষ্ট প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় শ্রীসতীশ আগরওয়ালার গাড়ীতে রওনা হইয়া বেলা ১০ ঘটিকায় নিউদিল্লী মঠে পেঁৗছিয়া দুইরাত্রি অবস্থানের পর ৬ আগষ্ট কলিকাতা যাত্রা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী (আসাম) ঃ— ১৩ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় গুয়াহাটী মঠের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসবানুষ্ঠানের উদ্‌ঘাটন করেন আসামের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীলোকনাথ মিশ্র। তদুপলক্ষে সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে তিনি প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-বিষয়ে অভিভাষণ প্রদান করেন। অভিভাষণটী খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ মহামান্য অতিথিকে স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপনমুখে শ্রীমঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীএস্-পি হাজরিকা আই-এ-এস্, শ্রীরাজেশ্বর দাস আই-এ-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত), শ্রীএস্-কে পাল এড্‌ভোকেট, শ্রীবি-ডি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকণক কান্ত ডেকা, শ্রীসুরেশ গারোদিয়া ও শ্রীপ্রাণতোষ রায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহামান্য রাজ্যপাল সভান্তে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা এবং ১১টী স্টলে সুসজ্জিত শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনী দর্শন করেন। শ্রীমঠে বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল। রাজ্যসরকার বহু পুলীশ নিয়োগ করিয়াছিলেন ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য।

১০ আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। ১১ আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমায়াপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীবি-ডি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকণক কান্ত ডেকা যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়া ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও গৌহাটী মঠের মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী। বক্তৃতার আদি ও অন্তে নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। কামরূপ, বরপেটা ও নওগাঁও জেলা হইতে বহু ভক্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) দশাবতার " " " "
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৭৪-০১০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন : ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন : ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০০
২ দামোদর, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, সোমবার, ১ নভেম্বর ১৯৯৩ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৪।১১।৩৩ তারিখের পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। অতিরিক্ত কার্য্যের ভিড়ে যথাকালে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না। আমি সততই আপনাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে ; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈবের অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই— শ্রীনামভজন ব্যতীত। বহির্জ্জগতের নাম হইতে পৃথক্ বৈকুণ্ঠনাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার করায়। সংস্কৃত কর্ণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠ-রূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুত্থিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। এই প্রকার কৃষ্ণগুণ ন্যূনাধিক উদিত হইলে আমি নাম-রূপ-সহ আমার নিত্যগুণ-গুলির দ্বারা অখিল চিদ্‌গুণ কৃষ্ণের গুণের পক্ষপাতী হই। তিনিও তখন আমার স্বরূপগত গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন। উহাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব-স্বজনগণ ভগবদ্‌পরিকরগণসেবো-

ন্মুখ থাকায় আমিও তাঁহাদের স্বরূপের সেবা করিতে পারি। তখনই কৃষ্ণক্রীড়ায় আমার লোভ উৎপত্তি করায়। তাঁহার লীলাসেবনোপযোগী স্বরূপগত নাম, রূপ, স্বগুণ আমাকে "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ" বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের ২১ সূত্র বুঝিবার অবকাশ দেয়। আমিও তখন "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই ভাগবত শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়া সেবামগ্ন হই। আশা করি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪০ ; ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু,—

প্রিয়—, * * * চণ্ডীদাস একজন নহেন। অসংখ্য সহজিয়া তাঁহার নাম লইয়া তাহাদের অসৎ-বৃত্তি চালাইবার জন্য নানা পদ ও গল্প রচনা করিয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভুর কাছে যে চণ্ডীদাসের গীত হইত, সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitor এর চিত্ত-বৃত্তি মাত্র। Servitor আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠানুগ জানেন। জড়চণ্ডীদাসগণ বামাচারী বাগানের চণ্ডীদাস। কেবল বামাচারী বাগানে নহে, কালে কালে অসংখ্য জড় চণ্ডীদাস নানা স্থানে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-ব্যাপার লইয়া বসিয়া থাকে। বর্ত্ত ানেও চণ্ডীদাস ও রামী অবস্থায় বহু জড় কামুক চণ্ডীদাস আছে। এখনকার চণ্ডীদাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল। মোটের উপর শ্রীরূপানুগগণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগ-বাদীরা আদৌ বুঝিতে পারিবে না।

অপ্রাকৃত দেহে মধুর রসের সেবক জড়ভোগী পুরুষাকৃতি নহে। প্রাকৃত স্ত্রীদেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তি-রাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে ; উহাই শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাসের মত। আধ্যক্ষিক বা Sensnous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে। আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

প্রথমানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬১ পৃষ্ঠার পর]

ইদমেব মতং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈবাসমঞ্জসম্।
ঈশ্বরে দোষদং সাক্ষাৎ জীবস্য ক্ষৌদ্রসাধকম্ ॥২৭॥

এই মতে একটী ঈশ্বর হইলেও এই মত অনেক-স্থলে অসমঞ্জস, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষপূর্ণ এবং ঈশো-ন্মুখ জীবের পক্ষে তুচ্ছ। ঈশ্বর একজন বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র আর একটি পাপময় প্রকাণ্ড স্বত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার যাঁহারা ঐ প্রকাণ্ড স্বত্বকে ছাড়িয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া জীবের দৌর্ব্বল্যমধ্যে পাপসৃষ্টি লক্ষ্য করেন। পাপসকল জীবের দৌর্ব্বল্য হইতেই হয় বটে, কিন্তু অনাদি কর্ম্মমার্গের পাপপুণ্য বিচার ত্যাগ করিলে জীবের দৌর্ব্বল্যবিধান জন্য ঈশ্বরকেই দোষী হইতে হয়। ইঁহারা মুখে ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলেন ; কিন্তু কার্য্যে সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। জীবের শুদ্ধচিত্তত্ত্ব, জড়গত-লিঙ্গ ও স্থূল তত্ত্বকে যথাযথ পৃথক্ করিয়া

ইঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দূষিত ও কুণ্ঠিত। এইজন্য জীবের স্বরহস্য ও তদঙ্গ ইঁহারা কোনক্রমেই বুঝিতে পারেন না। জড় বিজ্ঞানের গর্ব্বে ইঁহাদের চিদ্বিজ্ঞান নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে ফল ইঁহারা সাধন করেন তাহাও তুচ্ছ। লিঙ্গতত্ত্বগত স্বর্গলাভই ইঁহাদের চরম। লিঙ্গকেই ইঁহারা চিত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই ইঁহারা মন ও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

কেচিদ্বদন্তি সর্ব্বং যচ্চিদচিদীশ্বরাদিকম্।
ব্রহ্মসনাতনং সাক্ষাদেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ॥৩০॥

বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে ; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, উহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটি পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্ত্বন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাব সকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য তত্ত্বের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোনপ্রকার শক্তি নাই এবং কোন প্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এইসকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন ? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল। ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায় ? আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণামশক্তি থাকিলে বোধ হয় অদ্বৈতহানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তু-পরিণাম। তাহার প্রতীতি হইতে পারে ॥৩০॥

বস্তুনঃ পরিণামাদ্বা বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রতা সাধ্যা জগদন্যং ন বর্ত্ততে ॥৩১॥

এক মতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি—ব্রহ্মের দোষ স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথাবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত-প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল অজ্ঞান প্রতীতি মাত্র, এই মাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীবন নাই। ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎ প্রতীতির একটী ভাণ মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা' 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যবহারিক,—ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে এক বস্তু সিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাণ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩১ ॥

অথবা জীবচিন্তায়াং জাতং সর্ব্বং জগদ্ধ্রুবম্।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ॥৩২॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব ? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাণ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত

হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক্ প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায় বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যাতত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক্ নয়, জগৎও পৃথক্ তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটি মহাপ্রমাদ আছে, তাহা মতবাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতে চান না। প্রমাদটী এই যে, ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করা যায়, সে পর্যান্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাণ আর একজন ভাণের ভাণ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইজন্যই কি অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদ সদ্‌যুক্তিতে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম ॥৩২

এতেষু বাদজালেষু তৎসদেব বিনিশ্চিতম্।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামদ্বয়জ্ঞানমেব যৎ ॥৩৩॥
ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ সদনুশীলনং
নাম প্রথমোঽনুভবঃ।

এই সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম 'সত্যনির্ণয়'। ভিক্টর কুঁজা নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্যবুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গ-পদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করার চেষ্টা যেরূপ নিষ্ফল, কুঁজার সার-সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল। ঈশাবাস্য উপনিষদে বলিয়াছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবন্, তোমার পরম-তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গজ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও দুর্ব্বিশেষাত্মক পাত্রের দ্বারা চিৎকণরূপ জীবের নিকট আচ্ছাদিত আছে। তুমি কৃপা করিয়া সেই আচ্ছাদন দূর কর। ইহারই নাম বেদবিহিত ধর্ম্মানুসন্ধান।

পুনশ্চ ভাগবতে ঃ—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ ॥

ভ্রমর যেমন ফুলের অসার পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত বেদ ও ভাগবতানুমোদিত সারগ্রাহী প্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্ব-নির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্রসকল হইতে এবং আত্মতত্ত্বনির্ণা-

য়ক বৃহৎ শাস্ত্রসকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও নিকৃষ্ট সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয়-জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয়জ্ঞান। 'সৎ' শব্দেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎ প্রকাশিত হইলে অসৎ কাজে কাজেই দূর হয়। 'সৎ' শব্দে অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ চিজ্জগতের অসৎ প্রতিফলন মাত্র ॥ ৩৩ ॥

ইতি তত্ত্ববিবেক সদনুশীলনরূপ প্রথমানুভব

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান

(৯২)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১০।৭৪

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে গোদ্রুমদ্বীপান্তর্গত শ্রীসুবর্ণ-বিহারের মাহাত্ম্য বর্ণনে লিখিয়াছেন—'সত্যযুগে শ্রী-সুবর্ণ সেন নামে এক ধার্ম্মিক রাজা সুবর্ণবিহারে অবস্থান করিতেন। তিনি নারদের কৃপাতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ও শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গ মহা-প্রভুতে প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণসেন রাজা একদিন নিদ্রাকালে সপার্ষদ শ্রীগৌরগদাধরের দর্শন লাভ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে তিনি বিরহে ক্রন্দন করিতে থাকিলে দৈববাণী হইল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুনঃ কলিতে যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন তিনি বুদ্ধিমন্ত খান নামে তাঁহার পার্ষদরূপে পরিগণিত হইয়া গৌরলীলার পুষ্টি সাধন করিবেন।' ইনি নবদ্বীপ নগরে বাস করিতেন। তৎকালে নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা নিঃসম্বল ব্যক্তিগণকে ঔষধ দিতেন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইতেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু গার্হস্থ্যলীলায় কৃষ্ণপ্রেমে বিকার-গ্রস্ত হইলে নিমাইয়ের স্বজনগণ উহা বায়ুব্যাধি মনে করিয়া বুদ্ধিমন্ত খানকে ডাকাইয়াছিলেন নিমাইএর চিকিৎসার জন্য।

বুদ্ধিমন্ত খান রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান শ্রীবাসমন্দিরে, শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন লীলায় এবং জগাই মাধাই উদ্ধা-রের পর সগণ মহাপ্রভুর জলকেলিলীলায় সঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহা-প্রভু ব্রজলীলাভিনয়কালে মহালক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলে বুদ্ধিমন্ত খান বেশভূষা সজ্জাদির সেবাভার প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুকে সুসজ্জিত করিয়া-ছিলেন।

'সত্বর চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি ॥
আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥
সেইক্ষণে কাথিয়ার-চান্দোয়া* টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া ॥
লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ১৮।১৩-১৬

'এই দেখ চন্দ্রশেখরাচার্য্য-ভবন।
এথা উপনীত প্রভু সঙ্গে প্রিয়গণ ॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খান দুইজনে।
নানাবেশ-দ্রব্য সজ্জ কৈল এইখানে ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১২।২৯০২-৩

* কাথিয়ার চান্দোয়া—কাথিয়ার দেশীয় চাঁদোয়া। কাচ—পরিচ্ছদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করিলে যে সকল ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান। তিনি গৌড়দেশের ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য পুরুষোত্তমধামেও গিয়াছিলেন। গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবার জন্য যে সকল দ্রব্য লইয়া পুরীতে আসিতেন, মহাপ্রভু প্রত্যেকের নৈবেদ্য প্রীতির সহিত ভোজন করিতেন। উক্ত প্রেমিক ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিমন্ত খান।

'চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাহার বিষয়॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।৩০
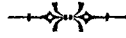
সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ চিত্রকেতু

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম-সংখ্যা ১৬৬ পৃষ্ঠার পর]

রাজা চিত্রকেতুর বহু উপদেশলাভের পরেও পুত্রের প্রতি কিছু মোহ বিদ্যমান আছে দেখিয়া কৃপাময় নারদ মোহ দূরীকরণের জন্য পুত্রকে জীবিত করিলেন। রাজা ও রাজার স্বজন বান্ধবগণের শোক অপনোদনের জন্য নারদ কথোপকথনছলে মৃত পুত্রের দ্বারা উপদেশ প্রদান করাইলেন। নারদ রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার শোকে তোমার পিতা-মাতা, স্বজন, বান্ধবগণের কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তুমি দেখ। তোমার আয়ু এখনও শেষ হয় নাই, তুমি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার স্বজন বান্ধবগণের সহিত পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য ভোগ কর, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও।" রাজপুত্র তদুত্তরে বলিলেন—'কর্ম্মানুসারে আমার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হইয়াছে। আপনি যে পিতামাতার কথা বলিলেন, তাঁহারা আমার কোন্ জন্মের পিতামাতা? এই অনাদি সংসার-প্রবাহে বিবাহাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। কখনও জ্ঞাতি, কখনও মিত্র, কখনও শত্রু, কখনও 'শত্রুও নয় মিত্রও নয়'—এইরূপভাবে অবস্থিতি হয়। দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারাও শত্রু-মিত্রভাব ও উপেক্ষাভাব পরিলক্ষিত হয়। যেরূপ ধন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ জীবও ভিন্ন ভিন্ন জনক জননীতে পরিভ্রমণ করে। এক জীবের সহিত অন্য জীবের নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় না। সম্বন্ধ থাকাকাল পর্য্যন্তই এক জীবের প্রতি অপর জীবের মমতা, সম্বন্ধ চলিয়া গেলে মমতা থাকে না। জীব স্বরূপতঃ নিত্য। দেহাদিরই জন্ম হইয়া থাকে। জীবাত্মার জন্ম হয় না। জীবিতকালেই পিতার স্বত্বেতেই পুত্রের অধিকার থাকে, মৃত্যুর পর পিতা-পুত্র সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। এইজন্য যাহা অপরিহার্য্য তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আত্মা নিত্যবস্তু জন্ম-মৃত্যুরহিত, আত্মার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। পরমাত্মা স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ ও সমর্থবান্। পরমাত্মার মায়ায় মোহিত হইয়া বহির্ম্মুখ জীবগণের বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মায়িক অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়। পরমাত্মার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, তিনি আসক্তিরহিত দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র। জীবাত্মার স্বরূপেতেও সুখ-দুঃখের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। স্বরূপ জ্ঞানাভাবে জীবসমূহ অসৎবস্তুতে আসক্ত হইয়া কষ্ট পায়।"

মৃতপুত্রমুখে অপূর্ব্ব উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহারাজ চিত্রকেতু ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ পরম বিস্মিত হইলেন, তাঁহাদের শোক অপনোদিত হইল। অনন্তর মৃতদেহের দাহনকার্য্য এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। মহারাজের এবং জ্ঞাতিবর্গের শোক-মোহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। কৃতদ্যুতির বাল্মী সপত্নীগণ দুষ্কর্ম্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিতা ও অনুতপ্তা হইলেন, অঙ্গিরা ঋষির বাক্যে পুত্রাদি দুঃখের কারণ

বুঝিয়া পুত্রকামনা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা যমুনার কুলে গিয়া বালহত্যাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। নারদ ও অঙ্গিরা ঋষির বাক্যে জ্ঞান লাভ করিয়া মহারাজ চিত্রকেতু গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। অতঃপর মহারাজ যমুনায় স্নান-তর্পণাদি কার্য্য সমাপন করিয়া নারদ ও অঙ্গিরা ঋষির নিকট উপনীত হইলে নারদ প্রসন্ন হইয়া শরণাগত, জিতেন্দ্রিয়, ভক্ত চিত্রকেতুকে মন্ত্র প্রদান করিলেন—

'ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥'

নারদ মন্ত্রপ্রদানমুখে যে মহাবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই—যিনি স্ব স্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতি দ্বারা মায়াজনিত রাগদ্বেষাদি হইতে উদ্ধার করেন, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, মন ও বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া ফিরিয়া আসে, যাঁহার মায়িক নাম, রূপ নাই, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্ব যাহা হইতে উৎপন্ন ও যাঁহাতে অবস্থিত, যাহা দ্বারা লয় প্রাপ্ত হয়, যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় যাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না, লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি দ্বারা দহনসামর্থ্য লাভ করে তদ্রূপ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি যাঁহার সংস্পর্শে নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, যাঁহার পাদপদ্ম শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক সেবিত—সেই মহাবিভূতির অধিপতি মহাপুরুষ ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি। নারদ ও অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাজা চিত্রকেতু শুধুমাত্র জলপান করিয়া নারদকথিত মন্ত্রবিদ্যা যথোচিতভাবে সপ্তাহকাল জপ করিলেন। ভগবানের নিজজন নারদের বাক্যের কি প্রকার প্রভাব! রাজা চিত্রকেতু মন্ত্রজপফলে প্রথমে বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ গৌণফল, পরে অনন্তদেবের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মুখ্যফল লাভ করিলেন। গৌরকান্তি নীলাম্বর-পরিহিত অরুণলোচন প্রসন্নবদন সনৎকুমারাদি সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলে পরিবৃত প্রভু সঙ্কর্ষণ তাঁহার দর্শন-গোচরিভূত হইল। সঙ্কর্ষণের দর্শনমাত্র চিত্রকেতুর অশেষ পাপ বিনষ্ট হইল। তিনি নির্ম্মলচিত্তে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রভু সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় তিনি বহুক্ষণ ভগবানের স্তব করিতে পারেন নাই। তিনি বুদ্ধিদ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া পুনরায় বাক্‌শক্তি লাভ করতঃ নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জগদ্‌গুরু ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। রাজা চিত্রকেতুর স্তব—'অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় প্রভু সঙ্কর্ষণের লোমকূপে বিরাজিত। প্রভু সঙ্কর্ষণ যেরূপ আদ্যন্তরহিত পরম নিত্য, তাঁহার সেবকগণও তদ্রূপ নিত্য। ভগবান্ ব্যতীত অন্য দেবতাগণ ও তদুপাসকগণ অনিত্য। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তি পরমহংস মুনিগণেরও মৃগ্য। প্রভু সঙ্কর্ষণ সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী। তিনি কুযোগিগণের দুরধিগম্য।' চিত্রকেতুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ সঙ্কর্ষণ নিজ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন।

মহারাজ চিত্রকেতু বিষ্ণুপ্রদত্ত বিমানে আরোহণ করিয়া বিদ্যাধর ও চারণগণের সহিত সুমেরুর গহ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি মুনিগণের সভায় সিদ্ধচারণগণ-পরিবেষ্টিত মহাদেবকে তাঁহার ক্রোড়ে অবস্থিত পার্ব্বতীর সহিত দেখিতে পাইলেন। মহাদেবের সহিত রাজা চিত্রকেতুর সখ্য-প্রীতি, পরস্পরের সহিত রহস্যালাপও হয়। তিনি মহাদেবের প্রভাব ভালভাবেই জানিতেন। মহাদেবের চরণে অপরাধ হইলে অনভিজ্ঞ মূর্খ জীবগণের অকল্যাণ হইবে চিন্তা করিয়া রাজা চিত্রকেতু উচ্চৈঃস্বরে পার্ব্বতীর শ্রুতিগোচর করিয়া মহাদেবের প্রতি পরিহাসবাক্যছলে কটাক্ষ করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীদেবী উক্ত পরিহাসবাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা চিত্রকেতুকে 'অসুরযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। রাজা চিত্রকেতু অভিশাপবাক্য শুনিয়া বিমান হইতে অবতরণ করতঃ পার্ব্বতীর সমীপস্থ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—"হে দেবি! আপনি আমাকে ভুল বুঝিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। আমি মহাদেবের প্রতি এবং আপনার প্রতি কোন অপরাধ করি নাই। দৈববশতঃ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমি অভিশপ্ত হইয়াছি।

ইহাতে আপনার কোন দোষ নাই, আমারও তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব সংসার ভ্রমণকালে প্রাক্তনকর্ম্মফলে সুখদুঃখ ভোগ করে। আমি নিজে স্বয়ং বা শত্রু মিত্র কেহই আমার সুখ-দুঃখের কারণ নহে। অজ্ঞব্যক্তি নিজেকে বা অন্যকে সুখ-দুঃখের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। সংসার মায়াময় গুণপ্রবাহজাত, সুতরাং এই মায়াময় সংসারে শাপ বা কি ? অনুগ্রহ বা কি ? স্বর্গই বা কি ? সুখ-দুঃখই বা কি ? ইহাদের কাহারও কোন বাস্তব সত্তা নাই। ভগবান্‌ই মায়ার দ্বারা প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন। অবিদ্যাদ্বারা তাহাদের বন্ধন ও বিদ্যাদ্বারা মুক্তি। সত্ত্বগুণে সুখ, রজঃগুণে দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ সর্ব্বভূতে সম। তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় কেহ নাই। এই নিঃসঙ্গ পুরুষের রোষ কোথা হইতে আসিবে ? মায়াশক্তিজনিত পুণ্য পাপের দ্বারা জীবের সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, বন্ধ-মোক্ষ ও জন্ম-মৃত্যু হইয়া থাকে। এইজন্য শাপমুক্তির জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিব না। আমার বাক্য সঙ্গত হইলেও আপনি তাহা অসঙ্গত মনে করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।”

রাজা চিত্রকেতুর বাক্যে মহাদেব ও পার্ব্বতী প্রসন্ন হইলেন। চিত্রকেতু বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। শাপ শ্রবণেও রাজা চিত্রকেতুর নির্ব্বিকার অবস্থা দেখিয়া মহাদেব ও ভগবতী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভগবান্ রুদ্র দেবর্ষি, দৈত্য, সিদ্ধ পার্ষদগণের সমক্ষে ভগবদ্ভক্তের অসমোর্দ্ধ্ব মহিমা বর্ণনমুখে রুদ্রাণীকে বলিলেন—‘নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তগণ কখনও ভীত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, নরক, মুক্তি সমান দেখেন। ভগবানের মায়া হইতেই জীবের দেহসম্বন্ধ লাভ। এই দেহসম্বন্ধ হইতেই সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, শাপ-অনুগ্রহ এই প্রকার দ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ যেপ্রকার রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি, স্বপ্নে সুখ-দুঃখাদি জ্ঞান যে প্রকার অবিবেক বশতঃই হয়, তদ্রূপ সাংসারিক সুখ-দুঃখও অবিবেক বশতঃই হইয়া থাকে। যাঁহারা বাসুদেবেতে জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিবিশিষ্ট, তাঁহাদের সংসারে কোন বস্তুই আশ্রয়ণীয় নাই। আমি, ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, নারদাদি ঋষিগণ, দেবেন্দ্র প্রভৃতি আমরা যদি স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমান করি, আমরাও ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইব না। ভগবানের প্রিয়-অপ্রিয় কেহ নাই। রাজা চিত্রকেতু উদারচেতা, ভগবানের প্রিয় সেবক এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তাঁহার নির্ব্বিকার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমরা উভয়েই সঙ্কর্ষণের সেবক, পরস্পর সখ্য-ভাবেই অবস্থান করি। সখার সহিত সখার কঠোর উক্তি আদি হইয়া থাকে। তাহাতে সখ্যজনিত আনন্দেরই পুষ্টি হয়। তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলে।” রাজা চিত্রকেতু পার্ব্বতীকে প্রতি-অভিশাপ দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ভক্ত বলিয়া অসহিষ্ণু হইলেন না, অবনত মস্তকে পার্ব্বতীর অভিশাপ শিরোধার্য্য করিলেন।

এই মহারাজ চিত্রকেতুই ভবানীর অভিশাপে ত্বষ্টৃ মুনির দক্ষিণাগ্নি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন বৃত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা চিত্রকেতুর বৃত্রাসুর জন্মেও ভক্তি নষ্ট হয় নাই, ইহা তাঁহার দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি উক্তিসমূহ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ২২ শ্লোক হইতে ২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে বর্ণিত শূরসেন অধিপতি মহারাজ চিত্রকেতু ছাড়াও আরও কয়েকটি চিত্রকেতুর নাম বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, যথা—(১) শ্রীমদ্-ভাগবতে কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতীর দশজন পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম চিত্রকেতু।

(২) ভগবান্ লক্ষ্মণের দুই পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম চিত্রকেতু।

(৩) বসুদেব-ভ্রাতা দেবভাগের দুই পুত্রের অন্যতম চিত্রকেতু।—ভাঃ ৯।২৪।৪০

(৪) সপ্তর্ষির অন্যতম—ভাঃ ৪।১।৩৯, ৪০। বশিষ্ঠের পত্নী উর্জার গর্ভে চিত্রকেতু প্রমুখ সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই বিমলচরিত্র সপ্তর্ষি-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ

কূর্ম্মক্ষেত্র অথবা কূর্ম্মস্থান

দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়ে ষ্টেশন শ্রীকাকুলম্ রোড হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে কূর্ম্মাচল বা শ্রীকূর্ম্ম। ইহা তেলেগুভাষীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। পূর্ব্বে স্থানটি ওড়িষ্যা প্রদেশের গঞ্জামজেলার অন্তর্গত ছিল, বর্ত্তমানে উহা অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত। কূর্ম্মাচলে শ্রীকূর্ম্ম মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ শক শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথ-দেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্ম মূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মমূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করেন।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কূর্ম্মস্থানে কুষ্ঠরোগী বাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার এবং কূর্ম্ম বিপ্রের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

'তবে ত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন॥'
—চৈঃ চঃ ম ১।১০২

'কূর্ম্ম-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল বংশসহিত করিল ভক্ষণ॥
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল॥'
—চৈঃ চঃ ম ৭।১২১-২৩

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে—'কূর্ম্মস্থানে শ্রীকূর্ম্ম মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে শ্রীদেবী ও ভূদেবী বিরাজিত আছেন। শ্রীমাধ্ব মঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগর রাজার অধিকারে কূর্ম্মমন্দিরের সেবা পরিচালিত হইত। ১২০৩ শকাব্দে শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীনরহরি তীর্থের নাম ও কথা নব শ্লোকে লিখিত তথায় প্রস্তরফলকে দৃষ্ট হয়।'

জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অন্ধ্রপ্রদেশান্তর্গত বিশাখাপটনম্ ষ্টেশনের ৫ মাইল উত্তরে সিংহাচলম্। 'সিংহাচলম্' নামে একটি রেলষ্টেশনও আছে। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সিংহাচলম্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে অবস্থিত। বিশাখাপটনমের মধ্যে এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও স্থাপত্য-কার্য্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিরাজমান। একটি প্রস্তর ফলকে দেখা যায় যে রাজা তৃতীয় গোঙ্কার এক ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। মন্দিরের নিকট শ্রীনৃসিংহের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য অধিবাসিগণ বাস করেন। এক্ষণে পর্ব্বতোপরি শ্রী-মন্দিরের সংলগ্ন অনেক যাত্রী থাকিবার স্থান ও অনেক গৃহ আছে। বিজয়মূর্ত্তি আলোকময় স্থানে এবং মূল নৃসিংহমূর্ত্তি অভ্যন্তরে বিরাজমান। কতিপয় রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবগণ বিজয়নগর রাজার অধীনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন।' ইহা গৌরাঙ্গ মহা-প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপীঠ মন্দির এখানে সংস্থাপিত হইয়াছে। পাদপীঠ মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। পূর্ব্বে বহু সিঁড়ী অতিক্রম করিয়া জিয়ড় নৃসিংহে পৌঁছিতে হইত। বর্ত্তমানে বাস বা মোটর যানে প্রায় শ্রীমন্দি-রের সন্নিকটে পৌঁছিতে পারে শ্রীমন্মহাপ্রভু জিয়ড় নৃসিংহ দর্শন করিয়া বহু নৃত্য গীত ও স্তব করিয়া-ছিলেন।

'শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহলাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গং॥'
'উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥'

'কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তান-দিগের প্রতি অনুগ্র নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহলাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।'

গোদাবরী

ভারতবর্ষে তীর্থস্বরূপ সাতটী নদীর মধ্যে একটি

গোদাবরী। জলশুদ্ধি মন্ত্রে গোদাবরীকে আহ্বান করা হয়, যথা ঃ—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥'
—হঃ ভঃ বিঃ ৪ বিঃ ১০২

'মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত নাসিক হইতে ২০ মাইল দূরে ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন।'—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।

"গোদাবরী নদী মধ্যভারতের পশ্চিম ঘাট হইতে পূর্ব্ব ঘাট পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নদী ৮৯৮ মাইল লম্বা। নাসিক জেলার ত্র্যম্বক গ্রামের পশ্চাৎবর্ত্তী পাহাড় হইতে এই নদীর উৎপত্তি। নদীর গতি দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী। নদী প্রথমে নাসিক জেলা অতিক্রম করিয়া আহম্মদনগর ও নিজাম রাজ্যে প্রবাহিতা হইয়া সিরোঞ্চা নামক স্থানে 'প্রাণহিতা' নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্দ্ধা, পেন গঙ্গা ও বেণ-গঙ্গানদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। গোদাবরীর দক্ষিণকূলে প্রাচীন তেলেঙ্গারাজ্যের ধ্বংসাবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। গোদাবরীর সপ্ত মুখের মধ্যে গৌতমী গোদাবরী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। গোদাবরী ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই সাত ভাগের নাম—তুল্যা, আত্রেয়ী, ভারদ্বাজী, গৌতমী, বৃদ্ধগৌতমী, কৌশিকী ও বশিষ্ঠা। ধবলেশ্বর ও বিজয়েশ্বর হইতে নদী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে। যেখানে ঐ সপ্ত শাখা মিলিত হইয়াছে তাহার নাম সপ্ত গোদাবরী সাগরসঙ্গম। ভাগীরথী সাগরসঙ্গম যেমন মহাতীর্থ, সেইরূপ দাক্ষিণাত্যে সপ্ত-গোদাবরী সাগরসঙ্গম মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণে গোদাবরী সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে একজন ব্রাহ্মণী তপস্যাফলে নদীরূপে পরিণতা হইয়া গোদাবরী নামে খ্যাতা হন। ব্রহ্মাণ্ড উপ-পুরাণে বর্ণিত গোদাবরীর উৎপত্তির কথা এইরূপ—মহর্ষি গৌতম যখন ব্রহ্মগিরিতে থাকিতেন সেই সময় ১২ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। অনাবৃষ্টির দরুণ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ গৌতমের আশ্রমে গেলে গৌতম ঋষি অন্নদান করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে প্রচুর বর্ষণ হইলে বসুমতী পুনরায় শষ্যশালী হইলেন। গঙ্গাকে মহাদেব তাঁহার মস্তকে জটার মধ্যে রাখায় উমার ঈর্ষা হইল। গঙ্গাকে মস্তক থেকে নামাইবার জন্য উমা মহাদেবকে প্রার্থনা করিলেও মহাদেব গঙ্গাকে নামাইলেন না। পার্ব্বতীদেবী গণপতিকে দুঃখের কথা জানাইলে গণপতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে কার্ত্তিকের সঙ্গে গৌতম-আশ্রমের বহির্ভাগে আসিয়া ঋষিগণকে পরান্ন ভোজন না করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইতে বলিলেন। ঋষিগণ তখন গৌতমের নিকট আসিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। গৌতম ঋষি তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলেন না এই কারণ দর্শাইয়া ঋষিগণ দুর্দ্দিনের সময় তাঁহার নিকট ছিলেন, এখন ভাল সময়ে কেন চলিয়া যাইবেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেষী গণেশ উহা জানিতে পারিয়া কার্ত্তিককে বলিলেন সে যেন গাভীরূপ ধারণ করিয়া গৌতমের ক্ষেতে যাইয়া শষ্য নষ্ট করে এবং গৌতম তাড়না করিলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। কার্ত্তিক তাহাই করিলেন। আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে বলিয়া ঋষিগণ আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। গৌতম পুনরায় ঋষিগণকে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঋষিগণ থাকিতে স্বীকৃত হইলেন এই সর্ত্তে যদি গৌতম ভগীরথের ন্যায় গঙ্গাকে আনিয়া গাভীকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন। গৌতম উহা স্বীকার করিয়া ত্র্যম্বক পর্ব্বতে গেলেন। সেখানে পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবকে এবং গঙ্গাদেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পৃথকভাবে তপস্যা করিলেন। মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত দর্শন দিলেন এবং অভিপ্রেত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। গৌতম ঋষি প্রার্থনা করিলেন—গঙ্গাদেবী গাভীকে জীবন দান করিয়া যেন সাগরে গমন করেন এবং গৌতম নামে যেন গঙ্গা বিখ্যাত হন। মহাদেব বর প্রদান করিয়া বলিলেন—'ইহা **গৌতমী গঙ্গা** ও **গোদাবরী** নামে বিখ্যাত হইবে'।"—বিশ্বকোষ।

গোদাবরীর সপ্তভাগের পৃথক পৃথক ইতিবৃত্ত আছে। এই সাতটী ভাগের মধ্যে গৌতমী-সঙ্গমের নাম কেন অহল্যা-সঙ্গম হইল তাহারও ইতিবৃত্ত আছে। বিশ্বকোষে 'কভূর' ও 'গোষ্পদতীর্থ' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—

'গোদাবরীর পশ্চিমপারে রাজমহেন্দ্রবরমের সম্মুখে কভুর নামে একটী গ্রাম আছে, প্রবাদ এইরূপ এইখানে মহর্ষি গৌতমের ক্ষেত্র ছিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে সেখানে ভাঁটা পড়িলে আজও গো-খুরের চিহ্ন দেখা যায়। কভুরের ৬ মাইল দূরে ব্রহ্মগিরি নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।'

'গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম।
রামানন্দ রায়সহ তাহাঞি মিলন।।'
—চৈঃ চঃ ম ১।১০৪

'গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন।।
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হইয়া তাঁহা কৈল স্নান।।'
—চৈঃ চঃ ম ৮।১১-১২

গোদাবরীর পূর্ব্বতীরে গোদাবরী রেলষ্টেশন, তৎপরে **রাজমহেন্দ্রী রেলষ্টেশন***। গোদাবরীর পশ্চিমতীরে **কভুর**—মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের মিলনস্থান। কভুরে **গোষ্পদতীর্থে মহাপ্রভু** স্নান করিয়াছিলেন। গোষ্পদতীর্থের উপরে অদ্যাপি শ্রী-হনুমৎ বিগ্রহ বিরাজমান। উক্ত অঞ্চলে গোষ্পদ-তীর্থের বিশেষ মহিমা শ্রুত হয়। এইরূপ কথিত হয়, পুরাকালে রাজমহেন্দ্র নামে জনৈক রাজা পুণ্য-তোয়া গোদাবরী তীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া উহাকে দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্রে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে কোটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যা-পিও সেইস্থান কোটীলিঙ্গ তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।'
—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।

"Sacred river of central India. It rises in the Western Ghats 50 miles (80 km) from the Arabian Sea and flows generally eastward across the Deccan Plateau, along the Maharastra—Andhra Pradesh border and across Andhra Pradesh State, turning south-eastward for the last 200 miles (320 km) of its course before reaching the Bay of Bengal—There it empties via its two mouths the Gautami Godavari to the north and the Vasista Godavari to the south. Its total length is approxi-niately 910 miles (1, 466 km) and it has a drainage basin 121, 000 square miles (313, 000 Sqr. km)

At its mouths, however, the deve-lopment of a navigable irrigation canal system, linking its delta with that of the Krishna River to the southwest, has made the land one of the richest rice-growing areas of India."—Encyclo-Pædia Britannica

অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীকাকুলম্ ষ্টেশন হইতে সিংহা-চলম্-বিশাখাপটনম্ যাইতে মাঝে **ভিজিয়ানগরম্** রাজ্য। ভিজিয়ানগরম্ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী **হাম্পী**। ভিজিয়ানগরে (বিজয়নগরে) বিরূপাক্ষ মন্দির অবস্থিত। তাহার চার মাইল দূরে মাল্যবান পর্ব্বত। যেখানে ভগবান্ রামচন্দ্র বর্ষার চারিমাস-কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রবর্ষণ গিরিও বলে। তথায় শ্রীবিঠ্ঠল মন্দির ও পম্পা সরোবর দর্শনীয়। তুঙ্গভদ্রানদীর প্রাচীন নাম পম্পা। ভিজয়-নগরের প্রাচীন রাজধানী হাম্পী পম্পা তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

ত্রিমল্ল (তিরুমলয়)—তিরুপতি

তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত। ত্রিপদী (তিরুপতি, পদী বা তিরুপাট্যুর) উত্তর আর্কটে বেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। তথায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। বেঙ্কটাচলের উপরে সুপ্রসিদ্ধ বালাজীর মন্দির অব-স্থিত। 'শ্রী' ও 'ভূ'শক্তিদ্বয়সহ চতুর্ভুজ বালাজী বা

* রাজমহেন্দ্রীনগর—'বর্ত্তমানে গোদাবরীর উত্তরতটে অবস্থিত। রাজধানী বিদ্যানগর শ্রীরামানন্দ রায়ের সময় গোদাবরীর দক্ষিণ তটে ছিল। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদা-বরী নদীর সাগরসঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে অবস্থিত ছিল। তৎ-কালে উহা রাজমহেন্দ্রী বলিয়া খ্যাত ছিল। কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশে উৎকলিঙ্গ বা উৎকলদেশ। উৎকলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহেন্দ্রী। বর্ত্তমানকালে রাজমহেন্দ্রী নগরের স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে।'—শ্রীক্ষেত্র।

ব্যেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুবিগ্রহ আছেন। এখানে গোবিন্দ-রাজ ও রামচন্দ্রের মূর্ত্তিও আছেন। ইহাকে ব্যেঙ্কট-ক্ষেত্রও বলে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যসম্পদশালী-মন্দির। আশ্বিন মাসে এই স্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়।

'মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতী-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি' ব্যেঙ্কটাদ্রে চলে॥
ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম দরশন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥'

—চৈঃ চঃ ম ৯৬৪-৬৫

তিরুপতি উত্তর আর্কটে* চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্যেঙ্কটেশ্বরের নামানুসারে ব্যেঙ্কটগিরি নাম হইয়াছে। ব্যেঙ্কটগিরির উপরে ৮ মাইল দূরে 'শ্রী' ও 'ভূ'শক্তিসহ চতুর্ভুজ বালাজী বিরাজিত আছেন। ইহাকে ব্যেঙ্কটক্ষেত্রও বলে।

"উত্তর আরকাড়ু জেলার একটি প্রধান বৈষ্ণব-তীর্থ ও চন্দ্রগিরি তালুকের প্রধান সহর। এখানে পাকালজংশন শাখারেলের একটি ষ্টেশন আছে। ষ্টেশনটি নিম্ন তিরুপতি সহর হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে পাহাড়ের উপর শ্রীনিবাস-দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ঐ পাহাড় তিরুমলয় নামে খ্যাত। তিরুমলয় পাহাড় তিরুপতি হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বদিকে। তিরুমলয়ে উঠিবার চারিটি প্রধান পথ আছে—(১) নিম্ন তিরুপতি হইতে উত্তর-দিকে (২) চন্দ্রগিরির দিক হইতে পূর্ব্বোত্তরাভিমুখে (৩) নাগপট্টন হইতে পশ্চিমদিকে (৪) বালপট্টু হইতে পূর্ব্বদিকে। ইহা ভিন্ন উপরে উঠিবার আরও অনেক-গুলি সিঁড়ীপথ আছে। এই পাহাড়ে ৭টি প্রধান শৃঙ্গ আছে। যে শৃঙ্গটি শেষাচল নামে কথিত তাহারই উপরে শ্রীনিবাসদেবের মন্দির। এই কারণে কেহ কেহ সমস্ত পর্ব্বতকে শেষাচলম্ বলে। এই গিরির অপর নাম ব্যেঙ্কট।

স্কন্দপুরাণে ব্যেঙ্কটাদ্রি-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কোন সময়ে বৈকুণ্ঠে ভগবান্ বিষ্ণু রমার সহিত বিরাজিত ছিলেন। পুরদ্বারে শেষনাগ দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় বায়ু আসিয়া অন্তঃপুরে যাইবার চেষ্টা করিলেন। শেষ যাইতে নিষেধ করি-লেন। বায়ু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে যাইবার জন্য বলপ্রয়োগ করিলে দুইজনের মধ্যে ভয়ঙ্কর কলহ আরম্ভ হইল। গোলমাল শুনিয়া বিষ্ণু বাহিরে আসিয়া বিবাদের কারণ জানিতে পারিয়া শেষকে বলিলেন জগতে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। শেষ তখন বলিলেন জাম্বুনদতটে ব্যেঙ্কটগিরি আছে, তাহাকে তিনি বেষ্টন করিয়া থাকিবেন, বায়ু যদি তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বলিয়া স্বীকার করা হইবে। উক্ত সর্ত্তানুযায়ী শেষ ব্যেঙ্কটগিরিকে বেষ্টন করিলে বায়ু প্রবলবেগে আসিয়া উহাকে উড়াইয়া অর্দ্ধলক্ষ যোজন দূরে সুবর্ণমুখী নদীর বামধারে ফেলিয়া দিলেন। শেষ পতনজনিত লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া গিরিশৃঙ্গে দীর্ঘকাল ভগবান্ বিষ্ণুর তপস্যায় রত হই-লেন। শেষের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু ভগবান্ দর্শন দান করতঃ শেষের প্রার্থনানুসারে ব্যেঙ্কটস্থিত শৈলরূপ শেষের শরীরে নিত্য অবস্থান করিবেন বাক্য দিলেন। তদবধি ভগবান্ শঙ্খ-চক্র হস্তে শেষাচলে বাস করিতেছেন। তিনি ব্যেঙ্কটগিরির উপরিস্থিত বলিয়া ব্যেঙ্কটেশ বা ব্যেঙ্কটপতি নামে অভিহিত হই-লেন। বরাহপুরাণে লিখিত আছে ত্রেতাযুগে শ্রীরাম-চন্দ্র লঙ্কা গমনসময়ে এই স্থানে আসিয়া স্বামিতীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ বনবাসকালে এই পর্ব্বতে আসিয়া এক বৎসর ছিলেন। এইজন্য স্থানটি পাণ্ডবতীর্থ নামে খ্যাত। রামানুজাচার্য্য ব্যেঙ্কট শৈলে আসিয়া আকাশ গঙ্গার ধারে বিষ্ণুর পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। তিরুপতিতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া খ্যাত কতিপয় ঝর্ণা ও ছোটবড় জলাশয় আছে। সাতটি প্রধান তীর্থ—(১) স্বামিতীর্থ (২) বিয়দ্ গঙ্গা (৩) পাপবিনাশিনী (৪) পাণ্ডবতীর্থ (৫) তুম্বীর কোণ (৬) কুমারবারিকা (৭) গোগর্ভ। এখানে কোন মানসিক করিতে হইলে কপিলতীর্থে স্নান

* আর্কট ঃ—'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটি সহর। মাদ্রাজ হইতে প্রায় ৬৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আর্কটে যুদ্ধের জন্য ইহা ভারত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।'—আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধান।

করিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত ব্যেঙ্কটেশের কাঁটা গলায় ধারণ করিতে হয়।"—বিশ্বকোষ

"Trupati, town. Chittoor district, Southeastern Andhra Pradesh State, Southern India. Located in the Pal Konda Hills, Trupati is koown as the abode of the Hindu God Venkateswara, Lord of seven Hills. The Tirumala hill temple, one of the richest in southern India, nestled among sacred water-falls and tanks (reservoirs), is a fine example of Dravidian art and a centre of pilgrimages. Hair shaved from the heads of pilgrims is given as a votive offering to the temple. Tirupati is the seat of Sri Venkateswara University (1954)."—Encyclopædia Britannica

মল্লিকার্জ্জুন

'শ্রীশৈলম্ কর্ণূলের ৭০ মাইল নিম্নপ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বেষ্টিত প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে প্রধান দেবতা মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির। এই শিবলিঙ্গটি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ।' —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। মতান্তরে ইহার নাম মধ্যার্জ্জুন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত। কারুকার্য্য-খোদিত বৃহৎ শিবমন্দিরে 'মহালিঙ্গস্বামী' বিদ্যমান। মাঘমাসে বিরাট রথযাত্রা হয়। মহাপ্রভু এইস্থানে রামদাস-শিব দর্শন করেন।

'মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাহা সবলোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥
রামদাস মহাদেবে করিল দর্শন।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥'
—চৈঃ চঃ ম ৯।১৫-১৬

মার্কাপুর রোড রেলষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল পথ বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। চালুক্য রাজবংশের বহু কীর্ত্তি আছে। সাধু সন্ন্যাসীর জন্য অনেক গুহা, অনেক শিলালিপি আছে। শিবাজী এই স্থানে গিয়াছিলেন ও সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন করাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীবিমলকৃষ্ণ ধর, সোমড়া (হুগলী)ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য হুগলী জেলার সোমড়া-নিবাসী শ্রীবিমলকৃষ্ণ ধর (দীক্ষানাম শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী) গত ২১ আষাঢ় (১৪০০), ৬ জুলাই (১৯৯৩) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪-১০ মিঃএ শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি Peerless-এর একজন বড় কর্ম্মকর্তা ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অসুস্থ-লীলাভিনয়কালে তিনি তাঁহার সেবার জন্য আনুকূল্য করিয়াছিলেন। তিনি নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীমঠে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। চাকদহ হইতে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া সোমড়ায় যাওয়া যায়। তিনি যশড়া শ্রীপাটের প্রাচীর নির্ম্মাণে ও উৎসবানুষ্ঠানে আনুকূল্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ ধর্ম্মসভায় ও উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজও তাঁহার উৎসবানুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী প্রভু মাঝে মাঝে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সহিত দেখা করিতে

কলিকাতা মঠে আসিতেন। যশড়া শ্রীপাটের স্বধাম-গত মঠরক্ষক শ্রীনিমাইদাস বনচারী প্রভুর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল।

তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য সোমড়ায় তাঁহার নিজালয়ে গত ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই সুসম্পন্ন হয়। মহোৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।
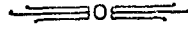
দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ২৫ শ্রাবণ (১৪০০), ১০ আগষ্ট (১৯৯৩) মঙ্গলবার হইতে ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতে বহুশত ভক্ত এই মহদনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। বহিরাগত ভক্তগণ মঠে অতিথি-ভবনে অবস্থান করেন। তাহাদের প্রাতরাশ এবং দুইবেলা প্রসাদের ব্যবস্থা মঠ হইতে হয়।

২৫ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তদনুগমনে ভক্তগণও উল্লাসভরে নৃত্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতীত মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। মেদিনীপুরজেলার আনন্দপুরনিবাসী ভক্তগণের মৃদঙ্গবাদন-সেবায় ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু পূর্ব্বে প্রবল বর্ষণে ভক্তগণ সিক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের আবাহন-গীতিরূপ অধিবাস-কৃত্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই।

২৬ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট বুধবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথিপূজা—অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন, রাত্রি ১১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক সহযোগে উদ্‌যাপিত হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীমদন-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণ-প্রিয় ব্রহ্মচারীও সহায়করূপে ছিলেন। শেষরাত্রি ৩টার পর ব্রতপালনকারী প্রায় সহস্র ভক্ত ব্রতানুকূল ফল-মূল প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরদিন শ্রীনন্দোৎসব-তিথিবাসরে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এইবার অধিবাসদিবসে ২৫ শ্রাবণ বহু ব্যক্তি শ্রীজন্মাষ্টমী মনে করিয়া রাত্রি জাগরণ ও উপবাস-সহযোগে ব্রত পালনের জন্য শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন।

মঠ-কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের আহারের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী ২৬ শ্রাবণ শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত। যাঁহারা হরিভক্তিপ্রার্থী, তাঁহারা হরিভক্তি-বিলাসমতে ব্রতাদি পালন করিয়া থাকেন। যদিও ২৫ শ্রাবণ অহোরাত্র অষ্টমী, কিন্তু ২৬ শ্রাবণ প্রাতে অষ্টমী তৎপরে নবমী, বুধবার (শ্রীকৃষ্ণের জন্মবার) এবং রাত্রি ১২টা ৩৫ মিঃ-এর পর রোহিণী নক্ষত্র-সংযুক্ত—এইরূপ যোগ শত বৎসরও পাওয়া যায় না। এইরূপ যোগে শ্রীজন্মাষ্টমী পালনে মহৎফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত ব্রতোৎ-সবনির্ণয়পঞ্জীতে বৈষ্ণববিধানমতে ব্রতাদি পালনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়! বৈষ্ণববিধানমতে ব্রত পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ উক্ত পঞ্জিকা রাখিলে ব্রতপালনে ভুল হইবে না।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধি-বেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা সহরের শেরিফ পদ্মশ্রী ডাঃ শ্রীঅনুতোষ দত্ত, কলি-কাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনো-রঞ্জন মল্লিক, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীআশামুকুল পাল। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র শ্রীমণি সান্ন্যাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এ-ডি-এম্ শ্রীরাধারমণ দেব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীমতীশ রায়। ডাঃ হৈমীপ্রসাদ বসু, এম্-এল্-এ এবং যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীসীতানাথ গোস্বামী প্রথম দিনের অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'বর্ত্তমান বিশ্বে হিংসাপ্রবণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির উপায়', 'পরতত্ত্বের স্বরূপ ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীনন্দোৎসবের তাৎপর্য্য', 'ভগবৎসৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম', 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব'। শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন কলিকাতা-বেহালা ও খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্য-পাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ।

কলিকাতার **শেরিফ ডাঃ শ্রীঅনুতোষ দত্ত** ধর্ম্ম-সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"হিংসায় পৃথিবীর মাটি আজ রক্তে রঞ্জিত। ভয়াবহ হিংসার তাণ্ডবে সমাজজীবন বিপর্য্যস্ত। ভগবানের আবির্ভাব ব্যতীত এই ভয়াবহ পরিস্থিতি হইতে উদ্ধারের উপায় লক্ষিত হইতেছে না। 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম-ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'—গীতা। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখনই ভগবান্ আবি-র্ভূত হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। মানুষের মধ্যে দেবত্বও আছে, পশুত্বও আছে। দেবত্বভাবের প্রকাশের দ্বারা পশুত্বকে দাবাইতে হইবে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবীসম্পদ ও আসুরী সম্পদ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। আসুরী সম্পদ হইতেই হিংসা-নিষ্ঠু-রতা আসিয়া উপস্থিত হয়, এইজন্য আসুরী সম্পদ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ভগবান্‌কে অগ্রাহ্য করিয়া পরস্পর দলাদলি ও ঝগড়া মারামারির দ্বারা কোনও সমস্যারই সমাধান হইবে না, দেশে বা বিশ্বে শান্তি আসিবে না। দলীয় রাজনীতির চিন্তাস্রোতের দ্বারা

কত নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরিতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা আজকের হিংসাপ্রবণ যুগে সুসংগত প্রতিকার। তিনি ভালবাসার দ্বারা সকলকে জয় করিয়াছিলেন।"

ডেপুটী মেয়র **শ্রীমণি সান্ন্যাল** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"হিংসার দ্বারা জর্জ্জর পৃথিবীতে শান্তি লাভের একমাত্র উপায় ভালবাসা, দ্বিতীয় পথ নাই। মানুষকে ভালবাসার দ্বারা আপন করিয়া লইতে হইবে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সম্বন্ধ দর্শনে প্রীতি হইবে. পৃথক দর্শনে—ভেদ দর্শনে প্রীতি হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বজীবে প্রীতি আনয়নের জন্য ভেদ দর্শন পরিত্যাগ করতঃ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে এক প্রীতিসম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সকলেই কৃষ্ণ দাস। সনাতনধর্ম্মের মূল কথা এবং পরিবর্ত্তিকালে পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আসিয়াছে তাহাদের মূল কথা সর্ব্বজীবে প্রীতি।"

পরমপূজ্যপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** তাঁহার অভিভাষণে বলেন ঃ—

"আজ অনেকে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত পালন কর্‌ছেন! আমরা আগামীকল্য পালন কর্‌ব। আগামীকল্য অষ্টমী, নবমী, বুধবার, রোহিণীনক্ষত্র—এই প্রকার যোগ শত বৎসরেও হয় না। হরিভক্তিবিলাস-স্মৃতির বিধানানুসারে আগামীকল্য ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা মহৎফল লাভ হইবে।

অদ্য শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরে আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয়েছে—'বর্ত্তমান বিশ্বে হিংসাপ্রবণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির উপায়'। এই বক্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য অধিবাসবাসরে চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হয়। নির্ম্মল অন্তঃকরণে ভগবান্ আবির্ভূত হন। আগামীকল্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হবে, আজ তাহার প্রাক্-প্রস্তুতি। প্রাক্-প্রস্তুতিকেই অধিবাস-কৃত্য বলে।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষসে মে মনসা বিধীয়তে॥"—ভাগবত

বিশুদ্ধ চিত্তেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। বিশুদ্ধ চিত্তের নাম বসুদেব। হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যের দ্বারা পঙ্কিল চিত্তে ভগবানের আবির্ভাব হয় না। মনুষ্য-জন্মই ভগবদারাধনার উপযোগী। ভগবান্ মানুষ সৃষ্টি করে আনন্দ লাভ করেছেন, মানুষের মধ্যে ভগবদারাধনার যোগ্যতা দেখে। ভগবানে যাঁর প্রীতি ভগবানের শক্ত্যংশ সর্ব্বজীবে তাঁর প্রীতি হবে। সম্বন্ধ দর্শন না হ'লে প্রীতি হয় না। স্বার্থের কেন্দ্র বহু হ'লে সংঘাত হবেই, এজন্য স্বার্থের কেন্দ্র এক হওয়া প্রয়োজন। স্বরূপজ্ঞানের অভাব হ'তে অসতৃষ্ণা-পাপবাসনাদি হয়, তা' হতেই জড়ীয় স্বার্থের সংঘাত, হিংসাদি করিবার প্রবণতা আসে। হিংসার কারণকে উৎপাটিত না করলে হিংসা-প্রবণতা দূর হবে না। ভগবান্‌কে না মানার দরুণ, ভগবদ্বিমুখতা হ'তেই জীবের যাবতীয় অনর্থ এসে উপস্থিত হয়েছে। ভগবদুন্মুখতা লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন নাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তদর্পণমার্জ্জনাদি সপ্তসিদ্ধি লাভ হয়। আজ অধিবাস তিথিতে প্রাক্-প্রস্তুতিরূপ চিত্তের নির্ম্মলতা-বিধানে নগর সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। জাতি-বর্ণ-নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই সর্ব্বশুভদ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে অধিকারী।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর]

হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেব

হায়দরাবাদস্থ "THE HINDU" দৈনিক পত্রিকায় (২০ জুন, ১৯৭৫ শুক্রবার তারিখে) প্রকাশিত]

NINE-DOMED TEMPLE AT HYDERABAD

Under the priesthood of Sri B. D. Madhav Goswami Maharaj, President and Acharyya of the All India Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation, a nine-domed magnificent Sree Chaitanya—Sree Radhakrisna Temple and Kalash, Dhwaja and Chakra were installed on June 11 at Hyderabad with a day-long devotional programme and ceremonious rituals in which thousands of people participated.

Sree Chaitanya Temple was constructed at the Math-primises in Dewan Devdi (old Salar Jung Museum) in Hyderabad with donations from the public. The nine-domed temple, which is unique in its design, being the insignia for nine forme of Vishnu-Bhakti, has now become an attraction to visitors.

A huge sankirtan procession with the Presiding Deities of the Math in a well-decorated chariot was taken out on June 12. The procession, starting from Math-premises, passed through the main thoroughfares of the city.

A view of the Sankirtan Procession with Deities on chariot

Sri Bhakti Ballabh Tirtha, Secretary of the Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation, said that they proposed to start a free Sanskrit School, a Library and a Free Reading Room and a Charitable Dispensary in Hyderabad. The site adjoining the Math-premises in Dewan Devdi, was being acquired for this purpose, he added.

Fourth Sitting (June 13)
Front row, from left—Srimad B. V. Hrishikesh Maharaj, Hon'ble Mr. Justice Alladi Kuppuswamy, Srimad B. D. Madhav Goswami Maharaj, President Sri Chaitanya Gaudiya Math, Sri K. Ramchandra Reddy I.G.P. Srimad B. P. Puri Maharaj and behind him Srimad B. V. Puri Maharaj of Rajahmundry.

In connection with the installation of the Temple, a seven-day religious conference was held at the Math-premises from June 10 to 16. The subjects discussed in the meetings were—'Utility of sadhu-sanga', 'Gaudiya Math's contribution to social welfare', 'Glory of the chanting of the Holy Name', 'Way to World-peace', 'Speciality of Sanatan-Dharma', 'Super excellence of unalloyed devotion' and 'Divine Love and Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu'.

Sree B. D. Madhav Goswami Maharaj, in his address on the concluding day of the conference, said that distinction between Kama (lust) and Prema (love) was to be understood to have a clear conception of the significance of the message of Divine Love of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu. He said that lust was at the root of all conflicts and disturbances in the world. When there were many centres of interest, clash was inevitable. To remove conflicts, the centre of interest of all should be one. That common interest was Bhagawan (God). If people were given to understand that limited objects of the world were their only necessity, fight between individuals, lesser units and greater units was unavoidable. This world was like a mirage—devoid of actual existence, actual knowledge and actual bliss whereas God was All-existence, All-knowledge and All-Bliss. So if the minds of the people were diverted towards love of God, augmentation of problems would be checked. Cultivation of Divine Love through the process of Nama-Sankirtan was the best solution to all problems of the world, he said.

Mr. Challa Subbarayudu, Minister for Municipal Administration, Mr. Justice G. Venkatarama Sastry, Judge of the Andhra Pradesh High Court; Mr. P. Jaganmohan Reddi, Vice-Chancellor of the Osmania University; Mr. Justice Alladi Kuppuswamy, Judge of the Andhra Pradesh High Court; Mr. Justice V. Madhava Rao, Judge of the Andhra Pradesh High Court; Mr. Sagi Suryanarayana Raju, Minister for Endowments and Mr. Bhattam Sreerama Murthy, Minister for Social Welfare presided over the seven meetings of the Conference. Raja Pannalal Pitti; Mr. Gopalrao Ekbote, former Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court; Mr. O. Pulla Reddi, former Vice-Chancellor of the Andhra Pradesh Agricultural University; Mr. K. Ramachandra Reddi, Inspector General of Police, Andhra Pradesh; Dr. P. G. Purarik, Principal of the Nizam College; Dr. N. V. Subba Rao, Principal of the University College of Science, Osmania University and Mr. V. Parthasarathy, Retired Judge of the Andhra Pradesh High Court were chief guests of the seven meetings of the Conference.

Sri Bhakti Promode Puri Maharaj of West Bengal, Sri B. V. Hrishikesh Maharaj of West Bengal, Sri B. V. Puri Maharaj of Rajahmundry, Sri B. S. Damodar Maharaj of West Bengal, Sri Bhakti Prasad Puri Maharaj of Vrindaban, Sri Bhakti Ballabh Tirtha, Secretary of Chaitanya Gaudiya Math Organisation; Sri M. Brahmachary, Assistant Secretary; Dr. G. S. V. Sarma, Lecturer of Mrs. A. V. N. College, Visakhapatnam; Sri M. S. Kotiswaran and Sri Purushottam Brahmachary of Visakhapatnam also participated in the conference and spoke on different days.

Mr. Sagi Suryanarayana Raju, Minister for Endowments, in his address, said that Chaitanya cult was contributing much for bringing universal brotherhood. The religion of 'Nama-Sankirtan' had been widely accepted. In fact, in Kaliyuga, the best and the easiest method of getting emancipation was through 'Nama-sankirtan'. Sadhus were the only people who could make others happy. So they should follow the teachings of Sadhus, he said.

Mr. Justice Alladi Kuppuswami said that a vast majority of people wanted to live in peace. Some persons of had character were doing all sorts of mischiefs in the society. An all-out effort should be made forthwith to restrain this small percentage from creating troubles in the society, he said.

Mr. Challa Subbarayudu, Minister of Municipal Administration, said that Sadhu-Sanga was helpful to get knowledge of the real self, to discriminate between good and bad and to understand the ultimate purpose of life. However atheistic they declared themselves to be, at times, they were bound to feel the existence of a supra-force controlling them.

Mr. Justice G. Venkatarama Sastri, said that the Chaitanya Gaudiya Math was helping them to become god-minded Endeavour of the Math in diverting the minds of the people towards God was a good contribution to the welfare of the society. He said that they were happy to get a branch of Chaitanya Gaudiya Math and a temple in Hyderabad.

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় শ্রীল গুরুদেব

শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় ২৮ আশ্বিন (১৩৮২), ১৫ অক্টোবর (১৯৭৫) বুধবার হইতে ২৭ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীদামোদর-ব্রত পালিত হয়। তৎপরেও শ্রীরাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত ভক্তগণ অবস্থান করেন। প্রায় তিনশত ভক্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। ব্রজমণ্ডলে নিম্নলিখিত অবস্থান-শিবির হইয়াছিল :—১—কিষাণ ভবন, ড্যাম্পিয়ার পার্ক, মথুরা;

২—ডিগ্‌দরজা, গোবর্দ্ধন ; ৩—বিমলাকুণ্ডতীর, কাম্যবন ; ৪—বর্ষাণা ; ৫—পাবন-সরোবর কলেজ, নন্দগাঁও ; ৬—কোশী ; ৭—গোকুল মহাবন, ব্রহ্মাণ্ডঘাট ; ৮—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন।

শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন।

উত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব উৎসবে ব্যাসপূজা সম্পাদনের জন্য পাঁচ শতাধিক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব তদাশ্রিত শিষ্যগণের উদ্দেশ্যে যে আশীর্ব্বাণী প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আজ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথি। ঘটনাচক্রে আজকের তিথিতে আমার জন্ম হয়েছিল। এজন্য আমাকে Zoo garden-এর বাঁদর সাজিয়ে এখানে অনেকে খেলা করেছে, তথাপি আমি আপত্তি করি নাই। শ্রীল গুরুদেবের যে আদর্শ চরিত্র দেখেছি এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের যে উপদেশ শুনেছি, তাতে বুঝেছি ভগবত্তত্ত্ব সুদুর্গম। ভগবানের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ নাই, কি প্রকারে ঐ বিষয়ে আমাদের প্রবেশ হবে ? যিনি ভগবানের প্রিয়, ভগবান্ যাঁকে কৃপা করেছেন, তিনি কৃপা করলে ভগবানের কৃপা হ'তে পারে, এই আশায় অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রয় নিয়েছিলাম। শ্রীগুরুদেব আকর্ষণ ক'রে তাঁর চরণে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা ছিল পৃথিবীতে কৃষ্ণভক্তি—শ্রীরূপানুগ ভক্তি প্রচারিত হউক। আমার যাওয়ার কথা ছিল পৃথিবী পর্য্যটনে, কিন্তু পরে আমার পরিবর্ত্তে একজন বৃদ্ধ স্বামীজীকে শ্রীগুরুদেব প্রেরণ করেছিলেন। আমাকে যেতে না হওয়ায় ভালই হয়েছিল, কিছুদিন গুরুদেবের দর্শন লাভ কর্‌তে পেরেছিলাম।

আম্নায়-গুরুপরম্পরা ব্যতীত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভের অন্য কোনও উপায় নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রথম গায়ত্রীমন্ত্র দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা উক্ত গায়ত্রীমন্ত্র পেয়ে তপস্যা ক'রে ভগবৎকৃপায় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অখণ্ডজ্ঞানময়তত্ত্ব ভগবান্‌ই মূল গুরু। ভগবান্ জ্ঞানকে যাঁর মাধ্যমে দেন অথবা কর্ণের মাধ্যমে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাঁকে শ্রুতি বলে। শ্রীকৃষ্ণের নিকট তত্ত্ব শ্রবণ ক'রে ব্রহ্মা হ'লেন শ্রৌত্রিয়। ব্রহ্মা পুনঃ উক্ত ভগবজ্‌জ্ঞান তাঁ'র প্রথম পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁ'র সাতপুত্র সপ্ত-ব্রহ্মর্ষিকে দিলেন, একে বলে আম্নায়ক্রম। জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় গুরুপরম্পরা। শিষ্য হ'লেই গুরুর যোগ্য হয়, ইহা নহে। প্রহ্লাদ তাঁ'র পুত্রকে বৃহস্পতির নিকট পাঠিয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও বৃহস্পতির নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র হ'লেন বেদজ্ঞ, আর বিরোচন অল্প কিছুদিন গুরুগৃহে থেকে চলে আস্‌লো, সে হ'ল দৈত্য। বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ বৈষ্ণব হয়েছিলেন। একমাত্র রাস্তা আম্নায়। Is it monopoly ? Yes, it is monopoly. আরোহবাদ অবলম্বনে Intellectual wrangling হ'তে পার্‌বে, কিন্তু ভক্তি হবে না। শ্রীগুরুদেবের আচরণ দেখেছি —তিনি গুরুদেবাত্ম ছিলেন। তাঁর দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও পরমগুরুতে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। সদ্‌গুরুতে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি অপরাধফলেই হ'য়ে থাকে। তত্ত্বদর্শী ও জ্ঞানীগুরুতে প্রপত্তি হ'তেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ'য়ে থাকে। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥' —গীতা। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমান থাকাকাল পর্য্যন্ত তত্ত্ববস্তুর (Transcendental Realitya) অভিজ্ঞান হবে না। তর্কের দ্বারা বস্তুর প্রতিষ্ঠা হয় না। জান্‌বার জন্য জিজ্ঞাসাকে পরিপ্রশ্ন বলে। কিন্তু বাহাদুরী দেখাবার জন্য যে প্রশ্ন, তা' prejudiced talk. সূর্য্য স্বপ্রকাশ বস্তু। অন্য আলো সূর্য্যকে প্রকাশ করে না। চোখ খোলা থাক্‌লে সূর্য্য দেখা যাবে। তদ্রূপ জ্ঞান প্রকাশমান, সরল অন্তঃকরণে জান্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে জানা যাবে। মহাপুরুষের উপদেশ বুঝবার জন্য অন্য পার্থিব জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। জগতের মূর্খতা বা বিদ্যাবত্তা কোনটার দ্বারাই ভগবান্‌কে জানা যাবে না, জানা যাবে সরল অন্তঃকরণে জান্‌বার ইচ্ছা হ'তে। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'—গীতা। গুরুকে মানুষ,

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..................
Vill..................
P. O..................
Dist..................
Pin..................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৪২১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০০ | ১০ম সংখ্যা
২ কেশব, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৩

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪১ ; ৩০শে জুলাই, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

অদ্য শ্রীযুক্ত বিহারী দাস ব্রজবাসী শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের উৎসব-বাবদ * * ও পাথেয় * * টাকা আনুকূল্য লইয়া কলিকাতা গেলেন। তিনি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' এককাপি চাহেন। তাঁহাকে তাহা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার মারফত আপনাকে এক পত্র দিয়াছি।

* * এর মানসিক অশান্তির কথা বোধ করি আপনি বুঝিয়া যান নাই। তিনি আজ ২।৩ দিন হইল এইরূপ মনঃকষ্টে আছেন যে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ বা হাসা পর্য্যন্ত করিতেছেন না। আবার অন্যদিকে অদ্য সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীমান্ * * সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছে—সমস্তই ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে। * * তাহার বয়স্যগণের রহস্য এখন কার্য্যে পরিণত হইল।

* * এর এত কষ্ট দেখিয়াও যাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের সুখৈষণা অতি প্রবল না হইলে এইরূপ বিপন্ন হইবার ইচ্ছা হয় না। * * অতি নির্ব্বোধ। * * সে বলে, ঐ কথা বেশী অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং বাগ্‌দত্তার পক্ষে উহা আর স্থগিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পতনোন্মুখ জীবকে কি কেহ উদ্ধার করিতে পারিবেন না? শ্রীমান্ * * ত' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। অপর সকলেই দুঃখিত। * * "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১ ; ৩১শে জুলাই, ১৯৩৪

পরমহংস * * *,

তোমার ২৯শে জুলাই তারিখের পত্র যাহা কলিকাতার ঠিকানায় লাল কালিতে লিখিয়াছ, তাহা অদ্য redirected হইয়া পাওয়া গেল। রায়বাহাদুরই—তোমাকে 'পরমহংস' খেতাব দিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা হইল। তুমি যে ভিতরে ভিতরে তোমার জননীর সেবা করিবার কার্য্যটিকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা বহুমানন করিতে, উহা প্রমাণ করিয়াছ। পুত্রবৎসলা এখন বাৎসল্যরসে তোমাকে সিক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মায়া তুমি কাটাইয়া যোগমায়ার সংসারে প্রবেশ করিলে! ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমান্ শ—সংসার-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইবার পর আমাকে অনুযোগ দিয়াছিল যে, আপনি কেন আমাকে আমার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন নাই?—আপনি কেন রঘুনাথ ভট্টের কথা আমাকে স্মরণ করান নাই? যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদের একটি কথা মনে পড়িল—

"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন।।
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুল ধরি' আনে।।"

তোমার কৈতবপূর্ণ ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে যে-সকল কথা উল্লেখ করিয়াছ, ঐ সকল ছলবাক্য তুমি নিজে নিজেই আলোচনা করিয়া আমাদের স্নেহ ভুলিয়া যাইতে পার। প্রবল উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের চালনায় হরি-সেবা ছাড়িয়া দেওয়া বদ্ধজীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু আজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ কথিত—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।

প্রভৃতিকে কেবলমাত্র শব্দাবরণে আবৃত করিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হওয়া তোমার ন্যায় সরল বুদ্ধিমান্ (বর্ত্তমানে অবুঝ) লোকের কর্ত্তব্য হয় নাই। তোমার সতীর্থগণ একাল পর্য্যন্ত তোমাকে যে-সকল রহস্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তুমি তলাইতে পার নাই, সুতরাং দুর্ব্বলতার ঔষধ-বিচারে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহাতে আমি মাংসভোজীর মুরগী পোষার ন্যায় তোমার বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তিকে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি-দানবৎ বর্দ্ধন করিতে পারি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে। তোমার জন্য যাঁহারা তোমার বর্ত্তমান কথা শুনিতেছেন, তাঁহারাই শোক করিতেছেন। নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল হইত।

তুমি যে-সকল অনুযোগ লিখিয়াছ ও অভিযোগ করিয়াছ, তাহাতে একচক্ষু আমি আমাকেই সমর্থন করিব—তোমাকে সমর্থন করিব না। তুমি মুরুব্বি সাজিয়া সহসা তোমার স্নেহে আমাকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু আমি অতদূর পরমহংসতা লাভ করি নাই, ক্ষুদ্রচেতাঃ মানবের মধ্যেই আছি। ইতি

তোমার প্রতিপাল্য
গুরুব্রুব

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

দ্বিতীয়ানুভবঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গং পরানন্দরসাশ্রয়ম্ ।
চিদচিচ্ছক্তিসম্পন্নং তং বন্দে কলিপাবনম্ ॥১॥

যে পরমপুরুষের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘনীভূত স্বরূপে প্রকাশ পায়, যিনি জড়ানন্দের অতীত চিদ্গত শ্রেষ্ঠানন্দ রসের আশ্রয়স্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বদা চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তিরূপ বৃত্তিদ্বয়ের অধীশ্বর, সেই কলিপাবন পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

স্বরূপমাস্থিতো হ্যাত্মা স্বরূপশক্তিবৃত্তিতঃ ।
বদত্যেব নিজাত্মানমুপাধিরহিতং বচঃ ॥২॥

মায়িক জগতে যে সকল জীবাত্মা বদ্ধ আছেন, তাঁহারা প্রকৃতিবৈচিত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র উত্তর দেন। তন্মধ্যে যে আত্মা বিবেক ও সদ্গুরু-উপদেশক্রমে স্ব-স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব-স্বরূপে স্থিত হইয়া যুক্ত উত্তর দিয়া থাকেন। সেই যুক্ত উত্তর সর্ব্বত্র এক। প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্নত্রয় আছে, তাহা এই,—'এই জড় জগতের ভোক্তাস্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি, আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি?' মায়িক দশাপ্রাপ্ত আত্মা যে সকল বিচিত্র উত্তর দেন, তাহা প্রথম অনুভবে বিচারিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অনুভবে স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মার ঐ প্রশ্নত্রয়ের যে যুক্ত উত্তর, তাহা কথিত হইবে। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা কি? ইহাই অগ্রে বিবেচিত হইবে। মায়িক দেশ, কাল, ইন্দ্রিয়, শরীর ও সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া যে আত্মসত্তা, তাহাই স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা। সর্ব্ববেদান্তসার-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে সেই শুদ্ধ আত্মার অবস্থা বলিয়াছেন ; যথা—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" মায়িক দশা মুক্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি হয়। তদ্রূপ-অবস্থিতি আত্মা উক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর দেন, তাহা যুক্ত। এখন এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মায়িক দশাপ্রাপ্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি আছে। সেই দশা পরিত্যাগ করিলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি কোথা থাকিবে, এই যুক্ত উত্তরই বা কিরূপে হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ ও তাহার জ্ঞান-গুণ আছে। কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহে। আলোক যেরূপ প্রকাশ-স্বরূপ হইয়াও অন্য বস্তু-প্রকাশ-গুণযুক্ত, আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও বস্ত্বন্তর সম্বন্ধে জ্ঞানগুণ প্রকাশ করিতে পারেন অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং দেখিতে, শুনিতে, ঘ্রাণ লইতে, আস্বাদন করিতে ও সংস্পর্শ করিতে পারেন। আত্মাতে এইরূপ জ্ঞানধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ। মায়িক অবস্থায় পড়িয়া আত্মা জড়াবরণে আবদ্ধ। জড় জগতের সহিত যোজনার জন্য জড়েন্দ্রিয়সকল তাঁহার গৌণ কার্য্যসকলের পরিচয় দেয়। তিনি জড় চক্ষুদ্বারা দেখেন, জড় কর্ণের দ্বারা শুনেন, জড় নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ লন, জড় জিহ্বাদ্বারা স্বাদ গ্রহণ করেন এবং জড় ত্বকদ্বারা স্পর্শানুভব করেন। স্বতঃসিদ্ধ শক্তিহারা হইয়া তিনি পরের শক্তিতে কার্য্য করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জড়প্রসূত যুক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে এইরূপ অপগতি অত্যন্ত দুর্ব্বিপাক। যে গতিকেই হউক, যখন তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তিনি আত্মবৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ ঐ-সকল কার্য্য করেন। তখন তাঁহার যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থায় সেই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নোত্তর স্বভাবতঃ হয়। আত্মার যে স্বরূপশক্তি, তাহার বৃত্তিক্রমে তখন তিনি সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি সে সময় নিজের প্রশ্নের যে উত্তর আপনাকে দিয়া থাকেন, তাহা উপাধিরহিত বাক্য। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব-স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তরকেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন ; কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্র গুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না ॥২॥

ভগবানেক এবাস্তে পরাশক্তিসমন্বিতঃ ।
তচ্ছক্তিনিঃসৃতো জীবো ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ জড়াত্মকম্ ॥৩॥

'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ', 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' ইত্যাদি বহুবিধ বেদবাক্যে 'একঃ দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ' এই বাক্যযোগে ভগবত্তত্ত্বের নিত্যত্ব স্থির হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বচনে "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অপেক্ষা ভগবানের সর্ব্বোচ্চতমত্ব বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা—ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর এবং ভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বেশ্বর এরূপ বুঝিতে হইবে না। জীব—দ্রষ্টা ; ভগবান্ যখন দৃষ্টির বিষয় হন, তখন প্রথমে জ্ঞানচিন্তামার্গে ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। অধিকতর আলোচনা করিতে করিতে যোগমার্গ উপস্থিত। সেই মার্গে ভগবান্ পরমাত্মরূপে দৃষ্ট হন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে যখন শুদ্ধ ভক্তিযোগ উদিত হয়, সেই ভক্তিযোগে অবস্থিত জীব ভগবৎস্বরূপ দৃষ্টি করে। দৃষ্টির বিষয় অত্যন্ত মধুর, পরমানন্দময়, সচ্চিদানন্দ, মধ্যমাকার-স্বরূপ একটি কমনীয় পুরুষ। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সুন্দররূপে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মভাব ও পরমাত্মভাব তাঁহাতে ক্রোড়ীকৃত হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। সেই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ইচ্ছাময় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক লীলা নিত্যসিদ্ধ। স্বতন্ত্র হওয়ায় তিনি সমস্ত বিধির বিধাতা হইয়াও স্বয়ং কোন বিধির বাধ্য নন। সেই ভগবানের দ্বিতীয় নাই, সমান নাই, অধিকও নাই। সেই ভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বিক্রমযুক্ত। সম্পূর্ণ চিদ্বিক্রমদ্দারা ভগবানের চিদ্ধাম, চিল্লীলা, চিদুপকরণ—সমস্তই পরাশক্তির পরিণতি। শক্তির পূর্ণতা হইতে চিজ্জগতের পরিণতি। শক্তি বিচিত্রা, অতএব তাঁহার অনুস্বরূপ একপ্রকার পরিণতি দেখা যাইতেছে। চিৎকণ, চিদ্গুণকণ, চিৎক্রিয়াকণ লইয়া পরাশক্তির জীবশক্তিরূপ বিক্রম জৈবজগৎ প্রকট করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির ছায়ারূপ আর একটি বিক্রম আছে ; তাহাতে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, দশটী ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ ২৪টী তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। ইহারই নাম জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং ছায়াশক্তির নাম মায়া ॥ ৩ ॥

সোঽর্কস্তৎকিরণো জীবো নিত্যানুগতবিগ্রহঃ।
প্রীতিধর্ম্মা চিদাত্মা সঃ পরানন্দোঽপি দায়ভাক্ ॥৪॥

ভগবান্—অর্কস্বরূপ। অর্কের কিরণকণ-স্বরূপ—জীবনিচয়। সেই কিরণকণ জীবের ভগবদানুগত্যই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের উপযোগী জীবের চিৎকণ-বিগ্রহ। জীবের স্বরূপ—চিৎকণ, অতএব জীব—চিদাত্মা। চিদ্গুণের অনুস্বরূপ জীবগুণ। চিদ্বস্তুর ধর্ম্মই প্রীতি। অতএব জীবের প্রীতিকণই ধর্ম্ম। জীবকে 'প্রীতিধর্ম্মা' বলা যায়। চিৎস্বরূপ এবং প্রীতিধর্ম্মা হইলেও জীব স্বয়ং অনুবিগ্রহ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ ও ধর্ম্ম অপূর্ণ। জীবের স্বভাবতঃ আনন্দকণ আছে, তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা যায়। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধে পরমাণুতুলামপি।' ভক্তির উচ্চদশায় যে পরানন্দ লাভ হয়, তাহাতে জীব স্বভাবতঃ দায়ভাক্ অর্থাৎ অধিকারী। ব্রহ্মানন্দকে ক্ষুদ্র জানিয়া ভগবদানুগত্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি চিৎশক্তিকে জীবের স্বভাবে প্রেরণ করেন। সেই চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া জীব পরানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হন ॥ ৪ ॥

তচ্ছক্তেশ্ছায়য়া বিশ্বং সর্ব্বমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
যত্র বহির্ম্মুখা জীবাঃ সংসরন্তি নিজেচ্ছয়া ॥৫॥

জীব কৃষ্ণানুগত হইলে পরানন্দে যেরূপ দায়ভাক্ হন, সেইরূপ বহির্ম্মুখ হইলে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজন্য সংসারধর্ম্মে পতিত হন। চিচ্ছক্তি যেরূপ জীবের উচ্চগতির সহায়, জড়প্রসবিত্রী মায়াশক্তি সেইরূপ জীবের সংসার বন্ধনের সহায়। মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া। জীবের সংসারোপযোগী এই জড়ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রসব করিয়াছেন। জীবের ভোগায়তনরূপ স্থূল ও লিঙ্গদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জড়বিশ্বে পতিত হইয়া জীবের কর্ম্মবন্ধনরূপ নিগ্রহ ঘটিয়াছে। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সংসারের একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জীব জড় জগতে উৎপন্ন হন নাই বা চিজ্জগতে উৎপন্ন হন নাই। দুই জগতের সন্ধিস্থলে তাহার উৎপত্তি। স্বতন্ত্র ইচ্ছা চিৎকণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হওয়ায় এবং চিদুন্নতি অপেক্ষা জড়ভোগে অধিক প্রবৃত্তি হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সংসার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে

ভগবানের কোন দোষ নাই। ভগবান করুণা প্রকাশ করিয়া জীবের ইচ্ছানুরূপ ভোগলাভের জন্য জড়বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জড়বিশ্বকে এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, স্বল্পদিনের ভোগেই জীবের বৈরাগ্য বিবেকোদয় হইলেন। পুনরায় সাধুসঙ্গ-ব্যবস্থাদ্বারা জীবের উদ্ধারের পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥৫॥　(ক্রমশঃ)
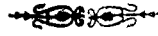
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীরঙ্গপুরী

(৯৩)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শ্রীরঙ্গপুরী-সহ তাহাঞি মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১।১১৩

দাক্ষিণাত্যে ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডরপুর বা পণ্ঢরপুর নগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরঙ্গপুরীর মিলন হয় (তাহাঞি —পাণ্ডরপুর)। 'বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল সোজা পশ্চিমে পাণ্ডরপুর। পাণ্ডরপুরে বিঠ্ঠল বা বিঠবা-দেব ঠাকুর আছেন। তিনি চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি। পঞ্চদশ শক শতাব্দীতে এখানে তুকারাম নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু ছিলেন।'—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

পাণ্ডরপুরে একজন বিপ্র মহাপ্রভুকে তাঁহার গৃহে প্রীতির সহিত বহুবিধ উপচারে সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অপর বিপ্রগৃহে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর অবস্থান-সংবাদ জানিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দর্শনে তথায় গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রেমাবিষ্ট হইলেন। অদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গপুরী বিস্মিত হইয়া বিচার করিলেন নিশ্চয়ই ইনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্বন্ধ ধারণ করিবেন, নতুবা এরূপ অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার সম্ভব নহে। তিনি মহাপ্রভুকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলে উভয়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

'তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
বহু আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥
মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিলা তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
অশ্রু পুলক কম্প সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥'
—চৈঃ চঃ ম ৯।২৮২-৮৭

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সম্বন্ধ ধারণ করেন জানিতে পারিয়া শ্রীরঙ্গপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি প্রগাঢ়রূপে স্নেহাবিষ্ট হইলেন। উভয়ে উভয়কে স্পর্শ করিয়া প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণকথা সংলাপের দ্বারা উভয়ে সাতদিন অতিবাহিত করিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শুনিয়া শ্রীরঙ্গপুরী উল্লসিত হইলেন। তিনি তখন মহাপ্রভুকে পূর্ব্বের ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন 'আমি আমার গুরুদেবের সঙ্গে নদীয়ায় গিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ভোজন করিয়াছিলাম। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মহা-পতিব্রতা পত্নী শচীদেবী অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি বাৎসল্যে জগন্মাতা, সন্ন্যাসীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে ভিক্ষা করান। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের একজন যোগ্য পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশঙ্করারণ্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই পাণ্ডরপুরে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন।' মহাপ্রভু বিরহসন্তপ্ত

হইয়া জানাইলেন শ্রীশঙ্করারণ্য সন্ন্যাসী তাঁহারই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বিশ্বরূপ এবং শ্রীজগন্নাথমিশ্র তাঁহারই পিতা। শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কতিপয় দিবস ইষ্টগোষ্ঠী হয়। তৎপরে শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা যাত্রা করিলেন।

'মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমভক্তি রসময়।
যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী আদি যত।
মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২২৭২-৭৩

কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ ভারত হইতে শ্রীমহাপ্রভু পুরীতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল এবং শ্রীরঙ্গপুরী জীবনের অবশিষ্টকাল শ্রীক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
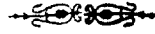
সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

মহারাজ ভগীরথ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেয়িবান্।
ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ॥'

— ভাঃ ৯।৯।২

'অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, অনন্তর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ সুমহতী তপস্যা করিয়াছিলেন।'

সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর বংশপরম্পরায় মান্ধাতা, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, অমরণ্য, হর্য্যশ্ব, ত্রিবন্ধন, ত্রিশঙ্কু, রাজা হরিশ্চন্দ্র, রোহিত, হরিত, চম্প, সুদেব, বিজয়, ভরুক, বৃক, বাহুক। বাহুক শত্রুগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ভার্য্যাসহ বনে গমন করিয়াছিলেন। বনে বাহুকের মৃত্যু হয়। বাহুকের পত্নী শোকে সহমৃতা হইতে গেলে মহর্ষি ঔর্ব্ব বাহুক-পত্নী গর্ভবতী থাকায় তাঁহাকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বাহুকের অন্যান্য পত্নীগণ ঈর্ষ্যাবশে তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে অন্নের সহিত 'গর' অর্থাৎ বিষ ভক্ষণ করাইলেন। 'গর'-সহিত পুত্র জন্মিল বলিয়া তাহার নাম হইল 'সগর'। মহর্ষি ঔর্ব্বের পরামর্শানুসারে মহারাজ সগর অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সগর রাজার দুই পত্নী—সুমতি ও কেশিনী। মহাভারতে সগর-পত্নীদ্বয়ের নাম বৈদর্ভী ও শৈব্যা এইরূপ লিখিত আছে। সুমতির পুত্রগণ অশ্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা অশ্বান্বেষণ করিবার জন্য পৃথিবীকে খনন করিয়া সাগরে পরিণত করেন। অনেক অশ্বান্বেষণের পর তাঁহারা অশ্বটীকে দেখিতে পাইলেন বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ কপিলদেবের নিকটে। ভগবান্ কপিলদেবকেই অশ্বাপহর্ত্তা মনে করিয়া দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহারা ক্রোধ প্রকাশ করিতে গেলে অপরাধফলে নিজ নিজ শরীরাগ্নির দ্বারাই ভস্মীভূত হইলেন।

'ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা
নৃপেন্দ্র পুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে
জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ॥'

— ভাঃ ৯।৮।১২

'(কেহ বলেন যে, তাহারা কপিলের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে।) সগরতনয়গণ কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল, এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না জগৎপবিত্রকারী শুদ্ধ সত্ত্বময়মূর্ত্তিতে ক্রোধরূপ তমঃ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? নির্ম্মল আকাশে কি পার্থিব ধূলি থাকিতে পারে?'

মহাভারতে বিষয়টি এইরূপভাবে বর্ণিত আছে—মহারাজ সগর পুত্রলাভের জন্য মহাদেবের তপস্যা

করিয়াছিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র হইবে এবং তাহারা একসঙ্গেই নিহত হইবে, অপর স্ত্রীর গর্ভে শৌর্য্যশালী এক পুত্র হইবে। বৈদর্ভীর অলাবু হইতে ষাট হাজার পুত্র জন্মিল এবং শৈব্যার কার্ত্তিক-তুল্য এক পুত্র হইল। এই পুত্রের নাম পিতামাতা রাখিলেন 'অসমঞ্জস'। (শ্রীকালিপ্রসন্ন সিংহের রচিত মহাভারতে মহারাজ সগরের শৈব্যার গর্ভজাত সন্তানের নাম 'অসমঞ্জা' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।) অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান অশ্বের অনুসন্ধান এবং পিতৃব্যগণের উদ্ধার সাধনের জন্য ভগবান্ কপিলদেবের নিকট উপনীত হইলে যজ্ঞীয় অশ্ব ও ভস্মরাশি দেখিতে পাইলেন। অংশুমান ভগবান্ কপিলদেবের বহু স্তব করিলে কপিলদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু অশ্ব লাভ করিয়াও অংশুমান কপিলদেবের নিকট প্রতীক্ষা করিলে কপিলদেব বুঝিতে পারিলেন অংশুমানের আরও কিছু প্রার্থনার বিষয় আছে। কপিলদেব তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন গঙ্গোদকের দ্বারা তর্পণ করিলেই তাঁহার পিতৃগণ উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন। কপিলদেবকে প্রণাম করিয়া অশ্বসহ অংশুমান পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সগর রাজা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অংশুমানের হস্তে রাজ্য সমর্পণান্তে পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ গঙ্গা আনয়নের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হইলেন। দিলীপের স্বধা প্রাপ্তির পর তৎপুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়নে সুমহৎ তপস্যার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হইয়া বর প্রদানে ইচ্ছুক হইলে ভগীরথ পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণে প্রার্থনা জানাইলেন। গঙ্গাদেবী বলিলেন—'আমি তোমার ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব, কিন্তু কোন সমর্থবান ব্যক্তি আবশ্যক আমার অবতরণের বেগ ধারণের জন্য, নতুবা আমি পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিব। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আমি ইচ্ছা করি না, মনুষ্যগণ স্নানের দ্বারা তাঁহাদের পাপ ক্ষালন করিয়া আমাকে পঙ্কিল করিবে, আমি সেই পাপ হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইব?' রাজা ভগীরথ দুইটী সর্ত্তের প্রতিকার স্বরূপ নিবেদন করিলেন—'১। বিশুদ্ধচিত্ত সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন, কারণ সাধুগণের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন। ২। বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান পরমেশ্বরের প্রিয় অভিন্ন শ্রীরুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন।' অতঃপর ভগীরথ রুদ্রদেবের কৃপা লাভের জন্য তপস্যায় ব্রতী হইলেন। শ্রীরুদ্রদেব প্রসন্ন হইয়া দর্শন প্রদান করিলেন। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গার বেগ ধারণের জন্য রুদ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলে তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া উক্ত বর দিলেন। গঙ্গাদেবী ভূতলে পতিত হইলে শিব গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ যেখানে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন ভুবনপাবনী গঙ্গাকে সেখানে লইয়া আসিলেন। ভগীরথ অগ্রে শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে* রথে চলিলেন, গঙ্গাদেবী তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন সমগ্র দেশ পবিত্র করিয়া। গঙ্গার জল স্পর্শমাত্র সগর-পুত্রগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ভগীরথ হইতেই গঙ্গা পৃথিবীতে আসিয়াছেন বলিয়া গঙ্গার এক নাম ভাগীরথী।

* শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন অন্তর্দ্বীপপ্রান্তে অবস্থিত 'শ্রীগঙ্গানগর'—মহারাজ ভগীরথ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। গঙ্গানগর নাম হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ভগীরথ রথে চড়িয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলে পশ্চাতে গঙ্গাদেবীও চলিতে চলিতে নবদ্বীপে আসিয়া স্থির হইলেন। গঙ্গা অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া ভয়ে রাজা বিহ্বল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গানগরে তপস্যা করিয়াছিলেন। গঙ্গা তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে পিতৃলোক উদ্ধারের জন্য নিবেদন করিলে গঙ্গাদেবী বলিলেন তিনি মাঘমাসে নবদ্বীপধামে আসিয়াছেন, ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার প্রভু গৌরহরি অবতীর্ণ হইবেন, সেইদিন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি ফাল্গুনের শেষে ভগীরথের পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য যাইবেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জহ্নুদ্বীপ মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে লইয়া জহ্নুদ্বীপে আসিলে জহ্নুমুনির তপস্যাস্থলের কোশাকুশী বাহিত হইলে জহ্নুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গা পান করিয়াছিলেন। তথায়ও ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া মুনির পূজাবিধান করিলে জহ্নুমুনি অঙ্গ বিদারণ করিয়া গঙ্গাকে

এতৎপ্রসঙ্গে বেদব্যাস মুনি তিনটী শ্লোকে গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি।
সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ।।
ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ।।
নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্।
অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ।।'

—ভাঃ ৯।৯।১২-১৪

'মহদপরাধে বর্দ্ধমান নিজশরীরগত অগ্নিদ্বারাই ভস্মীভূত সগরপুত্রগণ কেবল দেহভস্মের দ্বারা যে গঙ্গার জল স্পর্শমাত্রে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিলে কি হয় তাহা বলা যায় না। ভস্মীভূত অঙ্গের দ্বারা যে গঙ্গার সেবা করিয়া সগর-পুত্রগণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, যে সকল ব্যক্তি ব্রতধারণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে সেই দেবীকে সেবা করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? গঙ্গাদেবী ভগবান্ অনন্তদেবের পাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন. সুতরাং সংসারনাশিনী তদীয় মাহাত্ম্য যাহা কীর্ত্তিত হইল ইহা বিচিত্র নহে।'

মহাভারতের বনপর্ব্বে সগররাজের উপাখ্যান ও রাজা ভগীরথের পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন ও সগর-বংশের উদ্ধার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা প্রায় একইপ্রকার।

বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ণনার সংক্ষিপ্ত কথা এই—হিমালয় ও সুমেরুকন্যা মনোরমা বা মেনাকে অবলম্বন করিয়া গঙ্গার আবির্ভাব। দেবতাগণ হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া গঙ্গাকে ভিক্ষা-স্বরূপ* লইয়াছিলেন। ব্রহ্মা গঙ্গাকে নিজের কমণ্ডলুতে রাখিলেন। রাজা ভগীরথ যখন জানিতে পারিলেন গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আছেন, তখন তিনি মন্ত্রীগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন। হাজার বৎসর তপস্যার পর পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভগীরথ পিতামহকে নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে ব্রহ্মা বলিলেন গঙ্গা ধরাতলে পতিত হইলে পৃথিবী তাহার বেগ ধারণ করিতে

বাহির করিয়া দিলেন। এইজন্য গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী। রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী জহ্নুমুনি গঙ্গাকে কর্ণ-দ্বারে বাহির করিয়াছিলেন। হরিবংশমতে ঋষিগণ গঙ্গাকে জহ্নুমুনির কন্যারূপে নির্দ্ধারণ করেন। গঙ্গার নাম—'গঙ্গা, বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া. সুরনিম্নগা, ভাগীরথী, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতস্, ভীষ্মস'—অমরার্থ চন্দ্রিকা

গঙ্গার নাম—'বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া, সুরনিম্নগা, ভাগীরথী, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতাঃ ভীষ্মসূ, অর্ঘ্যতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদশদীর্ঘিকা, কুমারসূ, সরিদ্বরা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, স্বরপগা, স্বাপগা, ঋষিকল্প, হৈমবতী, স্বর্বাপী, হরশেখরা, নন্দিনী, অলকনন্দা, সিতসিন্ধু, অধ্বগা, উগ্রশেখরা, সিদ্ধসিন্ধু, স্বর্গসরিদ্বরা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, পুণ্যা, সমুদ্রসুভগা, স্বর্নদী, সুরদীর্ঘিকা, সুরনদী, স্বর্ধুনী, জ্যেষ্ঠা, জহ্নুসুতা, ভীষ্মজননী, শুভ্রা, শৈলেন্দ্রজা, ভবায়না'—বিশ্বকোষ

'পৃথিবী গঙ্গয়াহীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।'—বরাহপুরাণ। 'অন্তিম কলি অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্ব কলিতে পৃথিবীতে গঙ্গা থাকিবে না।'

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে গঙ্গার অবস্থিতি কলির পাঁচ হাজার বৎসর পর্যন্ত।

ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া সাগরাভিমুখে যাওয়ার মুখে চক্রদহে পৌঁছিয়া তাঁহার রথের চাকা দাবিয়া যায়। ঐ স্থানের নাম পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন নগর ছিল। প্রদ্যুম্ন ভগবান্ শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ভগীরথের রথের চাকা দাবিয়া যাওয়ার পর ঐ স্থানের নাম চক্রদহ' হয়। 'চক্রদহ'কে চলিত ভাষায় 'চাকদহ' বলে। চাকদহ পূর্ব্বরেল বিভাগের একটি ষ্টেশন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু পুরুষোত্তমধাম হইতে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ আনিয়া চাকদহ রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটে সংস্থাপন করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তথায় প্রতিষ্ঠানের একটী শাখামঠ সংস্থাপন করিয়াছেন।

* বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণমতে দেবতাগণ গঙ্গাকে লইয়া যান শিবের সহিত বিবাহ দিবার জন্য। মেনকা (মেনা) গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া শাপ দিলেন। তাহাতেই গঙ্গা জলময়ী হন।

পারিবে না, গঙ্গার বেগ ধারণের জন্য মহাদেবের তপস্যা করিতে হইবে। ভগীরথ এক বৎসর তপস্যা করিয়াই শিবকে সন্তুষ্ট করিলেন। গঙ্গা ধারণের জন্য ভগীরথের প্রার্থনা শিব অঙ্গীকার করিলেন। আশুতোষ মহাদেব অল্পেতেই তুষ্ট হন। শিব গঙ্গার বেগ ধারণ করিবেন জানিতে পারিয়া গঙ্গাদেবী সঙ্কল্প করিলেন তিনি জোরে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ভোলানাথকে লইয়া পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইবেন। গঙ্গার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শিব প্রস্তুত থাকিলেন। গঙ্গা পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিব কৌশলে মস্তকে জটাজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। গঙ্গা বহু চেষ্টা করিয়াও নির্গত হইতে পারিলেন না। ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া বিহ্বল হইয়া পুনরায় আরাধনা করিলে ভূতপতি মহাদেব গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। বিন্দুসরোবর হইতে গঙ্গার সাতটি ধারা প্রবাহিত হইল। পূর্ব্বদিকে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী তিনটি ধারা; পশ্চিমদিকে বঙ্ক্ষু, সীতা ও সিন্ধু তিনটি ধারা এবং আরও একটি ধারা ভগীরথ প্রদর্শিত পথে গমন করিলেন। এই প্রবাহের নাম ভাগীরথী হইল। রামায়ণের বর্ণনায় জানা যায়—হিমালয়ের পত্নী সুমেরুদুহিতা মেনার গর্ভে দুইটী কন্যা হয়—জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা উমা। দেবগণের কোন কার্য্য সাধনের জন্য হিমালয় গঙ্গাকে সুরলোকে পাঠাইয়াছিলেন। উমা কঠোর তপস্যা দ্বারা রুদ্রকে পতিরূপে লাভ করেন। গঙ্গার পতিও মহাদেব। 'ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা। ইত্যেব কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥'—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ভাগীরথী সাগরে মিলিত হইলে সগর-তনয়গণ তাঁহার স্পর্শে পবিত্র হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলিয়া গঙ্গার একটি নাম বিষ্ণুপদী। গঙ্গার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—গম্যতে ব্রহ্ম-পদমনয়া গম্-গন্ (গম্যাদ্ যোঃ। উণ্ ১।১২২)। নিঘণ্টু মতে গচ্ছতীতি গম্-গন্-টাপ্।—বিশ্বকোষ

দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত **বিচার-পতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক** ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে জানবার উপায় তাঁর কৃপা। 'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো না চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্ ॥'—ভাগবত।—ইহা ব্রহ্মার উক্তি। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লেশ পেয়েছেন, তাঁরাই তাঁর তত্ত্ব ও মহিমা জান্‌তে পারেন, তাঁর কৃপা ব্যতীত চিরকাল অন্বেষণ করলেও তাঁকে জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বাসুদেব-সার্ব্বভৌম উদ্ধার লীলা প্রসঙ্গে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের উক্তি—'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে। কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেইত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থে পরতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন—

'ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয় চিহ্ন ॥
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি, শুন শাস্ত্রবিবরণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥

নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥'

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ তিনটী পরিজ্ঞাত তত্ত্ব। কিন্তু ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা, পরমাত্মা অংশ ও ভগবান স্বরূপ—ইহা অপরিজ্ঞাত। পরিজ্ঞাতকে 'অনুবাদ' এবং অপরিজ্ঞাতকে 'বিধেয়' বলে। বিষ্ণুতত্ত্বের পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

—ভাগবত

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্‌রূপে কথিত হন। জ্ঞানিগণ উক্ত তত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে, যোগিগণ পরমাত্মারূপে এবং ভক্তগণ ভগবান্‌রূপে অনুভব করেন।

'জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধি প্রকাশে॥'

চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীমদ্ভাগবতে রাম-নৃসিংহাদি ভগবদবতারগণ অংশ বা কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" এখানেও কৃষ্ণ-শব্দ অনুবাদ কহিয়া পরে বিধেয়রূপে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ প্রতিপাদিত হইল। 'যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥'—চৈতন্যচরিতামৃত। অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণীত হইল।"

এ-ডি-এম্ **শ্রীরাধারমণ দেব** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—' আজকের আলোচ্য বিষয় 'পরতত্ত্বের স্বরূপ ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে বলা খুবই কঠিন। ভগবানের কৃপা না হ'লে, বিশ্বাস না হ'লে, এসব বিষয়ে বলা যায় না। শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারাই বস্তু লভ্য হয়। ভগবানের সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। তপস্যার দ্বারা বস্তু লাভের যে যোগ্যতা মানুষের মধ্যে আছে, তাহা অন্য প্রাণীতে নাই। মানুষের মধ্যে অমিত শক্তি আছে, যদি লক্ষ্য ক্ষুদ্র হয়, ক্ষুদ্র শক্তি প্রকাশিত হবে, যদি বৃহদ্ হয় বৃহদ্ শক্তি প্রকাশিত হবে। ইহা খুবই সত্য ভগবানের কৃপা ব্যতীত, স্বরূপজ্ঞান ব্যতীত, কোনও মহৎকার্য্য হয় না। প্রকৃত সাধুর সঙ্গে নিষ্কপট প্রচেষ্টা হ'তেই ভগবানের কৃপায় সব তত্ত্বের স্ফূর্তি হবে এবং মহৎ কার্য্য ক'রবার শক্তি আসবে।"

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি **শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন ঃ—"আজকের বক্তব্যবিষয়ের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মঠাচার্য্যের নিকট আপনারা শুন্‌লেন। আমি 'শ্রীনন্দোৎসব' সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনামুখে কিছু বল্‌ছি। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে শ্রীবৎসচিহ্ন কৌস্তুভমণি ও পীতবসনাদিসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন কংস-কারাগারে। দেবকী ও বসুদেবের স্তবে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজ সংবরণ ক'রে দ্বিভুজ হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে তাঁদের পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ভগবান্ পূর্ব্বে দুবার তাঁদের পুত্ররূপে প্রকট হয়ে 'পৃশ্নিগর্ভ' ও 'বামন' নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

যোগমায়া-প্রভাবে দ্বাররক্ষকগণ নিদ্রাভিভূত, বসুদেব শৃঙ্খলামুক্ত, কারাগারের রুদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হ'লো। বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলে নন্দালয়াভিমুখে যাত্রা কর্‌লে প্রবল বারিবর্ষণ হ'তে রক্ষার জন্য শ্রীঅনন্তদেব ছত্ররূপে অনুগমন করলেন। যমুনা উত্তালভাবে তরঙ্গায়িত হ'লেও বসুদেবকে রাস্তা দিলেন। এদিকে যোগমায়া ভগবানের আদেশে গোকুলে যশোদার কন্যারূপে জন্ম নিলেন। যোগমায়া-প্রভাবে যশোদাও নিদ্রাভিভূতা ছিলেন। বসুদেব গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার নিকটে পুত্রকে রেখে যোগমায়াকে নিয়ে মথুরায় ফিরে এলে কারাগারের দ্বার রুদ্ধ হলো, বসুদেব পুনঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেন। যোগমায়ার ক্রন্দনে প্রহরীগণের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। কংস সংবাদ পেয়ে দ্রুত এসে দেখলেন পুত্র নয়, দেবকীর কন্যা হয়েছে, তথাপি তাঁকে হস্তদ্বারা উঠিয়ে মার্‌তে উদ্যত হ'লে যোগমায়া তাঁর হাত হ'তে মুক্ত হয়ে অষ্টভুজমূর্ত্তি ধারণ করে বল্লেন—'তোকে যে মারবে সে অন্যত্র জন্মেছে।'

নন্দমহারাজ পরদিন জান্‌তে পারলেন তাঁর পুত্র হয়েছে। তিনি এবং ব্রজবাসিগণ সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হলেন নন্দমহারাজ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করে মহামহোৎসব করলেন। গোপীগণ সজ্জিত হয়ে আস্‌লেন পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে। ইহাকেই নন্দোৎসব বলে।

ভক্তের জন্যই ভগবানের আবির্ভাব। ভক্ত ছাড়া ভগবান্ থাকতে পারেন না। ভক্তাধীন ভগবান্। ভগবান্‌কে পেতে হলে ভক্তকৃপা প্রয়োজন। ভগবানকে পাবার সহজ রাস্তা তাঁকে ডাকা। শ্রীচৈতন্য-দেব হরিনাম সংকীর্ত্তন কর্‌তে উপদেশ করেছেন। বহু ভক্ত একত্রে মিলিত হয়ে ভগবান্‌কে ডাকার নামই সংকীর্ত্তন।"

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচার-পতি **শ্রীঅজিত কুমার নায়ক** চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের আলোচ্য বিষয়—'ভগবৎসৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভজনোপযোগী মনুষ্য জন্ম'-সম্বন্ধে আপনারা এতক্ষণ অনেক কথা শুনলেন। যাঁরা জীবনের সবকিছু ত্যাগ ক'রে এখানে রয়েছেন এবং ভগবদারাধনা করছেন, তাঁরাই এ বিষয় জানতে পারেন। ভজনপরায়ণ সাধুগণই কলিহত জীবের আশ্রয়স্বরূপ। ভগবৎসৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ। ৮০ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রের কথা। মনুষ্যজন্ম সুদুর্লভ। সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন। Theory of Evolution এ (বিবর্ত্তন-বাদেও) প্রাণীর ক্রম-বিবর্ত্তনে শিম্পাঞ্জীর জন্মের পরে মনুষ্যজন্ম নিরূপিত হয়েছে। মনুষ্যজন্ম ভগবদ্ভজনোপযোগী ঠিকই, কিন্তু যাঁরা সুকৃতিশালী তাঁরাই ভজন করেন, দুষ্কৃতিশালীগণ করেন না। "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমিশ্রতাঃ॥"—গীতা। মায়াদ্বারা যাদের জ্ঞান নষ্ট হয়েছে মূঢ় নরাধমগণ ভগবানে প্রপন্ন হয় না। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী, জ্ঞানী চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিই ভগবানের ভজন করেন। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" যাঁরা সততযুক্ত হ'য়ে ভগবানের ভজন করেন, ভগবান্ তাঁদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান ক'রে থাকেন। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"—গীতা। মনুষ্যজন্মে সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ লাভ হয়ে থাকে, পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমও জীব লাভ করতে পারে। কৃষ্ণ সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়, প্রেম প্রয়োজন। সম্বন্ধ ব্যতীত কখনও প্রীতি হ'তে পারে না। ভগবানে প্রীতি হ'লে তৎ-সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হবে। নিজের কল্যাণ বুঝতে না পারলে অপরের কল্যাণ বিধান করা যায় না। 'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥' শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের দ্বারা জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল জীবকে এক প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন।"

প্রাক্তন আই-জি-পি **শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানকে আপন বোধ করি। আমি এখানে জ্ঞান বিতরণের জন্য আসি না, জ্ঞান লাভের জন্য আসি। আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, অভিজ্ঞতা হ'তে যেটুকু জানি, তা' হ'তে দু'একটী কথা বল্‌বো। ভগবৎসৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে ভগবদ্ভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ—এ সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে। মানুষের মধ্যে অপর জীবের কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা আছে। যদি অপরের কল্যাণ সাধন করে, তবেই মানুষ মানুষ, নতুবা নহে। মানুষ হ'য়ে যদি খাদ্যে ভেজাল দেয়, ঔষধে ভেজাল দেয়, অর্থের জন্য অপকার্য্য করে, তাকে মানুষ বলা যাবে না। আচারবিহীন বক্তৃতার দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে না। মানুষের মধ্যে অসুরত্ব দূর হয়ে যদি মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তবেই সাধুসঙ্গের ও ধর্ম্মকথা শুনার উপকারিতা বুঝবো। আমরা অপরের দুঃখে দুঃখী হ'তে পেরেছি কি? যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েও, অত্যাচারিত হ'য়েও অত্যাচারী দুষ্ট ব্যক্তিগণের কল্যাণ কামনা করেছেন। God forgives them, they do not know what they are doing. যারা অত্যাচার করছে, তারাও মানুষ, যাঁরা অত্যাচার সহন করছেন তাঁরাও মানুষ। অত্যাচার-সহনকারী

মানুষই অপর মানুষের কল্যাণ বিধান করতে পারেন। এই দিক দিয়ে আজকের আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ সত্য।"

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি **শ্রীআশামুকুল পাল** ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বক্তব্য বিষয় 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে শ্রীমঠের আচার্য্যের নিকট সার কথা শুনলেন। বদান্য অর্থ 'দাতা', 'উদার'। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এই গুণ প্রভূতরূপে ছিল, তজ্জন্য তিনি মহাবদান্য। তিনি সকল জীবকে ভালবেসেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে পদব্রজে ভ্রমণ ক'রে জাতি-বর্ণ, উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য সংস্থাপন করেছিলেন। যে সময়ে মহাপ্রভু এসেছিলেন, সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মে অনাচার, অবিচার, অত্যাচার এত প্রবল ছিল যে হিন্দুগণ কাতারে কাতারে ধর্ম্মান্তরিত হচ্ছিল। মহাপ্রভু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। জগাই-মাধাই-উদ্ধারলীলা, চাঁদকাজি উদ্ধারলীলা তাহার নিদর্শনস্বরূপ। তিনি পুরুষোত্তমধামে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্য অভিমানকে চূর্ণ করে ভক্ত করেছিলেন, নিজের স্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণনাম বিতরণ ক'রে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেমবন্যায় ডুবিয়েছিলেন। তৃণ অপেক্ষা সুনীচ তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী-মানদ হ'য়ে কৃষ্ণকীর্ত্তন করতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা অনুসরণের দ্বারাই প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি সম্ভব।"

পূর্ত্তমন্ত্রী **শ্রীমতীশ রায়** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালে ভারতের চরম সংকট চলছিল। মহাপ্রভু উহার মূল্যায়ন করে বিশ্বের দরবারে ভারতের ঐতিহ্য উজ্জ্বল করেছেন। আমরা যাঁরা রাজনীতি করি, উহার মূল উদ্দেশ্য মানব-সভ্যতাকে উন্নতির চরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। মানুষ সুখ শান্তিতে থাকতে চায়। দেশে ভ্রষ্টাচার প্রবল হওয়ায় মানুষ শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি ভোগ করছে। ইহার প্রধান কারণ যাঁরা রাজনীতি করেন, অধিকাংশ দেশের স্বার্থের জন্য করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন, জীবন দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। অহিংসা ও প্রেমের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে জয় করতে হবে, স্বার্থপরতার দ্বারা নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্তে গিয়েছিলেন, কখনও হিংসার কাছে নতি স্বীকার করেন নাই, প্রেম দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। ভারতবাসী নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছে। আমাদের দেশে বৈদিক শিক্ষা-সংস্কৃতির যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার আছে, সে ঐতিহ্যকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। দেশের সংস্কৃতি যদি আমরা সঠিকভাবে জানতে না পারি, আমাদের জীবন সার্থক হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বুঝে নিজের জীবনে রূপায়িত করে প্রচার করতে হবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহারাজগণ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলছেন। সকলকেই উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে হবে।"

কলিকাতায় ফেডারেশন হল সোসাইটীতে (মিলন-মন্দিরে)
ধর্ম্ম-মহাসভা (Parliaments of Religion)

'ধর্ম্ম (Religion), ধর্ম্মীয় শাসন হইতে মুক্ত রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষাপ্রভৃতি (Secularism) এবং অসামরিক নাগরিক অধিকার (Civil Rights)'—বিষয়ে জাতীয় গবেষণা (National Seminar)

কলিকাতা—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসের অন্তর্গত ২৯৪-২-১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডস্থিত ফেডারেশন হল সোসাইটীর (মিলন মন্দিরের) সম্পাদক শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষে (Auditoriumএ) গত ২৬ ভাদ্র (১৪০০), ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৯৩)

রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-মহাসভার (Parliament of Religion-এর) বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির পদে (Chairman-পদে) বৃত হন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভায় বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণের সমাবেশ হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে স্বাগত অভিভাষণ প্রদান করেন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র ফেডারেশন হল সোসাইটীর সভাপতি (President) শ্রীকমল কুমার বসু। মাদার টেরেসা অসুস্থতা নিবন্ধন আসিতে না পারায় তাঁহার প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী সভায় পঠিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের, জৈনধর্ম্মের, খৃষ্টানধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের, ইস্‌লামধর্ম্মের, পার্সীধর্ম্মের, ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং সুফীধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে স্বামী শ্রীবিজয়ানন্দ মহারাজ, শ্রীমতী আর্য্যা রত্না শ্রীশশীপ্রভা মহারাজ, কলিকাতার বিসপ রেভারেণ্ড শ্রীডি-সি গোরাই, শ্রীএম্ সুধামা, মৌলানা হাকিম মহম্মদ জামান হুসৈনি, শ্রীমতী টিনা মেহতা, অধ্যাপক শ্রীদিলীপ বিশ্বাস এবং অধ্যাপক শ্রীহিরালাল চোপরা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ চেয়ারম্যানরূপে সভা পরিচালন করতঃ মিলন-মন্দিরের উদ্দেশ্যপুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি প্রথমে ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন এবং পরে উহার সারমর্ম্ম বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দেন। লিখিত বিবৃতির প্রতিলিপি বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের এবং ফেডারেশন সংস্থার সদস্যগণের নিকট বিতরিত হয়। তিনি **তাঁহার অভিভাষণে বলেন—**

" 'Seculiarism' এর অর্থ—'রাষ্ট্রনীতি, নৈতিকতা, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্ম্মীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিবার মতবাদ।' উপরি উক্ত মতবাদের প্রবক্তাগণ কিন্তু উহার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন—উহা ধর্ম্মনিরপেক্ষ, কোনও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নহে, আবার কোন ধর্ম্মের সহিত যুক্তও নহে, উহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম্মপালনে অধিকার আছে ; ধর্ম্মনিরপেক্ষতা অর্থে ধর্ম্মহীন, নীতিহীন নহে।

'Religion' ও 'ধর্ম্ম'—দুইটী সমার্থক নহে। 'Religion' অপেক্ষা 'ধর্ম্ম' শব্দ প্রয়োগ অধিক যুক্তিযুক্ত। 'ধৃ' ধাতু 'মন্' প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ধৃ' অর্থ ধারণ। ধর্ম্ম ব্যতীত কোনও বস্তুরই ধারণ হয় না। সাধারণ বিচারে ধর্ম্ম মুখ্যতঃ দশবিধ—'ব্রহ্মচর্য্য', 'সত্য', 'তপস্যা', 'দান', 'নিয়ম', 'ক্ষমা', 'শুচিতা', 'অহিংসা', 'অস্তেয়' এবং 'শান্তি'। কোনও স্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলিবেন না, ধর্ম্মের বিপরীত 'অধর্ম্মে'র দ্বারা সমাজ, দেশ ও জাতির ধারণ হইতে পারে। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক উপাসনা-পদ্ধতিকেই ধর্ম্ম বলে না। ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লাভ, যদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ নাগরিকত্ব-গুণ প্রকাশ পায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম 'কৃষ্ণপ্রেম' (Divine Love) প্রচার করিয়াছিলেন। অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেম। 'অহিংসা' অর্থ 'হিংসা না করা' —ব্যতিরেকভাবে কল্যাণকর ; প্রেম অর্থ প্রীতি-ভালবাসা—ইহা অন্বয়ভাবে কল্যাণকর ; অর্থাৎ কেবল অনিষ্ট হইতে নিবৃত্তি নহে, অধিকন্তু ইষ্ট সাধন। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত প্রীতি হয় না। পিতামাতা সম্বন্ধহেতু স্বাভাবিকভাবে সন্তানকে প্রীতি করে। প্রকৃত সদ্ধর্ম্ম জীবের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উক্ত সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান প্রদানে বলেন—প্রতিটী জীব স্বরূপতঃ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যংশ, তাঁহার নিত্য দাস। যেখানে শ্রীকৃষ্ণে যথার্থ প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যংশ কোন জীবকে হিংসা করিবার প্রবণতা সেখানে আসিতে পারে না। প্রেমাস্পদ ব্যক্তির প্রিয়জনও যেমন প্রীতির পাত্র হয়, তদ্রূপ ভগবানে প্রীতি হইলে তাঁহার শক্ত্যংশ সর্ব্ব জীবে প্রীতি হইবে। স্বরূপ-বিভ্রম—মিথ্যা দেহাত্মাভিমান হইতেই পৃথকত্ব দর্শন, পৃথক্ স্বার্থের উদ্ভব এবং তাহা হইতেই পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদের সংঘটন। স্বার্থের কেন্দ্র বহু হইলে সংঘাত হইবেই। যত স্বার্থের কেন্দ্র সঙ্কোচন করা যাইবে, তত সংঘাত কম হইতে থাকিবে। এইভাবে স্বার্থের কেন্দ্র ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রসারিত

করিতে করিতে পূর্ণ ভগবানে পর্য্যবসিত হইলে সংঘাতের মূল উৎপাটিত হইবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎপ্রেম লাভের সহজ এবং সুনিশ্চিত পথ প্রদর্শন করিলেন—'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন।' শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনে সকলেরই অধিকার। শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনরূপ পতাকার নীচে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইবে। অধুনা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত উদার প্রেমধর্ম্ম ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধামমায়াপুরে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির লোক সম্মিলিত হইয়া শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন করিতেছেন—বাস্তবক্ষেত্রে উক্ত প্রেমধর্ম্মের প্রয়োগের ইহাই জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন-স্বরূপ।

ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৯ পৃষ্ঠার পর]

অহোবল নৃসিংহ

'অহোবিলম্ মন্দির। দাক্ষিণাত্যে কর্ণূল-জেলায় সার্বেল-তালুকের অন্তর্গত। সমগ্রজেলায় এই নৃসিংহদেবের মন্দিরটিই বিখ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নয়টি বিষ্ণুবিগ্রহযুক্ত নয়টি মন্দির মিলিয়া নবনৃসিংহমন্দির নামে প্রসিদ্ধ। প্রধান মন্দিরটি ৬৪ স্তম্ভের উপরে নির্ম্মিত।'—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। 'অহোবল মন্দির শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের একটি মুখ্য পীঠ। এইরূপ কিংবদন্তী—এই স্থানেই হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল এবং এই স্থানেই শ্রীনৃসিংহদেব প্রকট হইয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এইস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।'—গৌঃ বৈঃ অঃ

'অহোবিলম্ মন্দিরটি তিন অংশে বিভক্ত। পাহাড়ের নিম্নদেশে যে মন্দির আছে তাহার নাম দিগুব (নিম্ন) অহোবিলম্। উহার চার মাইল ঊর্দ্ধে যেগুব (উচ্চ) অহোবিলম্ মন্দির। পাহাড়ের চূড়ায় একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। দিগুব অহোবিলম্ মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এই মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে ও মণ্ডপস্তম্ভে রামায়ণের অনেক দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। প্রতি বৎসর বসন্তকালে এখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।'—বিশ্বকোষ।

সিদ্ধবট

'নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি॥'

—চৈঃ চঃ ম ৯।১৭

"কুডাপানগরের দশ মাইল পূর্ব্বে সিধৌট নামে এবং পূর্ব্বে কোন সময় 'দক্ষিণ কাশীনামে'ও প্রসিদ্ধ ছিল। 'আশ্রম-বটবৃক্ষ' হইতে সিদ্ধবট নামের উৎপত্তি।"—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী।

'সিদ্ধবট মাদ্রাজ হইতে ১৫৬ মাইল দূরে। এই স্থানে সীতাপতি কোদণ্ড রামস্বামীর মন্দির, অক্ষয়বট ও বটেশ্বর শিব আছেন।'—গৌঃ বৈঃ অভিধান।

শ্রীশৈলের দক্ষিণপাদস্থ পুণ্যস্থল।—বিশ্বকোষ।

স্কন্দক্ষেত্র*

দেব সেনাপতি কার্ত্তিক, মহাদেবের পুত্র। কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক লালিত পালিত, এইজন্য নাম

* 'স্কন্দঃ—(১) বিশাখাপত্তনমের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিশাখ স্বামী বা কার্ত্তিকেয়। বিশাখাপটনম্ রেলষ্টেশন হইতে ঐ স্থানে যাইতে হয়। মন্দির সাগরে নিমগ্ন।

(২) মাদ্রাজের চিঙ্গেলপুট জেলার চেয়ুরনগরে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকের মন্দির আছে। ইহাকেও কেহ কেহ স্কন্দক্ষেত্র বলে।

(৩) আর্কট জেলায় তিরুত্তানি-নামক পার্ব্বত্য গ্রামের পর্ব্বতোপরি সুব্রহ্মণ্যস্বামীর (কার্ত্তিকের) দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আছে।'—গৌঃ বৈঃ অভিধান।

কাত্তিকেয়। স্থানটি হায়দ্রাবাদের মধ্যে। বর্ত্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ। 'তীর্থস্থানটি কুমার-ধারা নদীর তটে অবস্থিত। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের উপরে কুমারস্বামী বা কাত্তিক স্বামীর মন্দির।'—গৌঃ বৈঃ অঃ

ত্রিমঠ

অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থান। ভগবান্ শ্রীবামনদেবের মূর্তি বিরাজিত আছেন।

[কেহ কেহ কাঞ্চিপুরকে ত্রিমঠ বলেন। কারণ এইস্থানে বৈষ্ণবদিগের বরদরাজ বিষ্ণুমন্দির, শৈব-দিগের একাম্রনাথের মন্দির এবং বৌদ্ধদিগের বৌদ্ধ-বিহার আছে। রেলষ্টেশন কঞ্জিভেরাম্।—গৌঃ বৈঃ অঃ]

বৃদ্ধকাশী

বর্ত্তমান নাম 'বৃদ্ধাচলম্'—'দক্ষিণ আর্কটজেলায় ভেলার-নদীর অন্যতম উপনদী 'মণিমুখে'র তটে অবস্থিত! পূর্ব্বে ইহার 'বৃদ্ধকাশী' নাম ছিল (দক্ষিণ-আর্কট ম্যানুয়েল)। কেহ কেহ 'কালহস্তিপুর'কে বৃদ্ধকাশী বলেন। রামানুজের মাতৃস্বসার পুত্র গোবিন্দ এই শিবের অনেকদিন সেবা করেন।'—শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী।

'প্রবাদ—এই পর্ব্বতটি পৃথিবীর আদি পর্ব্বত বলিয়া উহাকে বৃদ্ধগিরি বা বৃদ্ধাচল বলে। সাদার্ন রেলের ত্রিচিনোপল্লি লাইনে বৃদ্ধাচলম্'—গৌঃ বৈঃ অভিধান।

পানানৃসিংহ (পানাকল্ নরসিংহ)

'কৃষ্ণাজিলায় বেজওয়াদা-সহরের ৭ মাইল দূরে 'মঙ্গলগিরির' মধ্যে অবস্থিত ও ৬০০ সোপান অতি-ক্রম করিবার পর প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ, এই নৃসিংহদেবকে সরবৎ ভোগ দিলে ইনি সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না। এই মন্দিরে তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা 'কৃষ্ণের ব্যবহৃত বলিয়া কথিত একটি শঙ্খ দান করেন। মার্চ্চমাসে এইস্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়।'—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে, গুণ্টুর জেলার অন্তর্গত মঙ্গলগিরি ষ্টেশন এবং ৪৪৮ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়।

শিব কাঞ্চী

কাঞ্চিভিরাম—দক্ষিণ-কাশী নামে পরিচিত। এখানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছেন। তন্মধ্যে 'একাম্বর কৈলাশনাথের মন্দিরটী' অতি প্রাচীন।—শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়েরই পদাঙ্কপূত স্থান। 'এস্থানে কামাক্ষীদেবী আছেন। প্রবাদ—একদা পার্ব্বতীদেবী কৌতুকবশতঃ মহা-দেবের চক্ষু আবৃত করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারাবৃত হয়; তজ্জন্য মহাদেবের আদেশে দেবী শিবকাঞ্চীতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে তপস্যা করিতেছেন। দর্শনীয় স্থান-সমূহ—সর্ব্বতীর্থ সরোবর, একাম্রেশ্বর, কামাক্ষীদেবী, বামন মন্দির ও সুব্রহ্মণ্য মন্দির।

তাঞ্জোরে শিবগঙ্গা সরোবর বা স্থানীয় বৃহৎ বৃহদীশ্বর শিব মন্দিরেও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন।—চৈঃ চঃ ম ৯।৭৮। গয়া-ধামে শিবগয়াতেও মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। (চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৭৫)'—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopædia Britannica) ৬ষ্ঠ খণ্ডে একাম্বরনাথ হিন্দু মন্দিরের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রের নিম্নে লিখিত আছে—'Ekambarnatha Hindu Temple dating from the Vijaynagar period c. 1500 at Kanchipuram, Tamil Nadu, India.'

'Throughout its history, Kanchipuram remained an important pilgrimage centre. In its early years it was a Jaina and Budhist centre of learning and the great Hindn Philosopher Ramanuja (traditionally dated 1017-1137) was educated there. Now considered one of the seven great Hindu cities in India, it contains 108 Saiva and 18 Vaisnava Temples. Also a modern centre of learning, it has serveral

Colleges affiliated with the University of Madras.'—'Encyclopædia Britannica'

বিষ্ণুকাঞ্চী

কঞ্চিভিরাম্ হইতে ৫ মাইল দূরে ; এখানে বরদরাজ বিষ্ণুবিগ্রহ ও অনন্ত সরোবর আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়েরই পদাঙ্কপূত স্থান। 'বৈশাখমাসে কৃষ্ণা চতুর্থীতে শ্রী-বরদরাজের ভোগমূর্ত্তি রথে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন। সাদার্ন রেলওয়ে লাইনে মাদ্রাজ হইতে চিঙ্গেলপুট—তথা হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে কাঞ্চি-ভেরম্ ষ্টেশন।'—গৌঃ বৈঃ অঃ

ত্রিকালহস্তী

তিরুপতি হইতে ২১ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত ; 'শ্রীকালহস্তী' বা প্রচলিত ভাষায় কালহস্তী নামেও কথিত। বায়ু-লিঙ্গ-শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।—শ্রীল প্রভুপাদ।

'এস্থানে চতুষ্কোণাকৃতি বায়ুরূপী মহাদেব বিরাজমান। কোন দিক দিয়া বাতাস প্রবেশের পথ না থাকিলেও শিবের মস্তকোপরি যে দীপালোক জ্বলিতেছে, তাহা সর্ব্বদাই ঈষৎ দোদুল্যমান, অন্য কোন দীপই সেরূপ আন্দোলিত হয় না। এ্ স্, এস্, এম্ রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম কালহস্তী।'—গৌঃ বৈঃ অঃ।

পক্ষিতীর্থ

তিরুকাড়িকুণ্ড্রম্—চিংলিপট হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সমতল হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ গিরি-মালার উপর একটি শিব-মন্দির। ঐ গিরির নাম বেদগিরি বা বেদাচলম্ এবং মূর্ত্তির নাম বেদ-গিরীশ্বর। প্রত্যহ দুইটী বাজপক্ষী আসিয়া সেবায়েত পূজারীর নিকট আহার প্রাপ্ত হয় ; প্রবাদ—আবহ-মানকাল হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে।—শ্রীল প্রভুপাদ।

'The Sacred Kite Hill নামে পরিচিত, মাদ্রাজ হইতে ৩৫ মাইল। নগরের মধ্যস্থানে বৃহৎ শিব মন্দির ও একস্থানে শঙ্খতীর্থ নামে বৃহৎ সরোবর আছে। বেদাবন পর্ব্বতে গিরিশীর্ষে বেদগিরীশ্বর শিব, পার্ব্বতী ও পক্ষিতীর্থ। পাথরের সিঁড়ি দিয়া পর্ব্বতে উঠিতে হয়। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ৮।৯ মাইল দূরবর্ত্তী বঙ্গোপসাগর ও মহাবলীপুরের Light House দেখা যায়। উহা ৫০০ ফিট্ উচ্চে।

তথায় পর্ব্বতগাত্রে লিখিত আছে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী জনৈক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী এই তীর্থে আসিয়া পক্ষিদ্বয়ের ভোজন দেখিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুইটী বাজপক্ষী বারাণসী ধাম হইতে আসিয়া পক্ষি-তীর্থে স্নান ও এস্থানে সেবায়েতের নিকট আহার প্রাপ্ত হইয়া তিনবার দেবালয় প্রদক্ষিণ করতঃ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করে এবং তথা হইতে আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশীতে আসে বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহারা পক্ষিরূপী হর-পার্ব্বতী। বেদগিরীশ্বর শিবের মন্দি-রের নিকটেই শাকামন্নাদেবীর মন্দির আছে।'—গৌঃ বৈঃ অঃ।

পর্ব্বতোপরি অনেক বানর আছে, অনেক সময় একাকী যাওয়া নিরাপদ হয় না।

বৃদ্ধকোল

'শ্রীবরাহ বিগ্রহের মন্দির ; উহা একটিমাত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত, মহাবলীপুরম্ বা সপ্ত মন্দিরের অন্তর্গত বলিপীঠম্ হইতে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বরাহরূপী বিষ্ণুবিগ্রহের উপরে শেষ-নাগ ছত্র ধারণ করিয়া আছেন।'—শ্রীল প্রভুপাদ

'চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন হইতে মহাবলীপুরম্ প্রায় ২০ মাইল। (২) সাদার্ন রেলের চিদাম্বর ষ্টেশন হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে আরও একটি বৃদ্ধকোল আছে, উহা মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কট জেলায় শ্রীমুষ্ণম্ নামক স্থান। এখানে ভূবরাহদেবের মন্দির। এস্থানে পূর্ব্বে শ্বেতবরাহ মূর্ত্তি ছিলেন, এক্ষণে কিন্তু কৃষ্ণবরাহ মূর্ত্তি বিদ্যমান। [এই স্থানটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত নহে]'—গৌঃ বৈঃ অঃ

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯৬ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণকে মানুষ, শ্রীগৌরাঙ্গকে মানুষ এইপ্রকার দর্শন দুর্ভাগ্যের পরিচয়। আমি জেনে নিব, বুঝে নিব এপ্রকার অহমিকতার দ্বারা দর্শন কর্‌তে গিয়ে আমরা বঞ্চিত হই। প্রপন্ন ব্যক্তিই ভগবৎকৃপায় ভগবত্তত্ত্বানুভব কর্‌তে সমর্থ হন। ভগবান্ যখন কৃপা করেন, তখন নিজ তত্ত্ব শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে, অন্তর্য্যামিরূপে জানিয়ে দেন। দৈববশতঃ শিক্ষকের আসনে বস্‌তে হওয়ায় শিষ্যকে তার মঙ্গলের জন্য বল্‌তে হচ্ছে। ধর্ম্মপ্রচারকের পোষাক গ্রহণ করায় শিষ্যের পক্ষে গুরুপূজা কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে গিয়ে বাধ্য হয়েই অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূজা নিতে হচ্ছে।

স্নেহশীল ব্যক্তিগণ জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ করেন। আমার জন্মদিনে আমার প্রতি স্নেহশীল ব্যক্তিগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার চিত্ত যেন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে রতিবিশিষ্ট হয়। যদি আমার চিত্ত ভগবানে লগ্ন না হয়, তা' হ'লে আপনাদের বদনাম হবে। লোকে বল্‌বে আপনাদের আশীর্ব্বাদের কোনও মূল্য নাই। আমার প্রতি স্নেহশীল ব্যক্তিগণ যে সকল কথা লিখেছেন ও পাঠ করেছেন তা' সবই আশীর্ব্বাদসূচক। আমার সতীর্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত। আমি আশা করি, তাঁর স্নেহ ব্যর্থ হবে না। অন্ততঃপক্ষে তাঁর মহিমা সংরক্ষণের জন্যও তাঁর আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বোলপুরে ও শিলিগুড়িতে শ্রীল গুরুদেব

বোলপুর (বীরভূম) ঃ (ইং ১৯৭৬)—বীরভূম জেলার বোলপুরনিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব বোলপুরে রেলময়দানে ২১ ফাল্গুন (১৩৮২), ৫ মার্চ্চ (১৯৭৬) শুক্রবার হইতে ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যোগদান করতঃ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী অধ্যাপক বিশ্বভারতী, ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক বিশ্বভারতী, ডাক্তার চপল কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার গণেশ চন্দ্র সরকার, শ্রীব্রজবল্লভ দে, শ্রীকাশীনাথ দে, শ্রীকুমুদ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থত্রয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ শনিবার বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুবোধ চন্দ্র সাহা ও শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছিলেন।

১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালেও বোলপুরে রেলময়দানে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল বোলপুরবাসী নাগরিকগণের পক্ষ হইতে। উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ গুরুদেবের সতীর্থগণ ১৯৭৮ সালের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর ১৬শ বর্ষের শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্দনায় শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ অবদান-বিষয়ে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন ঃ—

"শ্রীচৈতন্যদেব পরম প্রেমস্বরূপ এবং উদারতার চরম আদর্শস্বরূপ লীলা প্রকট করিয়া আমার ন্যায় দুর্ব্বৃত্তকেও তাঁহার শ্রীচরণের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অসীম কৃপা ও স্নেহসত্ত্বেও আমার চিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার অসমোর্দ্ধ প্রেমামৃত আস্বাদনে প্রমত্ত হইতেছে না, জগতের কুৎসিত বিষয়রসেই প্রধাবিত হইতে চাহে। হে শ্রীচৈতন্যবাণি! আপনার অসমোর্দ্ধা অহৈতুকী দয়াবলে আমার এই পাষাণ-হৃদয়কে ইতর বিষয়রস হইতে আকর্ষণ করতঃ আপনার নিকটে আবদ্ধ রাখিয়া জগতে আপনার অসমোর্দ্ধা দয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

স্বল্পকাল মধ্যে আপনার অহৈতুকী কৃপাবলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্নপ্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাবলম্বী, নীতি ও দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিদিগকেও আপনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বিশ্বে স্বরূপবিস্মৃত জড়সর্ব্বস্ববাদী মনুষ্যগণ ভয়সঙ্কুলচিত্তে অবস্থান করিতেছে। রজস্তমোগুণতাড়িত ব্যক্তিগণের দৌরাত্ম্য এখনও নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে বিস্তার লাভ করিতেছে। শাসকবর্গ এবং শাসিতগণের মধ্যে কলির প্রভাব প্রবলভাবে দৃষ্ট হইতেছে। অধ্যাপক ও অধ্যাপিতগণও এই দুর্দ্দৈব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। অর্থলোলুপ ব্যবসায়িগণ অপরের স্বাস্থ্য হানিকারক—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নাশক ভেজাল খাদ্য ও ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবার অতিঘৃণ্য ইতর প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না। ধর্ম্মের নামেও কাপট্যের তাণ্ডবনৃত্য এবং লোকবঞ্চনা পরম পবিত্র দেববন্দ্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেও প্রবলভাবে চলিতেছে। এমত দুরবস্থায় সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্যবাণীর আশ্রয় ব্যতীত কাহার আশ্রয়ে নিশ্চিতসুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন? অতএব হে শ্রীচৈতন্যবাণি! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তার করতঃ জগদ্বাসীকে প্রেমামৃত রসাস্বাদনের নিমিত্ত সৌভাগ্য প্রদান করুন এবং জগতের প্রাণিগণকে পরস্পর কাম, ক্রোধ, লোভ এবং হিংসাদ্বেষাদি পরিত্যাগ করতঃ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইবার সুযোগ প্রদান করুন। জগদ্বাসীর অত্যন্ত দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং উহা দূরীকরণের আর অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে আপনারই শরণাপন্ন হইতেছি। আপনি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক প্রেমময় শ্রীচৈতন্যচরণে আকর্ষণ করতঃ আপনার অসমোর্দ্ধা মহিমা স্থাপন করুন। আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর পরমার্থপ্রদ জীবন যেন আমরা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট না করিয়া ভগবৎপ্রেমানুকূল জীবনযাপনের জন্যই সতর্ক থাকি। শ্রীভগবৎপ্রদত্ত শরীর, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি আদি যেন আমরা তাঁহার সেবায়ই নিয়োজিত রাখি। সাধকগণ সর্ব্বদাই সতর্ক ব্যবসায়ীর ন্যায় যেন হিসাব-নিকাশ করিয়া চলেন। বিগত বর্ষে সাধনপথে আমরা কে কতটা অগ্রসর হইয়াছি, ইহা নিজে নিজে পরীক্ষা করতঃ নিজেদের সাধনের ত্রুটী-বিচ্যুতিগুলি অর্থাৎ লোকসানগুলি হইতে যেন আমরা বিশেষ সাবধান হই, উহা যেন পুনঃ পুনঃ করিয়া দেউলিয়া বা পতিত স্খলিত বা পথভ্রষ্ট না হইয়া পড়ি। পূর্ব্বার্জিত কর্ম্মের সংস্কারবশতঃ কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা যেন আমাদের চিত্তে কখনই আশ্রয় লাভ না করে। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত অন্য আকাঙ্ক্ষা যেন ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপেও আমাদের চিত্তে স্থান না পায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী। শ্রীকৃষ্ণেতর বিষয়-বাঞ্ছাই অনর্থ। উহা স্বরূপভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক জীবের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরাপ্রকৃতির অংশ এবং দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই তাঁহার অপরা প্রকৃতির অংশ। এমতাবস্থায় জীবমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতির অংশ হওয়ায় তাঁহারই সম্পত্তি। সুতরাং আমরা তদীয়। তত্ত্বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্। তাঁহার সহিতই আমাদের জীবনে মরণে সর্ব্বক্ষণ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জাগতিক কুটুম্ব বা প্রাণিগণের সহিতও ভগবৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেই সেই সম্বন্ধ পরস্পরের সুখাবহ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে পবিত্র প্রীতি বর্দ্ধন করে। তদ্দ্বারা পরস্পরেরই ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যবাণী বিশ্বের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষাদি বর্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বত্র শ্রীভগবৎপ্রেমের বার্তা বিস্তার করিতেছেন ; আত্ম-অসৎইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক চেষ্টা বর্জ্জন করতঃ সর্ব্বাকর্ষণ ও সর্ব্বানন্দ-বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-কেন্দ্রিক চেষ্টা করাই তাঁহার নিখিল উপদেশের সারমর্ম্ম। প্রেমই সুখাবহ ; কাম পরস্পরের উদ্বেগ, ভয়, দুঃখ ও শোক আনয়ন করিয়া থাকে, তাই শ্রীচৈতন্যবাণী মনুষ্যের অসৎসঙ্গজনিত দুঃখময় কামপ্রচেষ্টা হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত শ্রীভগবৎপ্রেমময় সাধুসঙ্গ গ্রহণের উপদেশ করিয়া থাকেন। অসৎসঙ্গজনিত দোষ সাধুসঙ্গই হরণ করিতে সমর্থ।"

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ঃ—পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত শিলিগুড়ি সহরের শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনসেবা সমিতির আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে নিউজলপাইগুড়ি রেলষ্টেশনে ১০ মাঘ (১৩৮২), ২৪ জানুয়ারী (১৯৭৬) শনিবার প্রাতে শুভপদার্পণ করিলে এড্ভোকেট শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মণ্ডল এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে শ্রীল গুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। স্থানীয় গান্ধীময়দানে বিশাল সভামণ্ডপে ২৪ জানুয়ারী হইতে ৩০ জানুয়ারী পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসিতাংশু ভূষণ দাস ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীতরণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৫ ও ২৬ জানুয়ারীর অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী। ফণীবাবুর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে প্রাতঃকালীন সভার অধিবেশন হয়। ৩০ জানুয়ারী শুক্রবার বাবুপাড়া সভামণ্ডপ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে গান্ধীময়দানে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

'জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং গোশালা'র জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীবিশ্বনাথ গোয়েলের আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ সমভিব্যাহারে পরিদর্শনের জন্য গিয়াছিলেন।

শিলিগুড়িতে প্রচারে যোগ দিয়াছিলেন শ্রীমদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীনবীনমদন দাস ব্রহ্মচারী।

উত্তরভারতে বিভিন্ন স্থানে শ্রীল গুরুদেবের শুভপদার্পণ ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার (১৯৭৬)

১৮ চৈত্র (১৩৮২), ১ এপ্রিল (১৯৭৬) বৃহস্পতিবার হইতে ১৯ বৈশাখ, ২ মে রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেব প্রচারপার্টিসহ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া দিল্লী, নিউদিল্লী-শঙ্করপুর, চণ্ডীগড়, জলন্ধর, হোশিয়ারপুর, অমৃতসর পুনঃ চণ্ডীগড়ে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। দিল্লী মডেল টাউনে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রহলাদরায় গোয়েল। চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন হরিয়াণা রাজ্য সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীচিরঞ্জী লালজী, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীএম্-আর শর্ম্মা, ব্যারিস্টার শ্রীশম্ভু-লাল পুরী, পণ্ডিত শ্রীমোহন লালজী, শ্রীজগজীৎ সিংজী, অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীরঘুনাথ সফায়া, পাঞ্জাব ও হরি-য়াণা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীহরবংশলালজী, মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীরামলাল আগরওয়াল।

উত্তরভারতে প্রচারে গুরুদেব সমভিব্যাহারে ছিলেন শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ দাস বনচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্তামণি দাস ও শ্রীভাগবতপ্রপন্ন দাস।

পুরুষোত্তমধামে দামোদরব্রত উদ্‌যাপনকালে শ্রীল গুরুদেব

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় ১৭ আশ্বিন (১৩৮৩), ৪ অক্টোবর (১৯৭৬) সোমবার হইতে ১৬ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর মঙ্গলবার উত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীদামোদরব্রত পালিত হয়। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অপরপার্শ্বের সম্মুখস্থ শেঠ তুলারাম সুজনমল বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় শ্রীল গুরুদেব, মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তগণ সকলেই অবস্থান করেন। ব্রতপালনকারী ভক্তগণ সংখ্যায় ছিলেন প্রায় পৌনে তিনশত। শ্রীল গুরুদেব সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার প্রথম দিন ১৮ আশ্বিন ভক্তবৃন্দসহ নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীতে যাইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। ২২ আশ্বিন হইতে ২৮ আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে পুরুষোত্তমধামে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করা হয়। ১ কার্ত্তিক, ১৮ অক্টোবর শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে ভক্তগণ দুইটী রিজার্ভ বাসে সাক্ষীগোপাল ও শ্রীভুবনেশ্বর মন্দির দর্শনে গিয়াছিলেন। পুরীধামে বড়দাণ্ডস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর বুধবার হইতে ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সন্নিকটে ও শ্রীগোপবন্ধু প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সভামণ্ডপে এবং তৎপরে বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ বিসোয়াল, ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ রথ, বাঙ্কি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং পুরীর জেলাধীশ শ্রীঅমূল্যরতন নন্দ যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা ও শ্রীনারায়ণ মিশ্র, এড্‌ভোকেট। ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থত্রয় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা ও অধ্যাপক শ্রীজগদীশ পণ্ডা।

সেই সময়ে ওড়িষ্যাতে খরাতে গুরুতর শষ্যহানির আশঙ্কা হওয়ায় অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া শ্রীল গুরুদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইতে থাকিলে তিনি সান্ত্বনা প্রদানমুখে বলেন—'করুণাময় শ্রীজগন্নাথদেব যখন যেরূপ বিধান করেন, তাহা হিতকর বুঝিতে পারিলে ক্ষোভের কারণ থাকে না। আমাদের প্রকৃত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকায় বর্ত্তমানে যাহা সংঘটিত হইতেছে, তাহার সামঞ্জস্যবিধানে অসমর্থ হইয়া আমরা দুঃখী হই।' খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার পরদিনই শ্রীল গুরুদেব ভক্তবৃন্দসহ শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমা করিতে থাকিলে বর্ষণ আরম্ভ হয়। বহুদিন বাদে বর্ষণ হওয়ায় সকলের মধ্যেই উল্লাস পরিলক্ষিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..................
Vill..................
P. O..................
Dist..................
Pin..................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৪২২৩০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০০
৩৩শ বর্ষ } ৩ নারায়ণ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, শুক্রবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১ ; ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

*　　*　　*　　*

শ্রীমান্ * * অতি সুবৃহৎভাবে ভবিষ্যতে কার্য্য করিবেন এবং করিতেও পারেন ; কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।"

এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে। এমন কি, শ্রীমান্ * * —যিনি বহু বৎসর আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ মায়ার টানে চলিয়া গেলেন। তিনি কতই না 'কল্যাণকল্পতরু' গান করিয়াছেন ; কিন্তু সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল ! আমি মূঢ় অনাচার, তাই আমার সঙ্গফলে তাঁহার এই অধঃপতন। তাঁহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না ! তিনি পুনরায় সৎকর্ম্মের আবাহন করিলেন ! "গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার-জ্বালা। অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম-মরণ-মালা ॥"—গান করিয়াও হৃদয়-আলালনাথে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব হইতেই prearranged করিয়া ডুবিলেন। আলালনাথের সেবার পরিবর্ত্তে তিনি সংসারকূপে আবদ্ধ হইলেন ! সুতরাং আমাদের সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে।

একটি সাময়িক পত্রের আয়োজন করিতে গিয়া আমরা এখন কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি ! কার্য্যের কারক অন্যত্র নিযুক্ত হইলেও কেউ না কেউ ভাল-ভাবে না পারিলেও মন্দভাবে কার্য্যটি সমাধা করিতে

পারিবে,—যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এখন প্রাকৃত সহজিয়াগণের মল্লভূমি বা আক্রীড় হইয়া পড়িয়াছে !

সাময়িক পত্রের নাম লইয়া কু—এর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ হইয়াছিল। তিনি 'নদীয়াপ্রকাশ', 'হারমনিষ্ট' প্রভৃতি নাম পছন্দ করেন না। তিনি আবার কতকগুলি সাধারণ নামের প্রস্তাব করিয়াছেন। কাগজখানি যখন আমাদের কৃষ্ণের হইবে, তখন গৌড়ীয় সঙ্ঘ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে গৌড়ীয় সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জানিলে বহির্ম্মুখ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইবে। তজ্জন্য "The Message" নাম আমি প্রস্তাব করিয়াছি। কু—বলেন, "Gaudiya Messenger" নাম দেওয়া যা'ক্। কিন্তু আমার মতে, হয় "The Gaudiya", কিংবা "The Messenger" নাম alternative Suggestion. তিনি এখনই বুক দিতে চান। আমি সেইপ্রকার বুক দিয়া clumsy করিবার পক্ষপাতী নহি। তবে নামের বুক কেবল অক্ষরাত্মক হইতে পারে। "The Gaudiya" অক্ষরাত্মক বুক হইলেই ভাল হয় অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় 'গৌড়ীয়', ইংরাজী ভাষায় 'The Gaudiya' হইতে পারে।

* * * *

গতকল্য বি—এর টেলিগ্রাম বিশেষ promising নহে মনে হইল। * * যাহা হউক, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম। এখন কৃষ্ণের ইচ্ছা, তিনি যাঁহাকে যখন যেরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই স্বীকার্য্য। লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ 'উলুইচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই। শ্রীমান্ * * যদি অভিমন্যুর অনুগমনে অভিযান করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব। কুণ্ডতীরে রাস, কুণ্ডতীরে বাস প্রভৃতি ভাল না লাগায় অরিষ্ট-ভীতিপ্রভাবে আরিট্ গ্রামে যাইবার পূর্ব্বেই সে গৃহব্রতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন জ্ঞান করিল ! * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :—
৪১ নং থিয়েটার রোড, কলিকাতা
১১ই ভাদ্র, ১৩৪১ ; ২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

বদ্ধজীবের স্বভাবে যেরূপ জাগরণ ও নিদ্রা ভাবদ্বয় আছে, তদ্রূপ জীবের স্বভাবে বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয় আছে। ভোগী ও ত্যাগী—উভয়ই বদ্ধ। ভক্ত—নিত্যকৃষ্ণসেবাপর। কেবল সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি—এই দ্বিবিধ ভূমিকায় তাঁহার সেবা সংঘটিত হয়। ভগবদ্‌বিস্মৃত হওয়ার ধর্ম্মও তাহাতে নিত্যকাল বর্ত্তমান। ভগবৎসেবা-শৈথিল্যই তাহাকে হরিসেবা ব্যতীত ভোগ্য ইতর বস্তুর—জগতের বা বিশ্বের প্রভু হইবার প্ররোচনা করায়। সুতরাং সাবধান থাকিলে ইহ ও পরজগতে কৃষ্ণসেবোন্মুখতার ব্যাঘাত নাই। সেবার হানি ও বৃদ্ধিরূপ জীবের ভোগ ও তদ্বিপরীত সেবা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে নিত্যকাল আছে। খৃষ্টানদের ধর্ম্মের ন্যায় কালের অধীনে ঐ ধর্ম্মদ্বয় উদিত হয় নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

দ্বিতীয়ানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০১ পৃষ্ঠার পর]

জীবতো জড়তো বাপি ভগবান্ সর্ব্বদা পৃথক্।
ন তৌ ভগবতো ভিন্নৌ রহস্যমিদমেব হি ।।৫।।

জীব ও জড়কে ভগবান্ আপনা হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি জীব ও জড়জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়, ইহাই একটী পরম রহস্য। ভগবান্ স্ব-স্বরূপে জীব ও জড়জগৎ হইতে নিত্য পৃথক্। শক্তিস্বরূপে জীব ও জড়জগতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র-প্রকটন ও বিচার করিয়া এই রহস্য বুঝিতে না পারায় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত নারদ আসিয়া যাহা তিনি ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদ্রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। 'জ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে যে, আমি এক পরমতত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ছিলাম। সৎ ও অসৎ এবং তদুভয়ের অতীত যে ব্রহ্ম, তাঁহার তখন প্রকাশ-অবসর ছিল না। যখন সৃষ্টি হইল, তখন আমি শক্তিরূপে পরিণত হইলাম এবং যখন আর কিছু না থাকিবে, তখন পূর্ণৈশ্বর্য্য-ভগবৎস্বরূপ আমিই একমাত্র অবশেষ থাকিব। ইহাই ভগবজ্‌জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার পরিকর। 'বিজ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে। আমি পরমার্থ, আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি, আমার স্বরূপে যাহার নিজ প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার শক্তিতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এখানে 'মায়া' শব্দে পরাশক্তিরূপ যোগমায়াকে বুঝায়। অতএব শক্তি আমা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। অপৃথক্‌রূপে অপরিচিতা, পৃথক্‌রূপে পরিচিতা। পৃথক্‌রূপে পরিচয়ের দুইটী স্থল অর্থাৎ আভাস ও তমঃ। 'আভাস' অর্থে অণু ও 'তমঃ' অর্থে জড় অণুস্বরূপে জৈবজগৎ ও জড়স্বরূপে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আমার পরিচিত শক্তিগত। এই শক্তির সহিত ভগবান্‌কে জানার নাম বিজ্ঞান। রহস্যই তৃতীয় তত্ত্ব। জড়জগতে প্রধান, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূত-সকল পরিচিত ক্ষিত্যাদিভূতে যেরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে পৃথক্ থাকে, সেইরূপ চিৎ-সূর্য্যস্বরূপ আমি ভগবান্ জীবচৈতন্যনিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও নিত্য পৃথক্ আছি। জীবগণ যখন নত অর্থাৎ আমাতে ভক্তিমান হয়, তখন আমি তাহাদের নিত্য সহচর, ইহাই তদ্রহস্য। তদঙ্গ এই যে, জীব সংসার-যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া সাধুর পদে আত্মজিজ্ঞাসা করেন এবং গুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেকবিচার পূর্ব্বক নিত্য সত্য যে আমি, আমাকে লাভ করেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ।। ৬ ।।

জড়জালগতা জীবা জড়াসক্তিং বিহায় চ।
স্বকীয় বৃত্তিমালোচ্য শনৈর্কেলভতে পরম্ ।।৭।।

জীবসকল নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্তরূপে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ নিত্য কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যে সকল জীব মায়ার জড়জালে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জড় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় চিদ্‌বৃত্তি আলোচনা করিতে করিতে পরতত্ত্বকে লাভ করেন। জীবের স্বকীয় বৃত্তি—ভগবদানুগত্য। আনুকূল্য-ভাবের সহিত চিদ্বিষয়ে যত আলোচনা করিবেন, ততই জড়বিষয়ের আসক্তি খর্ব্ব হইবে। চিদনুশীলন পূর্ণ হইলে জড়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হয় এবং জীব-তত্ত্বের পরতত্ত্ব যে চিদধীশ ভগবান্, তাঁহার চরণ লাভ করেন। চিদনুশীলন করিতে করিতে চিদাস্বাদন উদিত হয়। যে পর্য্যন্ত জীবের জড়াসক্তি, সে পর্য্যন্ত জীবগণ চিদ্বিষয়ের অনুভব হইতে পরাঙ্মুখ থাকেন ।। ৭ ।।

চিন্তাতীতমিদং তত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপকম্।
চৈতন্যচরণাস্বাদাচ্ছুদ্ধজীবে প্রতীয়তে ।।৮।।

এই দ্বৈতাদ্বৈত-স্বরূপতত্ত্ব মানবচিন্তার অতীত; কেন না যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থিতি জড়জগতে অপরিলক্ষিত হওয়ায় জড়বদ্ধ জীবের জড়-বিষয়-জ্ঞানে ইহার প্রতীতি হয় না। ভগবত্তত্ত্বে অসংখ্য বিরুদ্ধগুণসকল অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সুন্দররূপে নিয়মিত আছে। নির্ব্বিকার পুরুষ ইচ্ছাময়, মধ্যমাকার-

স্বরূপ হইয়াও অণু হইতে অণু ও বৃহৎ হইতে বৃহৎ, নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তবৎসল, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, ব্রহ্ম হইয়াও গোপসহচর কৃষ্ণ, জ্ঞানপূর্ণ হইয়াও প্রেমময় ইত্যাদি প্রকারে ভগবান সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। জড় বস্তুতে এরূপ উদাহরণ নাই। জড়বদ্ধ মানবের বুদ্ধি জড়াশ্রিত। জড়ের অতীত বস্তুকে স্পর্শ করিতে অযোগ্য। এইজন্যই অচিন্ত্য বস্তু তাহাতে প্রতীত হয় না। এতন্নিবন্ধন মানবের বদ্ধাবস্থায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের স্পষ্ট উপলব্ধির অভাব। তবে কি কোন অবস্থায় বদ্ধ-জীব এই তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না? উত্তর এই যে, যাঁহারা চৈতন্যচরণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিদুপলব্ধি ক্রমেই শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হইতে হইতে যখন তাঁহাদের শুদ্ধ জীবস্বরূপের উদয় হয়, তখনই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের প্রতীতি স্পষ্ট হয়। 'চৈতন্যচরণাস্বাদ' এই শব্দদ্বারা যে দুইপ্রকার অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থদ্বয় বস্তুতঃ এক। শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর চরণসেবা দ্বারা যে সুখাস্বাদন হয়, তাহা একপ্রকার অর্থ। পরম চৈতন্যতত্ত্বের আনুগত্য—দ্বিতীয়ার্থ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও পরমচৈতন্য যখন পরস্পর অভেদ, তখন দুই অর্থেই এক অর্থ হইল। সদনুশীলনসময়ে এই গ্রন্থে যত যত আচার্য্যের মত বিচার করা গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই বদ্ধ অণু-চৈতন্য। তাঁহাদের মত নিরসন পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্য শিক্ষিত পরমতত্ত্ব এই অনুভবে আলোচিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

চিদেব পরমং তত্ত্বং চিদেব পরমেশ্বরঃ।
চিৎকণো জীব এবাসৌ বিশেষশ্চিদ্বিচিত্রতা ॥৯॥

তত্ত্বে জীব, জড় ও চিৎ এই তিন প্রকার হইলেও চিৎই পরমতত্ত্ব। চিৎই—পরমেশ্বর, এই যে জীব, ইনি চিৎকণ। চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতাই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ—ভগবান। অতএব তিনি চিৎস্বরূপ, তাঁহারই কিরণকণ যখন জীব, তখন চিৎকণ। চিদ্বস্তুর বিচিত্রতাই ইহার বিশেষ। অতএব চিদ্বস্তু হইতে উপাদেয় ও উত্তম আর কিছুই নাই। জড়জগতে যে বিচিত্রতা, তাহা চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন মাত্র ॥ ৯ ॥

আনন্দশ্চিদ্গুণঃ প্রোক্তঃ স বৈ বৃত্তিস্বরূপকঃ।
যস্যানুশীলনাজ্জীবঃ পরানন্দস্থিতিং লভেৎ ॥১০॥

স্বতন্ত্রেচ্ছা যেরূপ চিদ্বস্তুর স্বরূপ, আনন্দ সেইরূপ চিদ্বস্তুর গুণ। সেই আনন্দ চিদ্বস্তুর বৃত্তিস্বরূপ; যে বৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে জীব পরানন্দস্থিতি লাভ করেন। 'এষ হ্যেবানন্দয়তি' এই বেদবাক্যে আনন্দই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম, তাহা প্রতীত হয়। অগ্নির যেরূপ দাহিকা বৃত্তি—জলের যেরূপ তারল্য বৃত্তি, চিদ্বস্তুর সেইরূপ আনন্দবৃত্তি। জড়ে বদ্ধ হইয়াও জীব একপ্রকার বিষয়ানন্দরূপ বৃত্তি প্রকাশ করে। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ পরিচয় ও বৃত্তি-পরিচয়। চিদ্বস্তুর সেইরূপ বৃত্তি-পরিচয়—আনন্দ। জড়াতীত আনন্দের অনুশীলন করিতে করিতে জীব সহজে স্বীয় স্বরূপানন্দ লাভ করেন। ক্রমশঃ ভগবানের পরানন্দভোগের অধি-কারী হন ॥ ১০ ॥

চিদ্বস্তু জড়তো ভিন্নং স্বতন্ত্রেচ্ছাত্মকং সদা।
প্রবিষ্টমপি মায়ায়াং স্বস্বরূপং ন তত্যজেৎ ॥১১॥

চিদ্বস্তুর রূপ পরিচয় কি? এই প্রশ্নটি অনেকেই করেন। ইহার সম্পূর্ণ উত্তর প্রায়ই হয় না। জীব সেই বস্তু বটে, কিন্তু স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় তাহাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা বদ্ধজীবের পক্ষে কঠিন। পরন্তু চিৎকণ জীবের স্ব-স্বরূপ বিকৃত হইলেও তাহার মূল পরিচয় পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই, জীব জড় হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব, অতএব তাহার স্বরূপ-পরিচয় জড়ের স্বরূপ-পরিচয় হইতে অবশ্য বিলক্ষণ হইবে। সে বিলক্ষণতা কি? তাহা অনু-সন্ধান করিয়া দেখুন। যত জড়বস্তু আছে, তাহাতে বহুগুণ দেখা যায় এবং তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছালক্ষণ বস্তু নাই। সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্মও নাই। জীব যতদূর সঙ্কুচিত হউন না কেন, তাঁহার এই দুইটী লক্ষণ একেবারে আচ্ছাদিত না থাকিলে অবশ্যই প্রকাশ পায়। জড় বস্তুর মধ্যে তাপ চঞ্চল বস্তু, চঞ্চলতার সহিত কার্য্য করে। চালনকর্ত্তা-ধর্ম্ম তাহার প্রধান পরিচয় হইলেও স্বেচ্ছা-মতে চালক হইতে পারে না, নিজেও চলিতে পারে না। কতকগুলি জড়গুণের কার্য্যগতিকে সংঘটন হইলে তেজ-বস্তু অন্যান্য বস্তুকে চালন করে, আপনিও

চলে। তেজ-বস্তুতে স্বীয় ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায় না। চিদ্বস্তু কীট-পিপীলিকাদি অবস্থায় অনেক পরিমাণে জড়কুণ্ঠিত হইয়াও আপন আপন ইচ্ছা-শক্তির লক্ষণ দেখায়। পিপীলিকা চলিতে চলিতে কোন একটি বিচার উপস্থিত হইলে আর একটি পথ অবলম্বন করে। এই বিচার-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। ইহা যখন জড়বস্তুতে নাই এবং চিদ্বস্তুতেই কেবল দেখা যায়, তখন স্বতন্ত্রেচ্ছাযুক্ত জ্ঞানই চিৎএর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। সিদ্ধান্ত এই যে, চিদ্বস্তু 'অহং' পদবাচ্য, ইচ্ছাযুক্ত জ্ঞান এবং আনন্দই ইহার বৃত্তি। প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়াও সেই স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করে নাই ॥১১॥

(ক্রমশঃ)

ভাগবত ধর্ম্ম

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

মহাভাগবত নবযোগেন্দ্র সমগ্র জগৎকে বাসুদেব-ময় বিচারে স্বেচ্ছানুসারে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একসময়ে ভারতবর্ষে—যে স্থানে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই স্থানে শুভাগমন করিলেন। তৎকালে মহাতেজস্বী উক্ত মহাভাগবতগণকে দর্শন করিয়া যজমান নিমি, ঋত্বিক বিপ্রগণ এবং আহবনীয় প্রভৃতি যাজ্ঞিক অগ্নিসমূহ সকলেই প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়াছিলেন। বিদেহরাজ নিমি তাঁহাদিগকে পরম ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানে সুখাসনে উপবেশন করাইয়া যথোচিতভাবে পূজা করিয়াছিলেন। নিজ নিজ কান্তিদ্বারা ব্রহ্মার পুত্র চতুঃসনের ন্যায় শোভমান সেই মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া মহারাজ নিমি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বিনয়াবনতভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিগণ, আপনাদিগকে মধুসূদন শ্রীহরির সাক্ষাৎ পার্ষদ বলিয়া মনে করিতেছি। যেহেতু শ্রীভগবানের নিজজনগণই লোককল্যাণার্থ সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন—'বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি।' দেহধারী জীবগণের পক্ষে পরমপুরুষার্থসাধক এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ বড়ই দুর্ল্লভ, কিন্তু ভগবৎপ্রিয়-ভক্তগণের সমাগম তাহা হইতেও দুর্ল্লভ মনে করি। আপনারা নিষ্পাপ, অতএব ভবাদৃশ মহজ্জনের নিকটই আমি আত্যন্তিক ক্ষেম অর্থাৎ চরম পরম মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই সংসারে ক্ষণকালেরও অর্দ্ধকাল অর্থাৎ অত্যল্পসময়ও শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ লাভ মনুষ্যগণের পক্ষে মহামূল্য নিধি বা রত্নপ্রাপ্তিস্বরূপ।

["দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্ ॥"
—ভাঃ ১১।২।২৯-৩০

এই দুইটি পরমোপাদেয় শ্লোক আমাদের সকলেরই সযত্নে কণ্ঠে ধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি এস্থলে মূলশ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিলাম। ('অনঘ' শব্দার্থ—নিষ্পাপ বা নিরবদ্য—নিষ্কলঙ্ক—অনিন্দনীয় ; 'শেবধি' অর্থে মহামূল্য নিধি বা রত্ন।)]

সুতরাং হে মুনিগণ! আমার প্রার্থনীয় বিষয় এই যে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তগণকে তাঁহার নিজ স্বরূপ পর্য্যন্ত প্রদান করেন, তাদৃশ ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবৎপরিতোষক ধর্ম্ম যদি আমাদের শ্রবণযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

শ্রীদেবর্ষি নারদ বসুদেব'কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে বসুদেব! মহারাজ নিমি এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহত্তম মুনিগণ, যজ্ঞের সদস্য ও

ঋত্বিগ্‌গণসহ অবস্থিত যজমান মহারাজ নিমিকে প্রীতিসহকারে অভিনন্দিত করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

[মহারাজ নিমির নয়টি প্রশ্নের উত্তর নয়জন যোগেন্দ্র যথাক্রমে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রশ্নোত্তর 'নিমি নবযোগেন্দ্রসংবাদ' বলিয়া প্রসিদ্ধ, সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত ভক্তগণের ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচ্য।

আমি সর্ব্বপ্রথমে ঐ নয়টি প্রশ্ন কি কি ও তাহা শ্রীভাগবত ১১শ স্কন্ধের কোন্ কোন্ অধ্যায়ে কোন্ কোন্ সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—]

"(ক) আত্যন্তিক ক্ষেম কি ? (২য় অধ্যায়, ৩০ সংখ্যা); (খ) ভাগবত (বৈষ্ণব)-ধর্ম্ম, স্বভাব, আচার, বাক্য ও লক্ষণ কি ? (২য় অঃ ৪৪ সং); (গ) ভগবদ্‌বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাহাকে বলে ? (৩য় অঃ ১ সং); (ঘ) ঐ মায়া হইতে কিরূপে নিবৃত্তি লাভ ঘটে ? (৩য় অঃ ১৭ সং); (ঙ) ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? (৩য় অঃ ৩৪ সং); (চ) ফলভোগমূলক কর্ম্ম, ভগবদর্পিত কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে ? (৩য় অঃ ৪১ সং); (ছ) ভগবদবতারাবলীর লীলাচেষ্টাসমূহ কি কি ? (৪র্থ অঃ ১ম সং); (জ) ভগবদ্বিষ্ণুবিমুখ ভক্তিহীন অর্থাৎ অভক্তগণের নিষ্ঠা বা গতি কি ? (৫ম অঃ ১ম সং); (ঝ) চারিযুগের যুগাবতার চতুষ্টয়ের কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার, কি কি নাম এবং কিরূপ পূজাবিধি ? (৫ম অঃ ১৯ সং)।

এই নয়টি প্রশ্নের সদুত্তর মহাভাগবত কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রুমিড়, চমস ও করভাজন—এই নয়জন পরমহংস যথাক্রমে (ক) ২য় অধ্যায়ের ৩৩-৪৩ সংখ্যায়; (খ) ২য় অঃ ৪৫-৫৫ সং; (গ) ৩য় অঃ ৩-১৬ সং; (ঘ) ৩য় অঃ ১৮-৩৩ সং; (ঙ) ৩য় অঃ ৩৫-৪০ সং; (চ) ৩য় অঃ ৪৩-৫৫ সং; (ছ) ৪র্থ অঃ ২-২৩ সং; (জ) ৫ম অঃ ২০-৪২ সংখ্যায় প্রদান করিলেন॥ (আমাদের গৌড়ীয় সংস্করণ ভাগবতে 'তথ্য' দ্রষ্টব্য।)

মহারাজ নিমির ১ম প্রশ্ন আত্যন্তিক ক্ষেম কি ? তদুত্তরে প্রথমে ১ম যোগেন্দ্র কবি বলিতেছেন,—

"মন্যেঽকুতশ্চিদ্‌ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥"

—ভাঃ ১১।২।৩৩

অর্থাৎ "কবি বলিলেন—হে রাজন্ এই সংসারে দেহাদি অসৎপদার্থে আত্মবদ্ধিনিবন্ধন নিরন্তর ত্রিতাপ-সন্ত্রস্ত-চিত্ত মানবগণের পক্ষে ভগবান্ শ্রীহরির চরণ-কমলযুগলের আরাধনাই সর্ব্বভয় বিনাশন বলিয়া মনে করি। কারণ উক্ত আরাধনা হইতেই সর্ব্বতোভাবে ভয় দূরীভূত হইয়া থাকে।"

সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধিমান মনুষ্যের ঐরূপ পরমমঙ্গল বিষয়ক প্রশ্ন হৃদয়ে উত্থিত হওয়া এবং শুদ্ধভক্তসমীপে উহার সদুত্তর লাভ করাই একান্ত প্রয়োজন। আহার, নিদ্রা, ভয় ও সন্তানোৎপাদনাদি কৃত্য মনুষ্য ও মনুষ্যেতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকলেরই সাধারণ বৃত্তি। ঐ চারিটি বিষয়ে পটুতা লাভ করিয়া মানুষ পশ্বাদি হইতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা দাবী করিতে পারেন না। উহা জীবমাত্রেরই প্রকৃতিগত ব্যাপার। 'ধর্ম্ম' লইয়াই মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব, কিন্তু সে ধর্ম্ম দেহ মনোধর্ম্ম নহে, তাহাতে প্রকার-ভেদে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও দেহ-মন ইন্দ্রিয়াদি যাহা দ্বারা চেতনতা প্রাপ্ত হয়, সেই আত্মার ধর্ম্মই'ত' সকলেরই জিজ্ঞাস্য বিষয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, আমাদের বেদ-বেদান্ত-ইতিহাস-পূরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সকল শাস্ত্রের সার—সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা—

'ভারতে সর্ব্ববেদার্থঃ ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥'

কিন্তু গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশাস্ত্রের মীমাংসাগ্রন্থ।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥"

অর্থাৎ 'শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয়, বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত।" ঐ শ্রীভাগবতের প্রায় সর্ব্বত্রই ভক্তিকেই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম এবং পরম মঙ্গলসাধক বলা

হইয়াছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ১৮টি অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই মহাভারতেরও তাৎপর্য্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধি-লব্ধ বস্তু, সেই শ্রীভাগবতে নামসংকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিই পরমধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন।

ভাঃ ৩।৫।১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'মহাভারতস্যাপি বস্তুতস্তত্রৈব তাৎপর্য্যং'। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও লিখিয়াছেন—'মহাভারতের তাৎপর্য্যও এই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান'।

ঐ শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি
বা সম্প্রসীদতি॥"
—ভাঃ ১।২।৬

অর্থাৎ "যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা (ও বিঘ্নসমূহ দ্বারা অনভিভূতা অর্থাৎ) ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।"

আবার ঐ ভক্তি যে নামসংকীর্ত্তন-প্রধান, তাহাও নিম্নলিখিত শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ
পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ॥"
—ভাঃ ৬।৩।২২

অর্থাৎ "নামসংকীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, এই পর্য্যন্তই ইহজগতে জীব-সকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত।"

শ্রীমদ্ভাগবতের 'বস্তুনির্দ্দেশ' নামক ২য় মঙ্গলাচরণ শ্লোকে যে প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এই নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রধান শুদ্ধাভক্তি। শ্রীভাগবত নামমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ।

প্রথম যোগেন্দ্র মহাত্মা কবি মহারাজ নিমির আত্যন্তিক ক্ষেম কি? অর্থাৎ জীবাত্মার পরমমঙ্গল-জনক বিষয় কি এবং তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে, এইরূপ জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তরে বলিতেছেন—দেহাদি অনিত্য বা অনাত্ম-বিষয়ে আত্মবুদ্ধিহেতু ত্রিতাপতাপিত মনুষ্যমাত্রেরই ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনাই সর্ব্বভয়বিনাশক। ভক্তরাজ প্রহলাদও দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপুর কোলে বসিয়া পিতার 'বৎস প্রহলাদ, তুমি গুরুগৃহে বাস করিয়া এতাবৎকাল যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, তন্মধ্যে কোন্‌টি তুমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছ, তাহা বল'—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা কবিপ্রোক্ত উত্তরানুরূপ বলিয়া-ছিলেন—

"তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্ গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥"—ভাঃ ৭।৫।৫

অর্থাৎ "হে অসুরশ্রেষ্ঠ, আমি দেহাদি অনিত্য বস্তুতে 'আমি আমার' এইরূপ মিথ্যাভিনিবেশ-হেতু সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের এই অন্ধকূপসদৃশ নিজের অমঙ্গলকারী গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম আশ্রয় করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি।"

এস্থলে বনবাস সম্বন্ধে কিছু বিচার প্রদর্শিত হইতেছে—

'বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূত সদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥'
—ভাঃ ১১।২৫।২৫

অর্থাৎ "বন—সাত্ত্বিক বাসস্থান, গ্রাম—রাজস বাসস্থান, দ্যূতস্থান—তামস বাসস্থান এবং মদীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্রই—নির্গুণ বাসস্থান।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর লিখিয়াছেন—শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—ভগবন্নিকেতন—সাক্ষাৎ শ্রীভগ-বানের আবির্ভাবস্থান বলিয়া নির্গুণ বাসস্থান। স্পর্শ-মণি ন্যায়ানুসারে ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যহেতু নিকে-তনের নির্গুণত্ব, ইহাই গূঢ়ার্থ।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ জড়ভোগে বিমুক্ত হইয়া বন-বাসী হন। ক্রমোন্নতিপথে তাঁহারা ক্রমশঃ বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য জানিতে পারেন। রাজসিক ব্যক্তিগণ ভোগ্য পদার্থ লইয়া সুভোগ ও কুভোগের সন্ধানে নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবিশিষ্ট হন। তামসিক ব্যক্তিগণ জয়, পরাজয় প্রভৃতি দ্যূতক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া বাস

করেন। আর ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তিযুক্ত হইয়া ভগবদ্‌বসতিস্থলে বাস করিবার যোগ্যতা ত্রিগুণাতীত কেবল শুদ্ধভক্তের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।"

আবার আর একটি বিচার প্রদর্শিত হইতেছে—

"ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্-
যতঃ স আস্তে সহষট্ সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥"

—ভাঃ ৫।১।১৭

অর্থাৎ 'অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় বা সংসার হইতে পারে। যেহেতু সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চক—এই ছয়রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, যিনি পরমাত্মাতে রতিবিশিষ্ট, সেইরূপ জ্ঞানিব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম আর কি অপকার সাধন করিবে ?।"

[বুদ্ধীন্দ্রিয় বলিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ (নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে), জিহ্বার বিষয় রস (জিহ্বা রস আস্বাদন করে), ত্বকের বিষয় স্পর্শ' (ত্বক্ স্পর্শজনিত সুখ বা দুঃখ অনুভব করে); মনের বিষয় কামনা বাসনা, মনসিজ বলিতে কাম বা কন্দর্প। মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়টি ইন্দ্রিয় কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে শত্রুতুল্য আর কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ কৃপায় কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীবের নিকট মিত্রতুল্য কার্য্যকারক হয় অর্থাৎ ঐ ষড়িন্দ্রিয়দ্বারা জীব কৃষ্ণ-ভজন করিয়া কৃষ্ণকৃপালাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন, এজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।'

—গীঃ ৬।৫

অর্থাৎ "বিষয়াসক্তিরহিত মনের দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প-দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে।"]

মন কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ) ও জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও ত্বক্)—এই দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা, এইসকল ইন্দ্রিয়দ্বারা মন বিষয় ভোগ করে। এই মনকে নিগৃহীত করা বড়ই কঠিন। তাই অর্জ্জুন জীবজগতের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছেন—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥"

—গীঃ ৬।৩৪

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, আপনি বলিয়াছেন যে, বিবেক-বতী বুদ্ধিদ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, মনের বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিবার সামর্থ্য আছে, অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত মর্ম্মানুবাদ)

কৃষ্ণ তাঁহার সখা অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥"

—গীঃ ৬।৩৫

ঐ মর্ম্মানুবাদ—"ভগবান্ কহিলেন,—হে মহা-বাহো, তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপ উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যায় ॥" (ঐ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর ঐ শ্লোকের সারার্থবর্ষিণী টীকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনোক্ত বাক্য স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সমাধান করিতেছেন—অসংশয়ং ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে রোগপ্রশমনকারী ঔষধসেবন দ্বারা অতি বলবান্ রোগও যেমন প্রশমিত হয়, (তবে সুচিকিৎ-সকের বিধানানুযায়ী নিরন্তর যথোপযুক্ত ঔষধপথ্যাদি ব্যবহার করিতে করিতে একটু সময় অধিক লাগি-লেও অবশ্যই নিরাময় হয়) তদ্রূপ মনকে নিগৃহীত করা অতি কঠিন হইলেও সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রকারানু-যায়ী ভগবদ্ধ্যান যোগের নিরন্তর অনুশীলন এবং

জড়বিষয়ে অনাসক্তিরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন দ্বারা অতি দুর্দ্দমনীয় দুর্দ্দান্ত মনকে অবশ্যই স্বহস্তবশীভূত করিতে সমর্থ হইবে। পাতঞ্জলসূত্রেও আছে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। অভ্যাসবৈরাগ্যযোগাভ্যাং তন্নিরোধঃ' ইতি—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য যোগদ্বারা সেই নিরোধ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে 'মহাবাহো' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, হে অর্জ্জুন, তুমি সংগ্রামে মহা মহা বীরপুরুষগণকেও জয় করিয়া থাক, এমন কি স্বয়ং পিনাকপাণি মহাদেবও তোমা কর্ত্তৃক বশীভূত হইয়াছেন, তাহাতেই বা কি? অর্থাৎ তাহাও খুব একটা বড় কথা নহে। তুমি যদি মনো নামক মহাবীরশিরোমণি মহাযোদ্ধাকে মহাযোগাস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা জয় করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার মহাবাহুতা স্বীকৃত হইবে,—ইহাই ভাব। আবার কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এখানে 'হে কৌন্তেয়' বলিয়া সম্বোধন করারও কৃষ্ণের হৃদ্গত ভাব এই যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি আমার পিতৃস্বসা (পিতা বসুদেবের ভগ্নী কুন্তীদেবীর অর্থাৎ পিসীমার) পুত্র, তোমাকে সাহায্য করা আমার অবশ্যই বিধেয়।"

আবার শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ 'শ্রুতিস্তবে' মনোনিগ্রহের সহজ উপায় বলা হইতেছে—

"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায় খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ ॥"
—ভাঃ ১০।৮৭।৩৩

অর্থাৎ "হে অজ, যাঁহারা (যোগমার্গে যমাদি দ্বারা) ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই মনোরূপ তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায়বিষয়ে খিদ্যমান (উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীতি উপায় খিদঃ) এবং শত শত বিঘ্নদ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃত-কর্ণধার বণিকের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—"যদি বল তাঁহাদের আমার ভজনে মনকে নিশ্চল করিবার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—না, ঐরূপ যোগপথাবলম্বনে মনকে জয় করা যাইবে না, তাঁহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভক্তিদ্বারা মনোনৈশ্চল্য অনায়াসেই সম্ভাবিত হইবে, এই শ্রীভাগবতেই (.........) উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বঞ্চৈতদ্ গুরৌভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও দুর্নিগ্রহ মনকে গুরুভক্তিদ্বারা পুরুষ অনায়াসে জয় করিতে পারিবেন।

উপরিউক্ত গীতা ৬।৩৫ শ্লোকের টীকাতে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও উহাই বলিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়া উপদেশ করেন, তাহা বিশেষ যত্ন ও প্রীতিসহকারে পালন না করিয়া নিজের খেয়ালখুসীমত গুরুভক্তি দেখাইলে চলিবে না। গুরুদেবের আদেশ অবিচারে পালন করিতে হইবে, তাহাই গুরুসেবকের গুরুপ্রীতির লক্ষণ। গুরুদেবের মনোহভীষ্টের বিপরীত আচরণ কখনই গুরুপ্রীতির লক্ষণ নহে। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে শ্রীগৌরোপদিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন যে নামসংকীর্ত্তনের উপদেশ করিতেছেন, তাহাই সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত পালন করিতে পারিলে আমরা গুরুকৃপায় সকল সুমঙ্গল লাভের অধিকারী হইতে পারিব। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—'ইহা (অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তন) হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার', অবশ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রগাঢ় প্রীতি বা প্রেমসম্পদ ব্যতীত শুদ্ধভক্তের অন্য কোন সিদ্ধিই প্রার্থনীয় নহে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—এখন কাল কলি, ইন্দ্রিয়সমূহ—সকলেই আমাদের শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীভক্তিমার্গ কোটি কণ্টকরুদ্ধ—বহু বিঘ্নসঙ্কুল। এমতাবস্থায় আমি কোথায় যাই, কি করি? বড়ই বিকলিতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি, হে কলিযুগপাবনাবতারি, কলিকলুষবিনাশি! তোমার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমার আর কোন গত্যন্তর নাই। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কলিকুক্কর কদন যদি চাও হে।
কলিযুগপাবন, কলিভয়নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও হে।
গদাধর মাদন, নিতাইয়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞি বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ চিত চোরা॥
নদীয়া শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহিজন শিক্ষক, ন্যাসিকুল-নায়ক
মাধব রাধাভাবপূর॥
সার্ব্বভৌম-শোধন, গজপতি তারণ,
রামানন্দ পোষণ বীর।
রূপানন্দ-বর্দ্ধন, সনাতন-পালন,
হরিদাস-মোদন ধীর॥
ব্রজরসভাবন, দুষ্টমত-শাতন,
কপটী বিঘাতন-কাম।
শুদ্ধভক্ত পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছল ভক্তি-দূষণ রাম॥"

পরমকরুণাময় শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাসার নামসংকীর্ত্তনের আনুষঙ্গিকফলই আমাদের দেহাদি অনিত্য বস্তুতে আত্মবুদ্ধিজনিত যাবতীয় অনর্থ দূর করিয়া আমাদিগকে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেম সম্পদের অধিকার প্রদান করিবেন। 'নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়' এই বাক্যদ্বারা নামসংকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধাভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" এই মহাপ্রভু-বাক্যে আরও স্পষ্টভাবে নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে।

সুতরাং নামসংকীর্ত্তন-প্রধান শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণাত্মক ভক্তিযোগকেই পুংসাং অর্থাৎ পুরুষ বা জীবমাত্রেরই ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ বা পরমমঙ্গল বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—সমগ্র বেদশাস্ত্রের একমাত্র আমিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তু, বেদব্যাসরূপে আমিই বেদার্থনির্ণয়কারী বেদান্তকর্ত্তা এবং আমিই বেদজ্ঞ—বেদার্থবেত্তা—সমগ্র বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভগবান্ই জানেন। তাই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"বেদবিৎ—বেদার্থতত্ত্বজ্ঞোঽহমেব—মত্তোঽন্যো বেদার্থং ন জানাতীত্যর্থঃ" অর্থাৎ আমিই বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, আমা ছাড়া আর কেহই বেদার্থ জানে না।" (গীঃ ১৫।১৫ টীঃ দ্রষ্টব্য)

এই বেদজ্ঞভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান', গুহ্যতর 'পরমাত্মজ্ঞান' ও গুহ্যতম 'ভগবজ্জ্ঞান' উপদেশ করিতেছেন। গীতা শাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত (দৃঢ়) প্রিয় (ইষ্ট), অতএব তোমার হিতের জন্য আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য তোমাকে শুনাইতেছি—

'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥'
—গীঃ ১৮।৬৪

'সব ছাড়ি' শেষ আজ্ঞা হয় বলবান্' এই ন্যায়ানুসারে পূর্ব্বকথিত সকল বাক্যের শেষে শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য শুনাইতেছেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'
—গীঃ ১৮।৬৫-৬৬

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাতেই চিত্ত অর্পণ কর। কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেইরূপ স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছাপরায়ণ হইয়া আমার ভগবৎস্বরূপের ভজন কর, আমাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিপরায়ণ হও (মদ্ভক্তো ভব), মদ্‌যাজী অর্থাৎ আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।

'সর্ব্বধর্ম্ম' বলিতে বর্ণ ও আশ্রমবিহিত সকল

ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শম-দমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, সে সমুদায়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-স্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি তোমার সংসারদশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপরিত্যাগ-হেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব, তুমি অকৃত-কর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না, আমাতে নির্গুণাভক্তি আচরণ করিলে জীবের সৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্যলাভ করে। শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তিই সমগ্র গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। (শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং শ্রীভগবানের সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য এবং তাহার পালনই আমাদের পরমধর্ম্ম। ব্রহ্মাও সেই ভক্তিযোগকেই সমস্ত বেদশাস্ত্রের সার বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥"
—ভাঃ ২।২।৩৪

অর্থাৎ 'ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা শ্রীহরিতে ভক্তি (ভাবভক্তি, ইহার প্রপক্বাবস্থাই প্রেমভক্তি) হইতে পারে, তাহা বুদ্ধি বা গবেষণাদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে ভক্তিযোগই সর্ব্ববেদসিদ্ধ।'

শ্রীভগবান্ তৎপ্রিয়তম উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥"
—ভাঃ ১১।২১।৪২

অর্থাৎ "কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ-উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়া বিচারিত হইয়াছে, বেদের এই তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিতে পারেন না।"

সর্ব্ববেদবেদ্য বেদান্তকর্ত্তা বেদবিদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ববিৎ। তিনিই পরমারাধ্য বস্তু, শুদ্ধভক্তিই তাঁহার একমাত্র আরাধনা, তাঁহাতে প্রেম বা প্রগাঢ় প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন। [কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত—

"আরাধ্যোভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

"ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।"]

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীরামচন্দ্রপুরী

(৯৪)
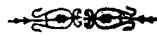
[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ॥
উবাচাতো গৌরহরির্নৈতদ্রামস্য কারণং।
জটিলা রাধিকা শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তং
অতো মহাপ্রভুভিক্ষা সঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ॥'
—গৌঃ গঃ দীপিকা ৯২-৯৩

'যিনি পূর্ব্বে রামচন্দ্রপ্রিয় বিভীষণ ছিলেন, তিনিই এখন রামচন্দ্রপুরী॥ রাধিকার শ্বাশুড়ী জটিলা কার্য্যবশতঃ বিভীষণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই-জন্যই মহাপ্রভুর ভিক্ষাসঙ্কোচনাদি করিতেন।'

'তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥'
—চৈঃ চঃ অ ৮।১

'যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার হইতে স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীরামচন্দ্রপুরী ব্যতিরেক-ভাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নিঃ-শ্রেয়সার্থীর পক্ষে কি কি শিক্ষা গ্রহণীয়, তাহাই প্রণিধানযোগ্য।

নিঃশ্রেয়সার্থীর পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ—

১। পরছিদ্রান্বেষণ বিশেষভাবে বিষ্ণুবৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ বা নিন্দা ভক্তির প্রতিকূল। পরছিদ্রান্বে-ষণ-স্বভাব পরিত্যাগ করতঃ সাধক নিজের ছিদ্র দেখিবেন, তাহা হইলেই সংশোধিত হইয়া ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। 'যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা॥'—শ্রীল রূপ গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা, শুদ্ধভক্তি-প্রার্থী সাধকগণের পক্ষে সর্ব্বদা স্মরণীয়।

২। সদ্গুরুর চরণাশ্রিত শিষ্যগণ সবই একই পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। বাহ্যতঃ গুরুপদাশ্রয় করতঃ মন্ত্র গ্রহণ করিলেই প্রকৃত শিষ্য বা সচ্ছিষ্যরূপে গণিত হয় না। স্নিগ্ধসেবাপরায়ণ শিষ্যকেই গুরু কৃপা করিয়া থাকেন বা গুরুকৃপা তাঁহারই উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীল রূপগোস্বামী নির্দ্দেশিত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা' ভক্ত্যঙ্গটি নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকগণ বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন। সচ্ছিষ্য গুরুদেবের শাসনকে স্ব-পর কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়া থাকেন।

৩। গুরুবৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ভক্তিসাধন-পথে প্রতিকূল। 'মর্য্যাদালঙ্ঘন প্রভু সহিতে না পারেন' —ইহা স্মরণীয়। দুর্ভাগ্য হইতেই অনর্থযুক্ত জীব ভগবন্মায়াদ্বারা মোহাবিষ্ট হইয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও মহাজ্ঞানী মনে করিয়া দাম্ভিকতাবশতঃ গুরু-বৈষ্ণবকে সংশোধন ও উপদেশ প্রদানে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৪। ভক্তিতে সমুন্নতির জন্য যাহাদের ইচ্ছা তাহারা স্নিগ্ধ স্বজাতীয়াশয় বৈষ্ণবের সঙ্গ বা সেবা করিবেন। 'স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে'। বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ সাধুর সঙ্গেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়।

৫। গুরুদেবের সম্বন্ধ ধারণ করেন গুরুদেবের গুরুভ্রাতাও গুরুবৎ পূজ্য। তাঁহাকে সর্ব্বদাই মর্য্যাদা প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ সমীচীন মনে না হইলেও তাঁহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার বা শাসনবাক্য প্রয়োগ সর্ব্বপ্রকারে পরিহার্য্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আচরণমুখে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। 'গোরার আমি, গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥'

শ্রীরামচন্দ্র পুরীপাদের পিতামাতার পরিচয় ও জন্মস্থান অপরিজ্ঞাত। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-পাদের দীক্ষিত শিষ্য—এই পরিচয়টি প্রসিদ্ধ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলায় রাম-চন্দ্রপুরীর ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদ তাঁহাকে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সঙ্গবশতঃ ভক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীপুরু-ষোত্তমধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল পরমানন্দ পুরী ও শ্রীল রামচন্দ্রপুরীকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দণ্ডবৎ প্রণতি ও আলিঙ্গন করতঃ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ আনিয়া শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ভিক্ষা করাইলেন। প্রসাদ সেবার পর শ্রীরামচন্দ্রপুরী শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে অবশেষ প্রসাদ পাইতে নির্দ্দেশ করিলেন এবং নিজে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রসাদ পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। প্রসাদ সেবা করাইবার পর শ্রীরামচন্দ্রপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গণকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—

'শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিলু এখন॥

সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্ম নাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায় বৈরাগ্যের নাহি ভাস।'

গুরুর চরণে অপরাধ হইতেই পরছিদ্রান্বেষণ, পরনিন্দা ও শুষ্কজ্ঞান উপদেশাদি প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ রেমুণাতে অবস্থানকালে অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে কৃষ্ণবিরহ-কাতর হইয়া কৃষ্ণ শ্রীব্রজধাম ছাড়িয়া মথুরায় গেলে তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতী রাধারাণীর যে প্রকার অত্যন্ত বিরহ-কাতর অবস্থা হইয়াছিল, সেইভাবে বিভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥' তৎকালে শ্রীরামচন্দ্রপুরী ও শ্রীঈশ্বরপুরী তথায় উপস্থিত ছিলেন। রামচন্দ্রপুরী গুরুদেবকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদ্‌গত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক উপদেশ প্রদানে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে উপদেশ করিয়া রামচন্দ্রপুরী বলিয়াছিলেন—'আপনি পূর্ণব্রহ্ম ও পূর্ণানন্দস্বরূপ বলিয়া নিজেকে স্মরণ করুন। আপনি ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ হইয়া কেন রোদন করিতেছেন?' রামচন্দ্রপুরীর নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া লোকশিক্ষার জন্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ক্রোধ প্রকাশ করতঃ বলিলেন—

'দূর, দূর, পাপিষ্ঠ বলি' ভর্ৎসনা করিল ॥
'কৃষ্ণ-কৃপা' না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন-দুঃখে মরোঁ,—এই দিতে আইল জ্বালা ॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি তথি।
তোরে দেখি' মৈলে, মোর হবে অসদ্গতি ॥
কৃষ্ণ না পাইনু, মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥'

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরণে অপরাধবশতঃ গুরুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া রামচন্দ্রপুরীর সংসার-বাসনা জন্মিল। কৃষ্ণসম্বন্ধহীন শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া সর্ব্বলোকের নিন্দাতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এতৎ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'রামচন্দ্রপুরী স্বীয়-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক-বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত-অভাবজন্য শোককাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।'

শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ শ্রীল গুরুদেবের (শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের) বপু-সেবা ও বাণীসেবা—সর্ব্বপ্রকার সেবা নিষ্ঠার সহিত করিয়া শ্রীগুরুর কৃপাশীর্ব্বাদে কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত হইলেন। 'মহাত্মা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট ঈশ্বরপুরী প্রচুর অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন। আর রামচন্দ্রপুরী কেবলমাত্র নিগ্রহ পাইলেন। লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বর পুরীপাদ ও শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও দণ্ডলাভের দুইটী দৃষ্টান্ত।'

'মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥'

শ্রীগুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রপুরী সন্ন্যাসিগণ কোথায় থাকেন কি করেন, কি পরিমাণ ভোজন করেন—সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে বিভিন্ন দিনে ভিক্ষা করাইতেন। যদি কেহ গৃহে ভিক্ষা না করাইয়া ভিক্ষার জন্য মূল্য দিতে ইচ্ছা করিতেন, তৎকালোচিত প্রথানুযায়ী চারিপণ কৌড়ি ধার্য্য ছিল। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করতঃ তাঁহার গুণ স্পর্শ করিতে না পারিয়া তাঁহার স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ সর্ব্বকার্য্যে ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিগণের মিষ্টান্ন ভক্ষণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি সকলের নিকট বলিলেন ভোগপ্রবৃত্তির দ্বারা কখনও ইন্দ্রিয়নিবৃত্তি হয় না। নিন্দা করা তাঁহার স্বভাব হইলেও তিনি প্রত্যহ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন। মহাপ্রভু গুরুবুদ্ধিতে তাঁহাকে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি মহাপ্রভুর ঘরে আসিয়া এইরূপ কটাক্ষ করিলেন—'রাত্রিকালে এই স্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, এইজন্য পিপীলিকাসকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিরক্ত সন্ন্যাসিগণের কি প্রকার ইন্দ্রিয়লালসা।' পিপীলিকা সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়,

তথাপি ঐপ্রকার কটাক্ষে মহাপ্রভুর সঙ্কোচ হইল। মহাপ্রভু দৈনিক ভিক্ষা সঙ্কোচন করতঃ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন এবং উক্ত নির্দ্ধারিত পরিমাণ ভিক্ষা অপেক্ষা অধিক আনিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন ভয় দেখাইলেন। গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর ঐপ্রকার আদেশের কথা শুনিয়া ভক্তগণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। ভক্তগণ রামচন্দ্রপুরীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। তদবধি মহাপ্রভু এবং গোবিন্দ অর্দ্ধাহার করিতে থাকিলে ভক্তগণ ভোজন ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভুর ভোজন সঙ্কোচনে ভক্তগণের দুঃখের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন—'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়তর্পণ। যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥ তোমারে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন। এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥ যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ। সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞান যোগ॥' * মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতঃ বলিলেন 'আমি অজ্ঞ বালক, আপনি শিষ্যজ্ঞানে আমাকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা আমি পালনে যত্ন করিব।' মহাপ্রভু জানিতে পারিলেন ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করিতেছেন। একদিন পরমানন্দপুরী ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দৈন্যবিনয়ের সহিত বুঝাইয়া বলিলেন—'রামচন্দ্রপুরী স্বভাবেতে নিন্দুক। তাঁহার কথায় অন্ন ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হয় নাই। রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ স্বভাব—যে খাইতে চাহে না, তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইয়া পরে তাহার নিন্দা করে। 'পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।' † রামচন্দ্রপুরী যাঁহার শত গুণ আছে তাঁহার গুণ গ্রহণ না করিয়া গুণমধ্যে দোষ আরোপ করে। তাঁহার কথায় অন্ন ত্যাগ না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সমীচীন।' মহাপ্রভু লোকশিক্ষকরূপে বলিলেন—'রামচন্দ্রপুরীর কথায় রুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই; যতির পক্ষে জিহ্বালাম্পট্য অন্যায়, প্রাণরক্ষার জন্য মাত্র আহার গ্রহণ।'

ভক্তগণ সম্মিলিতভাবে বহু যত্নের সহিত মহাপ্রভুর সঙ্কল্প পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করিলে সকলের আগ্রহে মহাপ্রভু চারিপণ কৌড়ির স্থলে দুইপণ অর্থাৎ অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাপ্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ রীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

'অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদমূল্য লৈতে লাগে কৌড়ি দুইপণ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥'

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীভগবান্ আচার্য্য ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণের দিন নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে মহাপ্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, কোনপ্রকার সঙ্কোচন করেন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রপুরীকে কখনও লৌকিক মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন কখনও বা তৃণবৎ উপেক্ষাও করিয়াছেন। মঙ্গলময় শ্রীহরির আচরণ সর্ব্বাবস্থায় মঙ্গলপ্রদ ও সুন্দর।

'কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর বুদ্ধির অগোচর।
যবে যেই করেন সেই সব মনোহর॥'

* নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥'
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।১৬-১৭

'হে অর্জ্জুন, অনেক ভোজনে 'যোগ' হয় না; একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও 'যোগ' হয় না এবং অধিক নিদ্রা বা নিদ্রাত্যাগ দ্বারাও 'যোগ' হয় না। আহার-বিহারকর্ম্মসকলে চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণাদি উপযুক্তরূপে নিয়মিত হইলে দুঃখনাশক 'যোগ' হয়।

† "'পরস্বভাব' শ্লোকে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা করিবে না' এবং পরবিধি 'নিন্দা করিবে না' পাওয়া যায়। পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে; পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে রামচন্দ্র পূর্ব্ববিধি 'অপরের প্রশংসা করিবে না' পালন করিয়াছেন; পরবিধি 'অন্যের নিন্দা করিবে না' পালন করেন নাই। সুতরাং রামচন্দ্র পরবিধির সূত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই। ইহার অর্থ শ্লেষোক্তিপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে।"
—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীরামচন্দ্রপুরী নীলাচলে কিছুদিন অবস্থানের পর তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চলিয়া যাওয়ার সংবাদে ভক্তগণ স্বস্তি অনুভব করিলেন, যেন মস্তক হইতে পাথরের বোঝা মাটিতে পড়িল। পূর্ব্বের ন্যায় মহাপ্রভুর সেবাপ্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ উল্লসিত হইলেন। গুর্ব্ববজ্ঞা হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবচ্চরণে যাইয়া সেই অপরাধ পেঁাছে।

'গুরু উপেক্ষা করিলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল॥'

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বারাণসীতে শ্রীরামচন্দ্রপুরীর গৃহে মহাপ্রভুর লুক্কায়িত-ভাবে অবস্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

'রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুইমাস বারাণসী গিয়া।।'

—চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১০৫

'শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শূদ্র চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া থাকিবার কথা অবগত আছেন। রামচন্দ্রপুরী—মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য তাঁহার মায়াবাদের প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্ত-গণের সঙ্গে অন্যত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রপুরী সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সুতরাং যতি-জীবনে সেই মঠে অবস্থানে বহির্জ্জগতে দোষারোপের অবকাশ ছিল না।'—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১২ পৃষ্ঠার পর]

পীতাম্বর

চিদাম্বরম্—কোডালোর নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে। বিগ্রহের নাম আকাশলিঙ্গ শিব। এই সুবৃহৎ মন্দিরটি ৩৯ একর জমির উপর অধিষ্ঠিত এবং চতুর্দ্দিকে ৬০ ফিট প্রশস্ত পথে পরিবেষ্টিত। —শ্রীল প্রভুপাদ।

পীতাম্বর বা চিদাম্বর মাদ্রাজ হইতে রামেশ্বরপথে ১৫১ মাইল দূরে। সাদার্ণ রেলওয়ে ত্রিচিনোপল্লী লাইনে চিদাম্বরম্।—গৌঃ বৈঃ অঃ।

শিয়ালী ভৈরবী

তাঞ্জোর জেলায়। তাঞ্জোর নগর হইতে ৪৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে শিয়ালীনামীয় তালুকের অন্তর্গত প্রধান গ্রাম। এ স্থানে একটি বিখ্যাত শৈবমন্দির ও প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ঐ মন্দিরটি 'তিরুপ-জ্ঞান সম্বন্ধর' নামক একটি শৈবের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রবাদ ঐ শিবভক্ত শিশুরূপে মন্দিরে আগমন করিলে ভৈরবী তাহাকে স্তন্যপান করাইতেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

কাবেরী

'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
কৃচিৎ কৃচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥'

—ভাঃ ১১।৫।৩৮-৪০

'হে রাজন্! সত্যযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করেন। এই কলিযুগে কোন কোন স্থলে অল্পসংখ্যক বিশেষতঃ দ্রবিড়দেশে বহুলভাবে

ভগবদ্ভক্ত পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। উক্ত দ্রবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, বহুতোয়া কৃতমালা, **মহাপুণ্যা কাবেরী** এবং প্রতীচী নাম্নী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। হে রাজন্! যে-সকল মানব ঐ নদীসমূহের জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।'

বর্ত্তমান নাম অর্দ্ধগঙ্গা। রেলষ্টেশন মায়াভরম্ ত্রিচিনোপল্লী। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান।

"Sacred river of Southern India, rising on Brahmagiri Hill in the Western Ghats in Coorg district of Karnatak State, flowing in a southeasterly direction for 475 miles (765 kilometres) through Karnatak and Tamil Nadu States and descending the Eastern Ghats in a series of great falls. Before emptying into the Bay of Bengal south of Cuddalore, Tamil Nadu, it breaks into a large number of distributaries describing a wide delta called the "garden of Southern India". Known to devont Hindus as Daksina Ganga (Ganges of the South), it is celebrated for its scenery and sanctity in Tamil literature and its entire course is considered holy ground. The river is also important for its irrigation canal projects"—Encyclopædia Britannica, volume 2 page 968

গো সমাজ

শৈবতীর্থ। কাবেরী তটবর্ত্তী।

বেদাবন

তাঞ্জোর জেলায় তিরুত্তরাইপ্পণ্ডি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে এবং পয়েণ্ট কলিনিয়ারের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণের মতে তীর্থ হিসাবে রামেশ্বরের পরেই ইহার স্থান।—শ্রীল প্রভুপাদ।

বেদারণ্য মূলীয়ার নদীর সাগরসঙ্গমে অবস্থিত। সুপ্রাচীন শিবমন্দির বিরাজমান। সাদার্ণ রেল ব্রাঞ্চ লাইনে মায়াভরম্ ও তৎপরে আগস্তিয়ামপালী লাইনে ভেদারাণ্যিয়াম্।—গৌঃ বৈঃ অঃ।

দেবস্থান

সম্ভবতঃ তাঞ্জোর জেলায়। শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চা-পীঠ। কেহ কেহ ইহাকে তিরুমালা বা তিরুপতি দেবস্থানম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।—গৌঃ বৈঃ অঃ

কুম্ভকর্ণকপাল

কপাল অর্থাৎ মাথার খুলি। তাঞ্জোর জেলাস্থিত বর্ত্তমান কুম্ভকোণম্ নগর। তাঞ্জোর নগর হইতে ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে। এস্থানে ১২টি শিব-মন্দির, ৪টি বিষ্ণুমন্দির ও একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে।

কুম্ভকোণম্ (কুম্ভকর্ণকপাল)। কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে সরোবর হয়। এখানে মহামোক্ষম্ নামে সরোবর আছে। [কুম্ভস্থান—প্রয়াগে, হরিদ্বারে, উজ্জয়িনীতে ও গোদাবরীর তটে তিনবৎসর পর পর ক্রমশঃ কুম্ভযোগ বা পুষ্করযোগ হয়]—গৌঃ বৈঃ অঃ

শিবক্ষেত্র

তাঞ্জোর নগরে একটি শিবগঙ্গা সরোবর আছে। স্থানীয় বৃহৎ বৃহদীশ্বর শিবমন্দিরটিও এ স্থলে বুঝাইতে পারে।

তাঞ্জোর সহরের নিকটে তিরুভেট্টুরে অচলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং তিনেভেলী নগরের তাম্রপর্ণী নদীর তীরে বংশেশ্বর শিবের মন্দির আছে। এই দুইটী মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান নহে।

পাপনাশন

কুম্ভকোণম্ হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। তিনেভেলী জিলান্তর্গত পালমকোটানগর হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমে পাপনাশন নামে একটি নগর আছে। এই স্থানেই একটি মন্দিরের নিকটে তাম্রপর্ণী নদী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। —শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র

"ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কোলিরন-নদীর উপর শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত—তাঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণম্ হইতে ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিমে। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটী ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ; ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের সাতটী রাস্তার প্রাচীন নাম—১। ধর্ম্মের পথ, ২। রাজমহেন্দ্রের পথ, ৩। কুলশেখরের পথ, ৪। আলিনাড়নের পথ, ৫। তিরুবিক্রমের পথ, ৬। মাড়মাড়ি গাইসের তিরুবিডি পথ এবং ৭। অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। চোলরাজ আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্র রাজ্য করেন; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম; তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। কুলশেখর প্রভৃতি কয়েকজন ও আলবন্দারু শ্রীরঙ্গমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, সুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। লক্ষ্ম্যবতার 'গোদাদেবী'—যিনি দ্বাদশজন সিদ্ধ দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতম, তিনি—শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবদ্দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আলোবর দস্যুবৃত্তিদ্বারা সঞ্চিত ধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে,—২৮৯ কল্যব্দে তোণ্ডরডিপ্পড়ি আলোবার জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তি যাজন করিতে করিতে কোন বারমুখীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গনাথ স্বীয় সেবকের দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার উদ্ধার-মানসে নিজের একটি স্বর্ণপাত্র কোন সেবকদ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। মন্দিরে স্বর্ণপাত্র নাই দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে উহা তাঁহার গৃহে পাওয়া গেল। রঙ্গনাথ-কৃপাদর্শনে ভক্তের ভ্রম নিরসন হইল। তিরুমঙ্গইর আবির্ভাবকালের পূর্ব্বে রঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি তুলসীকানন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য—কূরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামপিল্লাই, তৎপুত্র—বাগ্‌বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র—বেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। এই মহাত্মার বার্দ্ধক্য-কালে মুসলমানগণ রঙ্গনাথমন্দির আক্রমণ করেন এবং দ্বাদশসহস্র শ্রী-বৈষ্ণবকে হনন করেন। শ্রীরঙ্গনাথ-দেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে গিঙ্গির শাসনকর্ত্তা শ্রী-বৈষ্ণবব্রাহ্মণ 'কম্পন্নউদৈয়র' বা 'গোপ্পণার্য্য' শ্রী-বৈষ্ণবগণের প্রার্থনামতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে 'তিরুপতি' হইতে 'সিংহব্রহ্মে' আনয়ন করিয়া তিন বৎসর রাখেন। পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে একটি শ্লোক খোদিত আছে।"
—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উভয়েরই পদাঙ্কিত ভূমি।

"শেষশয্যাশায়ী শ্যামবর্ণ শ্রীনারায়ণই শ্রীরঙ্গনাথ। নিকটে শ্রীলক্ষ্মী ও বিভীষণ, শ্রীভূদেবীও আছেন। পৌষী শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে একাদশী পর্য্যন্ত এক্ষেত্রে মহোৎসব হয়—ইহাকে 'বৈকুণ্ঠ একাদশী' বলে। ঐ দিন শ্রীরঙ্গনাথের বৈকুণ্ঠদ্বার খোলা হয়। শ্রীভগবানের উৎসব-মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠদ্বার দিয়া বাহিরে আসেন। যাত্রিগণ এই দ্বার দিয়া বাহিরে আসেন।

কথিত আছে যে শ্রীনারায়ণ স্ববিগ্রহ (নিজের বিগ্রহ) ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করতঃ মন্দির-সহিত শ্রীরঙ্গজির মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তদবধি শ্রীরঙ্গনাথ অযোধ্যায় বিরাজমান হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশ্য নরপতিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছিলেন। ত্রেতাযুগে চোলরাজ ধর্ম্মবর্ম্মা মহারাজ দশরথ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে সমবেত হন—তখন তিনি ঐ শ্রীরঙ্গনাথের মূর্ত্তি দর্শন করতঃ এতই আকৃষ্ট হন যে তিনি পরে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীরঙ্গজীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ঋষিগণ বলিলেন শ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ংই ঐস্থানে আসিবেন। এই কথায় ধর্ম্মবর্ম্মা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হন। এদিকে লঙ্কা-বিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেককালে সুগ্রীবাদি ভক্তগণকে স্বাভীষ্ট বর দান করিতে থাকিলে বিভীষণ শ্রীরঙ্গনাথকে পাইতে বর প্রার্থনা করিলে শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে উক্ত বর প্রদান করিয়াছিলেন। বিভীষণ লঙ্কায় যাইয়া সেই বিগ্রহের স্থাপনা করিতে ইচ্ছা করতঃ যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু কাবেরী দ্বীপে চন্দ্রপুষ্করিণীর তটে সেই মন্দির ও শ্রীরঙ্গনাথকে স্থাপন করতঃ নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইলেন। দেবগণের ইচ্ছায় শ্রীরঙ্গনাথ-শ্রীমূর্ত্তি তথায় বিশ্বস্তর হইলেন এবং বিভীষণকে বলিলেন—'পুরাকালে ধর্ম্মবর্ম্মা কঠোর তপস্যা করিতে থাকিলে ঋষিগণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে রঙ্গনাথ এইস্থানে বিজয় করিবেন। অতএব আমি তাঁহাদের বাক্য রক্ষার্থ এস্থানেই থাকিব, তুমি এস্থানেই আসিয়া আমার দর্শন পাইবে।' বিভীষণ প্রত্যহ দর্শনে আসিতেন। একদিন তিনি দর্শনোৎকণ্ঠায় সবেগে রথ চালাইলে এক ব্রাহ্মণ রথের ধাক্কায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণগণ বিভীষণ অমর হওয়ায় তাঁহাকে মারিতে না পারিয়া ভূগর্ভে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীনারদের নিকট শ্রীরামচন্দ্র উক্ত সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া বিভীষণের জন্য নিজেই দণ্ডভোগ প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণগণ বিভীষণকে ছাড়িয়া দিলেন। তদবধি বিভীষণ অলক্ষ্যরূপে শ্রীরঙ্গজীর দর্শনে আসিতে থাকেন।"—গৌঃ বৈঃ অঃ

'Srirangam town, east-central Tamil Nadu State, Southeastern india. It lies on an island at the division of the Cauvery and Coleron rivers near the town of Tiruchchirappali. Srirangam is one of the most frequently visited pilgrimage centres in Southern India. Its main Ranganath Temple, though primarily Vaishnavite is also holy to Saivites. The Temple is composed of seven rectangular enclosures, one within the other, the outermost having a perimeter more than 2 miles (3 km) in length. A remarkable feature of the Temple is the Hall of a Thousand Pillars with its colonnade of rearing horses. The Temple and 1000 pillared hall were constructed in the Vijaynagar period (1336-1565) on the side of an older temple'—Encyclopædia Britannica. Volume 11 page 192

"শ্রীরঙ্গম মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লী জেলার একটী নগর। ত্রিচীনপল্লী সদর হইতে দুই মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গম্ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত ত্রিচীনপল্লী নগরের ১১ মাইল পশ্চিমে কাবেরী নদী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া নদীগর্ভে এই বদ্বীপ গঠন করিয়াছে। অদ্যাপিও ইহার দক্ষিণ শাখা কাবেরী এবং উত্তরশাখা কোল্লিড়ন নামে বিদিত, এইখানে আসিয়াই শ্রীরামানুজস্বামী শেষ জীবনের প্রচারকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নগরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

এই স্থানের বিষ্ণুমন্দিরই দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র। নগরের অধিকাংশ অট্টালিকা এই মন্দির-প্রাচীরাভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট থাকায় মন্দিরটী অতিশয় বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ঐ মন্দিরটীকে প্রকৃত প্রস্তাবে একটী নগর বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার বহিঃপ্রাচীরের পরিমাণ লম্বায় ৩০৭২ ফিট্ এবং বিস্তারে ২৫২১ ফিট্। উহার মধ্যস্থল ক্রমান্বয়ে সাতটী প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক বেষ্টনীতে প্রায় ৪টী করিয়া গোপুর আছে। গোপুরগুলি পরস্পরে দালানদ্বারা সংবদ্ধ। বহিঃপ্রাচীরের ভিতরে কেবল বাজার ও দোকান এবং যাত্রী থাকিবার স্থান। ইহার গোপুর এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্পূর্ণ হইলে উচ্চতার পরিমাণ প্রায় ৩০০ ফিট্ হইত। উত্তর-দিকের যে গোপুরটী আছে তাহার বিস্তৃতি ১৩০ ফিট্ এবং উচ্চতা ১০০ ফিট্। উহার প্রবেশ-দ্বারটীর প্রস্থ ২১´৬´´ এবং উচ্চতা প্রায় ৪৩ ফিট্। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসান ঐ মন্দির-পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে এরূপ সুন্দর শিল্পসমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির আর নাই।

প্রতিবৎসর পৌষমাসে এখানে বহু অর্থব্যয়ে একটী মেলার অনুষ্ঠান হয়। ঐ মেলায় দেবপ্রতিমার চক্ষুপার্শ্বে নানারূপ সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া সঙ্ দেওয়া হইয়া থাকে এবং নানাস্থান হইতে বহু লোক ঐ মেলা দেখিতে আসে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। তদবধি নগরের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ কর্ণাটকযুদ্ধের সময় শ্রীরঙ্গম-দুর্গে ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গস্বামীর মূর্ত্তি ও মন্দির বহু প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, গৌতম বুদ্ধ এখানে আসিয়া শ্রীভগবানের পূজা করিয়াছিলেন। মেকেঞ্জীসাহেবের সংগৃহীত একখানি তামিল গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে এই মন্দির বহুকাল জঙ্গলাবৃত থাকে। গঙ্গদেশীয় শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি ঐ বন কাটাইয়া ৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রঙ্গনাথমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় রঙ্গনাথ মূর্ত্তি ব্রহ্মাকে দান করেন, ব্রহ্মা পুনরায় ইক্ষ্বাকু-রাজকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের অধিকার পর্য্যন্ত ঐ মূর্ত্তি ইক্ষ্বাকুবংশের কুলদেবতারূপে পূজিত হন। রামচন্দ্র দশাননবধকালে বিভীষণের আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া ঐ মূর্ত্তি তাঁহাকেই দান করিয়াছিলেন। বিভীষণ অযোধ্যা হইতে লঙ্কা প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ দিব্যমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া যান। কোন একটী ঘটনাচক্রে তিনি এই স্থানে (শ্রীরঙ্গমে) আপন বিমান রক্ষা করিতে বাধ্য হন। তদবধি শ্রীরঙ্গনাথস্বামী শ্রীরঙ্গপত্তনে বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীরঙ্গজীর মন্দির পরে কোন চোলরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিজয়নগররাজের একজন প্রতিনিধি শ্রীরঙ্গরায়লু উপাধি ধারণ করিয়া এই শ্রীরঙ্গপত্তননগরে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ঐ বংশের শেষ রাজপ্রতিনিধি তিরুমল ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের উদীয়মান রাজা উদৈয়ারের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, এই সময় হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন-পতন পর্য্যন্ত এখানে টিপু-সুলতানের রাজপাট স্থাপিত ছিল। পরে ইংরেজগণ আসিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন বিজয় করিয়া ওখানকার শাসনভার প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের উপর অর্পণ করেন।"—বিশ্বকোষ

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস হইতে অর্থাৎ ৩৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১৮ টাকার পরিবর্ত্তে ২৪ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ৩৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ভিক্ষা ১৮ টাকা হারে এবং বর্ত্তমান ৩৪শ বর্ষের জন্য ২৪ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বিনীত নিবেদক,—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিভূষণ ভাগবত, কার্য্যাধ্যক্ষ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন্ ঃ ৭৪-০৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তনবর ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** প্রিয়শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** শুভ উপস্থিতিতে এবং গভর্ণিংবডির সভ্যগণের সেবাব্যবস্থায় অত্র শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আগামী ২৯ নারায়ণ, ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী (১৯৯৪) বুধবার হইতে ৩ মাধব, ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন হইবে।

১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক ও ভোগ-রাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ-গণ সুরম্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে, শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে ও ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানসমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি—

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গভর্ণিংবডি-পক্ষে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ, মঠরক্ষক

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১৬ পৃষ্ঠার পর]

৭ কার্ত্তিক, ২৪ অক্টোবর শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় বাগারিয়া ধর্ম্মশালায় সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় ও বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অন্নকূট দর্শনে আসিয়া প্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। ১৬ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পুরীর জেলাজজ শ্রীজে-এন্ আচার্য্য এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনারায়ণ মিশ্র এড্ভোকেট। ওড়িষ্যার খাদ্য ও সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এবং পুরী ও ভুবনেশ্বরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীগুরু-পূজা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা সভার প্রারম্ভে শ্রীল গুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনামুখে ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন।

পুরীতে শ্রীদামোদরব্রতকালে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল গুরুদেব তদাশ্রিত ব্যক্তিগণের আত্যন্তিক মঙ্গল কামনায় হরিকথামৃত পরিবেশনকালে সাধন-ভজনের জরুরী বিষয়-সমূহ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হরিকথা শুনিতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই বসিতেন, অধিকাংশই বাহিরে দর্শনে যাইতেন বা অন্যকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীল গুরুদেব একদিন সভায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যাহাদের জন্য আমি অসুস্থ শরীর লইয়া হরিকথা বলিতে আসিয়াছি, তাহাদের কাহাকেও আমি সভায় দেখিতেছি না। শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ বা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ এবং ভগবদ্ধাম প্রাকৃত কামময় নেত্রের দৃষ্ট নহে। ভক্ত-ভগবানের মহিমা বোধ যাঁহাদের হইয়াছে সেই ভগবানের নিজজনগণের নিকট শ্রবণ ব্যতীত ভগবদ্ধাম ও ভগবৎস্বরূপের মহিমা উপলব্ধির বিষয় হয় না। 'অধোক্ষজ বস্তু শ্রবণৈকবেদ্য।' আমাদের দুর্দ্দৈব এই আমরা সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণে রুচিবিশিষ্ট নহি। অপ্রাকৃত বস্তু চোখ দিয়া দেখা যায় না, কান দিয়া দেখিতে হয়।"

শ্রীল গুরুদেব একসময় তদাশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারবশতঃ নিষ্কপট ভগবদ্ভজনে অসামর্থ্য দেখিয়া এক উপদেশবাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। তাহাতে তিনি নিজের নাম উল্লেখ না করিয়া 'অকিঞ্চন দাস' এইরূপ লিখিয়াছিলেন, বোধ হয় আশঙ্কাবশতঃ অভিমানী শিষ্যগণ তাহাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশক বাক্যাবলী পাঠ করিয়া তুষ্ট হইতে নাও পারে। ভগবানের কৃপাময় মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ জীবের কল্যাণের জন্যই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। কিন্তু অবান্তর মতলবযুক্ত বদ্ধজীব উপদেশগুলি নিজ অনর্থযুক্ত চিত্তবৃত্তির অনুকূল নহে দেখিয়া অনেক সময় কল্যাণকর উপদেশগুলিও গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয় এবং নিজকল্যাণকামী শ্রীল গুরুদেবকে ও বৈষ্ণবগণকে অন্যভাবে দেখে।

শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী 'আমার ভজন' শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছে। গুরুদেবের মহা-মূল্যবান উপদেশ নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

আমার ভজন

আমি বহুদিন হইল সংসার ত্যাগ করিয়াছি। কেন সংসার ত্যাগ করিলাম, এই প্রশ্নের উত্তর—আমি ভজন করিব। আমি কি ভজন করিব? শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিব। কেন শ্রীকৃষ্ণভজন করিব? শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কারণের কারণ, তাঁহার সহিতই আমার নিত্য সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ কে? আনন্দময় সত্তাই শ্রীকৃষ্ণ—যে সত্তা অন্যান্য যাবতীয় সত্তাকে আকর্ষণ করতঃ আনন্দ লাভ করেন ও আনন্দ প্রদান করেন, যিনি অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহাতে ত্রিবিধ ভাব লক্ষ্য করেন, সত্তাভাব, বোধভাব ও আনন্দভাব বা ক্রিয়াভাব। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ তত্ত্ববস্তুই শ্রীকৃষ্ণ। আমি কে? আমি তাঁহারই প্রকৃতির অংশ। আমাতেও

সত্তাভাব, বোধভাব ও ক্রিয়াভাব রহিয়াছে। আমি বস্তুতত্ত্ব নহি। প্রকৃতিগত সত্তা, বোধ ও আনন্দ আমাতে থাকায় তাঁহার সহিতই আমার নিত্য সম্বন্ধ। কি সম্বন্ধ? সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই আমার শ্রীকৃষ্ণের সহিত। তাঁহার প্রকৃতি দুই প্রকারের—পরা ও অপরা। আমার মধ্যে কারণরূপে যে চিৎসত্তা রহিয়াছে, উহা শ্রীকৃষ্ণেরই পরাপ্রকৃতির অংশ। আমার বাহ্যাবয়ব বা আমার কার্য্যরূপে যে সত্তা আছে উহা শ্রীকৃষ্ণেরই অপরা প্রকৃতির অংশ। আমি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তদীয় জানিয়া তদ্ভজনে সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত থাকিবার অভিপ্রায়ে সংসার ছাড়িয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের সহিতই আমার স্থূল দেহের, সূক্ষ্মদেহের ও তাহার কারণরূপী চিদ্দেহের সকল সম্বন্ধ। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে তাঁহার সেবা করুক ইহাই আমার ভজন।

আমি সংসারে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারিতাম না কি? পারিতাম। কিন্তু উহাতে শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জনগণের রুচিকর কার্য্য না করিলে তাহাদের মধ্যে বাস সুখকর হয় না। আমি আমার এই অমূল্য জীবনের ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণেতর কার্য্যে ব্যয় করিয়া এই জীবনকে অধন্য করিতে চাই নাই। আমি নিরন্তর নানাভাবে নানা ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্বন্ধে নিয়োজিত করিবার ও রাখিবার সুযোগ লাভের জন্য পরম করুণাময় ও স্নেহের আকর মহাপ্রভুর সেবক-বিগ্রহের সঙ্গ লাভ করিলাম। তিনি স্নেহাবিষ্ট হইয়া আমার অযোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া আমার ভজন-লালসাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য আমাকে নিজত্বে অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার কৃপা-স্পর্শে আমি আরও উৎসাহিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনন্যভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম। আমি নশ্বর অথচ শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করতঃ আত্মসম্বন্ধীয় মুখ্য কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় চিত্ত হইতে আরম্ভ করিলাম। আমার দেহগেহাদি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া সজ্জনগণ আমাকে আত্মানুশীলনকারী সাধু বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বত্রই আদর পাইতে লাগিলাম ও সম্মানিত হইতে থাকিলাম।

আমি একান্ত পারমার্থিক জীবন যাপন করিতে আসিয়া এবং শিষ্যরূপে শাসন স্বীকার করতঃ সংশোধনের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বার্জ্জিত দুষ্ট সংস্কারবশতঃ পুনঃ দেহারামে ও জড়প্রতিষ্ঠায় লোলুপ হইয়া উঠিলাম। পূর্ব্বে আমার শ্রীগুরুদেবকে খুব ভাল লাগিয়াছিল, এখন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা হওয়ায় এক এক সময় তাঁহাকে অন্তরায় মনে করিয়া অন্য ভাবে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহাকে নিজের হিতকর্ত্তা না বুঝিয়া তাঁহাতে গৌরব সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাকে শাসনও করিতে পারি না এবং তাঁহার শাসন মানিলে আমার খেয়ালমত চলিতেও পারি না, এই উভয় সঙ্কটে পড়িলাম।

আমি শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে থাকিলাম। নামে মাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনের চেষ্টা, বাস্তবে নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ছাড়া অন্য কিছু আমার হৃদয়ে উল্লাসকর হয় না। আমি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সেবার সুযোগ পাইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতাম, এখন শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য সুযোগ উপস্থিত হইলেও আমার বিপদ মনে হয়। পূর্ব্বে আমি শ্রীগুরুদেবের সেবা পাইলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতাম, এখন শ্রীগুরুদেবের সেবা যেন আমার নিকটে একটা জঞ্জাল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে আমি সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণবের সেবার জন্য উৎসাহিত ছিলাম, এখন সাধু বৈষ্ণবের সেবার জন্য কেহ বলিলেও আমার বিরক্তি বোধ হয়। নিরন্তর আমার প্রশংসা, আমাকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান, উত্তম আসন, উত্তম বসন, উত্তম ভোগ্যবস্তু আমার নিকটে না আসিলে আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। আমি লোকলজ্জার ভয়ে অনেক সময়ে উহা মুখে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি, কিন্তু ঐগুলি আমার না হইলে আমি আর বেশীদিন ভক্তের খাতায় নামও রাখিতে পারিব কিনা সন্দেহ হইতেছে।

আমার শ্রীকৃষ্ণভজনের স্থলে এখন নিজের ভজনই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি নিজেন্দ্রিয়ভজনের পরে বা সঙ্গে আপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণভজন হয় বা উহাই শ্রীগুরুভক্তি বা বৈষ্ণবসেবা হয়, তবেই আমি ভজন করিতে পারিব। আমি প্রত্যহ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বন্দনা কীর্ত্তন করি। কিন্তু আমার স্বরূপটী

হরিগুরুবৈষ্ণব হইতে অভেদ বলিয়া ক্রমশঃ আমিই তাঁহাদের আসন স্বীকার করিতেছি এবং জগৎকে, বৈষ্ণবদের ও শ্রীভগবান্‌কে আমার সেবকরূপে পাইতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ আমার আর ভজনীয় নাই। এখন আমার খেয়ালই আমার ভজনীয় হইয়াছে। সভাতে বা সমাজে আমি মুখে নিজেকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবদাস বলিয়া আখ্যা দিয়া বৈষ্ণবতার খ্যাতি অর্জ্জনে ত্রুটী করি না, কিন্তু হৃদয়ে নিজেকেই বৈষ্ণব, গুরু ও ভগবান্ হইতে কম ভাবিতে রাজী নহি। যেটুকু বাহ্য সম্মান আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে দিয়া থাকি, তাহাও লোকসমাজে নিজেকে সাধু-ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য।

আমার এই দুরবস্থা কেন হইল, তাহাও আমি এক এক সময়ে চিন্তা না করি এমন নয়। এক এক সময়ে ভাবি, বোধ হয় আমার জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতেই তো ভক্তি নষ্ট বা আচ্ছাদিত হয়। ক্রমশঃ ভোগপ্রবৃত্তি ও কপটতা আসিয়া সাধককে গ্রাস করে। এক এক সময়ে নিজের অপরাধ আমি ধরিতে ও বুঝিতে পারি, কিন্তু নিজের ত্রুটী স্বীকারের সৎসাহস হয় না, প্রতিষ্ঠা ও লৌকিক লজ্জা আসিয়া প্রতিরোধ করে। আমি বৈষ্ণবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তাঁহার প্রসন্নতার জন্য চেষ্টা করিতে উৎসাহী হই না। আমি বহির্ম্মুখ জনের মনোরঞ্জনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়া তাহাদের নিকট আমার কল্পিত সম্মান লাভের আশায় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের তুষ্টির জন্য চিন্তা করি না। আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভুলাইয়া প্রতিষ্ঠার আশায় কখনও নির্জ্জন ভজনের, কখনও মাধুকরীবৃত্তির আশ্রয় করি। আমার চঞ্চল মন তাহাতেও সুখী হয় না এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা না পাইয়া অন্য পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে আমার শ্রীকৃষ্ণভজন কখনও কনকসংগ্রহে, কখনও বা নারীর কৃপাকটাক্ষ-লাভের আশায় তাহাদের তোষামোদ বা সেবার এবং কখনও প্রতিষ্ঠার ভজনে পর্য্যবসান লাভ করিতেছে।

এ হেন দশায় আমার পারমার্থিক বন্ধুগণ আমাকে খেয়াল ছাড়িয়া শাস্ত্রবচন ও সাধুগুরুর সাক্ষাৎ উপদেশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহাদের উপদেশকে অমৃতসম বোধ করিয়াই সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভজন করিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব আমাকে সাধুর বেশে রাখিয়া কখনও ব্যক্ত কখনও বা অব্যক্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার নিমিত্ত প্রমত্ত করায়। হিতোপদেশগুলি আর আমার নিকটে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় না। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দ্বিবিধ মার্গের কথাই আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং প্রেয়ঃপথ বর্জ্জন করতঃ শ্রেয়ো মার্গ আশ্রয় করিয়াছিলাম। দুর্দ্দৈব আমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে ক্রমশঃ প্রেয়ঃপথে লইয়া যাইতেছে। আমার শ্রীভাগবত বা শ্রীভগবৎকথা শ্রবণে উৎসাহ হয় না। বার বার একই জাতীয় কথা কত শুনিব! শ্রবণ করিতে বসিলেও প্রায়শঃই নিদ্রাদেবী আসিয়া আকর্ষণ করে। বিষয়কথা কেহ বলিতে থাকিলে নিদ্রাদেবী আমাকে বিরক্ত করে না। আমি সমস্ত রাত্রিও জাগরণ করিতে অপারগ হইব না। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী ভুলিয়া গেলাম যে "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট অভ্যাসযোগের কথাও আমি বিস্মৃত হইলাম। আমি দুই চারিটা ভক্তির কথা শুনিয়া মনে করিয়া ফেলিয়াছি যে, ভক্তি তো আমার জানা হইয়াছে, ভক্তের নমুনাও আমার কামময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝিয়া লইয়াছি, এখন কেবল শ্রীভগবান্‌কে বুঝা বাকী আছে। ভক্তি ও ভক্তের স্বরূপ যে আমার কামময় চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারেন না ইহা আমি ভুলিয়া গেলাম। শরণাগতির মহিমা বিস্মৃত হইলাম। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম॥" শ্রুতিবচন বহুবার শ্রবণাদি করিয়াও স্মরণ করিতেছি না। আরোহপন্থায় ভক্ত ও ভগবৎসান্নিধ্য বা সঙ্গ সম্ভব নয়, ইহাও আমি বিস্মৃত হইলাম। আমি কখনও তপস্যার দিকে, কখনও সৎকর্ম্মের দিকে চিত্তের গতি লক্ষ্য করি। তপস্যা বা সৎকর্ম্মাদি দ্বারা ভক্ত ও শ্রীভগবৎসঙ্গ লভ্য নয়, ইহা জানিয়াও আমি ভুলিয়া গেলাম। 'রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাৎ গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা

নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা **মহৎপাদরজোঽভিষেকম্** ॥' "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥" (ভাঃ ৭।৫ ৩২) আমি পূর্ব্ব-সঙ্কল্প তথা শ্রীগুরুদেবের নিকটে প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণদাসানুদাস-সূত্রে আমার সপরিকর শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য বা স্বার্থ নাই বা থাকিতে পারে না। আমি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া এখন উক্ত উচ্চাশা পরিত্যাগ করতঃ ক্ষুদ্র ও নশ্বর দুঃখপ্রদ বিষয়লালসান্বিত হইতেছি কেন, ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতেছি না।

আমি এক এক সময়ে ভাবি, আমার জীবন ধারণের জন্য কনক আবশ্যক, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন, যে আমার ইচ্ছামত আজ্ঞাবাহিনী হইয়া আমার সেবা করিবে এবং প্রতিষ্ঠাও লোকসমাজে বাস করিতে গেলে দরকার। যদিও এগুলি আমার ভজনের অন্তরায় বলিয়াই আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছি, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ যুক্তবৈরাগ্যের অছিলায় 'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥ ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্। (ভাঃ ১১৷২০৷২৭-২৮) ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করিয়া, আমার অনর্থযুক্ত সাধনাবস্থায় ত' এগুলি থাকিবেই মনে করিয়া যেন আমাকে চিরকাল এগুলির প্রশ্রয় দিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে ভাবি। প্রকৃতপক্ষে ক্রমমার্গে এগুলি নিয়ন্ত্রিত করতঃ নিষ্কামভাবে ভজনের চেষ্টাই আবশ্যক।

আমি সাধক, সুতরাং আমার অনর্থ থাকিবেই ভাবিয়া আমি বিপ্রলিপ্সা দোষ বলে আমার অনর্থ-রাশিকে প্রশ্রয় দিতেছি। উহার প্রশ্রয়ের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই, ইহা ভুলিয়া গেলাম। যতদিন না আমি শুদ্ধ ভক্তিরসাস্বাদনে যোগ্য হইয়া শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানে আবিষ্ট হইতেছি, ততদিনই মাত্র ভজন ত্যাগ না করিয়া গর্হণমুখে তত্তৎ কাম স্বীকারের সহিত ভজনের উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন। যদি আমি ঐ অনর্থ-গুলিকে গর্হণ না করি, আদরের সহিত স্বীকার করি, তাহা হইলে আমার হৃদয় হইতে ঐ অনর্থগুলি বিদূরিত হইতে পারে না, ইহা আমি ভুলিয়া গেলাম। কামের মহিমা, ভোগের মহিমা, স্ত্রীসঙ্গের মহিমা, অর্থ-সঞ্চয়ের মহিমা ও জড়ীয় প্রতিষ্ঠার মহিমা চিন্তাকারী আমাকে ক্রমশঃ তত্তদ্বিষয়ে আসক্ত করাইবেই। আমি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে আসিয়াও স্ত্রীর মহিমা চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করতঃ বিবাহে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ি, ভাবিতে ভুলিয়া যাই, ইহার পরিণতি কি ও কোথায়? অর্থপ্রয়াসীদের দুঃখের দিক্‌টা না তাকাইয়া কেবল আংশিক সুখের দিক্‌টা চিন্তা করিয়া আমি বিষয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াও ক্রমশঃ অর্থসংগ্রহে ও সঞ্চয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। জড় বিষয়ান্ধ লোকের ক্ষণিক প্রশংসা লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া, উহার অনর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমি শাস্ত্র, গুরু ও সাধু-বৈষ্ণবের উপদেশের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাদের রুচির দিকে না তাকাইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা, কখনও মর্য্যাদালঙ্ঘন বা বিদ্বেষও করিয়া জড়প্রতিষ্ঠার জন্য মত্ত হইয়া পড়ি।

আমার এই সকল দুরবস্থা এক এক সময়ে আমাকে যে বিচলিত না করে এমন নয়। এক এক সময়ে আমি ভাবি যে আমি অসংযত জীবন যাপনের দ্বারা নিজের সম্মুখে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলময় পূর্ণানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া নিজেই নিজের সর্ব্বাধিক অহিত সাধন করিতেছি। আমি সর্ব্ব বিষয়ে সংযত জীবনযাপনে মনে মনে এক এক সময়ে বদ্ধপরিকর হই, কিন্তু প্রাক্তনকর্ম্মবশতঃ আমার অজ্ঞাতসারে কখনও আমি অসংযত হইয়া পড়ি। এই অবস্থায় কি আমার মঙ্গললাভের কোনও ভরসা নাই? নিশ্চয়ই আছে বলিয়া মনে করি। আমি কোন অবস্থাতে কোন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও নিরুৎসাহিত না হইয়া সাধনভজনপথে চলিতে থাকিব। আমার নিত্যারাধ্য পতিতপাবন ও করুণাময় প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন—'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি মানি।' 'ডুবলো যদি না' তো ডুবে

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা
মাঘ, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥"

৩৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০০
২ মাধব, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, শনিবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৪ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :—
৪১ নং থিয়েটার রোড, কলিকাতা
২০শে ভাদ্র, ১৩৪১ ; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার স্বর্গদ্বার, "শিবনিবাস" হইতে ১লা তারিখের পত্র অদ্য হস্তগত হইল।

জীবের অণুত্ব-নিবন্ধন দুষ্পারা মায়া ও ব্রহ্ম—এই দুইটী আরাধ্য বস্তুর অধীনতা স্বীকার করিবার যোগ্যতা আছে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও অভেদজ্ঞানরূপ মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির পরিচয়দ্বয়ের দ্বারা চালিত হইবার যোগ্যতা জীবের আছে। জীব—অণুচিৎ ; বৃহৎশক্তি মায়া তাহাকে আবরণ করিতে পারে। তদ্দ্বারা তাহার সেবা-বৈমুখ্য বা সেবা-শৈথিল্য লাভ ঘটে। জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাবিশিষ্ট অণুচিৎ। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত—এই দুই প্রকারে অবস্থান করে। অভক্ত অবস্থাই তাহার বদ্ধাবস্থা বা সেবা-বৈমুখ্য। তৎকালে তাহার ব্রহ্ম হইবার বাসনা ও মায়ার প্রভু হইবার দুর্দ্দমনীয়া চেষ্টা লক্ষিত হয়। চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণে পরাঙমুখতা হইলেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকে না। তখনই সে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তের কৃপায়ই সেবাধর্ম্মে জাগরণ বা আত্মধর্ম্মে তাহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটে ; তখন আর তাহাকে আবদ্ধ হইতে হয় না। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃত-গুণমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। জড়তা ও চেতনতা—এক নহে। জড় ভোগেচ্ছা চেতনাবরণী ও বিক্ষেপিনী। ভক্তের কৃপা হইলে স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-রহিত বদ্ধাবস্থা অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :—
৪১ নং থিয়েটার রোড, কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৪১ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩ই তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি গুরুতত্ত্বে আপাত বিরোধময় বিচার-বিবর্ত্ত আবাহন করিয়াছেন।

নশ্বর বিশ্ব ভগবানের বহিরঙ্গশক্তি-প্রকটিত; উহাতে গুণত্রয় ক্রিয়াবিশিষ্ট। আর নিত্য জগৎ চিচ্ছক্তি প্রকটিত; তথায় হলাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করেন। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগৎ অচিচ্ছক্তিসৃষ্ট জগৎ হইতে ভেদধর্ম্ম-বিশিষ্ট। জীবের স্বরূপ-ভেদাভেদ-প্রকাশ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তি হইতে উদ্ভূত। ভগবানের এই তিনটী শক্তিই নিত্যা। যখন তটস্থা-শক্তি-প্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখন সে গুরুপাদপদ্মে ভেদ দর্শন করে। গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য অবস্থিত হইয়া তটস্থ শক্তিতে বহু জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন। ভজন-পরিপক্বতায় অনঙ্গ মঞ্জরীকে তাঁহার সেব্যা শ্রীবার্ষভানবীর সহিত অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। তজ্জন্য শ্রীবার্ষভানবী স্বয়ংরূপ আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ং প্রকাশ আশ্রয়ানুগ বিগ্রহ অনঙ্গমঞ্জরী মুক্তজীবের স্বরূপোদ্বোধনের জন্য প্রকাশিত। কোন সৌভাগ্যক্রমে মুক্তজীব কুণ্ডতীরে গমন করিলে মধুর রতিতে অপর রতিসমুদয়কে অঙ্গীভূত করিয়া লয়। ভেদাভেদ-প্রকাশ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে মধুর রতিতে স্বয়ং প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ং প্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন। ঠাকুর মহাশয়ের 'গুরুরূপা সখীবামে" প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সখী বার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

তত্ত্ববিবেক—শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

দ্বিতীয়ানুভবঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২১ পৃষ্ঠার পর]

ফল্গুং নিরর্থকং বিদ্ধি সর্ব্বং জড়ময়ং জগৎ।
বহির্ম্মুখস্য জীবস্য গৃহমেব পুরাতনম্ ॥ ১২ ॥

এই জড়ময় জগৎ সমস্তই তুচ্ছ ও অসার। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের ইহা পুরাতন কারাগৃহ। শ্রী-নারদোপদেশে বেদব্যাস যখন সমাধিতে বসিলেন, তখন ভক্তিপূতহৃদয়ে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভি-পদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।" ব্যাসদেবের মন যখন ভক্তিযোগের দ্বারা নির্ম্মল হইল, তখন তিনি তিনটি তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণই প্রথম তত্ত্ব। তাহার অপাশ্রয় মায়াই দ্বিতীয় তত্ত্ব। মায়া হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হইয়াও মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীবই তৃতীয় তত্ত্ব। তৃতীয় তত্ত্ব জীব স্বয়ং চিৎকণ হইয়াও আপনার স্বরূপকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া গুণকৃত অনর্থ সকলকে স্বকৃত অনর্থ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অপ্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই সেই

অনর্থের একমাত্র উপশম, তাহাও দেখিতে পাইলেন। বস্তুতঃ মায়াকৃত এই জড়বিশ্ব চিৎকণ জীবের পক্ষে ফল্গু ও নিরর্থক। এবম্ভূত তুচ্ছ জগতে জীবের অবস্থিতি কেন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বহির্ম্মুখ জীবের পুরাতন গৃহস্বরূপ এই জড়ময় বিশ্ব কার্য্য করিতেছে। ইহাতেই প্রতীত হইল যে, বহির্ম্মুখ জীবগণই জড়জগতে প্রবিষ্ট। নিত্যমুক্ত জীবসকল কৃষ্ণসাম্মুখ্যবলে প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন নাই, চিজ্জগতে অবস্থিত। মায়াশক্তি কৃষ্ণের অপাশ্রয়া শক্তি। যেমন সূর্য্য হইতে অন্ধকার অতিদূরে লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে অতিদূরবর্ত্তিনী মায়া চিন্মণ্ডলের বহির্ভাগে অপকৃষ্ট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সেই মায়িক বিশ্বের জড়বিচিত্রতা-গুণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব আকৃষ্ট হইয়া মায়া কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জীব গুণাতীত। মোহিত হইয়া গুণ স্বীকার করতঃ গুণত্রয়ের অনর্থ ভোগাভিমান করিতেছেন। বহির্ম্মুখতা এই যে, চিৎকণস্বরূপ জীব চিন্মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বহির্ম্মুখতা হইত না। চিন্মণ্ডল হইতে দৃষ্টিকে জড়মণ্ডলের প্রতি চালিত করায় সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥

দেশকালাদিকং সর্ব্বং মায়য়া বিকৃতং সদা।
মায়াতীতস্য বিশ্বস্য সর্ব্বং তচ্চিৎস্বরূপকম্ ॥১৩॥

মায়াতীত চিজ্জগৎ ও মায়াকৃত জড়জগৎ—এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে প্রাপঞ্চিক জগতে যে দেশ কালাদি আছে, তাহা বিকৃত। মায়াতীত চিজ্জগতে যে দেশকালাদি আছে, তাহা চিৎস্বরূপ অতএব শুদ্ধ। বিকৃত দেশে দূরতা-সন্নিকর্ষজনিত বহুবিধ সুখপ্রতিবন্ধক হয়তো দেখা যায়। প্রাপঞ্চিক কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এইরূপ বিভাগের দ্বারা অনেক প্রকার অভাব ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক বিশ্বের দ্রব্যসমূহ, তদ্রূপ নানাপ্রকার হেয়তা পরিপূর্ণ। অতএব প্রাপঞ্চিক জগৎ সমস্তই হেয়। চিজ্জগতের দেশ-কাল-দ্রব্য সমস্তই চিন্ময়, সমস্তই উপাদেয়, সমস্তই প্রেমলাভের উপযোগী। তথায় জড়গন্ধমাত্র নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম প্রপাঠক এই কথাটি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

"হরিঃ ওঁ অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাববিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। তঞ্চেদ্ব্রূর্যয়ুদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাববিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ। যাবান্ বা অয়ং আকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্র মসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রানি যচ্চাসোহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈনজ্জরামাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি। তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি মাতৃলোককামোভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি অন্নপানলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতা-

বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। যং যমন্তমাভকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে। ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপি-ধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে। অর্থ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তবত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদায়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবং বিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হো বা চৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্‌যৎ সত্তদমৃতমথ যদ্ধি তন্মর্ত্ত্যমথ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্‌যমহরহর্ব্বা এবং বিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুৎ তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" ॥১৩॥

চিচ্ছক্তেঃ পরতত্ত্বস্য স্বভাবস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
স্বস্বভাবস্তথা জীব-স্বভাবো মায়িকস্তথা ॥১৪॥

পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানের চিচ্ছক্তির তিন প্রকার প্রকার অর্থাৎ স্ব-স্বভাব (চিৎস্বভাব), জীবস্বভাব ও মায়াস্বভাব। চিৎস্বভাবে অনন্ত বিচিত্রতা আছে। মায়াবাদিগণ চিৎস্বভাবের বিচিত্রতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বিচিত্রতা—মায়ার স্বভাব। মায়িক স্বভাব ত্যাগ করিয়া চিৎস্বভাব-প্রাপ্তিমাত্রেই বিচিত্রতা দূর হয়। জীব সেই স্বভাবে স্থিত হইলে তাহাতে বিচিত্রতার অভাবে তিনি একত্বে লীন হন। মায়াবাদীর এই যুক্তির ভিত্তিমূল কোথায়? উত্তর—মতবাদে। কোন্ শাস্ত্র বা কোন্ যুক্তি হইতে মায়াবাদী এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যোপদিষ্ট চিদ্বিচিত্রতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, চিজ্জগতে ভগবৎস্বরূপ, জীবগণের স্বরূপ, স্থান, চন্দ্রসূর্য্যাদি, আলোক, নদ, নদী প্রভৃতি সকলই উপাদেয়রূপে সুন্দর সন্নিহিত আছে। এই রসবৈচিত্র্যই চিৎস্বভাব। জীবস্বভাব—তটস্থ, মায়া ও চিৎএর মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থিত। মায়ার বশযোগ্যতা এবং চিচ্ছক্তির বশযোগ্যতা জীবস্বভাবে আছে। মায়িক-স্বভাব—চিৎস্বভাবের বিকৃতি; তাহা বহির্ম্মুখ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর উৎপাদন করে ॥ ১৪ ॥

তিষ্ঠন্নপি জড়াধারে চিৎস্বভাব পরায়ণঃ।
বর্ত্ততে যো মহাভাগা স্বস্বভাবপরো হি সঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ চিদনুশীলনং নাম
দ্বিতীয়োঽনুভবঃ

হে মহাভাগ জীব মায়ার জড়াধারে অবস্থিত হইয়াও চিৎস্বভাবপরায়ণ হন, তিনি স্ব-স্বভাব-পরায়ণ। অতএব মায়াত্যাগের অধিকারী ॥১৫॥

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি-গ্রন্থে চিদনুশীলন
নামক দ্বিতীয় অনুভব

বর্ষশেষে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউর অপার করুণায় আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩শ) বর্ষের সেবাকৃত্য একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইল। কিন্তু শুদ্ধ ভজনবিজ্ঞ ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের প্রসন্নতা হইতেই আমরা আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিব, এজন্য আমরা আমাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের কৃপা-দৃষ্টি বিশেষভাবে প্রার্থনা করিতেছি।

শুদ্ধভক্তির কথা বর্ণন করিতে গিয়া আমাদিগকে শুদ্ধভক্ত মহাজনগণ-প্রদর্শিত সিদ্ধান্তসকল প্রমাণসহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু অনেক ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তি সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শ দর্শনে কেহ কেহ সিদ্ধান্তবিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহাতে অনেক বিপত্তির অবকাশ হইয়া পড়ে। অজাতরুচি ব্যক্তি জাতরুচিত্ব দেখাইতে গিয়া নানা প্রকার ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বৈধ ও রাগানুগ সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত জ্ঞানের অত্যা-বশ্যকতা জানাইয়াছেন ঃ—

"সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি' এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

—চৈঃ চঃ আ ২।১১৬-১১৭

আমরা বর্ষশেষে আমাদের শ্রীপত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়/মহোদয়াগণকে আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন পত্রিকার প্রবন্ধাদি নিজেরা নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিয়া তাহা আবার তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবকেও পঠন-পাঠনের সুযোগ দিয়া পত্রিকার প্রচার-প্রসার বিষয়ে যত্ন করেন।

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ যেমন মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যবিগ্রহ, তদভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও তদ্রূপ ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যবিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতেছেন—

ওঁ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—চৈঃ চঃ ম ১৯।৫৩

["মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গ রূপধারী প্রভু, তোমাকে নমস্কার।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)]

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহে একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে 'দিব্য একযুগ' মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৫-১০

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"তিনি (ব্রজেন্দ্রকুমার) গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণসহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম—'অপ্রকট-বিহার'। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকটবিহার করেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"৪৩২০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণ বর্ষ সংখ্যা—দ্বাপর, তিনগুণ—ত্রেতা এবং চতুর্গুণ—সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা,

দ্বাপর ও কলিযুগের ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। (এই চারিযুগকে এক মহাযুগ বলা হয়।) এই মহাযুগকে দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর (অর্থাৎ এক মনুর রাজত্বকাল) চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকালপরিমিত সন্ধিসহ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিবস বা কল্প।"

'বৈবস্বত' নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগানুবর্ত্তী দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া প্রকাশ পান। (অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চপ্রকার রসের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসের ভক্তের নিকট ভক্তিবশ্য কৃষ্ণ একান্তভাবে বশীভূত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ব্রজে দাস্যাদি চারিরসের ভক্ত 'দাস, সখা, মাতা পিতা ও প্রেয়সীগণ' সহ প্রেমাবিষ্ট হইয়া যথেষ্ট বিহারপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করতঃ মনে চিন্তা করিলেন—

"এতাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগৎকে প্রদান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতের লোক বিধিভক্তিতে আমাকে ভজন করেন, কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা বিধিভক্তিতে পান না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমে গূঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না।" (চৈঃ চঃ আ ৩।১৩-১ সংখ্যক পয়ার অঃ প্রঃ ভাঃ সহ আলোচ্য)

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সার্ষ্টি (বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি), সারূপ্য (বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি অঙ্গবর্ণপ্রাপ্তি), সামীপ্য (বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি) ও সালোক্য (বিষ্ণুলোকে বাস) রূপ মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্য মুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেই প্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করা আমার অভীষ্ট। আমি কলিযুগের ধর্ম্ম যে নামসঙ্কীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের সহিত জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব। আপনিও ভক্তভাব গ্রহণ করতঃ স্বীয় আচারদ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা দান করিব। নিজে আচরণ না করিলে অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায় না।"

—ঐ চৈঃ চঃ আ ৩।১৭-২১ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য

শ্রীকৃষ্ণ আরও চিন্তা করিলেন—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥"২৬॥

উক্ত '২৬' সংখ্যক পয়ারের অঃ প্রঃ ভাঃ—

"নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটি প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে, তথাপি পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি, আমা ব্যতীত ব্রজপ্রেম প্রচার আর কেহই করিতে পারেন না।

সুতরাং আমি নিজ ভক্তগণ অর্থাৎ ব্রজপরিকরগণসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নানা লীলা করিব।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৃষ্ণ কলিকালে 'প্রথম সন্ধ্যায়' স্বয়ং শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। (চৈঃ চঃ আ ৩।২৮-৩০ দ্রষ্টব্য)

"প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥
ডু ভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রথম লীলায় 'বিশ্বম্ভর' নাম ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিরসে জগজ্জীবকে ভরণপোষণ ও ধারণ করিলেন। 'বিশ্বম্ভর' শব্দ ডুভৃঞ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ধাতুর অর্থ—পোষণ ও ধারণ। প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন। —অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য

'প্রথম সন্ধ্যায়' বাক্যের অর্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন -

'যুগারম্ভকালে আদিতে এবং যুগান্তরকালে শেষে —যুগের ষষ্ঠভাগ পরিমিত কাল—সন্ধ্যা। যুগের প্রথম সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ ও শেষ সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ। সুতরাং কলিকালের প্রথম সন্ধ্যা ৩৬০০০ সৌরবর্ষ। শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালের ৪৫৮৬ বর্ষ গত হইলে

প্রকটিত হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 'ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ।' (শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারে ১৭ শ্লোকঃ।")

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া সকল বিশ্বকে ধন্য করিলেন। শ্রীগর্গ ঋষি মহাপ্রভুকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণসময়ে তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন—

"আসন বর্ণাস্ত্রয়ো যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৩।৩৬ ধৃত ভাঃ ১০।৮।১৩ শ্লোক

"(হে নন্দ,) তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিন যুগে ধারণ করেন, অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥"
—ঐ আ ৩ ৩৯ ধৃত ভাঃ ১১।৫।২৭ শ্লোক

"দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্ক (চিহ্ন)-যুক্ত —এইরূপে উপলক্ষিত হন।"

বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্রসংবাদে কোন্ কালে কিভাবে ভগবানের অবতার হয়, নিমি মহারাজের এই প্রশ্নোত্তরে নবমযোগেন্দ্র শ্রীকরভাজন ঋষি সত্যে শুক্লবর্ণ, ধ্যানদ্বারা তাঁহার আরাধনা; ত্রেতায় রক্তবর্ণ, যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার আরাধনা হয় ইত্যাদি বলিয়া কলিযুগে ভবিষ্যন্নির্দ্দেশ বাক্যে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ মহাযুগীয় কলিযুগের আদি সন্ধ্যায় 'পীতবর্ণঃ ভবিষ্যতি' এই মর্ম্মে 'ত্রয়ো বর্ণাঃ আসন' এইরূপ অতীত ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া ইদানীং দ্বাপরে শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারের কথা বলিলেন। টীকাকার মহাজনগণ এবিষয়ে অনেক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে প্রহলাদ মহারাজ 'ইত্থং নৃ তির্য্যক্' ইত্যাদি শ্লোকে 'ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্' অর্থাৎ হে ভগবন্, তুমি প্রতি যুগেই অবতার প্রকট করিয়া থাক, কলিযুগে তুমি ছন্ন থাক, এইজন্যেই তোমাকে ত্রিযুগ বলা হইয়া থাকে এই বিচার প্রদর্শন-দ্বারা কলিযুগে যে ভগবান্ পীতবর্ণ ধারণ করেন, ইহা নিঃসংশয়িতভাবে উপলব্ধ হয়। আবার নবম যোগেন্দ্র করভাজনের 'নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু' বলিয়া 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং''''''যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' বাক্যে কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (মহাবীর্য্যবান্ শ্রীনাম) এবং পার্ষদ (শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রূপ-রামানন্দাদি) সমন্বিত হইয়া নামপ্রচারলীলা সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও পরমোল্লাসভরে বলিয়াছেন—"সেই ত' সুমেধা (উত্তম বুদ্ধিমান্) আর কলিহত জন। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদও মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ সংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন—

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌতু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষ্ণু দ্বাপরযুগাধিবাসি জনগণকর্ত্তৃক কেবল পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে অর্চ্চন-মার্গে আরাধিত হইয়া থাকেন, কিন্তু কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি কেবল 'নামসংকীর্ত্তন' দ্বারাই আরাধিত হন।

কলিসন্তরণোপনিষদেও লিখিত হইয়াছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকলুষ নাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥"

"অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী, ইহা হৈতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।"

এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রবাক্যে নামমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদগণ তাঁহার (মহাপ্রভুর) সর্ব্বাবতারাবতারিত্ব প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় (শ্রীভাগবত ১১।৫।৩২ শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে) লিখিয়াছেন—

"যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ।"

অর্থাৎ যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই কলির

প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীগৌরসুন্দরও অবতরণ করেন, এই-রূপ স্বারস্য বা স্বাভিপ্রায় উপলব্ধ হওয়ায় শ্রীগৌর-সুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ, ইহাই স্বতঃ-সিদ্ধ হইতেছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনর্পিতচর অত্যন্ত দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম-দাতা বলিয়াই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহাকে মহা-বদান্য বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। এই সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমধন লাভের একমাত্র উপায় মহাপ্রভুই তাঁহার প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ রামানন্দসমীপে হর্ষভরে জানাইয়াছেন—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।৮, ৯ ও ১১

ইহা বলিয়া মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন করি-লেন। আমরা এখানে কেবল উহার ব্যাখ্যাটি নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—

শিক্ষাষ্টকের অষ্টমূল শ্লোক-ব্যাখ্যা

১। "সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥

২। অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥

৩। যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন স্বরূপ-রামরায় ॥

লক্ষণ-শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥

প্রেমিক ভক্তের স্বভাব

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে, কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥

৪। ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে, কৃষ্ণ, কৃপা করি' ॥

৫। তোমার নিত্যদাস মুঞি, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥

৬। সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির বাহ্য লক্ষণ—
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥

৭। উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগ-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে দু' নয়ন ॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে,—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥
এতেক চিন্তিত রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥
ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়।
এতভাব একঠাঞি করিল উদয় ॥
এতভাবে রাধার মন অস্থির হইলা।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক সে পড়িলা ॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥

৮। আমি—কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, জারেন মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদবর্গ এবং তাঁহাদের অনুগগণ সকলেই তাঁহার উক্ত শিক্ষাসার অনুসরণের মহদাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজেকে শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর শেষভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ষোল নাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র উল্লেখ করিয়া তন্নিম্নে লিখিয়াছেন—

"প্রভু (মহাপ্রভু গৌরসুন্দর) কহে,
কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ।।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ।।
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ।।" ইত্যাদি।

সুতরাং ব্রজভাব বা রাগানুগা ভক্তি-লভ্য যে প্রেমরূপ প্রয়োজন, তাহা এই মহামন্ত্র নামসংকীর্ত্তন হইতেই সিদ্ধ হইবে। নামই কৃপা করিয়া তদাশ্রিত জনকে বিধিমার্গ হইতে রাগমার্গে প্রবেশাধিকার দিয়া ইষ্টবস্তু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দে ব্রজবাসীর যে পরমাবেশ-ময়ী স্বাভাবিকী রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহার অনুগতা রাগানুগাভক্তিতে অধিকার দিবেন। ব্রজবাসীর যে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি ক্রয় করিবার অতি দুর্ল্লভ 'লৌল্য'রূপ মূল্য, তাহাও নামের কৃপায়ই সংগৃহীত হইবে—নাম সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা। মহাপ্রভু তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, গ্রহণেও কোন কালাকাল বিচার রাখেন নাই। নিষ্ক-পটে নামপ্রভুর শরণাগত হইয়া নিরপরাধে নামকীর্ত্তন-পরায়ণ হইতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র অপরাধ-জনিত চিত্ত-কাঠিন্য দূরীভূত হইয়া ভাবভক্তি—ক্রমে প্রেম-ভক্তিতে অধিকার মিলিবে। আহা কৃষ্ণ অপেক্ষাও কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনামের করুণা যে অত্যধিক! সুতরাং আমাদিগকে আর হতাশ হইতে হইবে না। নামপ্রভু অবশ্যই আমাদিগকে কৃপা করিবেন।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানুগবর—শ্রীশ্রীরাধারাণীর নিজজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ।।"

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে অপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নাম শীঘ্র শীঘ্র প্রসন্ন হইয়া রাগবর্ত্মচন্দ্রিকানুসরণের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই পরমকরুণাময় মহাবদান্য মহাপ্রভুর মহাবদান ব্রজপ্রেম লাভের ক্রমমার্গানুসরণের সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না। বাঞ্ছাকল্পতরু নাম-ব্রহ্ম অবশ্যই আমাদিগকে কৃপা করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই মালী হইয়া নবদ্বীপে প্রেম-ফলের উদ্যান করিয়াছেন। "প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়" – আস্বাদন করিতে করিতে বিতরণ করিতেছেন আর বলিতেছেন—

"একা মালী, আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ।।
অতএব মালী আজ্ঞা দিলা সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ।।"

দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে মহাপ্রভুর প্রেমবিতরণ-লীলা। আহা এত বড় উদারতা! আর কোন অবতারে এমনভাবে প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই। তবে নিজে আচারবান্ হও—নিজে নামাশ্রয় গ্রহণ কর, প্রেমফল আস্বাদন কর, করিয়া তাহার বিতরণে মুক্তহস্ত হও, তাই মহাপ্রভু কহিলেন—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার ।।"

জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলী-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপ (এশিয়াখণ্ড) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার নয়টি বর্ষ বা বিভাগ ঃ—অজনাভ (মহারাজ ঋষভের শত পুত্রমধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরতের নামানুসারে অজনাভ বর্ষের নাম হইয়াছে ভারতবর্ষ), ইলাবৃত, কিংপুরুষ, কুরু, কেতুমাল ভদ্রাশ্ব, রম্যক বা রমণক, হরি ও হিরণ্ময়—এই নববর্ষের মধ্যে অজনাভ বা ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই বর্ষে স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার অবতারগণ নিজ নিজ পরিকরগণ-সহ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া কত অলৌকিক অত্য-দ্ভুত লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেইসকল লীলামধ্যে কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে মুহুর্মুহুঃ

চমৎকৃত হইতে হয়। এই পরম পুণ্যভূমি ভারতকে গোলোক বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। এই পরমার্থোপার্জ্জন-ক্ষেত্র পারমার্থিক ভারতে জন্ম-লাভ পরম সুকৃতির বিষয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পুণ্যভূমির নদনদী পর্ব্বতাদি মণ্ডিত সকল ক্ষেত্রই শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রেমিক ভক্তগণের পরম পূত পদাঙ্করঞ্জিত। এই মহাপুণ্যভূমি ভারতে জন্ম-লাভ করিয়াও আমরা যদি পরম অর্থ বা প্রয়োজন—শুদ্ধভক্তিধনার্জ্জনে বিরত থাকি, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে থাকিতে পারে! তাই দয়াময় গৌরহরি আমাদিগের প্রত্যেককেই সতর্ক করিয়া বলিতেছেন— 'উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—ওঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করিয়া স্বরূপোদ্বোধন লাভ কর—

"জীব জাগ, জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসারভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম মন্ত্র লইল মাগিয়া॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ স্বরূপরূপানুগবর নিজজন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত গদ্যে পদ্যে এমন সুন্দরভাবে ভজনের ক্রমানুসরণে বর্ণন করিয়াছেন যে, তাহার প্রতি পদে পদে—প্রতি শব্দে শব্দে মধুর হইতেও সুমধুরভাবে অমৃত আস্বাদিত হয়—স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় প্রেমভক্তি লাভের যে ক্রমপন্থা জানাইয়াছেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নোক্ত-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই 'প্রেমা' প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।৯-১৩

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ অতঃপর নিম্নোক্ত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ পূর্ব্ববিভাগ ৪র্থ প্রেমভক্তি-লহরীর ১৫-১৬ শ্লোক উদ্ধার করিতেছেন, ইহারই অনুবাদ স্বরূপ উক্ত চৈঃ চঃ ম ২৩।৯-১৩ সংখ্যক পয়ার।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।১৪-১৫ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ বাক্য

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের শ্রীশ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদোক্ত 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকাঃ - "আদৌ প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ বিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমানন্তরং দ্বিতীয় সাধুসঙ্গে ভজনরীতিশিক্ষা-নিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা—তত্রাবিক্ষেপেণ সাতত্যম্। রুচিরভিলাষঃ, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ম্। আসক্তিস্তু স্বারসিকী।"

উহার মর্ম্মানুবাদ—'প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ-দ্বারা শাস্ত্রের অর্থে বিশ্বাস। দ্বিতীয় সাধুসঙ্গই ভজন-রীতি শিক্ষার জন্য গুরুপাদাশ্রয়। ভজনক্রিয়া—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু শুদ্ধভক্ত সাধুগণের উপদেশ-ক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভজন, তাহা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থ চারিপ্রকার—তত্ত্বভ্রম অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ (বিশদ ব্যাখ্যা ভজনরহস্যে দ্রষ্টব্য)। এই সকল অনর্থ, ভজন-দ্বারা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ও নিষ্ঠাদি পরবর্ত্তী ক্রম উদিত হয়। নিষ্ঠাভক্তি—চিত্তবিক্ষেপশূন্য নিরন্তর ভজন। রুচি—বুদ্ধিপূর্ব্বক ভজনে বা ভজনীয় বিষয়ে অভিলাষ। আসক্তি—ভজনে বা ভজনীয় বিষয়ে স্বাভাবিকী রুচি। তৎপরে রতি বা ভাব এবং ভাব হইতে প্রেমোদয়॥"

তৎপর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

"ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥"

অর্থাৎ অতিশয় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির চিত্তে এই নবপ্রেম উদিত হন। যাঁহার চিত্তে এই প্রেম উদিত হন, তাঁহার মুদ্রা অর্থাৎ আচার ব্যবহার শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য।

উপরিউক্ত শ্লোকের 'নব প্রেমা' বলিতে শ্রদ্ধাদি নব লক্ষণাত্মক প্রেম অথবা নব শব্দে কেহ কেহ 'নিত্য নূতন' এইরূপ ব্যাখ্যাও করেন।

['অন্তর্ব্বাণিভিঃ' শব্দের 'শাস্ত্রবিদ্ভিঃ' এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। অন্তর্ব্বাণী শব্দে শাস্ত্রবিৎ।]

সাধনভক্তির সপ্তমাবস্থা—আসক্তি, অতঃপর ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। ভাব—কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ। ভাবকেই 'রতি' বলে। রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদ্‌ভাগবতামৃত-গ্রন্থে এই প্রেমসম্পৎ প্রাপ্তিবিষয়ে নামসঙ্কীর্ত্তনকে পরমাকর্ষ মন্ত্রবৎ বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন। ধ্যান-পূজাদি হইতেও নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা জানাইয়া বলিতেছেন—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥"

—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ১।১।৯

অর্থাৎ "যাহা হইতে নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি যত্ন বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তি দান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার জীবন এবং ইহাই আমার ভূষণস্বরূপ।"

আমাদের মহাভাগবত গুরুবর্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর সংখ্যাপূর্ব্বক নামগান-নতি প্রভৃতি দ্বারা কাল অতিবাহিত হইত, নাম লইতে লইতে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত, 'হা রাধে' 'হা রাধে' বলিয়া তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় সমগ্র ব্রজপুরে কাঁদিয়া বেড়াইতেন। আর মাদৃশ হতভাগার চোখে লঙ্কা টিপিয়া দিলেও একবিন্দু জল পড়িবে না! হায় আমার ন্যায় মহাপাপিষ্ঠের বিধিভক্তিই হইল না আর কোথায় সেই রাগভক্তি!

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

" 'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ-নাশ।
প্রেমের কারণভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদকম্পপুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এতধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।২৬-৩০

উক্ত ২৬ সংখ্যক পয়ারে যে 'প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ' বাক্যটি বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—'প্রেমের উদয়কারী যে সাধনভক্তি, তাহা প্রদান করেন।' (অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥২৪
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ৩১

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন অর্থাৎ পাদ্মোক্ত দশটি অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে না পারিলে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা লাভ করা যায় না। কিন্তু নাম-সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক পরমদয়াল শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের পাদপদ্ম শ্রদ্ধার সহিত আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহাদের কৃপায় শীঘ্র শীঘ্রই নামকৃপায় পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয়। তখন আমাদের মুখে অপরাধশূন্য কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই নাম আমাদিগকে প্রেম দান করিবেন।
—অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

"অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নাম-

ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না, (কিন্তু) গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণকারী, অপরাধী থাকা কালেও নাম করিতে করিতে অপরাধ মোচনান্তে নামফল (কৃষ্ণপ্রেম) লাভ করেন।"

"স্বতন্ত্রঈশ্বর প্রভু (শ্রীগৌরনিত্যানন্দ) অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।৩২

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হইয়াছে—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
নবিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।২৫ ধৃত ভাঃ ২।৩।২৪ শ্লোক

"হরিনাম গ্রহণ করিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় প্রস্তরময় অর্থাৎ কঠিন অপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না।"

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' এই ৬ষ্ঠ শ্লোকের পদ্যানুবাদে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ লিখিয়াছেন—

অপরাধফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বার বার॥
দীন দয়াময় করুণা নিদান।
ভাব-বিন্দু দেই রাখহ পরাণ॥
লবে তব নাম উচ্চারণে মোর।
নয়ন ভরব দর দর লোর॥ ইত্যাদি
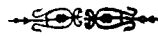
সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

দুর্ব্বাসা ঋষি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'নিগূঢ়নিশ্চয়ং ধর্ম্মে যং তং দুর্ব্বাসসং বিদুঃ।"

—মহাভারত

"যাঁহার ধর্ম্মে দৃঢ়নিশ্চয় আছে তাঁহাকে দুর্ব্বাসা কহে।"

ইনি শিবাংশসম্ভূত সপ্তর্ষির অন্যতম শ্রীঅত্রিমুনির পুত্র।

'মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ব্রহ্মণোমানসাঃ পুত্রা বশিষ্ঠশ্চেতি সপ্ত তে।'

—বিশ্বকোষ উদ্ধৃত প্রমাণ

'মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥'

—মনুসংহিতা

শ্রীকর্দ্দম মুনির কন্যা অনসূয়াকে অত্রিঋষি ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দুর্ব্বাসা ঋষির জননী অনসূয়া।

'অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্।'

— ভাঃ ৪।১।১৫

'মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী অনসূয়া—দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা ও সোম নামে তিনটি মহাযশস্বী পুত্র প্রসব করেন। সেই তিন পুত্র ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয়, রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা ও ব্রহ্মার অংশে সোমের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই—ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির জন্য আদেশ করিলে ব্রহ্মবিদ্‌-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি অত্রি তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন-সূয়াকে সঙ্গে লইয়া 'ঋক্ষ' নামক কুলাচলে* একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া এক-শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি আত্মতুল্য

* কুলাচল (কুলপর্ব্বত)—হিমালয়, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র—এই অষ্টকুলাচল।

সন্তান লাভের জন্য পরমেশ্বর শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তীব্র তপস্যা ও প্রাণায়ামফলে অত্রির শিরোদেশ হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া ত্রিভুবনকে সন্তপ্ত করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন প্রভু অত্রি মুনিকে প্রশান্ত করিতে তাঁহার গৃহে অপসরা—মুনি—গন্ধর্ব্ব—সিদ্ধ—বিদ্যাধর ও নাগগণের সহিত শুভপদার্পণ করেন। অত্রি নিজসম্মুখে রুদ্রকে বৃষারোহণে ত্রিশূলহস্তে, ব্রহ্মাকে হংসারোহণে কমণ্ডলুহস্তে এবং বিষ্ণুকে গরুড়ারোহণে চক্রহস্তে দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, মধুর বচনে স্তব করতঃ তাঁহাদের পূজাবিধান করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন তাঁহাদের অংশে অত্রি ঋষির ত্রিলোকবিখ্যাত তিনটি পুত্রসন্তান হইবে।

'সোমোহভূদ্‌ব্রহ্মণোহংশেন দত্তো বিষ্ণোস্তু যোগবিৎ।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ ॥'
—ভাঃ ৪।১।৩২

'অত্রির পুত্রত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মার অংশে সোম-নামক পুত্র, বিষ্ণুর অংশে যোগবিৎ দত্তাত্রেয় এবং রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (এখন অঙ্গিরা ঋষির প্রজাবর্গের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন)'

দুর্ব্বাসা ঋষি শিবাংশসম্ভূত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মহাতেজীয়ান্ ও কোপনস্বভাববিশিষ্ট হইলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি ঔর্ব্ব মুনির কন্যা কন্দলীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। উর্ব্ব ঋষি নিজ উরুতে অগ্নি রাখিয়া অগ্নিসদৃশ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। উর্ব্বের পুত্রের নাম ঔর্ব্ব। ঔর্ব্ব পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি ঔর্ব্ব 'বাড়বানল' নামে খ্যাত হইলেন। দুর্ব্বাসা ঋষির পত্নী তাঁহার পিতার জান হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। কন্দলীও কোপনস্বভাবা ও ব্যবহারে রূঢ়া ছিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট। বিবাহকালেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তিনি পত্নীর শতাপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তদধিক হইলে মার্জ্জনা করিবেন না। পত্নী একশত অপরাধ করিলে দুর্ব্বাসা ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। অভিশাপফলে কন্দলী ভস্মীভূত হইয়া যায়। ঔর্ব্ব মুনি কন্যার জন্য শোকার্ত্ত হইয়া 'দুর্ব্বাসা ঋষির দম্ভ নাশ হউক' বলিয়া প্রত্যভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষির দম্ভ চূর্ণ হইয়াছিল মহারাজ অম্বরীষের নিকট।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি অম্বরীষ মহারাজ ও দুর্ব্বাসা প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এই চরিত্র-প্রসঙ্গে ভক্তের মহিমা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী অপেক্ষাও অধিক প্রখ্যাপিত হইয়াছে। টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার ভাগবতের সারার্থদর্শিনীটীকায় দুর্ব্বাসা ঋষির চরিত্র অন্যভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজের মহিমা ঘোষণার জন্য ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি ব্যতিরেকভাবে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপন করিয়াছেন।

দুর্ব্বাসা ঋষির অযুত শিষ্য ছিল।

ভগবান্ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষ্মণ বর্জ্জনের কারণ দুর্ব্বাসা ঋষি হইয়াছিলেন, তাহা রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গটী এই— তাপসরূপধারী কালপুরুষ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তব্য রামচন্দ্রের নিকট গোপনে বলিবেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে কেহ দেখিলে বা তাঁহাদের কথা শুনিলে সেই ব্যক্তি রামচন্দ্রের বধ্য হইবেন এইরূপ সর্ত্ত আরোপিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র উক্ত সর্ত্ত মানিয়া লইয়াই তাঁহার সহিত গোপনে কথা বলিতেছিলেন, লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষকরূপে রাখিয়া। লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার সহিত কালপুরুষের কথাবার্ত্তার সময় কেহ প্রবেশ করিলে সেই ব্যক্তি তাঁহার বধ্য হইবে। এমন সময় দুর্ব্বাসা ঋষি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া দ্বাররক্ষক লক্ষ্মণকে বলিলেন। লক্ষ্মণ বিনীতভাবে রামচন্দ্রের ব্যস্ততার কথা জানাইয়া কিছু সময় অপেক্ষা করিতে দুর্ব্বাসা ঋষিকে অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বাসা তাহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন তাঁহাকে অনতিবিলম্বে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে হইবে, নতুবা তিনি রাজ্য, নগর, লক্ষ্মণ, তাঁহার ভ্রাতাগণ এবং সন্তানগণ সকলকে অভিশাপ প্রদান করিবেন। লক্ষ্মণ ভীত হইয়া ভাবি-

লেন সকলে বিনাশ না হউক, তাঁহার একারই বিনাশ হউক। তিনি রামচন্দ্রকে অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসার আগমন সংবাদ দিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত কালপুরুষ প্রস্থান করিলেন। [কালপুরুষ=ব্রহ্মার পৌত্র, সূর্য্যের পুত্র।] দুর্ব্বাসা ঋষিকে রামচন্দ্র প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি তদুত্তরে বলিলেন তাঁহার সহস্র বর্ষব্যাপী অনশনব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, তিনি ভোজন করিতে ইচ্ছুক। রামচন্দ্র তাঁহাকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। বশিষ্ঠ মুনির পরামর্শে ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন।

দুর্ব্বাসার দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি অভিশাপের কথাও ভাগবতে বর্ণিত আছে—

'যদা যুদ্ধেঽসুরৈর্দেবা বধ্যমানাঃ শিতায়ুধৈঃ।
গতাসবো নিপতিতা নোত্তিষ্ঠেরন্ স্ম ভূরিশঃ ।।
যদা দুর্ব্বাসঃশাপেন সেন্দ্রা লোকাস্ত্রয়ো নৃপ।
নিঃশ্রীকাশ্চাভবংস্তত্র নেশুরিজ্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ।।'
—ভাঃ ৮।৫।১৫-১৬

'যে সময়ে যুদ্ধে অসুরগণ কর্ত্তৃক তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেবগণ গতপ্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন এবং অধিকাংশই পুনরায় জীবিত হইলেন না; হে রাজন্, যে সময়ে দুর্ব্বাসা মুনির শাপে ইন্দ্রের সহিত লোকত্রয় শ্রীবিহীন হইল, সুতরাং তৎকালে যাগাদি ক্রিয়া সমর্থ হইল না।'

ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ প্রদানের ইতিবৃত্ত—'একদা দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া গমনকালে দুর্ব্বাসা ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। দুর্ব্বাসা ঋষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার কণ্ঠস্থ মালা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক মালা ঐরাবতের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইল। মস্তক হইতে মালাটি নিম্নে পতিত হইলে ঐরাবত পদের দ্বারা তাহা নিষ্পেষণ করে। দুর্ব্বাসা ঋষি অপমানিত হইয়া ক্রোধাবেশে 'শ্রীভ্রষ্ট হও' বলিয়া ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ত্রিলোকের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অভিশপ্ত হইয়া প্রতিকারের জন্য দেবতাগণের সহিত সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। দেবতাগণের হিতের জন্য ব্রহ্মা শ্রীহরির আরাধনা করিলে অজিত ভগবান্ আবির্ভূত হন। অজিত ভগবান্ নির্দ্দেশ করিলেন—দেবতাগণকে অসুরগণের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য, অসুরগণের সহিত সম্মিলিতভাবে মন্দার পর্ব্বত ও বাসুকির সহায়তায় ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে, তাহাতে অমৃত উত্থিত হইলে অমৃত পান করিয়া দেবতাগণ অমর হইতে পারিবে, তাহাদের ভয় নিবারিত হইবে। প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

'ইঁহারই অভিশাপে শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন।'—বিশ্বকোষ

মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী পরিজ্ঞাত হওয়া যায় —যদুকুলশ্রেষ্ঠ শূরসেনের 'পৃথা' নাম্নী এক পরমা রূপবতী কন্যা ছিল। 'বসুদেব' তাঁহার পুত্র। শূরসেনের পিতৃস্বস্রীয় (পিসতুত ভাই) সুহৃৎ ছিলেন মহারাজ কুন্তিভোজ। মহারাজ কুন্তিভোজ নিঃসন্তান ছিলেন। শূরসেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তাঁহার প্রথম সন্তান কুন্তিভোজকে প্রদান করিবেন। কুন্তিভোজের গৃহে পালিত হওয়ায় শূরসেন প্রদত্ত কন্যা 'পৃথা'র নাম পরবর্ত্তিকালে কুন্তী হয়। কুন্তী পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণসেবায় ও অতিথিসৎকারে নিযুক্ত ছিলেন। জিতেন্দ্রিয়, ব্রতপরায়ণ উগ্রস্বভাব ও ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি সন্তান প্রতিবন্ধকরূপ ভাবি আপদ্ধর্ম্মের আশঙ্কায় তাঁহাকে অভিচারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন উক্ত মন্ত্রের দ্বারা যে যে দেবতাকে সে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার প্রভাবে তাহার পুত্র হইবে। কুমারী অবস্থায় সূর্য্যদেবকে স্মরণ করিয়া কুন্তীদেবী কর্ণকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। বিবাহের পর পতি পাণ্ডুর ইচ্ছায় তিনি ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে লাভ করিয়াছিলেন।

দুর্ব্বাসার বরে রাধারাণীর পাচিতদ্রব্য অমৃতসম হয়।

'কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী ।।

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাঞাছেন বর।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥'
—চৈঃ চঃ অ ৬।১১৫-১৬

দুর্ব্বাসা ঋষি রাধারাণীর পিতা শ্রীবৃষভানুরাজার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময় রাধারাণীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিয়াছিলেন রাধারাণীর পাচিতদ্রব্য অমৃত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইবে।

অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর বিভাগে দুর্ব্বাসা ঋষির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণ, ব্রজগোপীগণ ও দুর্ব্বাসার আখ্যায়িকা ব্রহ্মা বর্ণন করিয়াছেন।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি প্রকার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে তাঁহাদের কামনা পূর্ত্তি হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলিলেন দুর্ব্বাসা মুনিকে ভোজন করাইলে গোপীগণের কামনা পূর্ত্তি হইবে। ব্রজস্ত্রীগণ বলিলেন—'হে নাথ! আমরা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া কি করিয়া মুনির নিকট যাইব?' শ্রীকৃষ্ণ—'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এই কথা বলিলে তোমাদিগকে যমুনা পথ প্রদান করিবে।' গোপীগণ—'হে গোপীনাথ! আপনি বহু গোপীর সহিত বিহার করেন। আপনি কি করিয়া ব্রহ্মচারী হইলেন।' শ্রীকৃষ্ণ—'ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র, অব্রতী ব্রতী, সকাম নিষ্কাম হয়, সুতরাং আমাকে স্মরণ করিলে অগাধ নদী স্বল্পজলা হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?' গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া 'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই বাক্য উচ্চারণের দ্বারা যমুনা পার হইয়া দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দুর্ব্বাসাকে পরমান্ন ও ঘৃতান্নের দ্বারা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের পরে দুর্ব্বাসা ঋষি প্রসন্ন হইয়া গোপীগণকে আশীর্ব্বাদ করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুমতি দিলেন। গোপীগণ বলিলেন—'হে মুনে! আমরা কি প্রকারে যমুনা পার হইব?' মুনি তদুত্তরে কহিলেন—'দূর্ব্বাভোজী অথবা নিরাহাররূপী আমাকে স্মরণ করিলে সূর্য্যকন্যা যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন।' গোপীগণের মধ্যে গান্ধর্ব্বী নাম্নী প্রধানা গোপী জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, কি প্রকারেই বা বহু ভোজনের পর মুনি দূর্ব্বাভোজী হয়। দুর্ব্বাসা মুনি 'ভূত ভৌতিকের অন্তর্য্যামী আত্মার অক্রিয়াহেতু কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ইহাই উপযুক্ত। কৃষ্ণ সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টামাত্র·········ইত্যাদি' বাক্যে কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রকাশক ও ব্রহ্মচারীত্ব গুণ দুর্ব্বাসা ঋষি অভিব্যক্ত করিলেন। (বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের পক্ষে গোপালতাপনী শ্রুতি আলোচ্য)। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ দুর্ব্বাসা ঋষি ঘৃতান্ন পরমান্নাদি ভোজন করিয়াও কি করিয়া দূর্ব্বাভোজী* হন তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'দুর্ব্বাসিনং দুর্ব্বাসসং মুনিরাত্মারামমিত্যর্থ।' দুর্ব্বাসা ঋষি আত্মাতেই রমণ করেন, সুতরাং স্থূলতঃ ভোজন অভোজন দুইই তাঁহার পক্ষে সমান। তিনি বহু ভোজনও করিতে পারেন আবার বহুদিন ভোজন না করিয়াও থাকিতে পারেন। কোনটাতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বা আবেশ নাই। (ক্রমশঃ)
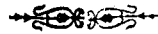
কৃষ্ণনগর—গোয়াড়ীবাজারে ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারীর উদ্যোগে তাঁহার গোয়াড়ীবাজারস্থ বাসভবনে গত ৭ পৌষ (১৪০০), ২৩ ডিসেম্বর (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকায় একটী মহাধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। উক্ত সম্মেলনে ত্রিদণ্ডী যতি ও ব্রহ্মচারী সাধুগণের যে সমাবেশ হইয়াছিল, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্

* দুর্ব্বাসা ঋষি সম্বন্ধে 'দূর্ব্বাভোজী' কথার সঙ্গতি রক্ষার জন্য কাহারও মতে দুর্ব্বাসা-নামে 'স' এর পরিবর্ত্তে 'শ' হইবে।

ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগভীর অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিতোরণ গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ যাচক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ বামন মহারাজ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের, শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠের, শ্রীচৈতন্য মঠের, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের ও শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ এবং চতুর্দ্দশ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সাধুগণ। এতদ্ব্যতীত গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত-গণও বিপুলসংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মসম্মেলনের বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা'। ত্রিদণ্ডী যতিগণ সকলেই ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস অল্প সময়ের জন্য বলেন।

মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎ-সব অনুষ্ঠিত হয়। বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে বস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী এবং তঁাহার পরিজনবর্গ নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার দ্বারা বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।
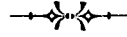
অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৮৯তম শুভাবির্ভাবতিথিপূজা-বাসরে তদীয় শ্রীচরণ-সরোজে দাসাধমের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

উত্থানৈকাদশী তিথি বরীয়সী
শুভ শুক্রবার হয়।
মার্গশীর্ষ মাসি জন্মিলেন আসি
গুরুদেব দয়াময় ॥১॥

কৃষ্ণ কৃপা করি গুরুরূপ ধরি
অবতরি অবনীতে।
পাষণ্ড দলন ভক্তের পালন
করেন উদারচিতে ॥২॥

সুজলা সুফলা সুশষ্য শ্যামলা
সোনার বাংলাদেশ।
প্রাকৃতিক শোভা মুনিমনলোভা
মনোহর পরিবেশ ॥৩॥

ঢাকা জেলা হয় তব পিত্রালয়
ভরাকর নামে গ্রাম।
মাতুলনিলয় তব জন্মালয়
কাঞ্চনপাড়া ধাম ॥৪॥

পরমানন্দিনী মাতা শৈবালিনী
পিতৃদেব নিশিকান্ত।
দেবশর্ম্মা খ্যাতি বন্দ্যোপাধ্যায়িতি
উপাধি ভূষিত শান্ত ॥৫॥

হেরম্বকুমার পূর্ব্বনাম যাঁর
ব্রহ্মচারী হয়গ্রীব।
সন্ন্যাস-আশ্রমী উপাধি গোস্বামী
ভক্তিদয়িত মাধব ॥৬॥

দীর্ঘ মনোহর গৌর কলেবর
বাহু আজানুলম্বিত।
চরণযুগল এমন বিশাল
ভাগ্যবান্ সম্পূজিত ॥৭॥

কমল বরণ যুগলনয়ন
শ্রীমুখে সুমন্দ হাসি।
মধুর বচন কর্ণরসায়ন
ত্রিতাপজ্বালা বিনাশি ॥৮॥

শৈশব কালেতে জননী হইতে
গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন।
বয়স যখন এগার তখন
সম্পূর্ণ কণ্ঠে ধারণ ॥৯॥
পরমার্থ লাগি' হইয়াছ ত্যাগী
জননীর আজ্ঞা পাঞা।
শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে জনম
সফল হ'বে জানিয়া ॥১০॥
সরস্বতী-গুরু প্রেমকল্পতরু
নিজমুখে করি গান।
তোমার সেবন করে প্রশংসন
আগ্নেয়গিরিসমান ॥১১॥
গুরুসেবানিষ্ঠা করিলা প্রতিষ্ঠা
নিজে করি আচরণ।
স্নিগ্ধনিজজনে শিক্ষা দিলা তানে
গুরু.সবা প্রকরণ ॥১২॥
নীলাচল ধামে শ্রীপুরুষোত্তমে
প্রভুপাদ জন্মস্থান।
উদ্ধার করিলা সুকীর্ত্তি স্থাপিলা
প্রকটিলা দয়াবান্ ॥১৩॥

মায়াপুর ধামে ঈশোদ্যান নামে
মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থান।
গৌরলীলাভূমি প্রকাশিলা তুমি
পঞ্চতত্ত্ব গুণাখ্যান ॥১৪॥
শ্রীমঠ মন্দির শ্রীবিগ্রহ আর
পরমার্থ বিদ্যালয়।
ধর্ম্মগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা তোমার
দাতব্য ঔষধালয় ॥১৫॥
তীর্থের মহিমা ধাম পরিক্রমা
নবদ্বীপ ষোল ক্রোশ।
জগন্নাথপুরী শ্রীকেদার-বদ্রী
শ্রীব্রজ চুরাশি ক্রোশ ॥১৬॥
উত্তর-দক্ষিণ তীর্থ প্রদক্ষিণ
করাইলা কৃপা করি।
তোমার মহিমা দিতে নারি সীমা
আমি কি বর্ণিতে পারি ॥১৭॥
এ শুভবাসরে অধম দাসেরে
করহ করুণা দান।
এই মনস্কাম অনন্ত প্রণাম
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥১৮॥

দাসাধম
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য

শুভাবির্ভাবতিথিপূজা-বাসর বৃহস্পতিবার
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পোঃ বৃন্দাবন, জেলা মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)

২৬ দামোদর, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ
৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ; ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৩ খৃঃ

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস হইতে অর্থাৎ ৩৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১৮ টাকার পরিবর্ত্তে ২৪ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ৩৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ভিক্ষা ১৮ টাকা হারে এবং বর্ত্তমান ৩৪শ বর্ষের জন্য ২৪ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বিনীত নিবেদক,—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিভূষণ ভাগবত, কার্য্যাধ্যক্ষ

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজ, শিলিগুড়ি ঃ— পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি-সহরের দেশবন্ধুপাড়াস্থিত শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজ প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে বিগত ১৯ আশ্বিন (১৪০০), ৬ অক্টোবর বুধবার শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীসুখলাল বিশ্বাস, পিতার নাম শ্রীপঞ্চানন বিশ্বাস। ইনি পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) বাঁশাইল কাঞ্চনপুর নিবাসী ছিলেন। ইনি ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ব্রহ্মচারী থাকাকালে মেদিনীপুরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে, পরে আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর গৌড়ীয় মঠে বহুদিন এবং অন্যান্য মঠেও অবস্থান করিয়া নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছিলেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, সুন্দরভাবে হরিকথা বলিতে পারিতেন। মৃদঙ্গবাদন ও কীর্ত্তনেও ইনি পারঙ্গত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সহিত একই সঙ্গে ইনি বহুদিন মেদিনীপুর মঠে ও তেজপুর মঠে একত্রে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সহিত ইনি প্রচারেও অবস্থান করিয়া প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের পর ইনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজ—এই নামে খ্যাত হন। তৎপরে ইনি ক্রমশঃ শিলিগুড়িতে শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করেন। ইনি প্রয়াণের কিছু পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের সহিত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পত্র দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু দৈবেচ্ছা অন্যপ্রকার হওয়ায় তিনি তৎপূর্ব্বেই স্বধামপ্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বিরহোৎসব ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর বুধবার শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হয়। বহুশত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। ২০ অক্টোবর ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মোৎসব ও বিরহোৎসব একই সঙ্গে হওয়ায় লোকসংঘট্ট হইয়াছিল অধিক। শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রয়াণের কিছু পূর্ব্বে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বেষ গ্রহণ করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় জনার্দ্দন মহারাজ নাম প্রাপ্ত হইয়া উক্ত মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমতিলাল বিশ্বাস এবং অন্যান্য স্থানীয় মঠের সেবক ও ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ সজ্জন মহারাজের প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ বাবাজী মহারাজ (শ্রীগোবিন্দ বাবা) বৃন্দাবন ঃ— পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রীগোবিন্দ বাবাজী মহারাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাভিষিক্ত ছিলেন। ইনি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিকট বেষাশ্রিত হন। ইনি দীর্ঘাকৃতি বলশালী ছিলেন, প্রথম জীবনে মঠের প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে বৃদ্ধ হইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা বৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া তীব্র ভজন করিয়াছিলেন। মঠের সেবকগণ ও ব্রজের বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনধামে ১৮ চৈত্র (১৩৯৯), ১ এপ্রিল (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার শ্রীরামনবমী তিথির দিন রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরহোৎসব শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে ১২ বৈশাখ ২৫ এপ্রিল রবিবার শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া তিথিবাসরে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত বিরহোৎসবে বহু ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নির্য্যাণে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীমতী থানেশ্বরী দাস, গোয়ালপাড়া ঃ—শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট শ্রীহরিনামপ্রাপ্তা, গোয়ালপাড়া জেলার মঘো-বায়দা-নিবাসী শ্রীমতী থানেশ্বরী দাস বিগত ২ শ্রাবণ (১৪০০), ১৮ জুলাই (১৯৯৩) রবিবার স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত হরিনাম করিতেন। তাঁহার পতির নাম শ্রীরাজেন দাস। মঘোবালাছারীনিবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং তৎপরে ১২ শ্রাবণ, ২৮ জুলাই বুধবার বৈষ্ণববিধানানুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্যী মহারাজ, কলিকাতা ঃ—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত প্রাচীন ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্যী মহারাজ (শ্রীমদ্ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী) বিগত ৩২ জ্যৈষ্ঠ (১৪০০), ১৫ জুন (১৯৯৩) মঙ্গলবার কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে মধ্যরাত্রি ১২টা ৩০ মিঃএ ৯১ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে কলিকাতায় নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্সটিটিউটে আনীত হইলে সংবাদ পাইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সাধুবৃন্দসহ তথায় উপনীত হন এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের সাধুগণও আসিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। একটী সুসজ্জিত যানে সংকীর্ত্তনসহ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাসাঙ্গনে আসিয়া উপনীত হইলে তথায় তাঁহার সমাধিকার্য্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। ইনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ইনি প্রয়াগে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষকরূপে থাকিয়া উক্ত মঠের সেবা দীর্ঘকাল করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সংস্থাপিত অন্যান্য মঠেরও ইনি সেবা করিয়াছিলেন।

ইনি পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্যী মহারাজ নামে খ্যাত হন। ইনি কিছুদিনের জন্য শ্রীচৈতন্য মঠের প্রেসিডেণ্ট পদেও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের কলিকাতাস্থ হেড অফিসে এবং পুরুষোত্তমধামস্থিত মঠের অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ ভাষণ দিয়াছিলেন। ইনি সুন্দরভাবে হরিকথা বলিতে পারিতেন। মঠের অনেক প্রাচীন ইতিহাস ইঁহার স্মরণপথে ছিল।

ইঁহার নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

মহাপ্রয়াণে শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী সাহায্যকারী অভিভাবক শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণকে এবং মঠের সাধুগণকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া বিগত ৪ পৌষ (১৪০০), ২০ ডিসেম্বর (১৯৯৩) সোমবার শুক্লা সপ্তমী তিথি-বাসরে ৮৪ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বাহিরের লোকের নিকট তিনি পুলীশবিভাগের একজন যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও মঠের সাধুগণ তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী বিভাবতীদেবী হৃদয়কে প্রশান্ত করিতে শ্রীল গুরুদেব-সমভিব্যাহারে চণ্ডীগঢ়, জলন্ধরাদি স্থানে প্রচার ভ্রমণে থাকিয়া হরিকথা শুনিতেন। তাঁহার স্ত্রী বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি গীতি-আকারে

শ্রীভাগবত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় মঠের সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতির জন্য যত্ন এবং উপদেশাদির দ্বারা সাহায্য করিতেন। তাঁহার ন্যায় একজন শুভানুধ্যায়ী অভিজ্ঞ বন্ধুকে হারাইয়া মঠের সাধুগণ খুবই সন্তপ্ত। তিনি কলিকাতা মঠের প্রতিটী অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

স্ত্রীর প্রয়াণে তিনি খুবই শোক-সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা বলিতেন তাঁহার যাহা কিছু মঠ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীল গুরুদেবের সেবায় সমর্পিত। এজন্য উপানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্ত্রীর প্রয়াণের পর স্ত্রীর স্মৃতিতে কলিকাতা শ্রীমঠের চতুর্থতলে শ্রীঅতিথি-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

দক্ষিণ কলিকাতায় ১৩ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর বুধবার কেয়াতলা রোডস্থ বাসভবনে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রীজীবানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী ও শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী—প্রভৃতি তাঁহার স্বজনগণের প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

২১-১২-৯৩ তারিখে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় উপানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রকাশিত উদ্ধৃতাংশঃ—

"চলে গেলেন উপানন্দ মুখোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টারঃ ছয়ের দশকের কলকাতার প্রবল পরাক্রান্ত পুলিশ কমিশনার উপানন্দ মুখোপাধ্যায় সোমবার ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দক্ষিণ কলিকাতায় কেয়াতলার বাড়িতে মঙ্গলবারেই তাঁর ৮৪তম জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি চলছিল। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক মানুষটী বুকে পেস-মেকার নিয়েই দিব্যি যুবকের তৎপরতায় হেঁটে চলে বেড়াতেন। শীতের শুরুতে বরাবরের মতো হাঁপানিতে এইবারেও একটু কাবু হয়েছিলেন।

পালিত পুত্র জওহরলাল মুখোপাধ্যায় ভোর ৩টা নাগাদ টের পান, "বাবা শ্বাসকষ্টের জন্য ঘুমোতে পারছেন না।" শৌচাগার যাওয়ার সময়েই হঠাৎ বুকের যন্ত্রণায় মাটিতে বসে পড়েন উপানন্দবাবু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকগণের অভিমত, আচমকা হৃদ্‌রোগের আক্রমণের পাশাপাশি পেস-মেকার যন্ত্রটিও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

বিকালে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

অকুতোভয় দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার হিসাবে প্রশাসনিক মহলে আজও উপানন্দবাবুর নাম আলোচিত হয়। কলকাতার 'গুণ্ডাদমন আইন' তাঁর আমলেই প্রবর্ত্তন করা হয়।

পুলিশের কাজে 'ওয়্যারলেস যোগাযোগ' ব্যবস্থা চালু করার পিছনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করা হয় আজও। ১৯৩৮ সালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার হন তিনি। ১৯৬২ সালে হন ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। ১৯ ৯ সালে দ্বিতীয় যুক্ত-ফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই তাঁকে পদত্যাগ করিতে বলা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই তিনি অবসর নেন।

সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছাড়াও গাছ-গাছালির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

'এই পুলিশ জীবন'-নামে একটী আত্মজীবনী-মূলক গ্রন্থও লিখেছেন তিনি।

১৯৫৪ সালে স্ত্রী বীণাবতী দেবী মারা যাওয়ার পরে উপানন্দবাবু বাড়ি ও সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নামে উৎসর্গ করেন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ

[১৩৯৯ ফাল্গুন হইতে ১৪০০ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৭

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬